

সিকান্দরনামা

আলাউল বিরচিত

আহমদ শরীফ

সম্পাদিত

প্রথম সংস্করণ

আগস্ট, ১৩৬০

[অক্টোবর, ১৯৬৭]

জাতীয় ঐতিহ্য সন্মানে সদানিরত ও পুষ্টিগতপ্রাণ
অধ্যাপক আলী আহমদ
বন্ধুবরেবু

লেখকের অভ্যস্ত গ্রন্থ :

বিচিত্রচিত্তা/সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা/বদেশ অধেবা/জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে/স্থপনস্থপা/
কালিক ভাবনা/বাঙলার নুকী সাহিত্য/বাউলতত্ত্ব/সৈয়দ হুলতান-তার যুগ/মধ্যযুগের
সাহিত্যে সমাজ-সংস্কৃতির রূপ/সওরাল সাহিত্য প্রসুতি অনেক।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. ভূমিকা	১-৫৯
সিকান্দরনামা কাব্য	
২. হামদ	১
৩. আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র্য	২
৪. মুনাযাত	৪
৫. পরগাষরের সিন্ধু	৬
৬. মে'রাজ	৮
৭. চারি আসহাব প্রশস্তি	৯
৮. কিতাবের আগাধ (উপক্রম)	১০
৯. নিযামীর স্বপ্ন	১৪
১০. তত্ত্বকথা	১৮
১১. খোয়াজ খিজির কত'ক নিযামীকে উপদেশ দান	২১
১২. রোসাজ রাজস্বতি	২৩
১৩. রোসাজ রাজের অভিষেক	২৬
১৪. কবির আত্মকথা	২৭
১৫. কাহিনীসার	৩১
১৬. সিকান্দরের জন্ম বৃত্তান্ত	৩৫
১৭. সিকান্দরের বিজ্ঞাভ্যাস	৩৮
১৮. জঙ্গীরাজ্য সম্বন্ধে গোহারী	৪২
১৯. জঙ্গীরাজ্যের বিরুদ্ধে সিকান্দরের যুদ্ধযাত্রা	৪৪
২০. প্রভাতঃ যুদ্ধারম্ভ	৪৬
২১. প্রভাতঃ যুদ্ধারম্ভ	৫৯
২২. সিকান্দরের জয়লাভ ও ধনপ্রাপ্তি	৬৪
২৩. দারার সঙ্গে বিরোধের সূচনা	৬৫
২৪. দর্পণ আবিষ্কার	৭৩

বিবরণ	পৃষ্ঠা
২৬. দারার রায়বার ...	৭৪
২৬. দারার যুদ্ধযাত্রা ...	৮০
২৭. দারার অভিযান ...	৮২
২৮. দারার মন্ত্রণা সভা ...	৮৬
২৯. সিকান্দরের নিকট দারার পত্র ...	৯১
৩০. দারার পত্রের উত্তরে সিকান্দর ...	৯৪
৩১. দারা-সিকান্দরের রণ ...	৯৯
৩২. দারার নিধন ...	১০৮
৩৩. শ্মশান বৈরাগ্য ...	১১৭
৩৪. জীবনতত্ত্ব ...	১১৮
৩৫. সিকান্দর ও জ্ঞানী স্বকের আলাপ ...	১১৯
৩৬. সিকান্দরের ইসলাম প্রচার ...	১২৬
৩৭. মাল্লাবীর যাদু ...	১২৮
৩৮. সিকান্দরের ইসপাহান প্রবেশ ...	১৩৩
৩৯. সিকান্দর রোসনক বিবাহের উজোগ ...	১৩৪
৪০. সিকান্দর-রোসনক বিবাহ ...	১৪০
৪১. বিবাহানুষ্ঠান ...	১৪৩
৪২. ক'নের রূপ ...	১৪৩
৪৩. ক'নে সমর্পণ: বিদায় ...	১৪৬
৪৪. রোসনক'র মকদুনি যাত্রা ও সন্তান লাভ ...	১৪৮
৪৫. সিকান্দরের দিখিজয় ...	১৫১
৪৬. এরাক প্রভৃতি বিজয় ...	১৫২
৪৭. বারদা রাজ্যের শোভা ...	১৫৪
৪৮. বাহাদুর-রানী নওশবা ও সিকান্দর ...	১৫৬
৪৯. সিকান্দর সভায় নওশবা ...	১৬৭
৫০. সিকান্দরের সংকল্প ...	১৭১
৫১. ভূগর্ভে তিলিসমাত যোগে ধন-রত্ন বক্ষণ ...	১৭৩
৫২. সাধুর সহায়তার সিকান্দরের পার্বত্যগড় অধিকার ...	১৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৩. সিকান্দরের সরিষা বাত্মা ও 'কর' রাজার পাট জাম দর্শন	১৮০
৫৪. ইন্তরখ বিজয়	১৮৮
৫৫. সিকান্দরের খোরাসান বিজয়	১৮৯
৫৬. হিন্দুস্তান বিজয়	১৯২
৫৭. কনোজ [কম্বোজ ?] দখল	১৯৮
৫৮. চীন অভিযান	২০০
৫৯. খাকানের নিকট সিকান্দরের পত্র	২০৩
৬০. খাকান রাজের পত্রোত্তর	২০৬
৬১. রায়বার বেশে খাকানরাজ	২০৯
৬২. সিকান্দর ও খাকানরাজ	২১০
৬৩. শির কথা	২১৫
৬৪. সিকান্দরের রুম যাত্রা	২২১
৬৫. রুচ [রুম] পৌড়ন সম্বন্ধে গোহারী	২২২
৬৬. রুচের সঙ্গে সিকান্দরের সংগ্রাম	২২৫
৬৭. দ্বিতীয় দিন	২৩৭
৬৮. তৃতীয় দিন	২৪০
৬৯. চতুর্থ দিন	২৪২
৭০. পঞ্চম দিন	২৪৫
৭১. ষষ্ঠ দিবস	২৫২
৭২. সপ্তম দিন	২৫৭
৭৩. রুচ যুদ্ধে সিকান্দরের জয়	২৫৯
৭৪. আব-ই-হায়াত	২৬০
৭৫. আব-ই-হায়াতের জন্ত যাত্রা	২৬৫
৭৬. সিকান্দরের স্বদেশ যাত্রা	২৭৩
৭৭. পরিশিষ্ট—ক	২৭৪
৭৮. পরিশিষ্ট—খ	২৮৫
৭৯. পরিশিষ্ট—গ	৩২৫
৮০. পরিশিষ্ট—ঘ	৩৯৯

॥ सिकन्दरनामा ॥

आलाउल बिरचित

॥ ভূমিকা ॥

॥ ১ ॥

বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলাউল একটি প্রখ্যাত নাম। কবির এ খ্যাতিতে জনগণের হুজুগপ্রিয়তার পরিচয় যত রয়েছে, রসিকচিন্তের স্বীকৃতির আভাস নেই তত। জেনে অনুরক্ত হওয়া আর শূনে ভক্ত হওয়ার মধ্যে যে তফাৎ, আলাউলের খ্যাতি বিস্তারেও রয়েছে তেমনি গোঁজা-মিল। এ কল্পে আমরা কবিকে ধস্তাধরি না, নিজেরাই ধস্তাধরে চাই।

আলাউল মুখ্যত অনুবাদক। পদাবলীই কেবল তাঁর মৌলিক রচনা। ‘আনন্দবর্মা-রতনকলিকা’ গল্পটিতে সম্ভবত দেশজ স্বপকথাকে কবি লেখ্যাক্রপ দান করেছেন। আর রাগতালনামায় তিনি বহুল প্রচলিত রাগতালের ব্যাখ্যা নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। কাজেই অনুবাদক হিসেবেই বাঙলা সাহিত্যিকের আসরে তাঁর স্থান নিরূপণ করতে হবে। আতান্ত্রিক প্রীতিবশে আলাউলকে বড় কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে আমরা তাঁকে স্বজনপটু কবিদের পাশে রেখে বিচার করতে অভিযুক্ত হয়ে পড়েছি। এতে তাঁর মান বাড়ে না, কেননা, মূল কবির পাশে তিনি অনেকক্ষেত্রে হীনপ্রভ হয়ে পড়েন। তাঁতে আমরা আশা করি অনেক, পাই কম। ফলে ভক্তপাঠক হত-গৌরবগর্বের বেদনায় ও প্রানিতে কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করে। চিন্তের এই বিষয় মেদুরতা এড়ানোর জন্যে, আলাউলের কৃতির যথার্থ মূল্যায়নকালে তিনি যে অনুবাদক সেকথা সর্বক্ষণ স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

॥ ২ ॥

শুদ্ধ, সূত্র ও সুল্লর অনুবাদ একবস্ত্র নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শুদ্ধ অনুবাদই যথেষ্ট। ধর্মশাস্ত্র, আইন ও দর্শনের ক্ষেত্রে সূত্র অনুবাদের প্রয়োজন। আর সাহিত্যে সুল্লর অনুবাদই বাঞ্ছনীয়। কারণ, সাহিত্য তত্ত্বও নয়, তথ্যও নয়। অতএব, তথ্যের শুদ্ধ, তত্ত্বের সূত্র এবং সাহিত্যের সুল্লর অনুবাদই অভিপ্রেত। সাহিত্যে তথ্যানুগ অনুবাদের ব্যর্থতার নজীর একটা দুটো নয়,—অসংখ্য।

সাহিত্য-অনুবাদকের তিনটে গুণ থাকা আবশ্যিক ; এদের যে কোনো একটার অভাব ঘটলে, সে অনুবাদককে অযোগ্য বলে মানতে হবে :

এক—অনুবাদক স্বভাষায় ব্যুৎপন্ন হবেন ।

দুই—যে ভাষা থেকে তিনি গ্রন্থ তর্জমা করবেন, সে ভাষার বাখিধি, প্রবাদ, প্রবচন ও বুলির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকবে । নইলে গাঁট-কাটা আর ঠোট-কাটার অর্থ পার্থক্য বোঝা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না ।

তিন—তিনি অবশ্যই মাতৃভাষায় সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক হবেন । সূক্ষ্মি ও বৈদগ্ধ্য হবে তাঁর বিশেষ গুণ । অনুবাদকের এ তিনগুণ না থাকলে গল্পে : পক্ষে তাঁর অনুবাদ ত্রুটিপূর্ণ, অসার্থক কিংবা বার্থ হতে বাধ্য ।

আর অনুবাদকের কৃতিবিচারে ও অনুবাদের মূল্যায়নে ‘মূলগ্রন্থ অনুদিত গ্রন্থ থেকে শ্রেষ্ঠ’—এ অঙ্গীকার কিংবা প্রতিজ্ঞা স্বীকৃত সত্য অথবা অনুমিত তত্ত্ব হিসেবে মনে রাখা দরকার । তর্জমা মূলের অবয়বের ভাস্কর মূর্তিমাত্র । অন্তকথায় তাকে কাগজের ফুলের মতো কিংবা খেলনার ফলের মতো করে ভাবতে হবে—যার প্রাকৃতবস্তুর মতো রূপ আছে, গন্ধ নেই ।

৩

কাজী দৌলতের ‘সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী’র সম্পূরক হিসেবে রচিত ‘আনন্দবর্ণা-রতনকলিকা’ কাহিনীর কাঠামোট আলাউল সম্ভবত অলিখিত রূপকথা থেকে পেয়েছিলেন । কেননা, রামজীদাসের ‘শশিচন্দ্রের পুথির’ও ঐ একই বিষয়বস্তু । আওধীবুলি বা অযোধ্যার লৌকিক ভাষা ঠেঠ হিন্দি থেকে পদ্মাবতী অনুদিত হয় । তাঁর আর সব গ্রন্থের উৎস হচ্ছে ফারসী ।

আলাউল হিন্দি জানতেন বটে । কিন্তু অযোধ্যার বুলির সঙ্গেও তাঁর সম্যক পরিচয় ছিল, এমন কথা বলা চলে না । যদি তর্কের খাতিরে স্বীকারও করি—জালালপুরে বাসকালে তিনি অযোধ্যাবাসীর মুখে তাদের বুলি শুনে থাকবেন, কিন্তু তবু একজন বাঙালীর পক্ষে বাঙলাদেশে বসে সে-বুলির বাখিধি আরম্ভ করা যে প্রচুর আগ্রহ ও উত্তম সাপেক্ষ, সে কথা মানতে হবে । এবং আলাউলেরও যে তা’ পুরো ছিল না, তার সাক্ষ্য পদ্মাবতীতে দুর্লভ নয় ।

ফারসীতেও ছিল তাঁর কেতাবীজ্ঞান । কোন দেশের কাব্যের ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা বিদেশীর পক্ষে তো বটেই, স্বদেশীর বেলায়ও দুঃসাধ্য ।

বিশেষকরে ভাষাটি যদি হয় বহুবিচিত্র সত্ত্বারে সম্বন্ধ আর কাব্য হয় উন্নতমানের। ফারসী ভাষায় আলাউল যে তেমন ব্যুৎপন্ন ছিলেন না তার স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নানা পাতায়।

তিনি যে তাঁর সীমিত বৈদগ্ধ্য সম্বল করে দুষ্টর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন, সে সম্বন্ধে তিনিও সচেতন ছিলেন। তাই তিনি সবিনয়ে নিজের অক্ষমতা নিবেদন করেছেন উপক্রমে। এ কর্মের দুঃসাধ্যতাকে তিনি সমুদ্র-সাঁতারের উৎপেক্ষার স্বীকার করেছেন।^১

॥ ৪ ॥

এ সূত্রে আরো একটি কথা বিবেচ্য। নিযামী ছিলেন বারো শতকের লোক, তিনি ফারসী ভাষায় ক্লাসিকরীতির ও রোমান্টিক ভাবের অশ্রুতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিন মহাদেশের মুসলিম অধুষিত ও শাসিত অঞ্চলে তাঁর কাব্যগুলো ছিল জনপ্রিয়। সেকালে ছাপাখানা ছিল না। প্রতিলিপি পরস্পরায় তাঁর কাব্যগুলো চালু হয়েছিল এশিয়া, যুরোপ ও আফ্রিকার পাঠক মহলে। উত্তরভারতের পদ্মাবতী আলাউলের হাতে আসে একশ' বছর পরে, 'তোহফা' আসে আড়াইশ' বছরের ব্যবধানে। আর নিযামীর কাব্য বলতে গেলে এশিয়ার একপ্রান্তের গ্রন্থ অপর সীমায় আলাউলের হাতে পেঁাছে সাড়ে চারশ' বছরেরও কিছু পরে। এর মধ্যে জনপ্রিয়তা অনুসারে প্রতিলিপি তৈরী হয়েছে কত, তা অনুমান করে আজ আর লাভ নেই! প্রতিলিপি যে কত অসুত্বভাবে বিকৃতি হতে পারে,—যাঁরা খোঁজ রাখেন তা' তাঁদের কাকর অজানা নেই। কাজেই তর্জমার জগ্রে অবলম্বিত আলাউলের পাণ্ডুলিপিগুলো যে বিকৃত ছিল তা' স্বতঃসিদ্ধের মতোই বিন্যাস্ত সত্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। কেবল বিকৃতির মাত্রা নিরূপণ করাই দুঃসাধ্য। তবে এও অনুমান-সম্ভব সেকালে লিপিকরেরা ইচ্ছামত গ্রহণ, বর্জন ও সংযোজন করত। আর অনুবাদকদেরও পছন্দমতো গ্রহণ, বর্জন ও যোজনার স্বাবলম্বিত স্বাধীনতা ছিল। এর উপর ছিল লিপিকরের অনবধানতা ও অযোগ্যতা-প্রসূত এবং দুশ্পাঠ্যতাজাত পাঠবিকৃতি ও পাঠবিপর্যয়।

অতএব, কোনটা পাঠবিকৃতিজাত, কোনটা অনুবাদকের অক্ষমতাপ্রসূত, কোন্ অংশ তাঁর অবহেলার অপস্রষ্ট, কোন কোন অংশ পরবর্তী

১ আলাউল পরিচিতি যৎসম্পাদিত 'তোহফার হুদিকা'র দৃষ্ট্য।

শিপিকরের দান, কোন্ অংশ অনুবাদকের সচেতন বিবেচনার বজিত আর কোন অংশই বা তাঁর হাতে এসে পৌঁছয়নি, আজ তা' বলা কাকর পক্ষেই সম্ভব নয়।

॥ ৫ ॥

আলাউলের রচনা থেকে তাঁর যে পরিচয় পাই, তাতে যুক্তি তিনি সংস্কৃত জানতেন, বাঙলায় তাঁর বৈদ্য প্রস্রাভীত এবং শব্দসম্পদে, অলঙ্কার-তত্ত্বে ও ছন্দ-মাধুর্য-বোধে তাঁর চিন্তা-ভাণ্ডার ঋদ্ধ ছিল। কবিত্বে তাঁর সহজ সঞ্চার ছিল আর সুরচি ছিল তাঁর অগ্রতম দুর্লভ সম্পদ। তাঁর মন ছিল রোমান্টিক এবং রূপকথাপ্রবণ। কাহিনী নির্মাণে ও বিশ্বাসে তাঁর তৎপরতা যত ছিল, মূলানুগত্যের নিষ্ঠা ছিল না ততটুকু। এ'ও বোঝা যায়, মহৎকাব্যের রসিক এবং বোদ্ধা ছিলেন তিনি, কিন্তু অনুবাদের সময় সে কাব্যের সূচিত শব্দের পরিভাষা গ্রহণে কিংবা ভঙ্গির লাভণ্য সংরক্ষণে তাঁর প্রয়াস অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয়নি। আবার নিজের বিদগ্ধ কবি ছিলেন বলে স্ব-ভাবের কাব্যিক রূপায়ণে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন ক্ষণে ক্ষণে আর স্থানে স্থানে। বিজলীর ছটার মতো তা স্বতঃপ্রকাশিত আর প্রদীপ্ত তারার মতো তাঁর কাব্যের সর্বক্ষেত্রে বিখরিত।

॥ ৬ ॥

আলাউলের কাব্যে মূলের যে-সব অংশ অনুপস্থিত, তার কতখানি স্বেচ্ছাকৃত আর কতখানি অপ্রাপ্যতাজ্ঞাত একমাত্র সিকান্দরনামা ছাড়া—অল্প গ্রন্থ সম্বন্ধে তা নিশ্চিত করে বলা দুঃসাধ্য। সিকান্দরনামার কবি স্পষ্ট করেই তাঁর অক্ষমতা নিবেদন করেছেন। প্রথমে সর্বিনয়ে জানিয়েছেন তাঁর সীমিত শক্তির কথা : 'নিয়ামীর ঘোর বাক্য বুঝন কর্কশ ভাঙ্গিয়া কহিলে তাহে আছে বহুরস।

১. পুথিতে 'আলাউল' ও কচিং 'আলারল' পাঠ মিলে। আমরা 'আলাউল' বানিয়েছি। এ নামের অন্তত দুইজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে আমরা জানি,—একজন নৌড়ের দরবেশ, অগ্রজন ইলা খাঁর আত্মীয়। আতাউল, বদিউল প্রভৃতি অসংখ্য সদৃশ নামও স্বর্ভাব্য। আরবী অল্/আল্/এল অভিজ্ঞতি, স্বরসন্ধি ও সন্ধির নিয়মে উল্/উন্/উর/উন/উদ হয়। যেমন আবদুল, আবদুস, আবদুর, আবদুন, অলদীন=উদীন ইত্যাদি। অতএব অল্, আল্, এল্ হচ্ছে পদাধরী প্রত্যয় বা পদ। এদিকে আরবী শব্দ আরম্ভ হয় না পরবর্তী পদ গঠন করে মাত্র। কাজেই আল+আউয়াল/আলোয়াল বা 'আলাউল' নাম হতে পারে না। তা ছাড়া এমন নামে উচ্ছৃঙ্খল ও অসহ্য প্রকাশ পায়, তাই এ নাম কোন আন্তিক মাহব রাখতে পারে না।

সমুদ্র সাক্ষরসম গ্রন্থের প্রধান
 বিশেষ ফারসীভাবের বয়েত ভাঙ্গন ।
 মহন্ত নিষামী বাক্য ইঙ্গিত আকার
 বিশেষত পঞ্চভাষ কিতাব মাঝার ।
 আরবী ফারসী আর নসরানী এছদী
 পল্লবী সঙ্গে পঞ্চভাষের অবধি ।

আরবী-ফারসী-আর্মেনীয়, হিব্রু ও প্রাচীন পল্লবী ভাষার শব্দে তৈরী
 নিষামীর কাব্যসৌধ । তার উপর নিষামীর বাক্য ইঙ্গিতময়, কাজেই
 রস-সমুদ্রে বাঙালী কবির সত্ত্বরণ বিস্তৃত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে । দুঃস্থ শব্দে
 তরঙ্গাভিঘাতে কবির উত্তরণ ঘটেনি, তিনি স্রকৌশলে তা' এড়িয়ে আত্ম-
 রক্ষা করেছেন মাত্র :

মহন্ত নিষামী শাহা পুরুষ প্রধান
 কহিছন্ত 'খিক এহি সভার বাখান ।
 সে সব বাঙালা ভাষে দুঃস্থ কহন
 পরিগ্রমে কহিলেহ সঙ্কট বুঝন ।
 কেতাবেত এহি কথা অধিক কর্কশ
 পণ্ডিতে ঝগড়া বিচারিলে পাএ রোষ ।
 একেক বয়েত লৈয়া ঝগড়া বহল
 কেহ হএ কেহ নহে বলে বিজ্ঞকুল ।
 বহ পরিগ্রমে আশি এথেক কহিল
 কি মাত্র কথার সূত্র তিল না এড়িল ।

অতএব, সিকান্দরনামার কবি কেবল কাহিনী-সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখার
 প্রয়াসী ছিলেন । নিষামী ছিলেন ফারসী ভাষার অন্ততম প্রেষ্ঠ কবি ।
 তিনি তাত্ত্বিক ও তথ্য কাব্যের রচয়িতা । তাতে স্রুতীভাবের ফলও রয়েছে
 নিহিত । তাঁর কবিভাষা আশ্চর্য সুন্দর । তাঁর বাক্য-ভঙ্গির এমন একটি
 নাটকীয় লাবণ্য রয়েছে, যার আভাস মাত্র নেই আলাউলের অনুবাদে ।
 ফলে, আলাউলের কাব্যে নিষামী বর্ণিত গল্পসার পাই, মূল কাব্যের লাবণ্য
 ও মাধুর্যের বিশেষ কিছু পাইনে । সিকান্দরনামা নিষামীর বুদ্ধ বয়সের
 শেষ রচনা । বুদ্ধ আলাউলেরও সর্বশেষ অনুবাদ । নিষামীর প্রেষ্ঠ রোমান্স
 খুসরু-শিরি ও হক্-তপস্কর । আর প্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা-গ্রন্থ মখজুনুল আসরাফ ।
 আলাউলের প্রেষ্ঠ অনুবাদ পদ্মাবতী ।

এক বুদ্ধ কবির কাব্য আর এক বুদ্ধ কবি অনুবাদ করেছেন। এবং সবাই জানে বুদ্ধ বয়সে কাব্য রচনার 'চিন্তে উন্নাস' জাগে না। কাজেই বোবন-মূলভ বিচিত্রভাবে অভাবে এ কাব্যের রসে ও বর্ণে গাঢ়তা অনুপস্থিত। উভয়েরই কানে তখন ওপারের ডাক বাজছে। তাতেই তাঁরা বিরত। দু'জনের রচনাতেই রয়েছে হৃত ঘোঁষনের কান্না। তাই তাঁরা ধর্মভাবের ও ভগবৎ-প্রেমের সুরা পান করে পরিভ্রাণের পথ খুঁজতেই বাস্তু। কাব্যকথা রসিয়ে বলার উত্তম নেই, কাব্যরসে আর আগ্রহও নেই তেমন। পরগষর সিকান্দরের মহৎ জীবনকথা কখন ও শ্রবণের পুণ্যার্জনই যেন উভয়ের লক্ষ্য। নিষামী তাই স্বদেশী ও স্বজাতি চক্রবর্তীসম্মাট দারাকে বিদেশী ও বিজাতি এবং দেশের স্বাধীনতা অপহারী পরাক্রান্ত বীর সিকান্দরের কাছে গুণে জ্ঞানে ও বলে হীনপ্রভ করে চিত্রিত করতে বিধাবোধ করেননি। সিকান্দরের নবুয়তের প্রতি আকর্ষণ তাঁকে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বাধীনতা প্রীতি ভুলিয়েছে। এ হচ্ছে বুদ্ধ বয়সের বিকৃত ধার্মিকতা—মানবিকতা নয়। সূহৃ জীবন-চেতনার মুখর ফিরদৌসীকে আমরা শাহনামার অন্তভাবে প্রত্যক্ষ করি।

নিষামী তিন খণ্ডে তিনরূপে—দ্বিধ্বজয়ী, প্রজ্ঞাবান দার্শনিক ও নবী-রূপে সিকান্দরের কীর্তি, গুণ ও মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। আলাউল কেবল দ্বিধ্বজয় খণ্ড তথা 'সিকান্দরনামা-ই-বরা' অনুবাদ করেছেন। এক হিসেবে এটি একটি যুদ্ধকাব্য। কাজেই বর্ণনাত্মক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও তত্ত্বের মাধুর্য আছে। সে দু'খণ্ডের অনুবাদে কাব্যগুণের ঘাটতি প্রজ্ঞা ও তত্ত্বরূপে পূরণ হত।

আমাদের আলোচ্য খণ্ডে অবশ্য সর্বশ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জনের উপকরণের অভাব নেই।

॥ ৭ ॥

এখানে আলাউলের অনুসরণে কাহিনীর সারাংশ তুলে ধরছি :

রুমের ভেতরে মকদুনিয়া নামে এক রাজ্য। সে রাজ্যের রাজা ফরলুকচ। রাজা নিঃসন্তান। একদিন তিনি বৃদ্ধরায় বের হয়ে পথে দেখলেন, এক সন্ত প্রসবিনী হতানারী, পাশে জীবন্ত শিশু। সে শিশুকে তিনি পরম আগ্রহে তুলে নিলেন কোলে। পুষতে লাগলেন সর্বপ্রকারে।

সিকান্দরের পিতৃশ্রীচরিত্রে প্রভুভেদ আছে। কেউ বলে দারায় বংশেই সিকান্দরের জন্ম, আবার কারুর মতে সিকান্দর ফরলকুচেরই সন্তান। রাজা শিশুর নাম খুইলেন সিকান্দর। শিশু কলার কলার বেড়ে বাল্যে পদার্পণ করল যখন, তখন তার পড়ালেখা শুরু হল। ছেলে মেধাবী, বুদ্ধিমান ও মনোযোগী। তার উপর শিক্ষক হচ্ছেন মহাজ্ঞানী নকুম্মাখিস।

অল্পকালের মধ্যেই সিকান্দর বিদ্যার বিদগ্ধ, শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগে বিশারদ হয়ে উঠলেন। শারীরশক্তির সঙ্গে মানস উৎকর্ষ ও অস্ত্রপ্রয়োগ-পটুতা তাঁকে উচ্চাভিলাষী করে তোলে। কুমারের জন্ম-মুহুর্তে জ্যোতিষ-গণনায়ও জানা গেছিল, এ শিশু ভুবনবিজয়ী নরপতি হবে। পাঠদান সমাপ্তিকালে ব্রহ্মশিক্ষক নকুম্মাখিস নিজের সন্তান আরম্ভতালিসের শুবকামনায় পিতৃস্থলভ আগ্রহে সিকান্দকে অনুরোধ জানালেন :

যবে তুমি হৈবে সব ক্ষিতির ঈশ্বর।

তখনে আমার বাক্য শ্রবণ করিও

গুরুপুত্র আরম্ভরে সাদরে পুষিও।

তান অনুমতিএ ভূজিও স্বরাজ

বুদ্ধিমত্ত পাত্র হোন্তে সিদ্ধ সর্বকাজ।

যেন তুমি ভাগ্যধর সেহ বিদ্যধর

ভাগ্য-বুদ্ধি সুমিশ্রিত কার্য চারুতর।

সিকান্দর গুরুর অনুরোধ উপেক্ষা করেননি। পিতৃবিরোগে যৌবন উদ্গমেই সিকান্দর রাজ্যপাল হলেন। এবং গুরুর অনুরোধ শ্রবণে আরম্ভকে মহাপাত্র করলেন। তারপর শুরু হল তাঁর দিগ্বিজয়। দর্পণ-আবিষ্কার সিকান্দরের অগ্ৰতম কীর্তি।

জঙ্গীরাজ্য আভিসিনিয়া। সে রাজ্যের মানুষ-থেকে বর্বর হাবসীরা মিসরবাসীদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন করে। সিকান্দর শ্রায়পন্নায়ণ ও বীর নরপতি। তাই প্রতিকারের আশায় তারা সিকান্দরের দ্বারে ধর্ণা দিল। সিকান্দরের প্রথম অভিযান এই জঙ্গীদের বিরুদ্ধেই। রুমদুত তুতিয়ানোসকে জঙ্গীরাজ পলদরের আদেশে হত্যা করে জঙ্গীরা খেয়েই ফেলল। রুমীদের পথে পেলেও ধরে নিয়ে তারা খেয়ে ফেলে। রুমী সৈন্তরা ভীত নয়। কিন্তু এই বীভৎস সংবাদে সিকান্দরের সেনাবাহিনীতে

ত্রাসের সঞ্চার হল। এখন উপায়? সিকান্দর আরম্ভের পরামর্শে কয়েক জন জঙ্গী ধরিয়ে আনলেন, তাঁরপর তাদের একজনকে ইত্যা করিয়ে রান্নার ও খাওয়ার ভাণ করলেন। এতে অপর বন্দীরা ভাবি ভয় পেল। সিকান্দর রাতে তাদের বন্ধন ও পাহারা শিথিল রাখার ব্যবস্থা করলেন, যাতে তারা পালিয়ে গিয়ে রুটিয়ে দিতে পারে যে জঙ্গীদের মতো রুমীরাও মানুষ থেকে। এতে সফল পাওয়া গেল। জঙ্গীরা ত্রাস পেল, আর রুমীরা নিভয়ে অমিত বিক্রমে বহু বৃদ্ধ করে জঙ্গীরাধ্যা দখল করে নিল। কালো জঙ্গী আর গোলবর্ণ রুমী :

জঙ্গীরুমী বৃদ্ধ করে হইয়া মিশামিশি
একদিকে অন্ধকার আর দিকে শশী।

এটাই হলসিকান্দরের প্রথম জয়। জঙ্গীরাজ পলঙ্কের খন-ভাণ্ডার সিকান্দরের হাতে এল। সে-সম্পদ তিনি :

‘সপ্তদিন দান কৈল মেহরুটি রীতে।’

মিসরাদি দেশও তাঁর বশতা স্বীকার করল। উত্তর আফ্রিকা এভাবে জয় করে সিকান্দর বহুবসতি ও নগর পত্তন করলেন। ইসকান্দারিয়া [আলেকজান্দ্রিয়া] তার অন্ততম।

জঙ্গী রাজভাণ্ডারে প্রাপ্ত ধনরত্নের কিছু কিছু সিকান্দর অগ্ৰাণ মিত্র রাজাদের কাছেও উপহারস্বরূপ পাঠালেন। দারার কাছেও পাঠালেন। মকদুনিয়া ছিল দারার করদ রাজ্য। উপহার পেয়ে দারা প্রথমে খুশীই হয়েছিলেন। কিন্তু যখন শুনলেন এমনি ধনরত্ন সিকান্দর যত্রতত্র বিলিয়ে ছেন তখন সন্ধ্যাট-স্নানান্ত কুট-বুদ্ধি জাগল তাঁর মনে :

না বুঝি তাহার মনে কিবা ভাব আছে
নতু গর্ব কি করে আশ্রায় সঙ্গে পাছে।
যাবতে না হৈছে এত 'ধিক বলশক্ত'
ছলে তান্ন গর্ব চূর্ণ করিবারে যুক্ত।

সিকান্দর শক্তিমান হয়ে উঠছেন অপরিস্রব সম্পদ পেয়ে। কলিতেই যদি কচলিয়ে না দেয়া যায়, তাহলে তাঁর প্রতিপত্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে,—এ বিবেচনার দারা সিকান্দরের রান্নাবান্নের প্রতি তাজিল্য প্রদর্শন

করলেন। এতে সিকান্দর কষ্ট হয়ে বাহিরে কর দিলেন বন্ধ করে। কর না পেয়ে দার্বাও গেলেন ফেঁপে, করের জন্তে তাগাদা দিয়ে দার্বা রায়বার পাঠালেন সিকান্দরের কাছে। সিকান্দরের উদ্ধত ব্যবহার পেয়ে রায়বার ফিরে এল। স্বিতঘী দার্বা যদিও জানেন :

যশুপি পর্বত নাম ধরএ অচল
গর্ব না রহএ তার দেখি আখণ্ডল।
মুখিকে করএ বাদ বাজের সংহতি
সমুদ্রসাক্ষাতে বিন্দু কি ধরে শকতি।

তবু ভাবেন 'আরবার মর্ম তার বুঝিতে উচিত।' কাজেই তিনি আবার সিকান্দরের কাছে এক বন্ধ রায়বার পাঠালেন। সঙ্গে দিলেন একভাও তিল আর একটি চৌগানের (পলোখেলার) দণ্ড। এ হচ্ছে প্রতীকি বাণী :

শিশুমতি তুমি [সিকান্দর] যুদ্ধ না জান সন্ধান
খেলা খেলি গৃহে থাক লইয়া চৌগান।
আর তিলের 'মত জান মোর সৈন্ত অগণিত।'

শক্তিমত্ত যুবা সিকান্দর এ অপমান সহ্য করবেন কেন? তিনি দার্বা প্রেরিত :

'তিলের ভাও ছিঙিল প্রান্তরে'
এবং 'বহু কবুতর আনি দিল খাইবারে।'
ভুখিল কৈতরে যোগ্য আহার পাইল
তিল অর্ধে সেইভূমি তিল শূণ্য কৈল।'

সিকান্দর দার্বার রায়বারকে বললেন :

যশুপি দার্বার সৈন্ত নাহি পরিমাণ
মোর সৈন্তগণ তার ভক্ষক সমান।

আর পলোখেলার যেমন :

'চৌগানে মারিয়া গুলি নিজ দিকে আন
তেমনি আপনার ভিতে টানিয়া আনিব ইরান।'

সিকান্দর এমনি পৌরুষবাচ্যে দার্বার রায়বারকে দিলেন বিদায়। দার্বাও দ্বোবাঘি অলে উঠল। আপমানিত ও ক্রুদ্ধ দার্বা বিপুল বাহিনী নিয়ে

মকদুনিয়া যাত্রা করলেন। কয়েকদিন ধরে মরণপণ যুদ্ধ চলল। কিন্তু তখনো জয়গরাজের অনিশ্চিত। অবশেষে দারার দুই পার্শ্বের বিশ্বাসভঙ্গ করে দারাকে হত্যা করে। মুম্বু' দারার সঙ্গে রণক্ষেত্রে, সিকান্দরের দেখা হল। দারা সিকান্দরকে তিনটে অন্তিম অনুরোধ জানালেন :

তিনবাক্য আশ্রয় রাখিবা নরপতি :

—বিনা অপরাধে মোরে যে করিল বল
বিচারিয়া আপনে উচিত দিবা ফল।
দ্বিতীয় সেবাএ মোর ছিল যথ রামা
সত্য দৃঢ় রাখি কামভাব দিবা ক্ষেমা।
তৃতীয় দুহিতা মোর রৌশনক নাম
শচী রতি জিনি রূপ অতি অনুপাম।
তোম্মার সেবাএ দিলু' যন্তনে পালিও
কায়ানী বংশের মাগু চিন্তিত রাখিও।

সিকান্দর দারার অন্তিম অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। দারার পরাজয়ে ইরান সিকান্দরের পদানত হল। দারার পরাজয়ে সিকান্দরের আত্মবিশ্বাস ও সাহস অমিত হয়ে উঠল। সিকান্দর দিগ্বিজয়ের অভিলাষে বের হয়ে প্রথমে গেলেন ইরানে। সেখানে রাজ্য শাসনের সুব্যবস্থা করে, জরথুষ্ট্রীয়দের অগ্নিউপাসনা বন্ধ এবং মোগানদের কদাচার নিবিদ্ধ করে এগিয়ে চললেন বাবল (বেবিলন) দেশের দিকে। এই বাবলেই ফিরিফা হাক্কত-মাক্কত নেমে এসেছিল, এদেশী মেয়ে জোহরাই আসমা'নে তারা হয়ে ফুটে রয়েছে। বাবলদেশ দখল করে, সেখানেও অগ্নি-উপাসনা মন্দির ছারখার করে দীন ই-ইসলাম জালি করলেন।^১ তারপর গেলেন আজরাবাদে, সেখান থেকে গেলেন হিফাহানে।

১. সিকান্দর ছিলেন নবী। কাজেই বল-প্রয়োগে বিশ্বাসীদের স্বার্থে দীক্ষিত করা ছিল তাঁর পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। দিগ্বিজয়ও স্বার্থ প্রচারের কাজেই। ধর্মপ্রাণ কবির চোখে এটি পরমত অসহিষ্ণুতাক্রম বর্বরতা নয়—গর্ব ও গৌরব করার মতো স্মৃতি। সিকান্দর কোন দেশ আক্রমণের পূর্বে ছদ্মবেশে সৈন্য পাঠিয়ে সেদেশের বাস্তবতা ও স্বর্থ ক্রড়া দামে ক্রয় করিয়ে জানতেন, তারপর হৃদিকপীড়িত দরিদ্র দেশ সহজে জয় করতেন। এ যুদ্ধ নীতি আদর্শে অকল্যাণকর।

হিফাহানের পথে কান্নানী বংশীয়া এক রূপসী মারাভীর সঙ্গে সিকান্দর বাহিনীর শক্তি পরীক্ষা হয়। অবশেষে রক্ষী বাদুকের বলিনাসের তিলিস-মাতের কাছে মারাভী হার মানল, আর বলিনাস তাকে বিয়ে করে সঙ্গে নিল। হিফাহানে পৌঁছে সিকান্দর দানে ও দয়ার সবাইকে তুষ্ট করে আর দেশ-শাসনে দুর্নীতি দূর করে সবার হৃদয় জয় করলেন। তারপর আরম্ভকে পাঠালেন দারাপত্রীর কাছে রৌশনককে শাদীর পরগাম দিয়ে। দারাপত্রী আগেই লোকমুখে সিকান্দরের গুণগণার নানা কথা শুনে ছিলেন, কাজেই পরগাম পেয়েই তিনি রাজী হলেন।

দেশময় উৎসব লেগে গেল। গন্ধে-আলোকে-কুসুমে সারাদেশ সজ্জিত হল। কয়েকদিন ধরে দেশময় মহোৎসব চলতে লাগল। এর মধ্যে মহা-ধুমধামে সিকান্দর-রৌশনক বিয়ে হয়ে গেল। কয়েক মাস ধরে পরম-সুখের দাম্পত্য জীবন যাপনের পর রৌশনক সন্তান-সন্তবা হলে সিকান্দর আরম্ভর সাথে রৌশনককে মকদুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন। সেখানে যথাসময়ে তিনি এক পুত্ররত্ন প্রসব করেন, সিকান্দরের অভিপ্রায় ক্রমে কুমারের নাম হল ইসকান্দর। রৌশনক পাটরানীরূপে স্বামীর অনুপস্থিতিতে রুম শাসন করতে থাকেন।

এদিকে সিকান্দর ইস্তরখ [ইস্তখর] প্রভৃতি দেশ পদানত করে মক্কায় গেলেন কাবা জিয়ারতে। পথে পথে দু'হাতে ধন-রত্ন দান করে করে তিনি—কেবল জমি নয়—জয় করে চললেন জনগণের চিন্তাও। আর করলেন বসতিবিহীন স্থানে জনপদ সৃষ্টি ও নগর পত্তন।

কাবা জিয়ারত শেষে সিকান্দর আজরাবীদের রাজার এক পত্র পেলেন : অবজাখের (ইজাজের?) দুর্দান্ত রাজা দোরালি। তাঁর সামন্ত হচ্ছেন আর্ম্যানরাজ। এঁরা অগ্নি-উপাসক। দোরালির প্ররোচনায় আর্ম্যানরাজ নানা অনাচারে সদা নিরত। সিকান্দর যদি এসব দুর্নীতি দূর না করেন, তাহ'লে দীন-ই-ইসলামের চিহ্নও থাকবে না এসব দেশে, অতএব এর প্রতিকারে তাঁর আশু উপস্থিতি প্রয়োজন।

সিকান্দর এ আশ্বাসে সাড়া দিলেন। দোরালি বিনাধুকে বশতা স্বীকার করলে, সিকান্দরের আদেশে সে রাজ্যের সবাই 'মুসলমানি দীন পুজে' কুমার নিরম্বে।

এরপরে সিকান্দর বার্দা রাজ্যের দিকে এগিয়ে গেলেন। এই বার্দার পূর্বনাথ ছিল হোরাম। রাজ্যেশ্বরীর নাম নওশবা। তিনি বিদূষী, বুদ্ধিমতী পর্দানশীন ও সুশাসিকা। সিকান্দর রাসবায় বেশে গেলেন তাঁর দরবারে। দুনিয়ার সবদেশের রাজার আলেখ্য ছিল নওশবার কাছে। উচ্চত আচরণ ও চেহারা দেখে নওশবা সিকান্দরকে সহজেই চিনে ফেললেন, বিপদের এমনি ঝুঁকি নেওয়া সিকান্দরের উচিত হয়নি, তিনি ভারি বিরতবোধ করলেন। সিকান্দরের গুণমুগ্ধা নওশবা তাঁকে কৃত্রিম তিরস্কারে লঙ্ঘিত করে অভয় দিলেন। নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক বীর-পূজা-প্রবণতাবশে নওশবা সাগ্রহে সিকান্দরের অনুগত হলেন। কয়েকদিনের মেলামেশায় ও ঐতিভোজে উজ্জয়ের মধ্যে গাঢ় ঐতির সম্পর্ক গড়ে উঠল। সিকান্দরের আগ্রহে দোয়ালি ও নওশবার বিয়ে হল।

বার্দা থেকে সিকান্দর নতুন দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন, ব্যক্তিগত ও রাজকীয় ধন-ভারে যাত্রা মন্থর ও বিঘ্নিত হবে আশঙ্কা করে বলিনাসের পরামর্শে সবাই অজিত ধন বাবল-আবার নামের এক নির্জন স্থানে নিশানা দিয়ে দিয়ে পুতে রাখল আর বলিনাস তিলিসমাত প্রসোগে ভূত-প্রেত যক্ষ এবং বাঘ, সিংহ, সাপ প্রভৃতি হিংস্র জীব সৃষ্টি করে সে ধন পাহারার ব্যবস্থা করল। এরপর নিশ্চিন্তে সবাই নতুন দেশ জয়ে এগিয়ে চলল। এবার আলবুর্জ পর্বতচূড়ার দস্যুদের দুর্গ এক বৈষ্ণবসামুদ্র কেরামতিযোগে ধবংস করে উপত্যকা অঞ্চলের লোকদের নিঃশঙ্ক করলেন সিকান্দর। তারপর কায়ানী বংশীয় সরির রাজাকেও বশে আনলেন। সেখানে তিনি তক্ত-ই-ফিরদুন [ফরীদুন] ও জাম-ই-জামশেদ দেখে নয়ন সার্থক মানলেন।

এরপরে গিলান, খোরাসান, নেশাপুর প্রভৃতি দেশ জয় করে এবং অগ্নিপূজা নিষিদ্ধ করে হিবাদে গেলেন, সেখানেও দীন-ই-ইসলাম জারি করে কিরমান, গজনী, ঘোর, মেসেদ প্রভৃতি পদানত করে হিন্দুস্থান অভিযানে এগিয়ে এলেন তিনি। এখানকার কয়দরাজা স্বেচ্ছায় নিজ দুহিতা, হস্তী, এক অদ্ভুত পাত্র, এক বৃদ্ধ জ্যোতিষী, এক ভিক্ষু ও বহুধন উপহার দিয়ে বিনা যুদ্ধে সিকান্দরের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। কনোজের রম্ভা ফর [ফরবলী]-ও তাঁর অনুগত হলেন।

এবার সিকান্দর চীনের দিকে যাত্রা করলেন। পথে 'ফুর' রাজ্যও তাঁর পদানত হল। তখন ফুগফর তথা চীন সম্রাট ছিলেন খাকান।

তিনি বরখ, খতা, খোতন, ফরগনা, সঞ্জাব, শিরদিক, কাশগর, চাচ প্রভৃতি অঞ্চলের সামন্তদের নিয়ে সিকান্দরের সঙ্গে দশে নামবার জন্ত এগিয়ে এলেন। সিকান্দর খাকান রাজের কাছে এক পত্র দিলেন :

যুদ্ধসাজে আইলা তুমি আমার সমীপ
ঝঞ্জাবাত আগে কেনে জালাও প্রদীপ।
চীন খোতনের যে কস্তুরী যুগ লৈয়া
আখেরি ব্যাঘ্রের আগে আইলা উগ্র হৈয়া।
মোর ব্যাঘ্রকুল চীনযুগ দরশনে—
লক্ষ দিতে চাহে সব শিকল ছিড়িয়া
ক্ষেমা ধরি আমি রাখিয়াছি আশ্বাসিয়া।
পত্র পড়ি না করিও তিলেক বিলম্ব
শীঘ্রে লেখ কিবা সন্ধি কিবা যুদ্ধারম্ভ।

একদিকে এ চরমপত্র। অপরদিকে চরমুখে জানলেন, সিকান্দরের সৈন্য-সমুদ্রে তাঁর বিরাট বাহিনীও বিন্দুবেৎ। তিনি ঘাবড়িয়ে গেলেন আর রায়বারবেশে সিকান্দরের সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর আনুগত্য মানলেন। সিকান্দর যুগবহল তৃণাচ্ছাদিত খাকান রাজ্যে যুগয়ার ও বিগ্রামে অনেক দিন যাপন করলেন।

একদিন দরবারে চীনা ও রুমী আমীরদের মধ্যে চীনা ও রুমীর শিল্প-নৈপুণ্য নিয়ে তর্ক বাধল। স্থির হল চীনা ও রুমী শিল্পীরা এক টঙ্কীঘরে চিত্রাঙ্কন করবে। উভয় জাতির শিল্পীর চিত্র যাচাই করে কোন্ জাতির নৈপুণ্য বেশী তা' নির্ণীত হবে।

শিল্পীরা কাজে লেগে গেল। তাদের আঁকা শেষ হয়ে গেলে একদিন সিকান্দর ও রাজা খাকান সপার্ষদ চিত্রদর্শনে গেলেন। তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন, দুই বিপরীত দেয়ালে অঙ্কিত দুইপক্ষের চিত্রই হুবহু এক। এ কি করে সম্ভব, তা কেউ ভেবে পান না। অবশেষে বলিনাস মাঝখানে পর্দা টেনে দিলেন, তখন সন্কোভুকে সবাই দেখল রুমীপক্ষের দেয়ালে আছে চিত্র, আর চীনা পক্ষের দেয়াল জুড়ে রয়েছে অতিশূন্য আরনার আন্তরণ।

তখন 'সবে বোলে চিত্রকর নাহি রুমীসম

আর চীন কর্মীগণ হয় তেমনি উন্মত্ত।

এবার সিকান্দর দেশে ফেরার বাসনার থাকান রাজ্য ত্যাগ করলেন। রাজাখাকান তাঁকে উপহার দিলেন এক শিকারী পাখী, এক খোতনী ঘোড়া আর রুতাগীত পাঁচিসী এক সুরূপা খোতনী বীরাজনা।

সিকান্দরের দেশে যাওয়া হল না, পথে অবজাখ (ইজাজ) রাজ দোরালি এসে গোহারী জানালেন : তিনি সিকান্দরের সঙ্গে দেশান্তরে ছিলেন যখন, তখন রুশেরা এসে তাঁর রাজ্যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে, নিবিচারে লোক হত্যা করেছে, আর অনেককে বন্দী করে নিয়ে গেছে। সিকান্দর এতে রুষ্ট হয়ে রুশিয়া আক্রমণের অভিপ্রায়ে এগিয়ে গেলেন। জয়ছন নদী পার হয়ে খারজমের ভিতর দিয়ে এগিয়ে পেলেন ‘খপচাক’ নামের এক বর্বর গোত্রের সাক্ষাৎ। এদের নারীদের কোন ম্লীলতাবোধ নেই, তারা ‘মুখ-বুক’ অন্যতাই রাখে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোনো কাজ হল না। এদের সর্দারেরা সিকান্দরকে বলে :

তোম্মার আদেশ সব ধরি শির 'পর

কিন্তু মুখ-বুক না পারিব ঢাকিবার।

তোমরা নারীকে আবৃত রাখ, আর আমরা নারী দেখলে চোখ বুজি ; কাজেই নারীর আবরণের আর প্রয়োজন থাকে না :

তোম্মা সব চরিত্র যে বদন ঢাকন

আম্মার চরিত্র তেন নয়ান মুদন।

অবশেষে বলিনাসের পরামর্শে আবৃত নারীমূর্তি স্থাপন করে অনেক কৌশলে নারীমনে লজ্জা সঞ্চার করে, সে সমাজে আবু চালু করেন তিনি।

এরপরে সিকান্দর রুশ আক্রমণ করলেন। রুশরাজ কিস্তালেব সঙ্গে তাঁর মরণপণ যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষেই বিরাট বাহিনী। রুশেরা এবং তাদের পক্ষের পরতাসিরা শক্তি সাহসে কারুর চেয়ে কম নয়। একে একে উভয়পক্ষই বীরশূন্য হতে থাকল। রুমী পক্ষের খোতনী বীরাজনা স্বেচ্ছায় রণক্ষেত্রে গিয়ে অনেক রুশ বীর হত্যা করল। তখনো রুমী পক্ষেও তাকে কেউ জানে না, চেনে না। অবশেষে রুশরাজ কিস্তাল এক ‘দেও’ ছেড়ে দিল রণক্ষেত্রে। এই বুনো দেওকে কৌশলে ধরতে পারলে সহজেই পোষ মানে আর প্রভুভক্ত হয়। রুশ কেউ কেউ এমনি দেও পোষে। তাকে দিয়ে গোম্বামের মতো সব কাজ করানো যায়। দেও

বুককেয়ে ক্রমীদেব দু'হাতে হুঁড়তে-মারতে ও আছাড়াতে লাগল। তন্ত
ক্রমীকুল মহাভাবনায় পড়ে গেল। বিশেষ করে খাকান রাজ-প্রদত্ত খোতনী
বীরাজনাকে দেও খন্ডে নিয়ে গেছে, তার পরিণাম সম্বন্ধে সবাই শঙ্কিত,
সিকান্দরও চিন্তাকুল :

যার 'গণ্ডা' প্রায় শূন্য এক ভাল-অধঃস্থান

অগ্ন তার কণ্টক বরশী পরমাণ।

মৎস্তের আইশ প্রায় গঠন শরীর

কোন অস্ত্র না প্রবেশে আশ্রয় গুলি তীর।

তাকে ধায়ের করবেন কিভাবে? অবশেষে বলিনাসের পরামর্শে সিকান্দর
নিজেই এক ফাঁস-নিরে 'দেও'-এর সম্মুখীন হলেন। তারপর স্থকৌশলে
'দেও'-এর গলায় ফাঁস গলিয়ে তাকে টেনে শিবিরে এনে বন্দী করে
রাখলেন।

রাত্রে যখন সিকান্দরের শিবিরে নাচ-গানের জলসা চলছিল, তখন
সিকান্দরের আদেশে তাকে জলসায় আনা হল। তাকে ভাল ভাল খাশ্ত
ও পানীয় দেওয়া হল। সেও নেশায় মত্ত হয়ে নাচতে লাগল। নাচ-
শেষে হঠাৎ সে বেরিয়ে গেল, কিছুক্ষণ পরেই সে খোতনী বীরাজনাকে
নিরে ফিরে এল। সবাই অবাক। বোকা গেল নারী বলে খোতনী
বীরাজনাকে হত্যা না করে সে সসম্মানে বন্দী রাখার ব্যবস্থা করেছিল;
এখন খাশ্ত, পানীয় ও সৌজন্তের বিনিময়ে খোতনীকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।
খোতনীর শক্তি, সাহস, রণকুশলতা ও রূপে মুগ্ধ হয়ে সিকান্দর এবার তাকে
পত্নীর মর্যাদা দিলেন।

দেওকে হারিয়ে রুশেরা হীনবল হয়ে পড়ল। কাজেই সিকান্দর
সহজেই জয় পেলেন। রুশরাজ কিস্তাল দোয়ালিরাঞ্জের সব ক্ষতিপূরণ
করে দিলেন। এভাবে রুশিয়াও জয় করে সিকান্দর দেশে ফেরার জন্ত
ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

একদিন দরবারে আব-ই-হায়াতের কথা উঠল। কৌতূহল বশে
সিকান্দর এবারও দেশে না ফিরে আব-ই-হায়াত সন্ধানে পৃথিবীর একপ্রান্তে
অন্ধকার অঞ্চলে সানুচর প্রবেশ করলেন। খোমরাজখিজির ও ইলিয়াস
সম্ভবতবৎসা ঘোড়ীর পিঠে চড়ে অন্ধকারে এগিয়ে গেলেন আব-ই-হায়াতের

সন্ধানে। আব-ই-হারাতি পেয়ে খিজির হলেন অমর ও জলদেবতা আর ইলিয়াস হলেন স্বর্গপতি। হতাশা-কাতর সিকান্দরকে প্রবেশ দিয়ে এক ফিরিস্তা একটি মণি উপহার দিলেন; বললেন, দেশে ফিরে এটি তোলি করে দেখ। সিকান্দর ক্ষুদ্র মণিটি ওজন করতে দিলেন। কিন্তু মণিটির সমান ভারী লৌহ-শিলাদি কোনো বস্তুই পাওয়া গেল না। এই আশ্চর্য মণির সঙ্গে ওজনে তুলিত হতে পারে এমন বস্তু কি জগতে নেই? অবশেষে খিজির আবির্ভূত হয়ে বললেন :

‘এক মুষ্টি ধূং সঙ্গে করহ তুলন।’

বোঝা গেল, পাখির জীবন-ধন-ঐশ্বর্য-কৃতি সবই পরিণামে মাটি হয়ে যাবে। সিকান্দরের মনের কোণে আফসোস : তিনি অমর হতে পারলেন না।

এর পরে এক জায়গায় সিকান্দরের দরবারে এক অচেনা বুড়ো এসে খবর দিলেন, কাছেই এক সুন্দর নগর আছে, সে নগর-পাশে আছে এক উঁচু পর্বত, সে পর্বত থেকে :

নির্গতএ শব্দ এক বজ্র সমসর।

সেই শব্দে নর নাম ধরি ততক্ষণ

আইসহ পর্বত 'পরে—ডাকে ঘন ঘন।

যার নাম ডাকে সেই হই মতাকার

স্বরে চলিয়া যার পর্বত মাঝার।

অতএব, বুড়ো বললেন :

অমর হইতে যদি চাহ সিকান্দর

চলি যাও সেই দেশে হরিষ অন্তর।

সিকান্দর সেখানে গেলেন। স্বপ্নের কথা সত্য। করেকজন সৈন্ত ডাক শুনে শুনে পর্বত উপরে গেল, আর ফিরে এল না তারা। অপর সৈন্তেরা ভয় পেয়ে সিকান্দরকে সে স্থান ত্যাগ করবার জন্ত মিনতি করল। সিকান্দর সে কাতর আবেদন উপেক্ষা করতে পারলেন না, তাঁকে দেশে ফিরতে হল। সিকান্দর বিশ বছর বয়সে সিংহাসন এবং সাতাইশ বছর বয়সে নব্বুঁত লাভ করেন।

॥ ৭ ॥

এ কাব্যে হুদুদ ইরানের যুগরুচি ও যুগধর্মের কিছু কিছু পরিচয়ও পরোক্ষ প্রকাশ পেয়েছে। এ অবচেতন প্রতিফলন বংশসামান্য হলেও তার কণ্ঠ-ওলো মানবিক স্বত্তির চিরন্তন লক্ষণ বলে মূল্যবান। সে প্রেক্ষিতে বিচার করলে তা' দেশ-কালের সীমা ডিঙিয়ে সর্বমানবিক হয়ে উঠে এবং ইতি-হাসেরও মূল্যবান উপকরণ হিসেবে সেসবের উপযোগ বাড়ে। তাই আমরা এখানে তেমন কয়েকটি তথ্যের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করব।

আমাদের মনে রাখতে হবে নিষামী বারো শতকের জ্ঞানীপুরুষ, আর তাঁর যে জগৎ তা' ধার্মিক মুসলমানের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা জগৎ। তাঁর জীবনবোধও হচ্ছে সে যুগের প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিবান শিক্ষিত ধার্মিক ও অভিজাত ধনী মানুষের। তাঁর কবিদৃষ্টি ছিল খুসরু অতীতের এক কল্পলোকে যা' তাঁর কাছেও বারো শ' বছর আগের। ইতিহাস-বিরল সে যুগে অতদূরে দৃষ্টি চলত না। তাই নিষামীর কল্পনা প্রাতিবেশিক প্রভাবেই পুষ্টি পেয়েছে বেশী।

এ্যারিষ্টটলের ছাত্র ও বন্ধু সিকান্দর। ঐতিহাসিক যুগে জ্ঞানচর্চার আদি কেন্দ্র গ্রীস। মুসলিম সংস্কৃতি বিকাশের সোনার যুগের ইরানি কবি নিষামী একথা ভুলেননি, ইরানও যে প্রাচীনতর সভ্যতার স্মৃতিকাগুহ এবং গ্রীকেরা যে ইরানি মনীষার কাছে ঋণী তার গৌরব-গর্বও প্রকাশ পেয়েছে। সিকান্দর খননস্বপ্নে তুষ্ট নন, তাই তিনি :

বুদ্ধির কিতাব যথ ফারসী আছিল

ইউনানীর ভাষে তারে অশোভিত কৈল।

আবার রোসনককে নিয়ে আরম্ভ যখন মকদুনিয়ার ফিরছেন, তখনও :

কেতাব সকল আশ্রয় যথেক শান্তর

রত্নধন বাছিয়া চালাইলা বহতর।

আর একটি চিত্র। সিকান্দর জয়পরায়ণ, সত্যসন্ধ বীর এবং ভাবী নবী।

তবু দারার ছরহুদ তথা পার্শ্চরহর এসে যখন সিকান্দরকে জানাল যে

নৃপতির শত্রুনাশ করিব বেহানে,

কিন্তু আমা দোহানের দারিয়া খুগাইবা

যথ ধন-রত্ন মাগি দিয়া সম্ভোষিবা।

তখন—শাহা সিকান্দর শূনি মহাতুষ্ট হৈল
যে মাগিল ধনপুঞ্জ দিতে আশাসিল ।

দান্নার বিশ্বাসঘাতক ছরহঙ্গের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সিকান্দর তাঁর
বিবেককে প্রবোধ দিচ্ছেন :

শীঘ্রগতি শশক ধরিতে কেহ নারে
ভাও বুঝি ধরে মাত্র দেশের কুকুরে ।

দুনিয়ার প্রায় সব পরাজয়ের কাহিনীই অনুগতজনের বিশ্বাস ভঙ্গের সঙ্গে
জড়িত । বিশেষ করে নিষামীর জীবনে নিষামী স্বদেশের সেলজুগ রাজা
ও আতাবেগদের (স্ববাদার) এমনি ষড়যন্ত্র, হানাহানি, গুপ্তহত্যা এবং
ভাগ্যবিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন । সেলজুগ সুলতান শজি-সাহসের
আধার মাস্তদের বিক্রমও কবির জ্ঞতিস্মৃতিতে অগ্নান ছিল । কাজেই
প্রচলিত রাজনীতির এই ক্রুর-চাতুরীটা তাঁর কাব্যের নায়ক ও ভাবী নবী
সিকান্দরের চরিত্রেও আরোপ করতে কবি দ্বিধাবোধ করেননি ।

কোনো বিশেষ ধর্মাচরণে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সাধারণত গোঁড়ামীরই
নামান্তর । ধর্মের ব্যাপারে যা' মিথ্যা তা' সহ করার কিংবা মতপথের
বিভিন্নতা তথা সত্যের বিচিত্ররূপ স্বীকার করার উদারতা ধার্মিকের
বৈচিত্র্যবিমুখ সংকীর্ণচিত্তে দুর্লভ । ধর্ম মানুষকে ধরে রাখে—পড়তেও
দেয় না, উঠতেও দেয় না । ধর্মে নিষ্ঠা মানুষকে একদিকে যেমন আত্মধ্বংসী
পতন থেকে রক্ষা করে, তেমনি অপরদিকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের পথ
ভুলায় । এই রোধ-প্রতিরোধের ছকে ঢালা ধার্মিক জীবনবোধ মানুষের
বহু মহৎ সম্ভাবনাকে বীজে নষ্ট করেছে । নিষামীও ধার্মিক । তাই
তিনিও কেবল অসংকোচে নয়—সানন্দে ও সগর্বে সিকান্দরকে জরথুষ্ট্রীয়,
মগান প্রভৃতি নানা জাতির ধর্ম পীড়ন মাধ্যমে উচ্ছেদ করে ইসহাক নবী
প্রবর্তিত দীন-ই-ইসলামের প্রচারকরূপে চিত্রিত করেছেন ।

কবির এই স্বধর্মনিষ্ঠাই বহুপশুপ্রায় 'দেও' চরিত্রেও chivalry নৈতিক
জীবনচেতনা, নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধ আরোপে প্রেরণা
জুগিয়েছে ।

একই উৎসে প্রাপ্ত নীতিবোধই প্রকাশ পেয়েছে মগান নারীদের
সামাজিক ব্যক্তিত্ব উৎপাটনে কিংবা মজ্জোলিয়া অঞ্চলের খপচাক নারীদের
আক্রমণে ।

এ যুগের জ্ঞানী মনীষীর চিত্তলোকে বিজ্ঞান-বুদ্ধি কিছুটা ক্রিয়াশীল। কিন্তু সেকালে তা' ছিল একান্ত বিরল। ভাগ্যগণনা, জ্যোতিষবিদ্যা, দাঙ্ক-টোনা, তুকতাক প্রতীক-তত্ত্ব প্রভৃতি যাদুবিদ্যাস-বস্তুতা সে যুগের সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবনচর্য্যাব অবলম্বন ছিল। ভগবান আর ভূত তাদের জীবনে সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেত। তাই গুরু নকুম্মাখিস-প্রদত্ত প্রতীক-তত্ত্বেও সিকান্দরের দৃঢ়বিশ্বাস এবং প্রয়োগে আগ্রহ প্রত্যক্ষ করি :

রূপ সূচাকু দেখি হরষিত গুরু
নিবলী বলীর অঙ্ক লিখিয়া সূচাকু।
সিকান্দর শাহারে সঁপিলা মহাশয়
নামে নামে স্মরিয়া বুঝিতে ভঙ্গ-জয়।
সেই অঙ্কে সিকান্দর করিয়া হিসাব
বুঝিত আপনা যথ অপচয় লাভ।

দারার সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে সিকান্দর যুগ্মায় বের হয়ে এক পর্বতে দুই হংসের যুদ্ধে একটিকে সিকান্দর অপরটিকে দারা কর্ত্তন করে এই যুদ্ধের পরিণাম প্রত্যক্ষ করেন। সিকান্দর-কর হংসের জয় হ'ল। সিকান্দর বুঝলেন দারার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি জয় পাবেন।

আবার— সেই পর্বতেত আছে শিলাগৃহ এক
অতি বড় উষ্ণ নাহি হার পরতেক।
যার যেই মনোবাহু পুছিলে সম্বর
নিম্পটে প্যএ শূভাশুভের উত্তর।

এখানেও 'নিঃসরিল শব্দ সিকান্দর পাইব জয়।' বলিনাসের অমোঘ তিলিসমাত, কায়ানীবংশীয়া কুমারীর আশ্চর্য মায়্যা-স্রষ্ট; বৈষ্ণবসাধুর কেরামতি প্রভৃতি আদিম যাদুবিদ্যাস বিবর্তিতরূপে তখনো শিক্ষিত মনেও বদ্ধমূল। নিষামী নিজে কবি, সাধক ও তাত্ত্বিক হলেও, রাজনীতি ও আদর্শশাসকের গুণাগুণ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না। তার প্রমাণ তাঁর মখজনুল আসরার গ্রন্থেও রয়েছে। এখানে কয়েকটি নীতির নমুনা দিচ্ছি :

১. না ভাঙ্গিও সৈন্তমন ভাঙ্গিও পর্বত।
সৈন্তমন ভাঙ্গিলে অবশ্য যুদ্ধে হার।

২. জয় পাইলে ভক্তের পিছু না লউক
খাইবার পয় তার বন্ধ না করোক ।
জীব রাখি ধার নিজ মুখে কালি দিয়া
নিরোধিলে যুঝে পুনি প্রাণ উপেক্ষিয়া ।

৩. যতপি রূপতি ভাগ্য অতি প্রজলিত
তথাপিহ সতত থাকিও সচকিত ।
শ্রায় ধর্মে থাকিলে অশ্রায় পরিহরি
ছোট বড় সকলের স্নেহ মনে ধরি ।
চিনিও কপট-সত্য সৃজন দুর্জন
সংকর্মে সতত থাকিও সচেতন ।
না হৈবে অনীতি-লোভী নিজ মন সাধে
সর্বত্র কল্যাণমাত্র লোক আশীর্বাদে ।

আবার পাখিব-সাফল্যের তুচ্ছতাও তাত্ত্বিক কবির মনে ক্ষণে ক্ষণে বেদনা
সৃষ্টি করেছে । তাই সিকান্দরের মনেও সে বেদনা—সে প্রশ্ন :

যুদ্ধ শেষে—

যতকুল দেখি শাহা দয়াবন্ত হৈল
এথ লোক নিঃস্বার্থে কিসকে বধ কৈল ।
বুলিতে না পারি তার দোষ নিজ দোষ
কর্ম লেখা অথও নিঃস্বার্থ মনে রোষ ।
বেকতে হরিষ শাহা গোপতে করুণ
মহাজনে ভাবে মনে বৈভব দারুন ।
এককালে হৃত্যাজালে বাক্যাইব সর্ব
মিথ্যাখন মিথ্যাজন মিথ্যা রাজগর্ব ।

কবির জীবনবোধও ধর্মানুগ :

ছল বল হোস্তে হস্ত ধুইতে উচিত
ছলে বলে যেই করে সমস্ত কুৎসিত ।
এবং— সাধু লোক সঙ্গে বুদ্ধি উজ্জলতা পায়
কুসঙ্গে উপজে গর্ব বুদ্ধি প্রায় লোপ ।

না ভাবিয়া অনুচিত স্থানে করে কোপ।
উত্তমে হরিষে থাকে ভুঞ্জি ভুঞ্জ রীত
পরবিত্তি লোভ হোন্তে নিবারিয়া চিত।

বৃক্ষের রূপকে কবি আদর্শ জীবনের চিত্রও অঙ্কিত করবার প্রয়াস
পেয়েছেন :

অসার সংসার সুখ হোন্তে দুঃখ লভে
সেই ধৃত্ত যাহার কীর্তি রহে ভবে।
ফলবন্ত হোক মহাবৃক্ষ অনুপাম
যার ছায়াতলে পারি করিতে বিশ্রাম।
ক্ষেণে ফল হন্তে দেয়, বৃক্ষ-পত্রে শোভা
ক্ষেণে ছায়া হোন্তে রক্ষা করে সূর্যপ্রভা।
ফলে ফুলে পল্লব বসন্ত পূর্ণকাল
হেন তরু স্ফটিক রহক চিরকাল।
ফলছায়া যুক্ত বৃক্ষ হৈলে স্মরণোভিত
পরশু লাগাইছে হেন অসাধু চরিত।

এ কথাই কবি অশ্রুত পট করে বলেছেন :

ধৃত্ত সেই মহাজন সংসার মাঝার
সমূলে নাশএ যেই লোভের বাজার।
বুদ্ধি অনুরূপে করে সংসারের নীত
না করে বহল ব্যয় না করে সঞ্চিত।
স্বকর্মেতে লক্ষ্য দিতে না ভাবে উৎকট
অস্থানেত নষ্ট না করএ এক বট।
অনামে পুণ্যকামে গোঁয়াইব কাল
সেইজন ধৃত্ত যারে লোভে বলে ভাল।
অতিশয় বৃথা ব্যয় নিবু'দ্ধির যে সুখ
নিজ গৃহে ভাঙিলে কাষ্ঠের কিবা দুখ।
স্বজন সকলে কর্ম করে অনুমানি
আপনার লাভ হএ, নহে পর হানি।

এবং— যবে এই জগ অখ বঞ্চিত স্বল
 উগ্রগামী জনপদে লাগাএ আনল ।
 বৃদ্ধজনে সেই পুষ্পে না করে মন লীন
 যার বর্ণ গন্ধ না রহএ চিরদিন ।
 অখ পুণ্যনামে যত করি কাটে কাল
 এ বিনু অস্তির স্বলে কিছু নহে ভাল ।
 অখ লাগি আশ্রি সব না আসিছি এথা
 অখ হেতু জন্ম নহে আছে 'ধিক কথা ।

সমাজের নানা রীতিনীতিরও আভাস আছে এখানে ওখানে ।
 সম্মানে বা স্বাস্থ্য কামনায় পান— 'সুৱা পিয়ো কয়মুচ' বুপরে স্মরিয়া ।'

রৌসনকের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আরম্ভ যখন দারার মহলে গেলেন
 তখন 'চিকের অন্তরে আসি বসিলেক রানী ।'

এ হয়তো অগ্নি উপাসক দারা মহলের চিত্র নয়, পর্দানশীন মুসলিম
 সম্রাজ্ঞীর আলেখ্য ।

তারপর 'শুভদিন, ক্ষণ, লগ' দেখে বিয়ের স্থির করা হল, তখন থেকে
 উত্তোগ-আয়োজন, সাজ-সজ্জা শুরু :

নানা বর্ণ বানাকুল নাচিছে চামর
 লক্ষ লক্ষ উর্ধ্ব' কৈল নগরে নগর ।
 স্বর্ণ বর্ণ নানা বস্ত্র কৈল নবগিরি
 সহস্রে সহস্রে টানাইল। শূন্য ভরি ।
 বিচিত্র কোমল শয্যা হেটে বিছাইল
 নানা ভাতি স্তবর্ণ কানাত টানাইল ।
 কৃত্রিম কুসুমপূর্ণ কৈল হাটবাট
 যথাতথা যন্ত্র-বাস্ত্র রাগ-গীত নাট ।
 ভক্ষ্য শেষে স্নগন্ধি ছিটাএ বহতর
 আগর চন্দন মিলি কস্তুরী আশ্রয় ।
 কুমকুম জরদ চুয়া গোলাব ফুলেল
 নানান সৌরভ নানা ভাতি মেল ।

নানাবিধ পাক তৈল করিয়া মিশ্রিত
 সুরঙ্গ কুম্ভ লয়ে করে অঙ্গ হিত ।
 সিরাবের পক্ষে হৈল মেদনী পিছল
 আবীর স্নগন্ধ ধূলে শুকায় সকল ।
 নিশাকালে লক্ষ লক্ষ কলিল জালিয়া
 স্বক্ষ ডালে হাটেবাটে রাখএ টাঙ্গিয়া ।
 পঞ্চশাখা ত্রিশাখা দেউটি লক্ষে লক্ষে
 মহাতাপ দীপক ফানুস কেবা লেখে ।
 জলে স্থলে লক্ষে লক্ষে পোড়ে নানা বাজি
 ভাতি ভাতি বহুক্ষে আইসে সাজি সাজি ।

মারোয়া—শুভ ক্ষণে মারোয়ার কদলী রোপিতা
 রত্নময় চন্দ্রাতপ উদ্বেব আচ্ছাদিতা ।
 কতাকে মার্জনা করে যথ বরাঙ্গনা
 শুভক্ষণে শাহা হস্তে বাঞ্চিল ককনা ।
 এহি মতে অষ্টম দিবস বহি গেল
 শুভ বিবাহের দিন উপস্থিত ভেল ।

বরের সাজ—শিরে রত্নময় তাজ জ্যোতিমন্ত গ্রহরাজ
 কেশ-রাহ করিছে গরাস
 সূর্য শেহরা মাথে মুকুতার জাতে
 অপূর্ব তারক সুরপাশ ।
 বাদলা কাবাই গা'তে নয়ানে ধরএ জোতে
 জড়াই কমরে পাটা সোহে
 নানা পুষ্প গুঞ্জমাল বলমল করে ভাল
 হেরি কুলবধু মন মোহে ।
 সূর্য পাছড়া গায় মুক্তা দাম বলকএ
 হেটে শোভে জর্কসি তুমান ।

জুলুয়া—জুলুয়ার ক্ষণ যদি হইল নিকটে
 কতাকে সাজাই আনি বসাইল পাটে ।
 মধ্যভাগে দিব্য অন্তঃপটে আচ্ছাদিল ।...

শাহারে আনিয়া বসাইলা আন ভিতে
 আনলে জুলুয়া দিলা শাস্ত্র বিধিরীতে ।
 পট তুলি হাদিয়া অঙ্গুরী করে দিলা
 পরশে দোহার অঙ্গ পূজকিত হৈলা ।
 সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিলা সত্বর
 শাহার কোলেত আনি দিলা কণ্ঠাবর ।

মা কণ্ঠাকে শেষ উপদেশ দিলেন :

পতি বিনে সতীর নাহিক গুরুজন,
 দোহ জগে স্তব্ধ-মুক্তি যেই সেবে স্বামী ।
 কদাপিহ রিষ গর্ব মনে না রাখিবা
 প্রেম ভক্তি সেবামাত্র আচরি রহিবা ।

মা বরের হাতে কণ্ঠা সমর্পণ করতে গিয়ে অনুরোধ জানানোছেন :

কায়ানী বংশেত মাত্র আছে এহি কণ্ঠা ।
 ভোক্তাতে সপিলুঁ বাপু আজি হৈল ধন্য ।
 পিতৃহীন এতিমেরে দয়ায় পালিবা
 দোষ কৈলে দারা মুখ চাহিয়া ক্ষেমিবা ।
 স্ত্রী জাতি হীনহুতি রোষরিষ ঘর
 আপে মহাবিজ্ঞ তুমি শাহা সিকান্দর ।
 তোম্বা হস্তে সমপিলুঁ মোর পঞ্চপ্রাণ
 তুমি জান প্রভু জানে কি বলিব আন ।

এ যেন কোন সাধারণ ঘরের শক্তাতুর মায়ের উক্তি ; এক বাঙালী কবির
 রচনায়ও এমনি কথা পাই, শরুর কনে সমর্পণ করবার সময় জামাতাকে
 বলছেন :

কুলীনের পো তুমি কি বলিব আমি
 হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও, পেট পুরে ভাত । ইত্যাদি

গ্রন্থে তিনটে নারীর রূপ বর্ণনা রয়েছে : মারাবী, রৌসনক আর খোতনী
 বীরাজনার । তিনটিই আলঙ্কারিক বর্ণনার বিশিষ্ট । একরূপ ক্লাসিক বর্ণনার
 রূপ ও রূপসী উপমা-উৎপেক্ষার চাপে হারিয়ে যায় । একরূপ ক্ষেত্রে,
 রূপের মাধুর্য নর পাণ্ডিত্যের বিশ্বস্তই আমাদের মুগ্ধ করে ।

॥ ৮ ॥

আলাউল যেখানে নিজেকে বন্ধন মুক্ত বলে মনে করতে পেরেছেন,
সেখানেই তাঁর কবিভাষা ধ্বনিমাধুর্যে ও ব্যঞ্জনাগৌরবে অপক্লপ হয়ে
উঠেছে। মুক্তার লাবণ্য ও হীরার দীপ্তি পেয়ে তা যেন ভাস্বর হয়ে ছড়িয়ে
রয়েছে কাব্যাকাশের সর্বত্র।

কবিভাষা :

একাগ্রচিত্তায়—নয়ান মুদিতে চিন্ত হৈলা প্রকাশিত
পাতিলা মনের ফাঁদ মাথা করি হেট।

কাব্যস্রষ্টার আবেগ—অন্তরে প্রবল হৈল প্রেমের আগুনি।...

মিথ্যা ব্যথা কাব্য না হএ কদাচিত।

০ বহু দুঃখে বুদ্ধিপথে কাব্য নিঃসরএ

কাব্যবাণী যোগ্য পুনি সকল না হএ।

কাব্য পাঠের ও স্রুতির ফল :

০ পাঠক সবে মনে হোক আনন্দ
শুভগ্রহ হোক যে পড়এ গ্রন্থ ছন্দ।
জ্ঞানহীন জনমন স্মৃতি পুরোক
চিত্তাকুল জন মন নিচিন্ত হোক।
দুঃখীজন মনে হৈব স্তব উপসম
সঙ্কট যাহার কার্য হোক স্তবম।
নৈরাশে ধরে গ্রন্থ-আশা হোক পূর।

এ চরণগুলো রবীন্দ্রনাথের ‘পুরস্কার’ কবিতার অংশবিশেষ স্মরণ
করিয়ে দেয়।

সৌভাগ্য—০ শাহা ভাগ্য জগতে উজ্জল স্বর্গ পাইল।

০ নিশি হারাইয়া দিন পাইল শোভমান।

০ পুষ্প বিকশিত হৈল পাইল উদ্ভান।

অলঙ্কার—০ অস্ত্রায় কুলিশ কৈল দেশের অন্তর

০ নবঘন চিকুর বদন চন্দ্রজুতি

সেই মুখ-কুচ পথে হৈল ডক্তুল।

- পরম সুল্লর তনু অভিন্ন মদন
- শ্রামবর্ণ জঙ্গী যেন বৃক্ষ উত্তর
- জঙ্গী রুমী বৃক্ষ করে হৈয়া মিশামিশি
একদিকে অন্ধকার আর দিকে শশী ।
- বলকে তপন তাপে দর্পণ চরিত
- চমকএ শেল খড়্গ সৌদামিনীসম
- ভূত ভয়ঙ্কর শব্দ কর্ণে নাহি শূনি
শ্বেত-শ্রাম দুই বর্ণ মাত্র চিনাচিনি ।
- চমকে কৃপাণ যেন বিজুলি তরঙ্গ ।
- দুইদিক হোন্তে যেন দুই মেঘ গজিল
অগ্নির সমুদ্র দুই যেন উথলিল ।
- ভূমিকম্প হৈলে যেন নাড়এ পর্বত ।
- দুই সৈন্য ধাইল করিয়া মার মার
যমদূতে বাঙ্কিলেক নিস্তারের দ্বার ।
রক্তপান হেতু মুখ প্রসারিল ক্ষিতি ।
- জ্যোতি-দৃষ্টি রহিতে ছায়ার শক্তিহীন
নিজ অঙ্গ আড়ে লুকাইয়া হএ লীন ।
পাকা তাল ফল যেন বৃক্ষ হইতে পড়ে ।
- রিপুরুন্ডে আসি কর অশ্ব পদ লাল
- বেদ প্রায় মনে ভাবি এক না এড়িমু
- অস্ত্র বরিষএ দেখি দুই দিক
পৃথিবী ছাইয়া যেন উড়এ বন্দীক ।
- উল্টা পবনে যেন পলটে তরঙ্গ
- নিষ্কপটে খসাইল বচনের গাঠি,
- পশু খুলিসম ধন ছিণ্ডিলা বিস্তর,
- ত্বণ-পত্রে চাহসি পবন রাখিবার ।
- অন্ধকার ছারখার সূর্য দরশনে ।
- হস্তী দেখি সিংহ যেন মহা বেগে ধাইল

- ০ রাহএ গ্রাসিল যেন পূর্ণিমার চন্দ্র
- ০ ভূমিকম্প হৈল কিবা সিদ্ধ-উৎখলিল
- ০ কায়ানী বংশের স্বক ভূমিতে পড়িল
আকাশের চন্দ্র যেন খসিয়া পড়িল ।
- ০ সোলেমান পড়িয়াছে পিপীলিকা ঘাএ
মূষিকে মারিছে হস্তী কেবা পাতিয়াএ
- ০ দানে বলি কর্ণ নহে তাহান সমান
- ০ যেন তুম্বি তেন মোর কণ্ঠ্য রূপবতী
অধিক শোভিত যেন সূর্য সঙ্গে জ্যোতি ।
- ০ স্বন্ধে যেন অনুশোচে হারাই যৌবন
- ০ তুম্বি হৈলা সিকান্দরী খালের খোদক
সিকান্দর আপে হৈব সে রত্ন পোষক ।

[তুল : ভাষাপথ খননি সবলে ভারতরসের শ্রোত আনিয়াছ তুমি ।
—কাশীরামদাস-সনেট/মধুসূদন]

আপ্তবাক্য—০ ধনে ধন বন্দী হএ ধনে ধন টানে

- ০ কথা সে রহিব মাত্র না রহিব আর,
- ০ অতিচাররূপে নারি বিছাইতে বিছান
যাহা হোন্তে জান আছে উঠন নিদান ।
- ০ পুণ্য-নাম-সুখ বিনু কোন্ কার্য ধন
- ০ যৌবন বহিয়া গেলে জীবনে কি কাম
- ০ উদ্ভানের উজ্জ্বলতা আছএ ভাবৎ
স্বক পল্লবিত পুষ্প হসিত যাবৎ ।
- ০ যাবৎ প্রদীপ আছে পঙ্কের যে রঙ্গ
প্রদীপ বিহীনে কোথা আইসএ পঙ্গ ।
- ০ বসন্তে স্বন্ধের শোভা কুসুম অনন্ত
শুকনা কাষ্ঠের মাত্র অগ্নি সে বসন্ত ।
- ০ অন্ধ আগে প্রদীপ আলিলে কিবা হএ
মন বিনু চক্ষে কিবা প্রদীপ দেখএ ।

- ছল বল হোন্তে হস্ত ধুইতে উচিত
ছলে বলে যেই করে সমস্ত কুৎসিত ।
- একমুখা দুই রস করন না যাএ
- যত্নে রস পায় যত্নে সর্বসিদ্ধি করে
- বালচন্দ্র পাএ নিত্য অধিক প্রকাশ
- সমুদ্রে মিশিলে জল কেবা পায় চিন ।
- পরশ পরশে তাম্র হএ হেমাকার
- গোপাল বিহীনে গোষ্ঠ, শিবা দেখি নাড়ে ঠোট
গোপ দেখি ব্যাম্বহ ডরাএ ।
- প্রতি অঙ্ক-শিলা হোন্তে নহে রত্নলাভ,
- কিবা সুখ শোভা তায় সম্পদ অধিক
যোগ্যপুত্র হৈব গৃহে উজ্জল মানিক ।
- মূষিকে করএ বাদ বাজের সংহতি
সমুদ্র সাক্ষাতে বিন্দু কি ধরে শক্তি ।
- লোভে পাপ পাপে যত্ন শাস্ত্রের বচন
আহারের লোভে ফালে বাঝে পক্ষীগণ ।
- না ফেলিও জীর্ণ কাঁথা যদি লাগে ঘিণ
শীতকালে কার্যেত আসিবে কোনদিন,
- কষ্ট পাইলে মহাজনে না করে শোচন
শ্রাম ঘনান্তরে আছে ষ্ণেত বরিষণ ।

[তুল : মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে
—সত্যেন্দ্রদত্ত]

- থাকিলে মানস বস্ত্র মহাশিলান্তরে
বুদ্ধি খড়েগ তাহারে আনিতে পারে করে ।
- সৈন্তমন ভাঙ্গিলে অবশ্ব যুদ্ধে হার
- সূর্য দরশনে হৈব তারক লুকিত
- দানবৃক্ষে ধর্মফল ধরে পুনঃ পুনঃ
- অর্থলোভে দরিদ্রে পরাণ করে পণ
- শৃগাল দেখিয়া কোথা পারীন্দ্র পালাএ

- ০ সমস্ত বুঝিয়া কহে বুধজন কথা
অকালে হাঁকিলে কাটে তাম্বুড় মাথা ।
- ০ সংসার চরিত জ্ঞান বাদিয়ার বাজি
- ০ উথলিলে সমুদ্র রাখিতে কেবা পারে ।
- ০ নৃপতিরে আত্ম না ভাবিও কদাচিত
না কহিবা-দৃঢ় বাক্য যদি হএ হিত ।
তিলে হেম রত্ন দিয়া দারিদ্র্য খণ্ডাএ
তিলে ধন প্রাণ হরে মহত্ব নাশএ ।

[তুল : বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ
—ভারতচন্দ্র]

- ০ বায়ু মধ্যে কতক্ষণ প্রদীপ রহএ ।
- ০ বাটে বাটে সমসর মরণ সমএ ।
- ০ ব্যাঘ্র দেশে যুগের বসতি কতক্ষণ
- ০ নর ঘটে নারায়ণ সতত বৈসএ
- ০ না ভাঙ্গিও সৈন্তমন ভাঙ্গিও পর্বত
- ০ স্ত্রীজাতি হীনমতি রৌষল্লিষ ঘর
- ০ ছাড়িয়া ভ্রমের নিদ্রা হও সচেতন
- ০ কোথাত সূর্যের জ্যোতি ধরএ ছায়াএ
- ০ লুকিত না হএ ব্যাঘ্র বিড়ালের চর্মে
- ০ শূণ্যালে আনিতে নারে ব্যাঘ্রের সংবাদ
- ০ কল বিনু উঠিবারে না পারএ বলে
- ০ রমণীর মন-মর্ম বুঝন না যাএ
- ০ শূভকৃতি সমদ্রব্য নাহিক সংসারে
- ০ সেই ধনু যেই নর যুত্তিকা সমান
- ০ ঝঞ্জাবাত আগে কেনে জালাও প্রদীপ
- ০ বক যত্ন ঘনানে বাজের সঙ্গে বাদ
- ০ জগদুন্মি সমস্ত নাই অস্ত ঠাই
- ০ হেন সাধ পক্ষী হই নিজ দেশে যাই ।
- ০ সন্তটের যুক্তিকালে হও বুদ্ধবশ ।

আরাকানরাজ চন্দ্রসুধর্মার অভিষেক উৎসবে পৌরোহিত্য করছেন মুসলমান মহামন্ত্রী নবরাজ মজলিস। রাজা শপথ গ্রহণ করছেন তাঁর কাছ থেকেই। যে শপথও আবার ধর্মনিরপেক্ষ উদার মানবিক :

মজলিস পরি দিব্য বস্ত্র আভরণ
সমুখে দাড়াই আগে দঢ়াএ বচন।
পুত্রবৎ প্রজারে পালিবা নিরন্তর
না করিবা ছলবল লোকের উপর।
শাস্ত্র নীতি রাজকার্যে হৈবা আয়বন্ত
নিবলীরে বল না করোক বলবন্ত।
দয়াল চরিত্র হৈবা সত্যধর্ম বস্ত
অজনে সন্তোষিবা নাশিবা দুরন্ত।
ক্ষেমাধর্ম আচরিবা চঞ্চল না হইবা
পূর্ব অপরাধে কার মন্দ না করিবা।
আর নানা বিধি প্রকাশন্ত রাজনীতি
সত্য করিয়া যদি দঢ়াইল নৃপতি।

তারপর :

প্রথমে মজলিসে তবে সালাম করএ
শেষে মাতৃকুল আদি সবে প্রণামএ।

এ নিশ্চিতই মুসলিম সংস্কৃতির গাঢ় প্রভাবের ফল। এ প্রভাব বিশেষ ভাবে শুরু হয় ১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে। এবছরেই রোসান্দরাজ নরম্মিখলে বা মেঙখামঙ গোড়মুলতানের সাহায্যে হতরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন।

বিবিধ

সতেরো শতকে নৌবিদ্যায়, নৌবহরে, নৌযুদ্ধে ও জলদস্যুতায় আরাকানীদের জুড়ি ছিল না এদেশে। আরাকানীদের এই গবিত দাপট আলাউলের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তিনি সময়ে আরাকান রাজের শক্তি-প্রতীক নৌবহরের বর্ণনা দিয়েছেন :

অসংখ্যাত নৌকাপাঁতি নানা জাতি নানা ভাতি
অচিত্র বিচিত্র বাহএ।

জরশি-পাট-নেত লাঠিত চামর যুত

সমুদ্র পূণিত নৌকামএ ॥

আচ্ছাদন দিব্যবস্ত্রে অগ্নি আদি নানা অস্ত্রে

সম্পূর্ণ স্বরূপ ভয়ঙ্কর ।

বলেছি, সিকান্দরনামা মুখ্যত যুদ্ধ কাব্য। সেকালে হৃদ-যুদ্ধের বিশেষ মর্যাদা ছিল। হৃদযুদ্ধে জয়ী বীরের কদর ছিল অপরিসীম। এ যুগের কুস্তীর মতোই সে যুগে বীরের শক্তি ও সাহস পরীক্ষার মাধ্যম ছিল হৃদ-যুদ্ধ। আমাদের দেশে ঈসা খাঁ ও মানসিংহের হৃদযুদ্ধ বোধ করি অদূর অতীতের শেষ লড়াই। যুরোপে প্রণয়াদি ব্যাপারে ‘ডুয়্যাল’গত শতকেও চলত।

আর একপ্রকারের যুদ্ধ ছিল, যা’ সিনেমার পৌরাণিক কাহিনীর ও উপ-কথার চিত্রে এখনো পাই। এক বীর বহু সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করছে, কাকেও ছুঁড়ে ফেলছে, কাকেও কেটে পাড়ছে, কাকেও বা পায়ে দলে এগিয়ে যাচ্ছে, মার্কিন সিনেমায় আজো তা’ চালু রয়েছে। হামজা, হোসেন প্রভৃতি এমনি ধরনের বীর ছিলেন, সেকরূপ যুদ্ধের বর্ণনায় পাই :

ডানে কাটে বাঁয়ে কাটে কাটে চারিধার ।

লাখে লাখে সৈন্য কাটে কাতারে কাতার ॥

জুমার করিয়া দেখে পঞ্চাশ হাজার ।

দুইপক্ষেই লক্ষ লক্ষ সৈন্যের বিরাট বাহিনী ও বাহ থাকলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা উক্ত দু’প্রকার লড়াইয়ের বর্ণনাই দেখি। নিয়ামী তথা আলাউল সিকান্দরনামায় রণক্ষেত্রের এমনি চিত্রই এঁকেছেন, সার্কাসের খেলোয়ারের খেলের মতো মুবল, মুদগর, ভিলিপাল, সিরফর, গুর্জ, বাণ, খঞ্জর, শেল, খড়গ, প্রভৃতি নানা অস্ত্র ও শস্ত্র একটার পর একটা হাতে নিয়ে প্রাণঘাতী যুদ্ধ চালিয়ে যায় এক এক বীর। তার হাঁকে-ডাকে বিরুদ্ধপক্ষের পিলে চমকে উঠে। অনেক সময় দু’পক্ষের বীরের হাত ও মুখ সমানে চলে। অহঙ্কার, আত্মকালন ও বচসা দুটোতেই সমান উৎসাহ তাদের। একরূপ যুদ্ধ বর্ণনা সাধারণত পুনরাবৃত্তি দোষে অপাঠ্য। সিকান্দরনামা থেকে আমরা এখানে কেবল আড়ম্বরের ভয়াবহতার সামান্য নমুনা দেব :

রজনী প্রভাতে দুইদিকে সাজে বল
মহাদর্পে নিঃসরিল বীরেন্দ্র মণ্ডল ।
সমুদ্র কম্বোল প্রায় উথলিল শব্দ
উর্ধ্বে শব্দ হেটে বাসুকী হৈল তরু ।
দুমুদুমি কর্ণাল শব্দে, হস্তী উট ঘন রাএ
সদুপেন্ন মুক্তা হৈল কাচ প্রতিপ্রাএ
সৈন্ত পদভায়ে ক্ষিতি করে টলমল
সহিতে না পারে বস হৈতে চাহে তল ।

উপক্রমে এবং অস্ত্র অনেক স্থলে কবির তত্ত্ব প্রবণতার আভাস মেলে ; এ
বেন কথা বলতে বলতে হঠাৎ উদাস হয়ে যাওয়া, নিজেকে হারিয়ে
ফেলা । কর্তব্য ভুলে বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে কণকাল জগৎ ও জীবনের
দিশা খোঁজা । কুরআন-অনুগ একটি তত্ত্বচিন্তা এরূপ :

গঠন দেখিলে মনে ভাবিতে উচিত ।
নানা বর্ণ চিত্র যথ আছে পৃথিবীত
বুদ্ধিমত্তে হেরে তারে চিন্তে করি ভীত ।

এক জারগায় হতযৌবনের অস্ত্রে কবির মর্মভেদী হাহাকার শুনতে পাই :

হা হা বিধি যৌবন না রহে চিরদিন ।
কুল হৈল পিষ্ঠ আঁখি হীন জুতি
করপদ নিবলী উকল বড় পথি ।
বাউগতি যেই অস্ব ধাইল ইজিতে
তিল না আঙলএ শত চাবুক মারিতে ।

এ কারো সিকান্দরেরই একক ভূমিকা । কেবল কণকালের অস্ত্রে দারাকে
প্রত্যক্ষ করি । সিকান্দর দাতা, দয়ালু, শক্তিমান, সাহসী, কৌতূহল-
পূর্ণ, বিজ্ঞ, সুবিবেচক ও সুবিচারক বিশ্বজয়ী মহাবীর । কেবল ধর্মের
ব্যাপারে ছাড়া আর কোথাও তাঁর গীড়ন নেই । অস্ত্রক্ষেত্রে তিনি
দেশের সঙ্গে দেশবাসীর হৃদয় ও জয় করেছেন সর্বত্র । আর দারাত্ত ও নানা
মানবিক গুণে আদর্শ নরপতি । তাঁর আত্মধ্বংসী দোষ হল দাত্তিকতা ।

॥ ৮ ॥

নিষামী

নিষামী গজাবীর পুরো নাম আবু মুহম্মদ ইলিয়াস। আরবী কায়দার উচ্চারণ করলে তাঁর নাম দাঁড়ায় : আবু মুহম্মদ ইলিয়াস নিষামী গজাবী ইবনে ইউসুফ ইবনে যকী ইবনে মোরাইদ নিষামুদ্দীন তথা তাঁর পিতার নাম ইউসুফ, পিতামহ যকী, প্রপিতামহ মোরাইদ নিষামুদ্দীন এবং তিনি নিষাম বংশীয় ও গজাবাসী। তাঁর মায়ের নাম রইসা। ইনি এক কুর্দ সর্দারের কন্যা। 'লায়লীমজনু' কাব্যের 'সাকীনামা' অংশে কবি এঁদের নাম করেছেন। ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নিষামীর জন্ম। শৈশবেই সম্ভবত তিনি পিতৃহীন হয়েছিলেন। তাঁর এক মামা ওমর তাঁকে বাল্যকালে নির্যাতিত করেছিলেন। তাঁর অপর চাচা (কিংবা মামা) খাজা হাসানই তাঁকে মানুষ করেন। তাঁর গুরুর নাম ছিল অখি ফরাজ বা অখু ফররুখ রয়হানী। তাঁর এক ভাইও কবি ছিলেন। এই কবির নাম কিওয়ামি-ই-বুতারীজী। নিষামীর জন্মস্থান আজও অনিশ্চিত। তাঁর জীবনীকারদের কেউ বলেন নিষামীর পিতাই গজায় এসেছিলেন এবং এখানেই নিষামীর জন্ম। আবার কারুর কারুর মতে নিষামীই গজাবাসী হন। তবে কবির রচনায় কোহিস্তান কুমের জন্তে যে দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে এবং গজায় নানা বন্ধনে আটকে পড়ার জন্তে কবির যে বেদনাবোধ প্রকাশ পেয়েছে, তাতে মনে হয় কবি কুমেরই জন্মলাভ করেন। কিন্তু কোন্ বয়সে ও কি কারণে যে তিনি জন্মভূমি 'কুম' ত্যাগ করে গজায় এসে বাস করতে থাকেন, তা কেউ জানে না। গজাবাসী বলেই তিনি গজাবী। এখানেই ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তাঁর বৃত্ত্যু হয়। গজায় আধুনিক নাম এলিয়াবেথপোল, এটি সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত।

নিষামী তিন বার বিয়ে করেন। তাঁর পুত্র মুহম্মদ প্রথম পরীর সম্ভান। এবং সম্ভবত কবির একমাত্র সম্ভান। নিষামী পাঁচটি গ্রন্থের রচয়িতা। এই পাঁচটির সাধারণ নাম 'খমসা' তথা পঞ্চরত্নকোষ। নিষামীর গ্রন্থগুলোর রচনাকাল সূক্ষ্মে বিধানের ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য গবেষণায় প্রকাশ : মখজনুল আসরার ১১৮৪ সনে, খুসরু-শিরি ১১৮৫ সনে, লায়লী-মজনু ১১৯২ সনে,

হফতপয়কর ১১৯৭ সনে, সিকান্দরনামার প্রথম খণ্ড (সিকান্দর নামা-ই-বরী) ১২০০ সনে এবং এর দ্বিতীয় খণ্ড (সিকান্দর নামা-ই-বাহরি বা ইকবালনামা) ১২০২ সনে রচিত। তিনি অনেক দিওয়ান, কবাই, আর কসিদাও রচনা করেছিলেন বলে লোকশ্রুতি রয়েছে। একুশ বিশ পঁচিশ হাজার বয়েতের মধ্যে তাঁর নামে দু'চারটে দিওয়ান এখনো চালু আছে। নিষামী যে ফার্সী ভাষার অগ্রতম শ্রেষ্ঠ কবি, সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্স রচয়িতা কবি, ভাষা ও ছন্দের মাদুর এবং পৃথিবীর অগ্রতম শ্রেষ্ঠ কুশলী-বাকশিল্পী ও শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ তা' সবাই স্বীকার করে। এই জ্ঞানী পুরুষের মখজনুল আসরার হচ্ছে book of wisdom। তাঁর প্রজ্ঞালব্ধ বোধির এই সংকলন Plato-র Republique', Bacon's Essays. রুমীর মসনবী, সানাই-র হাদিকা প্রভৃতির মতো ব্যবহারিক ও অধ্যাত্মজীবনের নানা তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যের ভাণ্ডার। এটি যে দুনিয়ার অগ্রতম শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাগ্রন্থ তা' কেউ অস্বীকার করে না। নিষামী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের স্তম্ভী ছিলেন না, তবে সাধারণভাবে তিনিও মরুমীয়া অধ্যাত্মবাদী ছিলেন। সে অর্থে তিনি তাত্ত্বিক কবিও। মহাকবি জামীও তাঁকে তাত্ত্বিক কবি বলে মানতেন। তাঁর মতে নিষামীর রচনা রোমান্সের আবরণে চিরন্তন মানব সত্যের ও অধ্যাত্মজ্ঞানের আকর। রোমান্সের মধ্যে খুসরু-শিরি'ই নিষামীর শ্রেষ্ঠ রচনা। যদিও তাঁর হফতপয়কর আর লায়লী-মজনুও অল্প কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য থেকেও উৎকৃষ্ট।

তাঁর অনুকারী এবং ভক্ত কবির সংখ্যাও নগণ্য নয়। আন্তার, জামী, আমীর খুসরু, খাজু, হাতেফি প্রমুখ অনেকেই নিষামীকে আদর্শরূপে বরণ করেছিলেন। হাফেজ, সাদী, ফয়েজী, হাশেমী, আরেফী, মীর্জা কতেহআলি খান, কাসেমী প্রমুখ অনেক কবিই তাঁর প্রতিভার অসামান্যতা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এবং জীবনীকার অওফি, কাজবিনি, দৌলত-শাহ, লুৎফে আলী প্রভৃতিও তাঁর প্রশংসায় মুগ্ধ।

নিষামীর শব্দচেতনা, সৃষ্টিত শব্দের সুপ্রয়োগের সুধমা, ব্যঞ্জনার অমোঘতা—ও ধ্বনি মাদুর্য এবং একটি সামগ্রিক লাভণ্য এমনি আশ্চর্য বাক-কুশলতা ও তীক্ষ্ণ মনীষার পরিচয় দেয় যে কোনো একটি শব্দও অতিরিক্ত নয়, পরিবর্তন সম্ভব নয়। এ যেন ভাষার তাজমহল, যেন

মোনালিসার অবয়ব ! ভঙ্গির এমন অপকল্প নাটকীয় লাভ্য—ভাষায় এমন অদ্ভুত দীপ্তি, বিচিত্র কল্পনার এত ঐশ্বর্য ফারসী সাহিত্যে অগ্রত্ব দুর্লভ ।

গোড়ার দিকে নিষামীর জীবনচরিত য়ারা রচনা করেছেন তাঁদের পরিবেশিত স্বল্প তথ্যও সাদৃশ্য কম। তাই নিষামীর বিস্তৃত পরিচয় জানা আজ আর সম্ভব নয়, তবে তিনি যে পাণ্ডিত্য সম্পদে নিলে'ভ, বৈষয়িক ব্যাপারে উদাসীন, মর্যাদাবোধে সচেতন, রাজানুগ্রহে বিমুখ, ধর্মাচরণে নিষ্ঠ, জ্ঞানসাধনার নিরত, তত্ত্ব অনুরক্ত এবং সমাহিতচিত্ত ছিলেন, সে বিষয়ে সব চরিতকারই একমত ।

উপরে আমরা নিষামীর জন্ম, মৃত্যু ও গ্রন্থরচনার যে সনগুলোর উল্লেখ করেছি, তা তাঁর গ্রন্থগুলোর অন্তর্নিহিত তথ্য প্রমাণ থেকেই সংগৃহীত ।

মখজনুল আসরারের উপক্রমে তিনি ধর্মাচরণে লোকের শৈথিল্য প্রত্যক্ষ করে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন :

(হে রসূল) হয় রণক্ষেত্রে একজন আলি পাঠাও

নয়তো শয়তান প্রতিরোধে একজন ওমর ।

পাঁচশ' আশী বছর নিদ্রার পক্ষে যথেষ্ট ।

[Either send an Ali to the line of the battle field

OR send an Omar to the gate of Satan.

Five hundred and eighty years are enough to sleep.]

এই পাঁচশ আশী বছর হযরত মুহম্মদের (দঃ) হযরত কিংবা ওফাতের ইঙ্গিতবহ । মখজনুল আসরার আর্মেনিয়া ও রুমের (আরজানজানের) সুলতান দাউদপুত্র ফখরুদ্দীন বাহরাম শাহর (৫৭৮—৬২২ হিঃ বা ১১৮২-৩—১২২৪-৫ খ্রীঃ) স্তুতি ধারণ করে। সে হিসেবে 'হযরত' কাল থেকে ৫৮০ বছর নির্দেশিত হয়েছে বলে মেনে নেয়াই সম্ভব । বিশেষ করে হযরতের হযরত ও রুমের রূপকে জাতীয় দুদিনে জাগরণবাণী শুনানো ফারসী ভাষায় এক বিশেষ সাহিত্যিক রীতি বা বাচনভঙ্গি । অতএব, মখজনুল আসরারের রচনাকাল ১১৮৪—৮৫ সন । তাঁর আর একটি উক্তি থেকে বুঝা যায় এই গ্রন্থ রচনাকালে তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ । কবির স্বগতোক্তি এরূপ :

Than requirest a friend now, do not
resort to magic spells.
Do not study now, what than shouldst
have learned in forty years.

অতএব হিযরীতে ৫৮০ বছর পরে চল্লিশ বছর বয়সে যদি মখজনুল আসরার রচিত হয়, তা' হলে কবির জন্ম সন হিসেবে ৫৪০ হিঃ বা ১১৪৫-৬ খ্রীস্টাব্দ পাই। ৬০৪ হিঃ বা ১২০৭-৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিষামী তাঁর খুসরু-শিরি উৎসর্গ করেন সুলতান আবু জাফর মুহম্মদ আতাবেগের (মৃত্যু : ৫৮১ হিঃ বা ১১৮৫ খ্রীঃ) নামে। খুসরু-শিরি রচিত হয় ৫৮৪ হিঃ বা ১১৮৮ সনে। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর। এর চার বছর পরে ৫৮৮ হিযরীতে সুলতান জালাল-ই-দৌলতউদ্দীন আবুল মুজাফফর ইখতিসান শিরোর শাহর আগ্রহে তাঁর লায়লী-মজনু চার মাসে রচিত। আজরবৈজানের আতাবেগ আলাউদ্দিন কিজিল আর্সালানের (কিংবা সম্ভবত মসোলের আতাবেগ নুরুদ্দিন আর্সালান শাহর) উপরোধে উৎসাহিত হয়ে নিষামী তাঁর হফতপন্নকর তথা বাহরাম নামা ৫৯৩ হিঃ বা ১১৯৭ সনে (৩১ শে জুলাই) রচনা করেন।

নিষামীর সিকান্দরনামা বিভিন্ন নামে পরিচিত। এর তিনটে ভাগ : দিখিজয়ী সিকান্দর, জ্ঞানীপুরুষ সিকান্দর ও নবী সিকান্দর। কবির মতে 'ভিরে ভিরে তিন মুক্তা বি'ধিতে উক্তম।' প্রথম ভাগের নাম সিকান্দর নামা-ই-বররী (স্বল), অপর দু'ভাগের সম্মিলিত নাম সিকান্দরনামা-ই-বাহরি (সাগর)। এ দু'খণ্ডের অপর নাম ইকবালনামা। সিকান্দরনামার প্রথম খণ্ডকে সরফনামা-ই-খুসরু' বলেও কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন। সিকান্দর নামা-ই বররী ১২৬০ খ্রীস্টাব্দে তথা ৫৯৭ হিযরীতে সমাপ্ত হয়। আর সিকান্দর-নামা-ই-বাহরি বা ইকবাল নামা লিখিত হয় ১২০২ বা ৫৯৯ হিযরীতে। ডক্টর ব্রাউনের মতে প্রথম খণ্ডে ইকবালনামা (Book of Fortune) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড একত্রে খিরদনামা (Book of wisdom)। তিনি সিকান্দরনামা উৎসর্গ করেন সুলতান নসরুদ্দীন বিন জাহান পাহলওয়ানকে। এ'র পুরোনাম আবুবকর ইবনে

মুহম্মদ জাহান পাহলওয়ান ইবনে ইলডিগজ। ইনি ছিলেন আজার-
বৈজ্ঞানের আতাবেগ। ৫৯৯ হিবরীতে কবির বয়স ছিল ষাট। সম্ভবত
৬০৪ হিঃ বা ১২০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে নিযামী দেহত্যাগ করেন।

নিযামী আরবী ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং হিব্রু আর
আর্মার্নীর ভাষাও তাঁর জ্ঞান ছিল। এ ছাড়া তিনি জ্যোতিবিদ ও
গণিতজ্ঞ ছিলেন।

আলাউল নিযামীর দুটোগ্রন্থ—হফতপন্নকর ও সিকান্দরনামা অনুবাদ
করেছিলেন। নিযামী সম্বন্ধে আলাউল সিকান্দরনামার বিভিন্ন স্থানে যে
সব উক্তি করেছেন, তা এখানে তুলে ধরছি। এ থেকে নিযামীর প্রতি
তাঁর সবিষয় প্রজ্ঞাই নয় কেবল, নিযামী সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানেরও পরিচয়
মিলবে :

০ নিযামীএ তাহার শব্দে পুরিল জগত
বুদ্ধ কাল তথাপিহ যুবকের মত।

০ নিযামী গজাবী শাহা কবি-রূপ ধীর
০ গজা দেশেত বাস মহন্ত নিযামী।

[নবরাজ মজলিস]...আমা প্রতি করিল আদেশ

মোর নামে গ্রন্থ রচ যন্তনে বিশেষ।
তবে আশ্রি মনেত ভাবিয়া কৈল সার
সিকান্দরনামা সম গ্রন্থ নাহি আর।
সভা শোভাযুক্ত কথা নাহি তথোদিক
আলিম সবেয় মনে অমূল্য মানিক।...
নিযামীর ঘোর বাক্য বুঝন কর্কশ
ভাঙ্গিয়া কহিলে তাহে আছে বহু রস।

০ শ্রীমন্ত নিযামী পদে করিয়া ভকতি
পুথিস্থত্র কহে আলাউল হীনমতি।
নিযামীর আদি গ্রন্থ মখজনুল আসরার
ঈশ্বরের চিত্রগুণ কথার ভাণ্ডার।

খুসরু ও শিরিঁ কথা দুয়জ কিতাব
 লায়লী মজনুঁ তিন এক পরস্তাব ।
 চতুর্থত হফ-তপরকর অনুপাম
 পঞ্চমে রহিল এহি সিকান্দর নাম ।
 এহি পঞ্চ কিতাব 'খমস' ধরে নাম ।

নিষামীর পরিচিতি রচনায় আমরা দুটো কারণে বিশেষকরে অধ্যাপক গোলাম হোসেন দারাব সম্পাদিত 'মখজনুল আসরার'-এর ভূমিকার উপর নির্ভর করছি। এক ইনি নিষামীর গ্রন্থ রচনার তারিখাদি নির্ণয়ে নিষামীর কাব্যগুলো থেকেই তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন, আর এ ভূমিকাই নিষামী সম্বন্ধে আমাদের জানামতে সর্বশেষ রচনা। জার্মান বিদ্বান Bacher সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত তথ্যও মনে হয় ত্রুটিপূর্ণ। অধ্যাপক Browne Bacher পরিবেশিত তথ্য নিবিচারে গ্রহণ করেই তাঁর সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। নিষামী সম্বন্ধে পুরোনো আলোচনা রয়েছে মুখ্যত ফারসী জ্বানে আর আধুনিক গবেষণা রয়েছে প্রধানত জার্মান ভাষায় এবং কিছু কিছু ইংরেজীতে। পুরাণে গ্রন্থের তথ্য অবৈজ্ঞানিক অপকথনের আবরণে আচ্ছন্ন, আর আধুনিক তথ্য-নির্ভর আলোচনা-গ্রন্থ ভাষা জ্ঞানের অভাবে আমাদের আয়ত্তাতীত। এজন্তে তথ্যের যথার্থ্য নির্ণয়ে আমাদের সামর্থ্য সীমিত। তাই আমরা এখানে সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিয়েছি। তবু সিকান্দরনামার অনুবাদক H. Wiberforce Clarke পরিবেশিত তথ্যও অবহেলা করবার মতো নয়। কেননা, তিনি ১৮৮১ সন অবধি ফারসী-জার্মান ভাষায় প্রকাশিত নিষামী সম্পর্কিত সব তথ্যই আলোচনার অন্তর্গত করেছিলেন। আর ১৩২১ সৌর হিষরী সনে (১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দ) ডক্টর রেজাজাদা শফকের 'তারিখ-ই-আস্কবীয়াতে-ইরান' ইরানের সরকারী শিক্ষাদপ্তর থেকে প্রকাশিত। নিষামী সম্বন্ধে তাঁর উপস্থাপিত তথ্য-প্রমাণও বিদ্বানমহলের স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই আমরা এখানে নিষামীর জন্ম, মৃত্যু, গ্রন্থরচনার তারিখ ও-প্রতিপোষক সম্বন্ধে Clarke, রেজাজাদা ও দারাবের মত পাশাপাশি পেশ করছি :

	H.W.Clarke ১৮৮১ খ্রীঃ	রেজাজাদা ১৯৪২ খ্রীঃ	দারাব ১৯৪৫ খ্রীঃ
নিযামীর জন্ম	৫০৫ হিঃ	৫০৫ হিঃ	৫৪০ হিঃ
ক. জন্মস্থান	কুম	গঞ্জা	কুম
আবাল্য অবস্থান	গঞ্জা	গঞ্জা	গঞ্জা
খ. মখজনুল আসরার			
রচনা	৫৫৯ হিঃ	৫৭০ হিঃ	৫৮০ হিঃ
প্রতিপোষক : ফখরুদ্দীন	ফখরুদ্দীন	ফখরুদ্দীন	ফখরুদ্দীন
বাহরাম বিন	বাহরাম বিন	বাহরাম বিন	বাহরাম বিন
দাউদ	দাউদ	দাউদ	দাউদ
গ. শিরিখুসরু রচনা	৫৭৬ হিঃ	৫৭৬ হিঃ	৫৮৪ হিঃ
প্রতিপোষক : শামসুদ্দীন	শামসুদ্দীন	শামসুদ্দীন	আবু জাফর
আবু জাফর	আবু ফাজর	আবু ফাজর	মুহম্মদ
মুহম্মদ	মুহম্মদ	মুহম্মদ	
ঘ. লায়লী মজনুঁ			
রচনা	৫৮৪ হিঃ	৫৮৪ হিঃ	৫৮৮ হিঃ
প্রতিপোষক : জালাল-ই-	অভিন্ন	অভিন্ন	অভিন্ন
দৌলতউদ্দীন			
আবুল মুজাফফর			
ইখতিসান বিন			
মনুচেহর			
ঙ. হফ্তপয়কর	৫৯৩ হিঃ	৫৯৩ হিঃ	৫৯৩ হিঃ
প্রতিপোষক : আলাউদ্দীন	অভিন্ন	অভিন্ন	অভিন্ন
করব আরসালান			
চ. সিকান্দরনামা :	৫৯৭ হিঃ	৫৯৭ ও	৫৯৭ ও
১ম ও ২য় খণ্ড	৬০৭ হিঃ	৬০৭ হিঃ	৫৯৯ হিঃ
প্রতিপোষক :			
১ম খণ্ড নুসরুতুদ্দীন	অভিন্ন	অভিন্ন	অভিন্ন
আবু বকর মুহম্মদ বিন			
জাহান পাহলওয়ান			
২য় খণ্ড ইজুদ্দীন মাসুদ	—	—	—
বিন নুরুদ্দীন আরসান			
ছ. নিযামীর মৃত্যু	৫৯৯ হিঃ	৫৯৯ হিঃ	৬০৪ হিঃ
আমরা দারাবেহর মতই গ্রহণ করেছি।			

॥ ৯ ॥

। সিকান্দরনামার আলাউলের আত্মকথা ।

‘রাগতালনামা’ ও ‘তোহফা’ ছাড়া আলাউলের অন্তসব গ্রন্থেই কবির ‘আত্মকথা’ মেলে। আরো পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হলে তোহফায়ও বোধ করি মিলবে, কিন্তু মনে হয় আলাউলের একক রচনা সম্বলিত রাগতালনামার পাণ্ডুলিপি পাওয়ার সম্ভাবনা আর নেই। আমরা এখানে কেবল তথ্য হিসাবেই সিকান্দরনামায় বর্ণিত কবির ‘আত্মকথা’ উদ্ধৃত করছি।* কোনো বিশ্লেষণ কিংবা মন্তব্য নিম্নপ্রয়োজন।

এবে অবধান কর গুণী মহামতি
 আপনা বৃত্তান্ত কহি পুস্তক উৎপতি ।
 গোড় মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ ভূম
 বৈসে সাধু সংলোক দেশ মনোরম ।
 অনেক দানেশ বান্দা খলিফা পুজান
 বহল আলিম গুরু আছে সেই স্থান ।
 হিন্দুকুলে মহাসভা আছে ভট্টাচার্য
 ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্যরাজ্য ।
 রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়
 মুণ্ডি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয় ।
 কার্যহেতু পশ্চক্রমে আছে কর্ম লেখা
 দুষ্ট হার্মাদের সঙ্গে হই গেল দেখা ।
 বহুব্রু করিয়া শহীদ হৈল বাপ
 স্নগন্ধতে রোসাদে আইল মহাপাপ ।
 না পাইলুঁ সইদ পদ আছে আউশেয
 রাজ আসোয়ার হৈলুঁ আসি এই দেশ ।
 রোসাদেতে মুসলমান যতেক আছন্ত
 তালিব এলম বুলি আদর করন্ত ।
 বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর
 নাটগীত সঙ্গীত^১ শিখাইলুঁ বহুতর ।

* আলাউলের গ্রন্থগুলোতে বিবৃত আত্মকথা বহু-সম্পাদিত ‘তোহফা’-র ত্বমিকার
 উৎসব ।

১ নাটনীত সঙ্গীত/পাঠগীত সঙ্গীত

বহুত মহন্ত লোকে কৈল ঙ্গরু ভাব
 সকলের কুপা হোন্তে হৈল বহু লাভ ।
 মোর কাব্য এথা প্রকাশিল সব ঠামে
 বহুগুণ রচিলু মহন্ত সব নামে ।
 এহিমতে অধে গোঞাইলু কথকাল
 বিধিবশে অবশেষে পড়িল জঞ্জাল ।
 শাহা সুজা রোসাদে আইলা দৈবগতি
 হতবুদ্ধি পাত্রসবে দিল হতমতি ।
 আপনার দোষ হোন্তে পাইল প্রমাদ
 এক পাপী আক্ষারেহ দিল মিথ্যাবাদ ।
 কারাবন্ধে পৈল আমি না পাই বিচার
 যথ ইতি বসতি হৈল চারখার ।
 সালাসনে^১ মৈল, যেই দিল অপবাদ
 অস্থানে পড়িলু বহু পাই অবসাদ ।
 মলকুতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ
 পুত্র দারা সঙ্গে মুই হৈলু পরবশ ।^২
 গুণ হেতু মহাজনে করন্ত আদর
 ভিক্ষা করি দেয় দারা নিজ রাজকর ।^৩
 সৈয়দ মউদ^৪ শাহা রোসাদের কাজী
 জ্ঞান অন্ন আছে বুলি মোরে হৈল রাজি ।
 দয়াল চরিত পীর আতুল মহন্ত
 কুপা করি দিলেক কাদিরি খিলাফত ।
 যত্নপিহ সত্য আমি লই এহি ভার
 পরশ পরশে তাম্র হয় হেমাকার ।

১. সালাপণে ।

২. পুত্রদারা সঙ্গে অজ হৈল পরবশ ।

৩. ভিক্ষা করি দেয় দারা পুত্র নিজ কর ।

৪. সৈয়দ মসউদ

কলকে উজ্জ্বল চন্দ্র তিমির নাশএ
 কলকিনী কারাগারে সত্য উপজএ ।
 সহজে কমলা পণ্ডিতেরে অবিবেক
 আপনা দুঃখের কথা কহিতে অনেক ।
 [সমুখে পুস্তক কথা আছে অতিরেক]
 এহি মতে একাদশ অক্ষ^১ বহি গেল
 পুনরপি ভাগ্যরঞ্জ প্রকাশিত ভেল ।
 শ্রীমন্ত নবরাজ আতুল মহন্ত
 মজলিস পাইয়া যদি হৈল মহামন্ত ।
 মধুর বচন মোর শুনিয়া রসদ
 সাদরে আনিয়া আশ্রয় কৈল সভাসদ ।
 অন্ন বস্ত্রে তোষেস্ত পোষেস্ত নিরন্তর
 তান দানে সুসমে শোধম রাজকর ।
 বহু গুণবন্ত আছে তাহান সভাএ
 তথাপিহ মোর বাক্য মনে অনুভাএ ।

তারপর একদিন নবরাজ মজলিস এক ভোজসভা করলেন। সভার
 শহরের গুণী জ্ঞানী ও মানী ব্যক্তির উপস্থিত ছিলেন। সে ভোজসভায়
 মজলিস নানা যুক্তি প্রয়োগে প্রমাণ করতে চাইলেন যে কীর্তির মধ্যে
 গ্রন্থরচনার এবং গ্রন্থে পরিকীর্তিত হওয়ার কীর্তিই শ্রেষ্ঠ এবং স্থায়ী :

পূর্বকালে মহন্ত করিছে নানা কাম
 সার মাত্র কেতাবে গ্রন্থন আছে নাম ।
 মসজিদ পুঙ্কনী নাম নিজ দেশে রহে
 গ্রন্থ কথা যথা তথা আতিভাবে কহে ।
 গ্রন্থ পড়ি সকলের তুট হএ মন
 নাম স্মরি মহিমা কহএ সর্বজন ।
 মুখ হয় সুপণ্ডিত শুনি পায় জ্ঞান
 গ্রন্থ সম মহিমা কোথাতে আছে আন ।

১ ক. এহিমতে একাদশ বৎসর। খ. দশম বৎসর

গ. দ্বাদশ বৎসর।

প্রলয় অবধি রহে শুভ কৃতি বশ
নামের মহিমা বাক্য সবে করে বশ ।

অতএব, মজলিস—এথ ভাবি আত্মা প্রতি করিল আদেশ

মোর নামে গ্রন্থ রচ যন্তনে বিশেষ ।

তবে আশ্চি মনেত ভাবিয়া কৈল সার

সিকান্দরনামা সম গ্রন্থ নাহি আর ।

সভাশোভাযুক্ত কথা নাহি তথোধিক

আলিম সবে মনে অমূল্য মাণিক । ..

আত্মার বচনে মজলিস মহাশয়

রচিবারে আঙা দিলা সরস হৃদয় ।

সিকান্দরনামা অনুবাদ করবেন, মনে মনে স্থির করে কবি আপনার
অক্ষমতা ও দুঃখ কথা মজলিসকে সবিনয়ে নিবেদন করলেন :

তবে আশ্চি নিবেদিল হৈল স্বল্পকাল

বিশেষত রাজদায় অধিক জঞ্জাল ।

নীরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি

তখন (মজলিসও)—তাহা শূনি মজলিস দয়া কৈল অতি

ভক্ষ্য বস্ত্র রাজদায় নিয়ম করিয়া ।

আর নানা বিধি দানে মন সন্তোষিয়া ।

স্থির করি আত্মারে করিলা অঙ্গীকার

ভাঙ্গিয়া বয়েত ছন্দ রচিতে পয়ার ।

এভাবে রোসাদরাজ চন্দ্রসুধর্মার মুখ্যমন্ত্রী ‘নবরাজ’ উপাধিধারী মজলিসের
আগ্রহে ‘সিকান্দরনামা’ রচিত হয় ।

॥ ১০ ॥

। সিকান্দরনামার বাঙলা অনুবাদ কাল ।

আলাউলের আত্মকথায় প্রকাশ, শাহজাহাঁ-পুত্র স্বজা নিহত
হবার দশ, এগারো কিংবা বারো বছর পরে তিনি সিকান্দরনামা রচনায়
হাত দেন । স্বজা রোসাদরাজ চন্দ্রসুধর্মার (সান্দখুদয়ার) বিরুদ্ধে ষড়-
যন্ত্রের অপরাধে ১৬৬০ সনে নিহত হন । অতএব, ১৬৭০, ৭১ কিংবা
৭২ সন থেকে কবি সিকান্দরনামা রচনা করতে থাকেন । এ ক্ষুদ্র

গ্রন্থের অনুবাদে এক বছরের বেশী সময় না লাগারই কথা। বিশেষ করে তোহফা, হফতপরকর, রতনকলিকা-আনন্দবর্মার কাহিনী (সুভীমরনা-লোর-চন্দ্রানীর শেষাংশ) এবং সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (এর শেষাংশ) —এর প্রত্যেকটিই সংবৎসরের পরিসরে রচিত। কাজেই সিকান্দরনামাও ১৬৭৩ সালের মধ্যেই সমাপ্ত বলে অনুমান করা চলে। এর পরে সম্ভবত কবি আর কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। আমাদের ধারণার সমর্থনে একটি যুক্তি এই যে সিকান্দরনামার কবি বার্ষিক্য ও কায়িক জীর্ণতার জন্তে বাস্তবের খেদ প্রকাশ করেছেন। আর অনিচ্ছায় নবরাজ মজলিসের আদেশ অলঙ্ঘ্য জেনে সিকান্দরনামা রচনায় রাজি হয়েছেন :

তবে আমি নিবেদিল হৈল স্বরূপাল।...

নীরস হৈল অঙ্গ না প্রকাশে মতি।...

...লজ্জিতে আদেশ তান কাহার শক্তি

শাস্ত্রে কহে, অরদাতা ভয়ত্রাতা বাপ

না ধরিলে তান আজ্ঞা ঘোরতর পাপ।

তেকারণে সভা আগে কৈলুঁ অঙ্গীকার।

সুজা-হত্যার নয় বছর পরে (এহিমতে চলে গেল নবম বৎসর) রচিত সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল-এর শেষাংশেও কবি বার্ষিক্যের জন্তে আক্ষেপ করেছেন :

স্বরূপ হইলুঁ অখনে হৈলুঁ বলহীন।

অতএব, এর আরো তিন-চার বছর পরে কবি কাব্য রচনার সমর্থ থাকার কথা নয়। ১৬৭৩ সালের পরে কবি কয়বছর বেঁচেছিলেন তা অনুমান করা নিরর্থক। কারণ কোন অনুমানই যথার্থ হবে না। আর সেই অনুমানে কোনো সাহিত্যিক প্রয়োজনও নেই।

॥ ১১ ॥

। গ্রন্থনাম ।

নিবাসীর কাব্যও সাধারণ্যে ‘সিকান্দরনামা’ কিংবা ‘ইসকান্দরনামা’ রূপে পরিচিত। আলাউলের কাব্যের নামও ‘দারা-সিকান্দরনামা’ নয়। ১২৯৫ সালে (১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে) প্রকাশিত বটতলার ছাপা পুথির

শীর্ষনামও ‘সেকান্দরনামা’। কালিদাস নন্দী লিপিকৃত ক্রমিক ৫৩১ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির পুষ্টিকারও পাছি :

‘ইতি সিকান্দরনামা পুস্তক সমাপ্ত।’

আলাউলের নিজের উক্তিও পাই :

‘সিকান্দরনামা সম গ্রন্থ নাহি আর।’

দারার সঙ্গে যুদ্ধছাড়াও এতে সিকান্দরের দিগ্বিজয়-কাহিনী পুরো বর্ণিত হয়েছে। কাজেই কাব্যটিকে ‘দারা-সিকান্দর’ নামে চিহ্নিত করা অসঙ্গত। ঘটতলার অনুসরণেই আবদুল গফুর সিদ্দিকী ও ডক্টর সুকুমার সেন সাধারণ্যে এই ভ্রান্ত নাম ছড়িয়েছেন।

॥ ১২ ॥

ইতিহাসে আলেকজান্ডার।

কাব্যের সিকান্দরকে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, এবার ইতিহাসের সিকান্দরের পরিচয় নেওয়া যাক :

“What first strikes one in Alexander is “the inner energy which makes man truly a man” and consequently a leader of men, identical with virtue of the Italians of the Renaissance. In him intensity of character is accompanied by a powerful imagination for conceiving projects and, for carrying them out, an extra-ordinary clearness of mind—save in moments of physical drunkenness, spiritual intoxication, or passion. Literature and philosophy nourished his imagination and fortified his thought. An assiduous reader of Homer, he wished, by his courage and magnanimity, to re-embody the hero Iliad. A pupil of Aristotle, he owed to the encyclopaedic mind of his teacher something of his vast breadth of conception and of his faith in reason. He placed his genius and the military power which he had inherited, at the service of a certain idea of Hellenism which was in the moral air of his day, took more definite shape in him, and as amplified by the very course of his victories.

... In these circumstances, the magnificent plan of a world-empire—founded by a philosopher king, was

bound to attract the genius who had sat at the feet of Aristotle. "Being accustomed to leave the circle of facts to soar into the sphere of ideas," he rose to the principle that there must be one single master for men, just as there is only one sun to light the earth. Besides, did he not afterwards himself become the sun God, 'Ra' ? Did he not find, for the domination of the world, a basis in the Supernatural ? And by a strange metamorphosis, did not the philosopher-king develop into a godking ?

No doubt Alexander first appears as the leader of the war of revenge on the barbarians and the Colonizer of Mediterranean Asia. But his ambition gradually carries him away. It makes him the heir of the Pharaohs and, like them, the incarnation of Ra ; it makes him the Successor of the king of kings, in this capacity, too, revered as a God and clad with the 'glory' of which the Avesta speaks. In Memphis, in Babylon, in Persepolis, he is intoxicated with mystical Grandeur and Oriental magnificence. Paying no heed to smouldering discontents, he drives on towards mysterious India, "On the confines of the earth." But in all the exaltation of conquest he never loses a certain sense of realities, and concerns himself with noble tasks. He is the discoverer of new lands, the organizer of mankind. He has sympathy with the conquered peoples, especially with the Persians, who had greeted him as a second Cyrus. He wishes to unite nations and races—even by ties of blood and to fuse two worlds in one. The Polis continues to send out swarms, and Asia is covered with Greek cities. But Alexander incorporates 'barbarians' in them. What is more, he refuses to believe "that the great cities of the East, in which the fusion of races of which he dreamed might find a favourable soil, had ceased to play their part. "As he planned to mingle the races to establish concord and peace, so he sought to increase trade between the peoples to ensure their welfare.

The imperialism of an Alexander was creative of a 'new order of things.' In his powerful brain he bore fruitful

thoughts of human interest. Truly one can see in this very complete hero one of the most striking and noblest types of man as a force."

সিকান্দরের প্রাচ্য-বিজয়ের ফলে প্রতীচ্যদেশও নানাভাবে উপকৃত হয়েছে : What the West received from the East was, first, the idea of Empire and king. Worship and lessons in centralised administration, the conflagration of an emphatic, dazzling art, and, lastly, the mystical atmosphere.

সিকান্দর সম্বন্ধে Jougnet বলেন :

He had inherited from his father that lucid mind which giving him a clear view of what was possible, tempered the ardour of his imagination and his passion for adventure. He conceived vast designs, but he could put them off if necessary, and approach his object gradually. But he was not only Philip's son ; his mother was the violent, ambitious Olympias, a princess of wild Epeiros, who is depicted as a monster of Extravagant pride. Given to mystical transports, she was initiated in the orgiastic cults of the Cabeiri, Orpheus, and Dionysos and it was even said that, like a Bacchante, she used to surround herself with serpent familiars. With the same indomitable pride, Alexander was to show, not her superstitiousness, but something of her religious fever, in the idea which he conceived of his person and his mission ; he felt that he was of divine race, descended from Heracles, perhaps the son of God. Sometimes this feeling showed itself in a repulsive way ; it even made him Commit Crimes ; but ordinarily it animated a generous nature, conscious of a high mission, sensible to friendship and capable of every charm. Tradition tells us of the Royal nobility of his bearing, of the fire of his glance, terrible in anger and even of the mysterious perfume which rose from his breath and his skin. Alexander had all the physical and moral gifts of a leader of men and retained his ascendancy over his soldiers to the end. Yet, little by little his excessive genius isolated

him in the midst of his comrades. His ideas were more and more cutting him off from his comrades.

ঐতিহাসিকদের মতে সিকান্দর পাক-ভারতে পাজাব, সাইবেরিয়ান শিরদরিয়া অর্থাৎ আফ্রিকার উত্তর আফ্রিকার গোটা অঞ্চল জয় করেন, এবং উত্তর ও পশ্চিম যুরোপের অনেক রাজ্যই তাঁর দরবারে প্রতিনিধি পাঠিয়ে মিত্রতা রক্ষা করে নিশ্চিন্ত ও ধন্ত হয়। M. R. Dobie অনুদিত Pierre Jouguet-এর 'Macedonian Imperialism' গ্রন্থে আলেকজান্ডার ও তাঁর সাম্রাজ্যের নির্ভরযোগ্য বিস্তৃত ইতিহাস আছে। যে ইতিহাস বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতায় তিজ ও রক্তক্ষরা। কাজেই তাঁর বিখ্যাত অগ্নি গোরবে অসামান্য নয়। Jouguet-এর মতে রোকসান তথা রোসনক দার-কথা নয়, আমীর Oxyastes-এর কথা, অবশ্য সিকান্দর দারার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যাকেও বিয়ে করেছিলেন। সিকান্দর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়, এবং আঞ্চলিক ও গোত্রীয় স্বাভাব্য লোপ কামনায় আন্তঃগোত্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিবাহে উৎসাহ দান করতেন। (Jouguet পৃঃ ৫৫) আর আলেকজান্ডারের গুরু ছিলেন এ্যারিস্টটল, তাঁর পিতা নকুমাক্সিস নন। সিকান্দরের ৩৫৬ খ্রীষ্ট-জন্ম পূর্ব অব্দে জন্ম আর ৩২৩ অব্দে মৃত্যু হয়। ৩৩-৩৪ বছরের স্বল্প জীবনে ৮/১০ বছরের সংগ্রাম-সুন্দর প্রয়াস-পন্থিসরে সেকালের জানা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছিলেন তিনি। এমনিতেই এটি একটি আজব ঘটনা, একটি স্বামী বিস্ময়, একটি অপকল্প রূপকথা, একটি মায়ারীর যাদু, একটি মায়াকারি অস্ত্র বিচিত্র লীলা।

সম্ভবত এ মুহুর্তাই সিকান্দরের 'নবুন্নত'-এর উৎস। মুসলমানেরা তাঁকে নবী বলেই জানে ও মানে। তিনি ইসহাক নবীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং কোর-আন-উজ্জ্বল জুলকর্ণ বা জুলকর্ণাইন বলেই পরিচিত। মোলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'আসহাবে কাহাফ' গ্রন্থে ইরানরাজ সাইরাসকেই জুলকর্ণাইন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে 'জুল' ও 'কর্ণ' হিব্রু শব্দ এবং 'জুল' অর্থ দুই, এবং কার্ন অর্থ শিং। দুই রাজ্যের জোড়িয়া ও পার্স প্রতীক হিসেবে সাইরাস দুই সিং বিশিষ্ট মুকুট ধারণ করতেন। সাইরাস, গৌর বা গৌরুণ্ড আর খুসরু একই ব্যক্তির যথাক্রমে গ্রীক, ইরানী ও আরবী নাম।

। ১৩ ।

। পাণ্ডুলিপি পরিচিতি ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিদ্যা-প্রদত্ত সিকান্দর নামার সব কর্ণটি প্রতিলিপি এবং বাঙলা একাডেমী সংগৃহীত একখানি, পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে একটি বৌগিক পাঠ তৈরী করেছি। দু'শ নক্সাই বছর পরে কবিরচিত বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের দাবী করা চলে না। তিন শতকের সময় পরিসরে বিচিত্র বিকৃতি কাব্যের বর্ণে, শব্দে ও চরণে কিভাবে অনুপ্রবেশ করেছে, তা' আজ আর নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। আমরা কেবল আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বাস দিয়ে সম্ভাব্য শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ে যত্ন করেছি। সর্বত্র সফল হয়েছি—এমন কথা বলা যাবে না। এখানে আমাদের আলোচিত পাণ্ডুলিপিগুলোর 'দিশা' দিচ্ছি :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যবিদ্যা-প্রদত্ত পুথি :

১. ক্রমিক সংখ্যা ৫২৫ ॥ পুথি সংখ্যা ৩৩৫

১১"×৭" পরিমিত কাগজের বই। আশুপ্ত খণ্ডিত। ৭—১২৭ পত্র বিস্তারিত। অনেকগুলো পত্রের পত্রাক্ষ ছিন্ন। গোটা পাণ্ডুলিপি-খানিই বিনষ্ট-প্রায়। প্রায় ১৩০/৩৫ বছরের পুরোনো। হস্তাক্ষর মাঝারি।

আরম্ভ : [৮ক পত্রে]

মকরোত্তম মঙ্গল রহিল সেবা লাগি
মন্দ দিষ্ট খণ্ডি গ্রহকুল শূভ ভাগি।
রাশিগ্রহ খণ্ডাই দুক্ল
বাছিয়া থুইল নাম সাহা সিকান্দর।

শেষ :

হাস্ত [হস্তে] ধরি পুনি সাহা বসাইল কোলে
নানা ভাতি রূপরা কৈল আনন্দ হিলোলে।...
মনে ভাবে যত্নে দিতে মুক্তি
প্রেরা মন্দির এর হুইল পরাণে ২।

এ পুথির সাংকেতিক সংখ্যা 'ক'।

১৯৬৩ সনের ১১ই আগষ্ট তারিখে এ ভূমিকা লিখিত এবং একাডেমীতে প্রকাশনার প্রদত্ত। আজ পুরো চৌদ্দ বছর পরে বাঙলা একাডেমী মুদ্রনের ব্যবস্থা করেছে।

২, ক্রমিক সং ৫২৬ ॥ পুথি সং ৩২৭

১১"×৭" পরিমিত কাগজের বই। ১৮—১৭২, ১৭৭ পত্র বিদ্যমান। ১৮ সংখ্যক পত্রটি অর্ধহ্রিৎ। ২০ম ও ২৫ম পত্র নেই। প্রথম দিকের দুই পত্র ও ১৭২ম পত্রটি বিনষ্ট-প্রায়। লিপিকর কালিদাস নন্দী। ইনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধের লোক। কাজেই পুথিটির বয়স ১৩০/৩৫ বছর হবে। হস্তাক্ষর জটিল, দুপাঠ্য ও অশুদ্ধিপূর্ণ।

আরম্ভ : নিজভাসে ইজিতে কহিল রক্ষ কার
সিতিল রাঙ্কিল তারে পলাইতে নার।
সময় পাইয়া জজি ধাইল সন্তরে
কহিল বিত্যান্ত গিয়া নির্পতি গোচরে।

শেষ : যার দৈববানি ভবে স্থানিলা শ্রবনে
বহল স্মৃতা রত্ন রাছে এই স্থানে।
যার স্থিতি জেই জনে বহু দুখ পাই
ধিক স্নানুস্থিতি জেই ছারিয়া চলএ।

এ পুথির সাংকেতিক সংখ্যা : ঝ।

৩. ক্রমিক সং ৫২৭ ॥ পুথি সং ৫৩১

১১"×৭" পরিমিত কাগজের বই। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১৭—১৯ ও ২৬—২৮ পত্র বিদ্যমান। জীর্ণাবস্থ। শেষের তিন পত্র একেবারে ছিন্নভিন্ন। লিপিকর আজগর আলি। শতাব্দীর বছরের পুরোনো। হস্তাক্ষর মাঝারি।

আরম্ভ :। জদি যুদ্ধ করি তার লও পাট তাজ
অপকৃতি অধর্ম ভাবিআ ভাসি লাজ।
কআনি বংশের নৃপ জগতে পুজিত
তার লৈক্ষ ভট্ট কর্ত্ত না হএ উচিত।

শেষ : [২৮ পত্রের মধ্যাংশ] :

নৃপতি সবেয়ে না করএ বস্ত্র জ্ঞান
লোক পিরা হিংসা মাত্র করে নিরাস্তর
তিলে মাত্র কহিতে শবের মনে ডর।

এ পুথির সাংকেতিক মান : ঞ।

৪. ক্রমিক সং ৫২৮ ॥ পুথি সং ১০

১১"×৭" পরিমিত কাগজের বই। আন্তস্ত খণ্ডিত। ৩৫—৫৩ পত্র বিদ্যমান। শেষ পৃষ্ঠা দুপাঠ্য। প্রায় শতক বছরের পুরোনো। হাতের লেখা মাঝারি।

আরম্ভ : বুজিলুম তাহার মনে মজিল কুভাব
কপটির সঙ্গে প্রেম কিছু নাই লাভ।
আমা প্রতি তার মন না হইল রশ
তেকান্ননে মোর মনে তাই তার বশ।

শেষ : [৫০ক পৃষ্ঠা] :

কএআনি বংশের মনে ন রাখি আদর
কন সজি পরশ মোহোর কলেবর।
মান হস্ত রাখহ দারা নৃপ হএ
গোপ্ত বেকত আছএ।

কি মোরে মারিতে আইলা দৈবে মারি আছে।

এ পাণ্ডুলিপির সাংকেতিক সংজ্ঞা : জ।

৫. ক্রমিক সং ৫২৯ ॥ পুথি সং ২৯২

১৭"×৬" পরিমিত কাগজের দুই পিঠে লেখা। আন্তস্ত খণ্ডিত। ১০—৭৭ পত্র বিদ্যমান। মধ্যে মধ্যে অনেক পাতা নেই। প্রায় পোণে দু'শ বছরের পুরোনো হস্তাক্ষর। সুন্দর ও সমস্তে লিখিত

আরম্ভ : কলকে উকল চন্দ্র তিমির নাসএ।
আপনা দুখের কথা কহিতে অনেক
সহজে কমলা পণ্ডিতে অরিবেক।
এই মতে ষাদস বৎসর গাঞি গেল
পুনরপি ভাগ্যদএ সপ্রকাশিত ভেল।

শেষ : তৃক্ষাজোক্ত নির্গল জীবন জল পিআ
নিজ অঙ্গ পাখালিল হরিসে লামিআ।
অশ্বেরে পিআই জল ধোআইল জলে
পাইল অখণ্ড আয়ু মোহা ভাগ্য বলে।
সাহারে জানাইতে পুনি অশ্ব আরোহন।

এ প্রতিলিপির সাংকেতিক মান : খ।

৬. ক্রমিক সং ৫৩০ ॥ পুথি সং ৩৬৬

১৬"×৬" পরিমিত কাগজের দুই পিঠে লেখা। আদাত খণ্ডিত। ১০—৫৬ পত্র বিদ্যমান। মধ্যে ৫৪ সংখ্যক পত্রটি নেই। লিপিকর ও মালিক ফাজিল মহান্নদ বলে মনে হয়। হস্তাক্ষর সুন্দর। প্রায় ১৫০/ ৫৫ বছরের পুরোনো।

আরম্ভ : মহা অশ্ব চড়ি আইল তাখুখিক বীর
সিকান্দরে সেহ তার কাটিল সরির।
এহি রহে জদি নুপে বাছিয়া বাছিয়া
জত ২ মোহাবীর দিল পাঠাইয়া।
ঈশ্বর স্বরিত্তা নিজ ভাগ্য লক্ষ্য করি
এক স্বরি সংহাঙ্গিল সত সঙ্ক ধরি।

শেষ : আর এক দাসি ছিল ভব্য গুণবতি
রূপের নিছনি জাএ সচি রস্তা রতি।
প্রচাতে আছএ কস্তা রূপের বাখান
তেকারণে ন কহিলুং অধিক এ স্থান।
ভুবন মোহনি বাল। তিনগুণ ধরে
জস্র গীত সম নাহি এতিন ভুধরে।

হেন রক্ষার পুস্তকের মালিক শ্রী ফাজিল মহান্নদ, সাং হল আইন।

এ পাণ্ডুলিপির সাংকেতিক সংখ্যা : গ।

৭. ক্রমিক সংখ্যা ৫০১ ॥ পুথি সং ৫০২

১১"—৭" পরিমিত কাগজের বই। আশ্বে খণ্ডিত। ২—১৭৪ পত্রে সমাপ্ত। ২—১২ ও ১৭০—৭৪ পত্রের নিম্নাংশ ছিন্ন। লিপিকর কালিদাস নন্দী। লিপিকাল ১২১৭ মঘী তথা ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। হস্তাক্ষর জটিল ও দুশ্পাঠ্য

আরম্ভ : তিলে হএ স্কন্ধ মহি রজিমা স্ফোরক।
দিপ জদি সমান শ্রীজীছে তারাগণ
সর্গ প্রাপ্তি মুখ্য বিনু পুস্তর কারণ
জথ কিছু শ্রীজীয়াছে সংসার ভিতর
পাষণ জাবন তিন্ন তান্ন নাম সর।

শেষ : জেই খুদ সিল। কিরিতার হস্ত দিল
তাকে রানি তরাজুত জন্তনে চাইল।
রাতি হোতে রাতি তোলা পাও সের মণ
তথাপিহ না হইল সিলার তুলন।

লিপিকর : ইতি সিকান্দরনামা পুস্তক সমাপ্ত।
এই পুথি লেখিয়াছি শ্রীকালিদাস
বসতি করেন তিনি ধলঘাটে পাস।
নন্দিবংশে জন্ম হইছে কালিদাস নাম।

.....লিখীতঃ শ্রী কালিদাস নন্দি পুং...নন্দিমিত

সাং ধলঘাট ১২১৭ মঘী, তাং ৮ পোউস।

এ প্রতিলিপির সাংকেতিক মান : ৪।

৮. ক্রমিক সং ৫০২ ॥ পুথি সং ২৭৫

১১"×৭" পরিমিত কাগজের বই। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৩—১৭৬ পত্র
বিদ্যমান। ৭ম-৮য় পত্র নেই। ১ম ও শেষ পত্র দুপাঠ্য। লিপি
সাদৃশ্যে প্রমাণ—লিপিকর কালিদাস নন্দী। হস্তাক্ষর জটিল, দুপাঠ্য ও
অশুদ্ধিপূর্ণ। প্রায় ১৩০/৩৫ বছর আগের লেখা।

আরম্ভ : এবো অবধান কর গুণী মহামতি
[কবির আশ্রকথা] আপনা বিত্যান্ত কহি পুস্তক উৎপতি।
গোর মৈন্ধে মুলুক ফতেসাবাদ ভূম
বৈসে সাধু সদ লোক দেস মনুরম।

শেষ : কোটি ২ রাসা করি রত্ন হেম ধাএ
জাহার নিবন্ধ থাকে সেই মাত্র পাএ।
অলক্ষিতে হই গেল নিজোজিত কাম
খিজির সমুদ্রে স্রমে ইলীয়াছ স্রম।

এ পুথির সাংকেতিক সংখ্যা : ৬।

৯. ক্রমিক সং ৫০৩ ॥ পুথি ২৭৩

১১"×৭" পরিমিত কাগজের বই। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৩—১২৬
পত্র বিদ্যমান। অত্যন্ত জীর্ণাবস্থ। প্রথমদিকের অনেকগুলো পত্র ইঁদুর-
দষ্ট। প্রায় ১২৫/৩০ বছর আগের লেখা। হস্তাক্ষরে শ্রী আছে।

আরম্ভ : হইল পরবস ।

গুণ হেতু মোহাজনে করন্ত আদর
ভিক্ষা করি দেএ পুত্র দারা নিজ কর ।
ছৈওদ ছইদ সাহা রোসাঙ্গের কাজি
জান অন্ন আছে বুলি মোরে হৈল রাজি । ...
... .. এহিমতে একদশ বশ্চর বহি গেল

পুনরবি ভাগ্য রজ প্রকাশিত হৈল ।

শেষ : সংসারে নৃপতি জখ ছোট বড় সম কথ
কেহ নাই করে এই কাম ।
দেখিল পাইল জখ কিছু নহে এহা মত
পশ্চাতে ঘুসিব লোক নাম ।
দৈববাস সিকি ২ ।

এ পুথির সাংকেতিক সংজ্ঞা : ড ।

১০. ক্রমিক সং ৫০৪ ॥ পুথি সং ৬৯১

১১"×৭" পরিমিত কাগজের বই । আশ্বে খণ্ডিত । অন্ত্য অলিখিত ।
৩—১৬৭ পত্রে সমাপ্ত । ৩, ৭, ৮ ও ১৬৭ পত্র বিনষ্ট-প্রায় । লিপির
প্রমাণে পেশাদার লিপিকর কালিদাস নন্দী । অতএব, ১৩০/৩৫ বছর
আগের লেখা । হস্তাক্ষর জটিল ও দুস্পাঠ্য ।

আরম্ভ : এবে স্নবধান কর গুণি মোহামতি
রাপনা বিত্যান্ত কহি পুস্তক উৎপতি । ...
জার মৈন্ধে মুলুক ফতেয়াবাদ উত্তম
বৈসে সাধু সদলোক দেস মনুরম ।

শেষ : কিস্ত্যানেরে বন্দনে রাখিল ফাস দিয়া ।
খাস বন্ধ হইয়া উলটি দুই আখি
দয়াল হইল সাহা কাতরতা দেখি ।
কিস্ত্যানর বন্ধনে রাখি
জয় বাদ্য বাহি রাইলা ।

এ পাণ্ডুলিপির সাংকেতিক মান : ঠ ।

১১. ক্রমিক সং ৫০৫ ॥ পুথি সং ২৭৬

১১"×৭" পরিমিত কাগজের বই। আশুপ্ত খণ্ডিত। ২-৫৭ পত্র
বিজ্ঞমান। মধ্যে ১৩ম পত্রটি নেই। লিপিকর [৩১ ক পৃষ্ঠা] ; 'লেখীতঃ
শ্রী মগল চান্দ নৈস্য।' প্রায় ১২৫।৩০ বৎসরের পুরোনো। কালি ও
কাগজ খারাপ হওয়ার মধ্যে মধ্যে হরফ মুছে গিয়ে দুশাঠ্য হয়ে
উঠছে। হস্তাক্ষর সুন্দর।

আরম্ভ : আদেত নৈরুপ ছিল প্রভু নৈরাকার

চেতন স্বরূপ যদি ইচ্ছিল প্রচার।

য়তি ঘোর তমমর আকাশ বজ্রিত

মোহা জুতির্ময় হৈল ঈশ্বর ইজিত।

শেষ : নানা দেস মুছলমান করি বহতর

বাবুল দেশেত আইলা সাহা সেকান্দর। ...

...তথা হোস্তে আজরবোজ্জেত চলি গেলা

জথেক আনল গৃহ জালাই পেলিলা। ...

সেই চিরকাল অগ্নি আঙ্গাএ সাহার

বহজন নামি তবে কৈল ছারখার।

এ মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটির সাংকেতিক মান : ও।

১২. বাঙলা একাডেমী সংগৃহীত পুথি।

এর সাংকেতিক সংখ্যা : ট।

১৩. বটতলার ছাপা পুথি :

১৯৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

আরম্ভ : সেকান্দর নামা।

০ বঙ্গ ভাসা

প্রভুর মহিমা আগে কহিয়ে অপার।

নর অপচর্য আদি সর্জন জাহার *

সন্ন পরে আকাশ স্থাপিছে স্তম্ভ বিনু।

প্রকাশিছে তাহাতে নক্ষত্র শশি ভানু *

শেষ : দোস বিনা নাহি কেছ এতিন ভুবন।

বিনী প্রভু নিরুপ নৈরুপ নিরাজন *

সমাপ্ত হইল এবে দারা ছেকান্দর।

১২৯৫ বারস পচানব্বই সাল বাঙ্গলার *

আলাওল কৃত সব রস পূর্ণ দেখি ।

মুদ্রাঙ্কিত [করিলার] হৈয়া মোন শুধি *

এর সাংকেতিক মান : ৫ ।

উক্ত তেরো খানা পুথির আলোকে পাঠ-শোধন করেছি । এই তেরো খানি পুথি ‘পাঠান্তর’ পর্বে বর্ণ প্রতীকী সাংকেতিক মানে চিহ্নিত হয়েছে, যথা :

পুথির ক্রমিক সংখ্যা		বর্ণ-প্রতীকী সাংকেতিক মান
৫২৫	—	‘ক’
৫২৬	—	‘ঝ’
৫২৭	—	‘ঞ’
৫২৮	—	‘জ’
৫২৯	—	‘খ’
৫৩০	—	‘গ’
৫৩১	—	‘ঘ’
৫৩২	—	‘ছ’
৫৩৩	—	‘ড’
৫৩৪	—	‘ঠ’
৫৩৫	—	‘ড’
বাঙলা একাডেমী পুথি	—	‘ট’
বটতলার ছাপা পুথি	—	‘চ’ ।

কালিদাস নন্দীর লিপীকৃত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ৫৩১ সংখ্যক প্রতিলিপিটিকেই (ঘ) আদর্শরূপে গ্রহণ করেছি । তাঁর লেখা অত্র পাণ্ডুলিপিগুলোও প্রয়োজন বোধে ঘন ঘন কাজে লাগিয়েছি । ছাপা পুথির শেষ ছয় পৃষ্ঠার (১৯১—১৯৬) পাঠ কোনো পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়নি । তবু একে প্রক্ষিপ্ত মনে করবার উপায় নেই । কেননা নিবাসীর কাব্যে এ অংশটুকু মেলে । আর ৫৩৫ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটির (ড) মধ্যোই কেবল প্রথম থেকে রোসাজরাজ চন্দ্রসুখার অভিষেক অংশটুকু পাওয়া গেছে । এজন্যে এই পাণ্ডুলিপিটি অত্যন্ত মূল্যবান ।

আলাউলের রচনা আমাদের ভাষা-সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ । আমাদের অতীত সংস্কৃতির স্বাক্ষর এবং ঐতিহ্যের গৌরব-মিনার ।

বাঙলা একাডেমী তাঁর গ্রন্থগুলোর সম্পাদনার ও প্রকাশনার আয়োজন করে এক মহৎ জাতীয় দায়িত্ব পালন করার আংশিক সফল চেষ্টা করেছেন। বাঙলা একাডেমীর অনুরোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী-উর্দুর অধ্যাপক জনাব ফয়েজ আহমদ চৌধুরী নিযামী ও আলাউলের কাবোর যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তা' পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।

বাঙলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আহমদ শরীফ

ভূমিকার প্রমাণ-পঞ্জী :

১. আলাউল বিরচিত তোহ্ফা (ভূমিকা)। বাঙলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২. পুথি পরিচিতি ; সাহিত্যবিশারদ সংকলিত। ঐ
৩. Literary History of Persia, Vol II : E. G. Browne
৪. Macedonian Imperialism : P. Jouguet : Translated by
M. R. Dobei
(and from Foreword by H. Berr PP XII, XV, XIV)
৫. Tarikh-Adabia-Te-Iran (Published by the Ministry of
Education.govt of Iran) 1321 H. S.
৬. Sikander-Nama-E-Bara : H. W. Clarke, 1881
৭. Makhzanol Asrar of Nezami : G. H. Darab, 1945

সি কান্দরনাথ
কাব্যপাঠ

॥ সিকান্দরনামা ॥

। নিবামী গজাবী রচিত ।

॥ আলাউল অমুদিত ॥

॥ ১ ॥

॥ হাম্দ ॥

আগ্ধেত নৈরূপ ছিল প্রভু নৈরাকার
চেতন-স্বরূপ যদি ইচ্ছিল প্রচার ।
অতি ঘোর তমময় আকার বর্জিত
মহা জ্যোতির্ময় হৈল ঈশ্বর ইঙ্গিত ।
জুতি-সমুদ্রের আদি বীৰ্য মোহাম্মদ
ত্রিজগ বীৰ্য^১ হোস্তে পাইল মুক্তিপদ ।
মুখি ক্ষুদ্রে তোম্মার মহিমা কি কহিব
পুন্নান মহিমা জান জগতে গাহিব ।
অধরাত্রি তোম্মা স্থানে মাগিএ কুশল
মহিমা হোস্তে^২ পশ্ব করহ উতল ।
বাটোরার হোস্তে রক্ষা কর জগদীশ
আম্মা প্রতি শত্রুমন ন করহ রিষ ।
প্রথমে স্তদত দেও পাছে ধন স্তখ
আগে ক্ষেমা বীৰ্য পশ্চাতে মিঠামুখ ।
ন পারি ধরিতে ক্ষেমা যে আপদে আন্নি
আম্মা হোস্তে দূর রাখ কৃপাময় স্বামী ।
দুঃখবাসে সর্বকাজ হোস্তে হৈলে ধীর
নিজ সেবা হোস্তে আম্মা না কর বাহির ।
যথা তথা যাও^৩ গাও^৩ নিরন্তর
যথা থাকেঁ সদাএ ভাবেঁ সেই ঈশ্বর ।
চলাচল সব জগ তুম্মি সে নিশ্চল
সকল কদৰ্শপূর্ণ তুম্মি সে নির্মল ।

তোম্মা আস্তা লজি যেই উচ্চ কৈল শির
 উগ্রভাবে বিমসিল আপনা শরীর ।
 যেই জনে আন হোন্তে তোম্মা দিকে চাএ
 অগ্রভাব মনেতে করিতে না জুয়াএ ।
 সর্ব কর্মে হোন্তে পাপে বদন ফিরাএ
 আপনা বিশ্বত হৈলে তোম্মা মর্ম পাএ ।
 যাবত আছএ এথা আঁখি শুন চিন
 এহার অধিক হৈলে ত্রাসে মন লীন ।
 আপনার দুঃখ সমপিলু তোম্মা স্থান
 অন্ন বিস্তর ক্ষেমা তুম্মি মাত্র জান ।

॥ ২ ॥

॥ আল্লাহর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ॥

প্রভুর মহিমা আগে কহিএ অপার
 নর অপরা আদি সৃজন যাহার ।
 শূন্যপরে আকাশ স্থাপিছে স্তম্ভ বিনু
 প্রকাশিছে তাহাতে নক্ষত্র-শশী-ভানু ।
 নিজ গৃহ আশের মহিমা কিছু যথ
 কহিতে না পারি তার সংখ্যা আছে কথ ।
 এক কাকুরাত থাকি যদি পক্ষীবর
 নিশি দিশি অবিশ্রাম উড়ে নিরন্তর ।
 বিদ্যুতের গতি তুল্য অতি শীঘ্র যাএ
 চারিগত বৎসরে কাকুরা এক পাএ ।
 বেহেস্ত নিমিছে প্রভু অতি মহাকাএ
 সপ্তমহী আকাশ ঢালের চাকি প্রাএ ।
 নিলক্ষ্য গগন মহী ডিম্বের আকার
 করিছে পবনপরে গৃহের সঞ্চার ।
 সিদ্ধ জমদি নদ নদী পৃথিবী উপর
 বৃক্ষ হোন্তে স্বজ্ঞে ফল স্বাদ সর্বর ।
 জলবিন্দু জিরাএ বৃদ্ধিকা তৃণ তরু
 তিলে ছএ শুক মহী রজিমা স্রচাক ।

প্রদীপ প্রতি সমান হজে ত্যাগণ
 স্বর্ণ বীণ্মিত্ত নম পশুর কারণ ।
 যথ কিছু স্বজিয়াছে সংসার ভিতরে
 পাষণ স্বাবর ত্বণ তাঁর নাম স্নেহে ।
 সদা জীবএ সকল বিধির বিধাতা
 কিবা ভাল কিবা মন্দ সব ভক্ষ্যদাতা ।
 তাহান স্বজন জল স্থল পশু নর
 সত্য এক সেই স্বামী বর্জিত দোসর ।
 সব হোণ্ডে মনুষ্য মহিমা পাইছে বড়
 নিজ-দর্শন দিব কহিয়াছে দড় ।
 আপনার সার বার্তা জানাইতে কারণ
 মিত্র এক স্বজিলেক সবার ভাজন ।
 আপনার ঈশ্বরতা প্রচার লাগিয়া
 নিজ অংশে স্বজে মিত্র পূর্ণ রস দিয়া ।
 অলেখা লিখিতে নারে বিনে দিব্য আক্ষি
 তেকারণে মিত্র মূর্তি নিজরূপ সাক্ষী ।
 দরুদ অনেক কহি যেন মুক্তা রটি
 যার ভাবে ঈশ্বরে স্বজিল সব স্রটি ।
 আশের কোশের জ্যোতি ভুবন স্থলতান
 যথ নবী অলিগণ সব পূজ্যমান ।
 শিরেত লৌলাক ছত্র প্রসাদএ নর
 ডাকুয়া সমান সঙ্গে যথ পন্নগাশ্বর ।
 যাবত না যাবে নবী বেহেস্ত ভিতরে
 যথেক রত্নল সব থাকিবেক হারে ।
 পাতকীর রক্ষা হেতু অবতার পুণ্য
 গিরিসঙ্গ পাতক স্নরণে হএ শূন্য ।
 নবীকুল কেরামত ক্ষেতিতে প্রচণ্ড
 আকাশের চন্দ্রকে করিছে দুই খণ্ড ।
 ক্ষেতিতলে নবীর যখন জন্ম হৈল
 পূজ্যমান মূর্তি সব ভাঙ্গিয়া পড়িল ।

তার হীন প্রচারে কুফর হইল নাশ
 বালচন্দ্র পাএ নিত্য অধিক প্রকাশ ।
 চারি মিত্র নবীর পাতক নাশ গুরু
 দীন হীন যথ পুণ্যদাতা করতরু ।
 তা সভান কৃতিগুণ জগতে প্রচার
 লক্ষ এক শক্তি নাহি কহিতে বিচার ।

॥ ৩ ॥

॥ মুনাসাত ॥

মহাপ্রভু সর্বগুরু মোহন্ত দায়ক
 মুগ্ধ হীন জনপ্রতি হউক রক্ষক ।
 গৃহ হোন্তে আগে কিছু ন আনিছি আশ্রি ।
 তুমি দিছ সর্ববাহু তোম্মা বশ আশ্রি ।
 যদি সে উকল কৈলা মোর প্রদীপেরে
 উগ্রবায় হোন্তে আপে রক্ষা কর মোরে ।
 রূপিতে কারণে যদি কৈলা বীজ দান
 যে কিছু রূপিলু তারে কর ফল দান ।
 গিরিশৃঙ্গে উকল পাথর জলমএ
 ভাগ্য পশ্ব হোন্তে না ফিরাও মোরে হাএ ।
 যেহেন সাদূল ভাঙ্গে মহা স্রোতধার
 কালমুখে তোম্মা স্থানে মাগম পরিহার ।
 কদাচিৎ তোম্মা স্থানে মাগি অব্যাহতি
 নিজ গুণে যাতনা না দেও জগপতি ।
 মোর সে কালিরে কর ধবল প্রকাশ
 দ্বার হোন্তে না ফিরাও করিয়া বিরস ।
 অশুচিরে শুচি কৈলা—মুক্তি-কর্ম-জনে
 ভাল মন্দ যথ কৈলা তোম্মার লেখনে ।
 তুমি স্বামী আশ্রি সব সহজে সেবক
 জীবন তোম্মার বলে তুমি সে রক্ষক ।
 বুদ্ধিমন্তে দেখ কে ভাবএ অনুদিন
 যথেক পুজন তোর ঈশ্বরতা চিন ।

গঠন দেখিলে মনে ভাবিতে উচিত
 এক কক্ষ করতারে গঠিছে নিশ্চিত ।
 নানা বর্ণ চিত্র যথ আছে পৃথিবিত
 বুদ্ধিমত্তে হেরে তারে চিন্তে করি ভীত ।
 বহু পক্ষ আছে আশ্মি তুম্বির উপরে
 বিনে তুম্বি হোন্তে নারে পাইতে তোম্বারে ।
 স্বর্গমর্ত্য যথ কিছু আছে নানা স্থান
 বুদ্ধির প্রভাবে নরে করে অনুমান ।
 সেই পক্ষে মন স্থখে চলিবারে চাই
 তুম্বিও সন্তোষে থাক আশ্মিও এড়াই ।
 এহি বিনু কর্তব্য নাহিক মোর জন্মে
 মুখ না ফিরাওঁ যেন জনমি স্নকর্মে ।
 ভক্তি মাগম আশ্মার চিন্তে দড় কর
 তোম্বার পরম মিত্র সত্য পরগাথর ।
 সাক্ষী দে'ম ধত্ত ধত্ত তান চারি মিত
 সেই পাত্র সম যোগ্য নাহি স্ফুরিত ।
 পরিমাণ হোন্তে'ধিক মনে কর আশা
 নিজ দ্বার হোন্তে মোরে না কর নিরাশা ।
 সীমার বাহিরে যদি অশ্ব ধাবাইলুঁ
 পশ্ব হোন্তে অশ্ব আশ্মি ফিরাইতে নারিলুঁ ।
 পশ্ব হোন্তে না ফিরএ মন্দ গম্য হএ
 আপনার দ্বারে লৈ আসএ কৃপামএ ।
 আশ্মা হোন্তে টুট স্বামী তোম্বা হোন্তে বুদ্ধি
 আশ্মা হোন্তে খে'জন যেন তোম্বা হোন্তে সিদ্ধি ।
 মুণ্ডি বিনে যদি প্রভু তোহোর বাজার
 বসাইলা যেন মতে আরতি তোম্বার ।
 উন্মত্ততা না খণ্ডাই করি অনুরাগ
 দানের ভাণ্ডার হোন্তে দেও কিছু ভাগ ।
 মুণ্ডি ক্ষুদ্র হোন্তে প্রভু কিবা পাইবা তুম্বি ।

তেন ভাব যেন আগে না আছিল আশি ।
 আগে বিলাইলা না ভুলিও পুনর্বাস
 এথা যথা তুমি রক্ষক^১ মোর সার ।
 ইচ্ছাযুক্ত তাজ প্রভু দিলা মোর শিরে
 প্রতিপদে হীন নীচ না করিমু তারে ।
 এ গোপ্ত বস্ত্র তোমার রাখিলা যার মনে
 রক্ষা কর তার প্রতি যারের মাগনে ।
 আশ্রয় কর্তব্য প্রভু জানহ আপনে
 তেন ফল না দিই রক্ষা কর নিজগুণে ।
 নিয়ামীএ এই উক্ত স্থানের ভিতর
 মহা অন্ধকারে অস্ত্র বিনে পরগাধর ।

৪. ॥ পরগাধরের সিক্ষণ ॥

অবতার সব হোন্তে পূর্ণ অবতার
 সত্য ধর্ম প্রচারে পাঠাইল করতার ।
 নবীকুল শিরতাজ অমূল্য মানিক
 আদমের সন্তা^২ মধ্যে সবার অধিক ।
 মোহাম্মদ নাম প্রভু হোন্তে আদি অন্ত
 সর্বভূতে জনমিল ক্ষুদ্র কি মহন্ত ।
 তান জুতি হোন্তে তিন ভুবন উজল
 যথেক যে হৈছে আর হৈব যে সকল ।
 জগতের শ্রেষ্ঠ শামল যথ গৃহক^৩
 আশা অসাধারীকুল সহায় রক্ষক ।
 শরীয়ত উদ্ভাবনের স্বক মনোহর
 মহীলয় মূল পাগ^৪ স্বর্গের উপর ।
 নবী আদি আউলিয়া আশিয়া রহুলি
 আদরের ভক্তকের নেয়ামত গুলি ।
 আ'সাব সবেক কার্যে জোবল দেউক
 অগ্নি সজা^৫ (?) নর যক্ষ জুতির বর্ডক ।

ইষ্ট বাক্য হোন্তে তুই মিষ্ট সগুরুণ
 জীব জন হোন্তে অঙ্গ সতত শোভন ।
 তানপদ লগ্নে স্বর্গ মহী স্নশোভিত
 চন্দ্রিমা মলিন—লজ্জা অঙ্গ ইঙ্গিত ।
 সংসারের নৃপ ছিল আদি রুম রাএ
 ভাস্কর দায়ক কি স্থির আকলএ ।
 জলদ বর্ষণ কর বরিষএ দান
 এক হস্তেত রন্তন আর হস্তেত কৃপাণ ।
 স্নশোভিত জগতেত পাই রক্তের প্রসাদ
 খড়্গ হোন্তে বীন ইসলাম পাএ সাধ ।
 আর সব বীর খড়্গ মস্তক কাটএ
 তান খড়্গে নৃপকুল ভএ ভঙ্গ হএ ।
 ঈশ্বরের দানে দোহো যুগের কাবাই
 তান অঙ্গ বিনে আর কারো নাই ঠাই ।
 কেবল তাহান অঙ্গে হৈব স্নশোভন
 ত্রিভুবনে তান ষোণ্য নাহি অস্তজন ।
 হস্তেত দানের কুঞ্জ লইয়া সতত
 বহল কাফির শুন করিলা মুকত ।
 বিষম স্নম কৈলা শূঙ্ক পথে ডাকি
 বন্ধ গিলা আদি তান কেরামত সাক্ষী ।
 ধন নাই নিধনী নৃপকুল নৃপ হৈয়া
 সেবা ভক্তি কিনিলেক রাজস্ব তেজিয়া ।
 'শবে মে'রাজ' কথা সকলে জানএ
 সকলের মনে তাহা আছএ প্রত্যএ ।
 আশি নহি শক্ত সে সকল কহিবার
 সমুখে পুস্তক আছে গুরুতর ভার ।
 তেঞি পদ ধরিয়া কহিব অল্প আশি
 পুস্তক রচনা শাহ গঙ্গারী নিষামী ।

৫০ ॥ মে'রাজ ॥

‘দিল’^১ সঙ্গে বাদ করে মুগ্ধ সে নির্মল (?)

একরাত্রি স্বর্গে সভা রহিল উকল ।

সপ্ত নর সিদ্ধক পূর্ণ রত্ন রাশি রাশি

নীল বর্ণে শুদ্ধ সভা কৈল শুদ্ধ বাসি ।

মোহাম্মদ ছিল। সব রূপকুল রাজা

সংসারে রূপ জ্ঞানে সবে কৈল পূজা ।

বিজুলির গতি শীঘ্র বোরাকে চড়িয়া

অকস্মাৎ নবীকুল ইমাম হইয়া ।

সংসারের দর্প সব তেজিয়া তিলেকে

সপ্তস্বর্গ ‘পরে গেলা নয়ান নিমিখে ।

বহুবিধ রত্নহ অজিল স্মশোভিত

যে সূর্য আপনার জুতিএ লোহিত ।

বৃগ নহে অঙ্গ পূর্ণ কস্তুরী স্মরণ

নক্ষত্র-জ্ঞাতার বুদ্ধি জিনি শীঘ্রতর ।

দৃষ্টি পাছে করি নিজ চরণ বাড়ীএ

অলক্ষিত গতি চলে মন গম্য প্রাএ ।

আপে পশু জ্ঞান কথ বর্ণ গতি ধার

ধন্য শাহা অশু ধন্য শাহা অশ্ববার ।

পদ হেরি গৃহকুল জুতি’খিক হইল

নবীকুল যারে আসি চরণ বন্দিল ।

কোট^২ ‘পরে কোট গিরি গিরির উপর

শুভ পৃষ্ঠে আরোহণ হইলা সত্তর ।

ছিদিরা পশ্চাৎ যদি গেলা মহাশএ

জিবিল রহিল তথা রহিলেক ‘হএ’ ।

উত্তর ফরফে চড়ি আর্শ ‘পরে গেলা

আর্শের ফিরিত্তা সব আনন্দিত হৈলা ।

ষট দিক তেজিয়া হইয়া অজহীন

সমুদ্রে মিশিলে যেন কেশ। পাএ চিন ।

দুই ভাব খণ্ডি মাত্র রহিল একতা
 নান্দতা খণ্ডিল যদি কথাত ব্যগ্নতা ।
 বিনি কর্ণে শুনিলেক বচন নিঃশব্দ
 বিনি গুরু এথা এমতি হএ শব্দ ।
 নির্মল রক্তকূলে পূর্ণ হৈল চিত
 আশ্রি সব লাগি অংশ আনিলা কিঞ্চিৎ ।
 ঈশ্বরের কৃপা দানে মন পূর্ণ হৈল
 দেখহ এতিম একচ্ছত্র রাজ্য পাইল ।
 গমন আমন যেন হইল সত্বরে
 কার গতি এক মতি করিতে না পারে ।
 যজ্ঞপ গেলেক ফিরে আইল। হেন স্রীত
 সঞ্চার উত্থতা মাত্র না হৈল খণ্ডিত ।
 জীব হোন্তে যার অঙ্গ স্ননির্মল হএ
 তার হেন গতি যুক্ত করিতে প্রত্যএ ।
 এই ভাল—প্রাণ করি নিছনি তাহান
 আর কহি তান চারি মিত্রের বাখান ।

৬. ॥ চারি আসহাব প্রকাশিত ॥

সে চারি সমান আর নাহি ক্ষিতি তল
 আতুল মহন্ত পাইলা জ্ঞান-সত্য-বল ।
 সেই চারি মহন্তের এক কার্য প্রাণ
 ভিন্ন ভাব করে মনে যে জন অজ্ঞান ।
 চারি রত্ন সে নর গৃহ কমল ভাগে
 বিক্রকের অধিকন্তু কোন্ কার্কে লাগে ।
 বীনের প্রদীপ আবুবকর উসমান
 সত্যশুভ রাজেশ্বর পুরুষ প্রধান ।
 যত্বপি আলির প্রেম দড়ভাবে চিতে
 মন শূন্য নহে আর উন্নয় পিরীতে ।
 জ্ঞান দানে সুর দোহো মহাপুণ্য দান
 নবী পাছে এহি চারি ভুবন প্রধান ।

সে চারি নিধনে বৃপ শ্রাতৃবৃগ স্থির
 প্রচারিয়া কহিলাম চারির তকবির ।
 সেই চারি মহন্তের অনেক মহিমা
 কহিতে না আঁটে প্রাণে কে কহিব সীমা ।
 ধন্য নবী সর্ব পরগাছর অগ্রগামী
 পাপকুল মুক্তি হৈতে কৃপাময় স্বামী ।
 গোপ্ত ভাণ্ডারের রত্ন সব মর্ম জান
 কিকিত প্রকাশি মহন্তেরে দিলা জ্ঞান ।
 ভাল মন্দ পদ দেখাইলা সর্বজনে
 চিন্তাশূঙ্ক মাত্র পাপী উন্নত কারণে ।
 গজা দেশেত বাস মহন্ত নিষামী
 কহিছন্ত তোম্মার উন্নত ক্ষুদ্র আশ্রি ।
 তোম্মার চরণে আশা তোম্মার যে বংশ
 দরদ সালাম হোন্তে ন হএ নির-অংশ ।

৭. ॥ কিতাবের আগায [উপক্রম] ॥

। জমকছন্দ ।

একদিন নিশি ছিল প্রত্যাষের^১ প্রাণ
 জাগি চাহে লোকে প্রভাত না পায় ।
 চন্দ্র জোতে কপূর সমান সব ক্ষিতি
 অন্ধকার ভাগ ছিল কস্তুরীর রীতি ।
 হাট বাট শুল্ল দণ্ড জাগরণ শব্দ
 স্থির হৈল বৃপদ্বারে দুমদুমির শব্দ ।
 ডাকোয়াল সব ছিল নিদ্রায় বেধোর
 নিশাচর অধিত স্বচ্ছন্দে ভ্রমে চোর ।
 সে রাত্রি নিষামী শাহা তেজি জগভাব
 বুদ্ধি দেশে প্রবেশিলা মনে চিন্তি লাভ ।
 ভিন্নভাবে শুল্ল পথে কৈলা সচকিত
 নরান মুদিত চিত্ত হৈল প্রকাশিত ।

পাতিলা মনের ফাল মাথা করি হেট
 বাধাইতে চিন্ত-করী সচক আখेट ।^২
 জানুর উপরে লৈল মস্তকের স্থল
 শির তার ধরনী, আকাশ পদতল ।
 এক অঙ্গী স্তম্ভ নহে শির পদ ভাগে
 বুদ্ধি দেশে মন-‘হয়’ চালাইলা বেগে ।
 নিজ অঙ্গ বিসজ্জিয়া হৈয়া দিব্যভাব
 জীবন পর্যন্ত গেলা মনে চিন্তি লাভ ।
 ক্ষেণে অপঠন্ত পাঠ শিখন্ত স্তবুদ্ধি
 ক্ষেণে অগ্রগামী হোন্তে সব ল’ন্ত স্তবুদ্ধি ।
 অন্তরে প্রবল হৈল প্রেমের আঙনি
 উগ্র হৈলা যেন শূত্রে দরশি লাবণি ।
 [ছত্রাকার ছিল মন না হই স্তম্ভির]
 জ্ঞান-যোগ-নিদ্রা আইল স্তচারু গম্ভীর ।
 জ্ঞান-নবী-‘আষা’ হোন্তে হইলা স্তধীর ।
 নিদ্রা মধ্যে দেখিলা যে স্বপন চরিত
 এক উপবন ফুলে ফলে স্তশোভিত ।
 সে উগ্ধান্নে মধুর স্তগন্ধি ফল নিয়া
 বাহাকে দেখন্ত তাকে দে’ন্ত বিবতিয়া ।
 প্রভাতে উঠিয়া ভাবিলেস্ত নিজ মনে
 জগজনে জ্ঞান পাঞ আমার বচনে ।
 স্বপ্নে বহু মন তুষ্ট কৈলু’ মিষ্ট ফলে
 এক নব গ্রন্থ ‘বাচা’ জানিতে সকলে ।
 মনে ভাব নিমিত্ত বসিয়া কোন কাজ
 রচিয়া স্তচারু গ্রন্থ পূর্ণ কর কাজ ।
 স্তললিত দিব্য শব্দে প্রকাশহো রোদ
 অগ্রগামী জীব প্রতি পাঠাও দরুদ ।
 চিরকাল রহে যেন আপনার নাম
 পুরউক পবিত্র গ্রন্থে সব মনস্কাম ।

এ শুভ মধুর ফলে পড়ে যার সাথ
 বক্ষ আরোপ করি কল্লৌক আশীর্বাদ ।
 কার কাব্য না হৌক গ্রন্থের ভিতরে
 অন্ন পুঞ্জি জনে মাত্র পরবিস্ত হরে ।
 মুণ্ডি সে মস্তক (?) যথ পাছে শীল মতি
 সব রত্ন-বিজ্ঞকের তুণ্ডি সে নৃপতি ।
 মুণ্ডি বিবরণ কর্ম কাল ছড়ে হয় [?]
 সবে গৃহ বাস করে মুণ্ডি সে গৃহেশ্বর ।
 এই চারি দেশেত রাখিলুঁ পঞ্চবন
 তথাপিহ চোর হোন্তে স্তম্ভ নহে মন ।
 যদি মুণ্ডি নির্ভ আছেঁ রত্নকের সিদ্ধ
 কি টুটিব যদি কেহ হরে বিষ্ঠ ।
 কৃপাশীল জনে অবিরত পুণ্য হএ
 জগ ঝুটি জল আসি সমুদ্রে মিলএ ।
 চন্দ্রতুল্য জ্বালে যদি শতেক প্রদীপ
 লঘুবৎ হএ পুনি সূর্যের সমীপ ।
 এক উপাম সনে^২ শাহা কহিছন্ত আর
 অন্ন কহেঁ গুণিগণ বুঝহ বিচার ।
 শুনিয়াছি একজন ছিল অন্ন বুদ্ধি
 এক হেম তক্ষা পাইলা করি বহু সূক্ষি ।
 শুনিল মনুষ্য মুখে আপনার কানে
 ধনে ধন বন্দী হএ ধনে ধন টানে ।
 এথ শূনি অন্নমতি চলিল বাজারে
 ধন দিয়া ধন টানি আনিবার তরে ।
 বিচারিতে বণিক দোকানে আগে গেল
 সূবর্ণের তক্ষা পূর্ণ তথাতে দেখিল ।
 আপনার তক্ষা গুণতে পেলিল তাহাত
 তক্ষাএ মিলিত তক্ষা শূন্য হৈল হাত ।
 এক মুদ্রা বহু তক্ষা পুঞ্জিত পেলাই
 ধন হৈয়া কথঞ্চ রহিল দাড়াই ।

ক্ষেণ ব্যাজে কান্দি মিনতি করিয়া
 কহিতে লাগিল সে বণিক সম্বোধিয়া ।
 বহু দুখে করি এহি দেশের ভিতর
 এই সুবর্ণ তঙ্কা মাত্র ছিল মোর কর ।
 শুনিলুম লোক মুখে ধনে ধন টানে
 তোমর ধন পুঞ্জিত পেলিলুঁ তে কারণে ।
 ধনেত মিশিল ধন মুঞি হৈলুঁ শূন্য
 প্রাণ দান দেও সাধু লাভে মহাপুণ্য ।
 হাসিয়া বণিকে বোলে শুন হতবুদ্ধি
 কোন্ ছারে দিল তোরে হেন হতবুদ্ধি ।
 সংসারের ব্যবসা করিতে যদি জানে
 একে শত না টানএ, শতে এক টানে ।
 বিস্তরে অল্পরে টানে অল্পে না বিস্তর
 এ বুলিয়া তঙ্কা দিলা না লএ বর্ষর ।
 মোর কাব্য রত্ন যেই হরিবারে চাএ
 তাহান মহত্ব নাশ হএ একথাএ ।
 সেই সে বচন যারে লোকে করে ভাব
 বহু ডাক ছাড়ে ডাকি কিছু নাহি লাভ ।
 তঙ্কার রহস্য মাত্র এই লাভ মোর
 সে সব সামনে মোরে না বোলএ চোর ।
 চোর বাটোয়ার মাত্র করে নিজ কাজ
 দিবসে না করে ভাবি চারি চক্ষু'লাজ ।
 নিখিলেসে মোর গোপ-ব্যক্ত অনু ভাএ
 এক দেশ হোন্তে অত্র দেশে লই যাএ ।
 সত্য বস্তু সাগী করে নিকলে সকলে
 সুবিষ্টা যশ যথেক বিকাএ অল্প মূলে ।
 তবে যদি যে কিছু দোষ ব্যক্ত হএ
 ইষ্ট লোক মনে তার তুষ্ট যে সংশএ ।
 যদি সে চোরের রবে সভা কর্ণ ফাটে
 তথাপিহ কোতোয়ালে তার হস্ত কাটে ।

এহি ভাল মোর কার্য মন কুতুহলে
 কি উত্তম কি অধম মনুগ্র সকলে ।
 ভাবিয়া বুঝএ এই সংসার মাঝার
 কথা সে রহিব মাত্র না রহিব আর ।
 আইস গুরু মোরে দেও প্রেম সুরা ভরি
 যেন মোহ মুক্ত হৌক আপনা পাসরি ।

৮. ॥ নিয়ামীর স্বপ্ন ॥

জমকছন্দ/রাগ : বড়ারি

আপনার গতি কথা জগতের রীত
 কহিছন্ত নিয়ামীএ মহন্ত চরিত ।
 সকল কহিতে আশ্রি পুস্তক বাড়এ
 জ্ঞানবস্ত্রে অঙ্গে পুনি বিস্তর বুঝএ ।
 নিয়ামী তাহার শব্দে পুরিল জগত
 বৃদ্ধকাল তথাপিহ যুবকের মত ।
 বুদ্ধিতে সমর্থ হও যেন যুগপতি
 আপনা শায়েরে রুবাহের রীতি ।
 রুবাহ নামে এক পশু সুল্লর শরীর
 বন বিড়ালের প্রাণ তনু স্কৃতিরি ।
 রুশ দেশে আছিল রুবাহ এক গুটি
 স্বর্ণ কাণ্ডি জিনি অঙ্গের পরিপাটি ।
 যে দিন বাতাস হৈত কিবা বরিষণ
 গার্ত হৈতে বাহির না হৈত কদাচন ।
 লোম মলিনতা ভাবি আহার তেজিয়া
 বিবরে থাকিত সে কুকাল কাটাইয়া ।
 চর্ম লাগি নিজ রক্ত পানে কাটে কাল
 সকলে শরীর পালে—সেই চর্ম-পাল ।
 স্বভ্য উপস্থিত তার হৈল আসিয়া
 চর্ম লাগি লোকে তারে মারএ বেড়িয়া ।

আপনার স্মরণ লাগি তার বৈরী হ'এ
 কুরূপ জনেরে দেখ কোনে বা মারএ ।
 অতি চারুপে নারি বিছাই বিছান
 যাহা হোস্তে জান আছে উঠন নিদান ।
 সর্বকার্য হোস্তে 'খিক তাত দেঅ মন
 নামাজে যেমন পুণ্য উঝল দর্শন ।
 মনুস্ত হইলে আপে মনুস্ত চিনিব
 স্মরণেরে দিব নিত্য পিরীতি রাখিব ।
 মনুস্ত পাইলে শোভে রতনের খানে
 লক্ষ লক্ষ ভূমি হেটে আছে কেবা জানে ।
 যে স্বপ্নের মিষ্টফল মনুস্তে না খাএ
 সহজে লেপন জান কণ্টকের প্রাএ ।
 পুণ্যনাম স্মৃথ বিনু কোন্ কার্য ধন
 স্বপ্নে যেন অনুশোচে হারাই যৌবন ।
 যৌবন বহিয়া গেলে জীবনে কি কাম
 ব'স ছাড়ি যাএ মাত্র জীবন রহে নাম ।
 নাড়ী সব ক্ষীণ হ'এ অস্থি ভিন্ন ভিন্ন
 শরীরে^২ না রহে এক স্বরূপের চিহ্ন ।
 যৌবনের গর্ব যদি বহি গেল ভাই
 মন্দভাব কদাপি না দিও কোন ঠাই ।
 উত্তানের উঝলতা আছএ তাবত
 স্বপ্ন পল্লবিত পুষ্প হসিত যাবত ।
 এইরূপ হীন হৈলে ফলে গুণের বাএ
 উত্তান তেজিয়া পক্ষী স্থানান্তরে যাএ ।
 উপবনে যাএ কোনে হৈলে পুষ্প হীন
 হাহা বিধি যৌবন না রহে চির দিন ।
 কুস্ত হৈলে পিষ্ঠ আঁখি হীন জুতি
 কর পদ নিবলী উঝল রব প্রতি ।
 বাউগতি যেই অশ্ব ধাইল ইঙ্গিতে
 তিল না আঙুলএ শত চাবুক মারিতে ।

আনন্দ খঞ্জি হইল চিত্তা ব্যাপিত
 শ্রামল কস্তুরী হৈল কপূর সহিত ।
 যুবতীর উপহাস সম্রা পুরুষ
 ঘটে শূন্য হৈলে স্বত্বাদাতাবৎ রোষ ।^৩
 রাগে পরিহাসবৎ হৈল কর্ণ মুখ
 পশ্বে চলিবারে ছিল বেদন সমুখ ।^৪ ?
 হেনকালে টঙ্কী তেজি গেলে কথা ভাল
 না জানি কি মন্দ ভাব উপজএ কাল ।
 যাবতে প্রদীপ আছে সজ্জের যে রজ
 প্রদীপ বিহীনে কথা আইসএ পঙ্গ ।
 যুবাকালে উচিত করিতে বৃদ্ধ কাজ
 বৃদ্ধকালে যুবকের কর্ম কৈলে লাজ ।
 বসন্তে বৃক্ষের শোভা কুসুম অনন্ত
 শুকনা কাঠের মাত্র অগ্নি সে বসন্ত ।
 রোগজীর্ণ^৫ আপনাকে দেখি যদি খানি
 তথাপিহ সূখ আশা মনে অনুমানি ।
 গমনের কালে মাত্র দেখিএ সমুখে
 পুণ্য কর্ম বিনে আর কোন্ কার্য সূখে ।
 তবে স্বত্ব আগে সব ভাবিতে উচিত
 আপনার নাম যেন রহে পৃথিবিত ।
 পড়ি গুণি জানি শুনি যদি পাএ জ্ঞান
 জ্ঞানের স্মরণে মাত্র মাগিব কল্যাণ ।
 নহে আশি হেন কথ শূতিছে ভূমিত
 কোনে বা কারে করে স্মরণ কিঞ্চিত ।
 যদি মোর গুণ-সাধ আইসে কদাচন
 অবশ মনেতে ভাবি করিও স্মরণ ।
 গাছা সে তৃণ তরু খণ্ড খণ্ড করে
 অবশ্য এসব কুশল আছএ সভারে । ?
 বরষিলে আঁখি জল ভূমে থাকি দূর
 স্বর্গে থাকি তোম্মা 'পরে বরষিব নূর ।

পবিত্র তনয় জীব অরণ করিয়া
 যদি মোর গোর তুমি পরশ আসিয়া ।
 যেই বাজা মাগ তুমি নিরঞ্জন স্থানে
 আন্নি না শূনিব আন্নি সিদ্ধির কারণে ।
 দরুদ ভেজিলে তুমি আন্নিও ভেজিব
 তুমি আইলে, স্বর্গ হোস্বে আমিও আসিব ।
 তোম্মা সম সজীব নিশ্চিত আছি আন্নি
 আন্নি প্রাণে আসিব সজীব আইলে তুমি ।
 আপনা সমাজ ভিন্ন না ভাবিও মোরে
 তুমি আন্নি না দেখ দেখি আন্নি তোরে ।
 এ সবে নিদ্রিত হোস্বে মুখ না বান্ধিও
 যে সবে শূতিছে তারে অরণ করিও ।
 এ সংসারের সুরা-কটোরী পেলিয়া
 নিয়ামীর গোরে যাহ হরষিত হৈয়া ।
 অগ্ন না ভাবিও গুণী সাধু স্মরিত
 প্রেম-মদে জ্ঞানে চিত্ত সতত পূণিত ।
 সেই মদ হোস্বে জান বুদ্ধি স্মৃতি সার
 সেই বিমর্সন্ত হিত সভা পূর্ণকার ।
 নিয়ামীএ পাইছে সুরা ঈশ্বরের দান
 নাশিয়া অগ্নথা ভাব হৈতে দিব্য জ্ঞান ।
 ঈশ্বর শপথ করি কহন্ত নিয়ামী
 কভু যদি এহি সুরা চাহি থাকি আন্নি ।
 যদি মুণ্ডি সুরা ভাঙ্কিয়াহম কদাচিত
 ঈশ্বর হালাল হৌক হারাম দুরিত ।
 আইস গুরু দেও মোরে সুরা অতি ভাল
 নবীর মোজহাবে যেই হইছে হালাল ।

৯ ॥ ভূতকথা ॥

। জমকছন্দ ।

যাবত না হৈছে মন মহন্ত চরিত
 মহন্ত স্থানেত বৈসন অনুচিত ।
 যদি তোর আছএ মহত্ত্ব পাইতে মন
 স্মরিয়া মহন্ত জন বুলিও বচন ।
 যদি কেহ না পুছএ না কহিও কথা
 নিঃস্বার্থে বচন না পেলিও যথাতথা ।
 অন্ধ আগে প্রদীপ জালিলে কিবা হএ
 মন বিনু চক্ষে কিবা প্রদীপ দেখএ ।
 তেন কহ যেন লোকে শূনে অনুরাগে
 নহে আন জন বাক্য কোন্ কাজে লাগে ।
 ভক্ষ্য নিদ্রা আরতি সতত যার মনে
 জ্ঞান সকল মূল্য জানিবা কেমনে ।
 বহু মূল্য রত্ন যথ আছে পৃথিবিত
 প্রকাশ উদিত মাত্র সুর বিদিত ।
 এহি লাগি ধন পাশে থাকএ জাগর
 যেন বিশ্ব যন্তনে পরশে কার কর ।
 মিষ্ট ফল-বৃক্ষ যদি উঠল না হইত
 প্রতি বালকের হস্তে লাঞ্ছনা পাইত ।
 কার চিন্তা দেখিয়া জালাত বীর্য প্রাএ
 সেই অগ্নি হোন্তে পাছে অঙ্গ পোড়া যাএ ।
 সিদ্ধু প্রায় শত্রু জনে দোষ খুই নাশ
 দর্পণের প্রায় কার দোষ না প্রকাশ ।
 গৃহকার কর মাত্র ধন রত্ন দান
 যদি ফিরি দেএ তাহে নহে ক্রোধমান ।
 যেবা না বেচহ করি গুণহ প্রত্যেক
 সূর্যসম জ্ঞান তুঞি আশ হএ এক ।
 সেই কথা পাছে কহ বিচারিয়া কাজ ।
 সার চক্ষে কহিতে না পাও যেন লাজ ।

মঙ্গলভাব-জনেয়েহ মঙ্গ না জুয়াএ
 যার যেই মতি অনুকূপ ফল পাএ ।
 সভারে উত্তম বোল এই মোর নীত
 গর্বকারী সঙ্গে মাত্র গর্ব যথোচিত ।
 এই সংসারেত দুপকুলে কৈল যত্ন
 কার ঠাই আছে মুঞি হেন দিব্য রত্ন ।
 উত্তানেত সুগন্ধ সুরঙ্গ যথ ফুলে
 কে দেখিছে মুঞি হেন সুরঙ্গ বোল বোলে ।
 প্রতি কার্য হোন্তে এক গ্রন্থ পেখিলু°
 প্রতিবাক্যে লোক প্রতি জ্ঞান জন্মাইলু° ।
 সর্করা মুখেত দিতে পরিহাস লক্ষে
 গোলাপ চিহ্নিতে পার ভাবকের চক্ষে ।
 প্রথম কার্ষেত যারে পশ্চাতে হাসাম
 বুদ্ধি অনুকূপে বিধি দিছে নানা কাম ।
 বিধি বশে সর্করা আছএ মোর চিতে
 যুগ যার বাকি প্যারে° । সভা হাসাতে ।
 তবে কি মোহোর যুগ বৃক্ষ প্রবলিত ?
 যদি নাড়া মূল হৈব শিখিব চরিত । ?
 নিজ রক্ত পানে উপবাসে কাট কাল ?
 নবহার উপস্থিত হোন্তে সেই ভাল ।
 সংসারের প্রেম হোন্তে ফিরাইয়া মুখ
 আপনে আপনা পাইলু° এহি মহা সুখ ।
 কার কৃপা হোন্তে আর না মিলএ ভক্ষ্য
 ভক্ষ্যদাতা এক স্বামী সে মাত্র লক্ষ্য ।
 তার আজ্ঞা পালনে সতত মোর যত্ন
 অব বুলি পতিগৃহ কেড়ে দেও রত্ন ।
 স্থল মোর এথা আছে মন মোর বাহে
 ভক্ষ্য-নিদ্রা-খেলা হোন্তে রয়ে অস্ত্র কার্ষে ।
 অস্ত্র নারী নহে অস্ত্রধারী মোর মাতৃ
 মরিয়ম প্রায় অকুমারী পূত্রবতী ।

বহু দুঃখে বুদ্ধি পথে কাব্য নিঃসরএ
 কাব্যবাণী যোগ্য পুনি সকল না হএ ।
 ধরএ আজির নাম অস্ত ফল কুল ?
 সকল বিধবা নহে জোবেদা^২ সমতুল ।
 হিন্দুস্তান দেশে দুই হিন্দু নিকলিব
 একজন চোর এক রক্ষক হইব ।
 মোর ভকতেরে হেন কৈলু^৩ শূদ্ধ রীত
 কদাপিহ না হৈব স্বত্বিকা মিশ্রিত ।
 চিরলার ছত্র গৃহ বালুভুলো 'পরে ?
 স্মকর্মাএ মাত্র শোভাযুক্ত কর্ম করে ।
 স্মর না থাকিলে গাহে যে জন অগুণ
 স্মর গীতের আদর সবে করে জান ।
 ভাল মন্দ যেই আছে কর্মের অন্তরে
 লিখকে পাঠকে তারে এড়িতে না পারে ।
 মোহোর স্মরস কাব্য সর্বচিত্তে ভাএ
 গুণিগণ মনে লাগে মুক্তা ষষ্টি প্রাএ ।
 মিথ্যা ব্যথা কাব্য না হএ কদাচিত
 সকল কিতাব হোসে শোভা স্নললিত ।
 শাহানামা মধ্যে সিদ্ধ একহি আছন্ত
 সর্ব নৃপ কথাএ পুণিত সেই গ্রন্থ ।
 শাহা সিকান্দর জোলকর্ণ যথ কথা
 বহু কাব্য হএ হেতু না কহিল কথা ।
 যে কিছু লাগিল মনে সেই সে কহিলা
 গুরুয়া গ্রন্থন হেতু শক্তিতে রচিল ।
 মিত্রকুল লাগি খুইল কিঞ্চিত কিঞ্চিত
 মিষ্ট দ্রব্য একসর ভক্ষণ অনুচিত ।
 নিষামীএ যথ পাইল আন-বৈধা মুক্তা
 নিজ তরু যুক্ত তারে কৈল শোভা যুক্তা ।

গ্রন্থী কুলে তোমারে করিল সভা নাম
 নবীন হৈল যথ আছিল পুরান ।
 আইস গুরু মোরে দাও সুরা সুরঙ্গমা
 যাহে অগ্নি নাশি মন স্নেহে নাহি সীমা ।

১০. ॥ খোয়াজ খিজির কতৃক নিযামীকে উপদেশ দান ॥

শ্রীযুত নিযামী শাহা পুরুষ মহন্ত
 কিতাব রচিতে যদি মনে করিলেন্ত ।
 খোয়াজ খিজির নবী আসিয়া তাহানে
 পাঠ দিলা এহি গ্রন্থ রচিবাব মনে ।
 মোর কটোরার বিন্দু চাহিয়াছ তুমি ।
 রচহ কিতাব শীঘ্রে তুই হৈলু আনি ।
 কাব্য হোন্তে হৈবা তুমি জগ প্রতিষ্ঠিত
 তোর কথাএ জোড় না হৈব কদাচিত ।
 অগ্ণ কার বচন না কহিও কথাএ
 এক মুক্তা দুই রক্ত করণ না যাএ ।
 অকুমারীর মনে যেমন^১ শক্তি ধার
 প্রতি বিধবার অঙ্গে না পরশে মার ।
 কোন চিন্তা না করিও কার্য অনুক্রমে
 কিন্তু যত্ন হোন্তে রত্ন পাএ পরিগ্রমে ।
 যত্নে রত্ন পাএ যত্নে সর্ব সিদ্ধি করে
 বিনে বান্ধি শব্দকে রত্ন গঠিতে না পারে ।
 নগ ভূমি শূনিতে রাখিলা কর'থরে
 বাক্য কুমারীরে দেয় সর্ব বাউ' পরে ।
 তুমি হৈলা সিকাল্লরী খালের খোদক
 সিকাল্লর আপে হৈব সে রত্ন পোষক ।^২
 খোয়াজের বাক্য যদি কর্ণ গোচর হৈল
 অধিকে অধিক'বৃদ্ধি উৎকলতা হৈল ।
 তথাপিহ বিচারিলা নিদ্রা জাগরণে
 সে ছন্দের ভাব প্রকাশিল সর্বস্থানে ।

ছোট হুপ নহে সেই রাজ রাজেশ্বর
 উঞ্চ তাজ শিরে হস্তে যে খড়্গধর ।
 কথ লোকে তাহানে করিল পাটেশ্বর
 পৃথিবী পালেন সুলতান সিকান্দর ।
 কথ লোকে कहিলেক মহিমা অসীম
 সর্ব শাস্ত্রে বিদ্যামন্ত শ্রীমন্ত হাকিম ।
 কথ লোকে দেখিয়া পবিত্র বীনদারী
 কবুল করিল তানে পরগাশ্বর করি ।
 মুঞি তিন মতে ভাবি প্রকৃত মহন্ত
 রোপিলুঁ মধুর স্বক অতি ফলমন্ত ।
 একে একে সর্ব কথা कहিমু সুলর
 নিরঞ্জে তাহানে করিছে পরগাশ্বর ।
 ভিন্নে ভিন্নে তিন মুক্তা বিকিতে উত্তম
 এক এক প্রতি হৈল বহু পরিশ্রম ।
 এই স্মহন্তে দিয়া আছে শোভা ভাল
 তান নাম মহিমা कहিমু চিরকাল ।
 অগ্নি পানি না নাশিব না উড়াইব বাএ
 যার নাম হোন্তে রহে সতত চিরায় ।
 স্বাপিলুঁ তাহান শির চন্দ্র সূর্য স্বান
 অবশ্য তা হোন্তে মোর হৈব কল্যাণ ।
 উকল তপন হোন্তে আগে পাএ জুতি
 উকলতা দিতে নাহি হয় আর শকতি ।
 এমত মহন্ত গ্রন্থ রচিলুঁ কমল
 যার পাঠে হএ মন-নয়ান উকল ।
 মিত্রমনে উকলতা হৌক ভগ্নিপূর
 শত্রু বাক্য সন্ধ [বাণ] হৌক তাহা হোন্তে দূর ।
 যদি বা স্বেচ্ছাদ যন্ত বাঞ্জে সুললিত
 শত্রু হস্তে হএ কর্ণ শেলের চন্নিত ।
 মুঞি আছম এহি গ্রন্থ বাহির অন্তরে
 যে আদর করে তান্নে রাখিমু আদরে ।

পাঠক সবে মনে হোক আনন্দ
 শুভ গ্রহ হোক যে পড়এ গ্রন্থ ছন্দ ।
 জ্ঞানহীন জনমন স্মৃতি পড়ুক
 চিন্তাকুল জনমনে নিচিন্তা হোক ।
 দুঃখীজন মনে হৈব সুখ উপশম
 সঙ্কট যাহার কার্য হোক সুসম ।
 যে জনে পড়িতে নারে মোরে করে ভক্তি
 ঈশ্বরে তাহারে দেউক পড়িবারে শক্তি ।
 নৈরাশে ধরে গ্রন্থ আশা হোক পূর
 সর্বকর্তা প্রভু মোর কেবল 'সোকুর' ।
 আইস গুরু রক্তিম-বরণী কর দান
 আপনা পাসরি যেন হএ মিত্রজ্ঞান ।
 নিযামী গজাবী শাহা কবি-নৃপ ধীর
 কহিছন্ত মহিমা আপনা নৃপতির ।
 সে সব কহিলে মাত্র নাহি প্রয়োজন
 আপনা ঈশ্বর মহিমাএ তুষ্ট মন ।
 তেকারণে সে সব বচন তেয়াগিয়া
 আপনা নৃপতি গুণ কহম বিচারিয়া ।

১১. ॥ রোসান্স-রাজস্তুতি ॥

। দীর্ঘছন্দ/রাগঃ কামোদ ।

সূচাক রোসান্স স্থান নানা ভাতি শোভমান
 প্রীচক্ষুঃ সুধর্ম নরপতি
 অস্ত্রে শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রতধর্ম^১ সূচরিত
 খলনাশ দুঃখিতের গতি ।
 হেম রস বিরাজিত গৃহ অতি সুশোভিত
 শূক্ৰ সুবর্ণের দিব্যপাট
 যেহেন অরুণ মেলে প্রবাল^২ কলমলে
 পরিপূর্ণ তাহার যে ছাট ।

ফটিক পাষণ শুভ্র নানা ভাতি চিত্রারঙ্গ
 মণি-মুক্তা করে ঝলমল
 ছোট মহী শুভ ভাল স্বপবিত্র কাচ ডাল ?
 দেখি লোকে নয়ান সাফল ।
 ছত্রধারী জনে জন মহাসত্ত পাত্রগণ
 মণি মুক্তা কাঞ্চন ভূষিত
 পন্নিল মোহন বসন বৈসে সভাসদগণ
 যেন শত্রু ত্রিদশ বিজিত ।
 হস্তীযুথ মেঘঘটা ছত্র পাট ত্রিজগ ছটা
 গুঞ্জরিত মেঘ গরজন
 বজ্রপাত চীর করে দশন কুলিশ ধরে
 মল্লগণে সদাএ বরিষণ ।
 অশ্বজাত নানা জাতি পবন জিনিয়া গতি
 হেমরঙ্গে 'জীন' স্রশোভিত
 রক্ত কঁচুলী মুখে অশ্ববর ইচ্ছাস্রুখে
 গিরি বনে ধাএ অলঙ্কিত ।
 পয়দল সংখ্যাহীন নানা জাতি ভিন্ন ভিন্ন
 নানা বিধি অস্ত্রে স্নুচকিত
 শ্রামল শরীর সব দেখি শত্রু পরাভব
 শিরে 'পরে রাজ নিয়োজিত ।
 অসংখ্য নৌকাপাঁতি নানা জাতি নানা ভাতি
 স্রুচিত বিচিত্র বাহএ
 ঝরোকা শ্রীপাট নেত লাঠিত চামর যুত
 সমুদ্র পুণ্ডিত নৌকামএ ।
 আচ্ছাদন দিব্য বস্ত্রে অগ্নি আদি নানা অস্ত্রে
 সম্পূর্ণ সুরূপ ভয়ঙ্কর
 যথ অশ্ববারে সাজে উড়িয়া না পাএ বাজে
 বেগবন্ত জিনি দিব্যশর ।
 যথ নৌকা দণ্ডলয় বৈরীদল পেখি ময়
 ইজিতে হস্তে নিষেধএ

‘তুঙ্গি সব রহ এথা বৃপ নিপুকুল যথা,
একসর মুণ্ডি করে’^১ ক্ষএ ।’
সৈন্তদল কোলাহল দুন্দুভি^২ গর্জন রোল
বৈরীকুল শব্দে দেহ ভঙ্গ
ত্রাসেত পাতাল পুর মহাজল জন্ত পড়
সিন্ধু পুনি উথলে তরঙ্গ ।
চতুরঙ্গ অধিকারী স্বার-স্বর্গ অধিকারী
নষ্ট-দুষ্ট-কুট বিনাশক
নষ্টানিষ্ট ইষ্টপাল অন্নায়ু বিপক্ষ কাল
ভুজবলে পৃথিবী পালক ।
দর্প কর্ম অগুরক্ত অতি দেব গুরু ভক্ত
দানে রতন বরিষে
মহা উগ্র ছত্রধারী বাল্যাবধি পুণ্যকারী
জ্ঞান বাক্যে সতত হরিষে ।
দিয়া পুঙ্কণী সেতু-আদি যথ পুণ্য হেতু
চলে নর রক্ত স্নগঠিত
জ্ঞানে বুদ্ধ, কুরু মানে বহুস্পতি সম দানে
প্রজা পালে শ্রীরামহ রীত ।
হরিচন্দ্র পাণ্ডুপতি জিনি সত্যবন্ত অতি
উপকারে বিক্রমাদিত্য
যুবাকালে বৃদ্ধকাম অশ্বে মুক্তি আশ্বে^৩ নাম
হেন বৃপ ক্রিতি প্রতিষ্ঠিত ।
মহাচক্রবর্তী রাজা বৃপকূলে করে পূজা
সাগর অবধি যার সীমা ।
ভিঙ্গা জঙ্গে শত শতে আইসে নানা দেশ হোন্তে
শুনি বৃপ আতুল মহিমা
নানা দেশ রায়বার স্বব করে ক্ষাত্র দ্বার
নিত্য বিধি-লক্ষ্যে ভজমান
না পোষে কুলোক মায়ী^৪ দেব মনে বৃপ মায়ী
তেকারণে সর্বত্র কল্যাণ ।

আর যথ সুমহিমা কহিতে নাহিক সীমা
 লোক আশীর্বাদে সব সিদ্ধি
 মোহোর মনের সাধ নৃপতির আশীর্বাদ
 আশা পূর্ণ করউক বিধি ।
 চন্দন-চন্দিমাযশ আর অধিক শাস
 শতবিংশ হৌক দীর্ঘ আউ
 শত্রুনাশ বিঘ্নদূর কীর্তি মহীতল পূর
 যথদিন আছে জল বাউ ।
 রূপে জিনি পুষ্পশর গুণে সিদ্ধু রত্নাকর
 রসিক নাগর সদাচার
 কহে হীন আলাউলে রূপে গুণে ক্ষিতি তলে
 মোর নৃপসম নাহি আর ।

১২. ॥ রোসান্ধ রাজের অভিষেক ॥

। জমকছন্দ ।

হেন ধর্মশীল রাজা অতুল মহত্ব
 মজলিস নবরাজ তান মহামাত্য ।
 রোসান্ধ দেশে আছন্ত যথ মুসলমান
 মহাপাত্র মজলিস সবার প্রধান ।
 মজলিস পাত্রের মহত্ব শুন এবে
 নরপতি স্বর্গ আরোহণ হৈল যবে ।
 যুবরাজে আইসে যবে পাটে বসিবারে
 দাওাই পূরব মুখে তক্তের বাহিরে ।
 মজলিস পরি দিব্য বস্ত্র আভরণ
 সমুখে দাওাই আগে দঢ়াএ বচন ।
 পুত্রবৎ প্রজারে পালিবা নিরন্তর
 না করিবা ছলবল লোকের উপর ।
 শাস্ত্র-নীতি রাজকার্যে হৈবা শ্রায়বন্ত
 নিবলীয়ে বল না করৌক বলবন্ত ।
 দয়াল চরিত্র হৈবা সত্য ধর্মবন্ত
 সজনেরে সন্তোষিবা নাশিবা দুরন্ত ।

কেমা ধর্ম আচরিত্বা চকল না হৈবা
 পূর্ব অপরাধে কার মঙ্গ না করিত্বা ।
 আর নানা বিধি প্রকাশন্ত রাজনীতি
 সত্য করিয়া যদি দঢ়াইল নৃপতি ।
 প্রথমে মজলিসে তবে সালাম করএ
 শেষে মাতৃকুল আদি সবে প্রণামএ ।

['ভ' পুথির ১৩ম পত্রটি না থাকায়, এ অংশটি অসমাপ্ত]

১৩. ॥ কবির আত্মকথা ॥

পরার/রাগ : ভৈরবী

এবে অবধান কর গুণী মহামতি
 আপনা বস্তান্ত কহি পুস্তক উৎপতি ।
 গোড় মধ্যে মুলুক^১ ফতেরাবাদ ভূম
 বৈসে সাধু সৎলোক দেশ^২ মনোরম ।
 অনেক দানেশ বান্দা^৩ খলিফা স্বজান
 বহল আলিম গুরু আছে সেই স্থান ।
 হিন্দু কুলে মহা সভা আছে ভট্টাচার্য
 ভাগীরথী গঙ্গা ধারা বহে মধ্যরাজ্য ।
 রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়
 মুণ্ডি ক্ষুদ্র মতি তান অমাত্য তনয় ।
 কার্য-হেতু পঞ্চক্রমে আছে কর্ম লেখা
 দুষ্ট হার্মাদেব সঙ্গে হই গেল দেখা ।
 বহ যুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল বাপ
 রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গে আইলুঁ মহাপাপ ।
 না পাইলুঁ সইদ^৪ পদ আছে আউশেষ^৫
 রাজ-আসোয়ার হৈলুঁ আসি এই দেশ ।
 রোসাঙ্গেত মুসলমান যথেক আছন্ত
 তালিব এলম^৬ বুলি আদর করন্ত ।
 বহ মহন্তের পুত্র মহা মহা নর !

পাঠ^১ গীত-সঙ্গীত শিখাইলুঁ বহুতর ।
 বহুত মহন্ত লোকে কৈল গুরুভাব
 সকলের কৃপা হোসে ছিল^২ বহুলাভ ।
 মোর কাব্য^৩ এথা প্রকাশিল সব ঠামে
 বহুগ্রন্থ^৪ রচিলুঁ মহন্ত সব নামে ।
 এহি মতে সুখে গোয়াইলুঁ কথ কাল
 বিধি বশে অবশেষে পড়িল জঞ্জাল ।
 শাহা সুজা রোসাঙ্গে আইলা দৈবগতি
 হতবুদ্ধি পাত্র সবে দিল হতমতি । .
 আপনার দোষ হোসে পাইল প্রমাদ^৫
 এক পাপী আক্মারেহ^৬ দিল মিথ্যাবাদ ।
 কারাগারে পৈলুঁ আশ্রি না পাই বিচার
 যথ ইতি বসতি হৈল ছারখার ।
 শালাসনে^৭ মৈল যেই দিল অপবাদ
 অস্থানে^৮ পড়িলুঁ বহু পাই^৯ অবসাদ ।
 মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ
 পুত্র দারা সঙ্গে মুণ্ডি হৈলুঁ পর বশ ।^{১০}
 গুণ হেতু মহাজনে করন্ত আদর
 ভিক্ষা করি দেএ দারা নিজ রাজকর ।^{১১}
 সৈয়দ মসউদ শাহা^{১২} রোসাঙ্গের কাজী
 জ্ঞান অন্ন আছে বুলি মোরে হৈল রাজি ।
 দয়াল চরিত গীর আতুল মহত্ত্ব
 কৃপা করি দিলেক কাদেন্নী খিলাফত ।^{১৩}
 যতুপিহ সত্য আশ্রি লই এহি ভার
 পরশ পরশে তাম্র হএ হেমাকার ।
 কলঙ্ক উঝল চন্দ্র তিমির নাশএ^{১৪}
 কলঙ্কিণী কারাগারে সত্য উপজ্ঞএ ।
 আপনা দুঃখের কথা কহিতে অনেক
 সমুখে পুস্তক কথা আছে অতিরেক ।^{১৫}

এহি মতে দশ বৎসর গঞি গেল^{২২}
 পুনরপি ভাগ্য রজ^{২৩} প্রকাশিত ভেল ।
 গ্রীমন্ত নবরাজ^{২৪} আতুল মহত্ত
 মজলিস পাইয়া যদি হৈল মহামাত্য ।^{২৫}
 মধুর বচন মোর শুনিয়া রসদ
 সাদরে আনিয়া আক্স কৈল সভাসদ ।^{২৬}
 অঙ্গে বস্ত্রে তুষিয়া পোষন্ত নিরন্তর
 তান দানে স্ন-সমে শোধন রাজ কর ।
 বহু গুণবন্ত আছে তাহান সভাএ
 তথাপিহ মোর বাক্য মনে অনু ভাএ^{২৭}
 একদিন মজলিস করি মেহমানি
 মহা মহা মুসলমান ভুঞ্জাইল^{২৮} আনি ।
 ষট রসে ভুঞ্জাইলা নানা পাকোয়ান^{২৯}
 চব্য চুষ্য লেহ পেয় বিবিধ বিধান ।^{৩০}
 চন্দন কস্তুরী আদি গোলাপ স্নগন্ধ
 কর্পুর তাষুলে সভা হইল আনন্দ ।
 বাজ^{৩১} কবিলাস আদি যন্ত্র সুললিত
 কেহ কেহ মধুর স্নস্বরে গাহে গীত ।
 মজলিসে সকলে করন্ত আশীর্বাদ
 বিধি পুরাউক তোক্ষা মনে যেই সাধ ।
 আনন্দের স্থল মাত্র তোক্ষার সমীপ
 মুমলমানি বীনে তুম্বি উজ্জল প্রদীপ ।
 মসজিদ পুঙ্কণী আদি কৈলা পুণ্য কাম-
 স্বদেশ বিদেশ পূর্ণ তোক্ষা কৃতি নাম ।
 স্নজনে বাড়িএ^{৩২} বৃত্তি অনুরূপ পুণ্য
 অস্তে যার নাম কৃতি রহে সেই ধন্য ।^{৩৩}
 শুনি মজলিস বাক্য বুলিলা রসাল
 মসজিদ পুঙ্কণী রহিবে কথকাল ।
 পূর্ব কালে মহন্তে করিছে নানা কাম

সার মাত্র কেতাবে গ্রন্থন আছে নাম ।^{১৬}
 মসজিদ পুর্ণা নাম নিজ দেশে রহে
 গ্রন্থ কথা যথা তথা উজ্জিভাবে^{১৭} কহে ।
 গ্রন্থ পড়ি সকলের তুট হএ মন
 নাম স্নানি মহিমা কহএ সর্বজন ।
 মূর্থ হয় সুপণ্ডিত, শূনি পাএ জ্ঞান
 গ্রন্থ সম মহিমা কথাতে আছে আন ।
 প্রলয় অবধি রহে শুভ কৃতি^{১৮} যশ
 নামের মহিমা বাক্য সবে করে বশ ।
 হীন জাতি নানা দুঃখে উপাঞ্জিয়া মাল
 মসজিদ পুর্ণা দেয় কথেক বাজাল ।^{১৯}
 স্মরণে বিনু গ্রন্থে জ্ঞান উপার্জএ^{২০}
 স্বদেশে বিদেশে লোকে কৃতি গুণ গাএ ।
 এথ ভাবি আত্মা প্রতি করিল আদেশ
 মোর নামে গ্রন্থ রচ যন্তনে বিশেষ ।
 তবে আত্মা মনেতে ভাবিয়া কৈল সার
 'সিকান্দর নামা' সম গ্রন্থ নাহি আর ।
 সভা শোভাযুক্ত^{২১} কথা তথোধিক
 আলিম সবে মনে অমূল্য মাণিক ।
 মুছাফেত ইঙ্গিতে কহিছে নিরঞ্জন
 বহুল বাড়িছে^{২২} কথা অর্থ বিচারণ ।
 নিয়ামীর ঘোর বাক্য বুঝন কর্কশ
 ভাঙ্গিয়া কহিলে তাহে আছে বহু রস ।
 আত্মার বচনে মজলিস মহাশএ
 রচিবারে আত্মা দিল সরস^{২৩} হৃদএ ।
 তবে আত্মা নিবেদিল হৈল বুদ্ধ কাল
 বিশেষ যে রাজ দায় অধিক জঞ্জাল ।
 নিরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি
 তাহা শূনি মজলিস দয়া কৈল অতি ।

ভক্ষ্য বস্ত্র রাজদায় নিয়ম করিয়া।
 আর নানা বিধি দানে মন সন্তোষিয়া ।^{৪৪}
 স্থির করি আক্ষারে করিলা অঙ্গীকার
 ভাঙ্গিয়া বয়েত ছন্দ ^{৪৫} রচিতে পয়ার ।
 সমুদ্র-সাক্ষর সম গ্রন্থের গ্রন্থন
 বিশেষ ফারসী ভাষের বয়েত ভাঙ্গন ।
 মহন্ত নিয়ামী পদ ^{৪৬} ইচ্ছিত আকার
 বিশেষত পঞ্চ ভাষ কিতাব মাঝার ।
 আরবী ফারসী আশু নসরানী ইহুদী
 পাহলবী সঙ্গে পঞ্চ ভাষের অবধি ।
 আশি ক্ষুদ্র বুদ্ধি তারে রচিতে অশক্য
 কেবল শ্রীমন্ত মজলিস ভাগ-লক্ষ্য ।^{৪৭}
 ভাগ্যধর উপরে ঈশ্বর কৃপা অতি
 লজ্জিতে তাহান আস্তা কি মোর শকতি ।
 শাস্ত্রে কহে অমদাতা ভয়ত্রাতা বাপ^{৪৮}
 না ধরিলে তার বাক্য ঘোরতর ^{৪৯} পাপ ।
 তে কারণে সভা আগে কৈলুঁ অঙ্গীকার
 গুরুক স্মরিয়া কৈলুঁ সমুদ্র সাধারণ ।^{৫০}
 গুরু সে পরম বন্ধু গুরু কার্য মূল
 ঈশ্বর সদয় গুরু কৃপা হোসে কুল ।
 মজলিস নবরাজ গুণের সম্পদ
 বাক্য রসে স্নকুশল মহা বিদগ্ধ ।
 আশু যশ বুদ্ধি হোক সতত কল্যাণ
 তাহান আরতি হীন আলাউলে ভান ।

১৪. । কাহিনী সার ।

জমকছন্দ/রাগ : সূহি

এবে পুস্তকের সূত্র^১ শুন গুণবন্ত
 যেন মতে কহিছন্ত নিয়ামী মহন্ত ।
 সর্ব জগপতি ছিল শাহা সিকান্দর

চারি খুট সংসারে ভ্রমিল নিরন্তর ।
 চতুদিকে জগত দেখিল। ঠামে ঠাম
 বহু ছন্দে বান্ধিয়া রাখিলা নিজ নাম ।
 যেই যেই রাজ্য মারি নিজ বশ কৈলা
 যে দেশের সেই নীতি অখণ্ড রাখিলা ।
 সবে মাত্র খণ্ডাইলা কাফেরের নীতি
 জল স্থল মূল^৭ আদি ছিল যথ ইতি ।
 প্রথমে মারিল 'সিন্ধা' রুম দেশান্তরে
 স্তবর্ণ রঞ্জিত কৈলা রজত উপরে ।
 বুদ্ধির কিতাব যথ ফারসী^৮ আছিল
 ইউনানীর ভাষে তারে সুশোভিত কৈল ।
 অন্ধকারে জ্যোতি দিয়া জন্মাইল দর্পণ
 সেই হোন্তে সবে হেরে আপনা বদন ।
 নিজ বলে প্রথমে মারিল জঙ্গীরাজ
 মহা রূপ দারা হোন্তে লৈলা তজ্জ তাজ^৯ ।
 রুশি পরআসি [ফরাসী ?] হিন্দু আর করি বল^{১০}
 ধুইয়া করিল জগ অধিক উজ্জ্বল ।
 দর্প শূনি চীন রূপ মানিলেক কর
 অনায়াসে হইলেক কায়ানী পাটেশ্বর ।
 রুম দেশ রূপতি হইলা অন্ধ বিশেষ^{১১}
 পয়গাম্বরী পাইলেক বৎসর সাতাইশে ।^{১২}
 যেই দিনে ঈশ্বরে দিলেক পয়গাম্বরী
 সেই হোন্তে লিখএ তারিখ সিকান্দরী ।
 যদি হৈলা আপনে লোকের আজ্ঞা^{১৩} দাতা
 সর্বত্র বিজয় তানে^{১৪} দিলেক বিধাতা ।
 দীন-খুট^{১৫} লাগি সাক্ষী কথ বহতর ।
 ক্ষিতি 'পরে এমারত কৈলা বহতর ।^{১৬}
 রুমের অবধি লই হিন্দুস্থান হানে^{১৭}
 বহুবিধ শহর বৈসাইল স্থানে স্থানে ।

সমরখন্দ বৈসাইল নানা দেশ আর
 তান উপদেশে হৈল চশম বোলগার ।^{১৩}
 সীমা^{১৪} হোস্তে 'এয়াজুজ' বাহিন্য করিল।
 পর্বতে পর্বতে মহা চঙ্গ আরোপিল।
 এথ 'ধিক সংসারে করিল বহুকাম
 নানা ভাতি প্রকাশিল'^{১৫} সিকান্দর নাম।
 সংসারের কর্ম যথ আছিল সঙ্কট
 চৌদিকে 'অন্তত'^{১৬} কথা করিল প্রকট।
 স্বর্গের চরিত্র যথ আদি মুকিজম^{১৭} ?
 নানা ভাতি প্রকাশিল সকলের নাম।
 উত্তরের কুতুপে রূপিল^{১৮} এক খুটি
 দক্ষিণের অন্তরে চাপিল এক গুটি ।^{১৯}
 এক দড়ি হোস্তে কৈল। নির্ণয় সমস্ত
 এক শির উদয়ে দোসর শির অন্ত ।^{২০}
 ভূমিগম্য উদয়-অন্ত যথেক ভ্রমিল
 বলের নির্ণয়^{২১} করি সমস্ত মাপিল।
 জল পথে গেল যথ বহিত্রেত চড়ি
 সমস্ত মাপিল ভূমিত দিয়া দড়ি।
 দুই ডিঙ্গা এক দড়ি বান্ধিয়া সমভাগে
 এক পাছে নঙ্গরএ এক যাএ আগে।
 দড়ি সব সাঙ্গ হৈলে নঙ্গর করএ
 পাছের বহিত্র পুনি সমুখে চলএ।
 যুক্তিকা সদৃশ কৈল সমস্ত নির্ণয়^{২২}
 অষ্টাপিহ সে নিয়মে বহিত্র চলএ।
 যেই স্থানে তার 'হয়' পদ পরশিল
 অরণ্য পর্বত সব বসতি হইল।
 তাহার সঙ্গতি জন রহিছে স্থানে স্থানে
 নানা জাতি হইয়াছে পর্বত কাননে।
 এহি মতে নানা কর্ম কৈল ঠামে ঠাম।
 যত্ন হোস্তে রক্ষা না করিল কোন কাম।

আর যথ অঙ্কুত কর্ম করিল যথ
 প্রত্যয় না হৈব বুলি না কহিলু^{২০} তথ ।
 সেই ভাল যেই পাঠ করি^{২১} লাগে সুখ
 বহু বাক্য স্বথা ভাবে মনে লাগে দুখ ।
 তেন কহ যেন^{২২} নহে অধিক সংশয়
 বুধ জনে মনে ভাবি প্রত্যয় করএ ।
 মজলিস নবরাজ গুণের নিদান
 কাব্য রসগুণ বাক্য সতত অবধান ।^{২৩}
 সর্ব বিঘ্ন^{২৪} নাশ হোক শতবিংশ আউ
 কৃতি রহে মহীপূর্ণ যবে জল বাউ ।
 শ্রীমন্ত নিযামী পদে করিয়া ভকতি
 পুথি সূত্র কহে আলাউল হীন মতি ।^{২৫}
 ধীর ধর আলয়ে গেল সব মিত
 বিষাদ কষ্টক গেল আছে বিষাদিত ।^{২৬}
 শাহা সিকান্দর গেল সপ্ত দ্বীপ পতি
 কেহ না রহিব সকলের এই গতি ।
 নিযামীর আদি গ্রন্থ মখজনুল আসরার
 ঈশ্বরের চিত্র গুপ্ত^{২৭} কথার ভাণ্ডার ।
 খুসরু-শি^{২৮}রি কথা দুয়জ কিতাব
 লাএলী মজনু তিন এশক পরস্তাব ।
 চতুর্থত হস্ত পয়কর অনুপাম
 পঞ্চমে রহিল এই সিকান্দর নাম ।
 এহি পঞ্চ কিতাব ‘খম্ছ’ ধরে নাম
 সিকান্দর কথা এবে শুন গুণ ধাম ।
 [ধনু মজলিস নবরাজ মহামতি^{২৯}°
 তাঁর নাম রহে সিকান্দর সংহতি ।]

১৫. ॥ সিকান্দরের জন্ম বৃত্তান্ত ॥

জমকছন্দ/রাগ : ভাটিয়াল

রুম দেশে মহানুপ নামে ফয়লকুচ^১
 তান আক্তা পালি' ছিল যথ রুম রুচ ।
 ইউনান ভূমেতে ছিল বসতি তাঁহার
 'মকদুনি' দেশে ছিল এক পাটোয়ার ।
 'এসহাক' নবীর আছিল দ্রাতৃসুত
 মহাবুদ্ধি দয়াশীল^২ বহু গুণ যুত ।
 হেন মতে সুকর্মএ পালিল সর্ব দেশ
 ব্যাঘ্র গলে পুচ্ছ আরোপিয়া চলে মেঘ ।^২
 নাশিল অশ্বায় মূল যথ ছিল গুণ
 দার্যা হেন মহানুপ করিলা পিষুণ ।
 বলবন্ত ছিল দার্যা সবার উপর
 ফয়লকুচ স্থানে মাগি পাঠাইল কর ।
 রুমের নৃপতি ছিল অতি শুদ্ধ ভাব
 পিরীতি চাহিল স্বন্দে না বাসিল লাভ ।
 পাঠাইয়া দিলা বহু দিব্য^৩ রত্ন ধন
 দেখি দার্যা নৃপতির তুষ্ট হৈল মন ।
 উরু ভাগ্যবন্ত সঙ্গে আঁটে কোন্ জন
 বুদ্ধিমন্ত জনে শাস্ত করে হতাশন ।
 সিকান্দর যদি সর্ব-বিজয় হইল
 দার্যা আদি ধন জন এক না এড়িল ।
 সিকান্দর কথা লোকে ভাতি ভাতি কহে
 জ্ঞানবন্ত জন মনে সর্ব কথা রহে ।
 কেহো কহে শুদ্ধভাবে এক সতী নারী
 প্রসবের দিবস বিপত্তি হৈল ভারী ।
 গৃহপতি সনে দৈবে করাই বিচ্ছেদ
 প্রান্তরে প্রসবি শিশু হইল প্রাণ ছেদ ।^৪
 স্বত্বাকালে পুত্র লাগি ব্যাপিত চিন্তাএ ।

কোন পুষ্টিবেক কিবা^৫ কোন জন্তু খাএ ।
 না জানি তাহারে প্রভু কি সম্পদ দিব
 সভার উপরে উকু ছত্রপতি হৈব ।
 নৈরাশ হইল শিশু মায়ের মরণে
 নিরাশের আশে তারে সঁপিল স্নহানে ।
 ফলকুচ রূপ কৈল। আহেরে গমন
 দৈব যোগে হৈল তাত অপূর্ব দর্শন ।
 দেখে এক যুত নারী ধরণী শয়ন
 মদন নিলিত^৬ শিশু আছে সজীবন ।
 নিজ স্বকাকুল চোখে নাড়ে হস্ত পাও
 দেখিয়া অপূর্ব^৭ রূপ পুলকিত গাও ।
 স্বর্গ হোন্তে চল যেন পড়িছে ভূমিত
 বিধি দিল রূপ মনে মায়ী অতুলিত ।
 রূপতি আজ্ঞাএ যুত ভূমিত গাড়িল
 শিশুকে আনিয়া বহু যন্তনে পালিল ।
 পাট-বিষ্ঠা শিখাইল নানান প্রকারে
 আপনার শেষে রাজ্যপাট দিল তারে ।
 কেহ বলে দারার বংশেত উৎপতি
 আনিয়া পালিল ফলকুচ নরপতি ।^৮
 শুনিয়া কহিল দুই মত অন্তত
 মহন্তে কহিল নিষ্ঠা ফলকুচের স্ত ।
 একরামা অনুপামা ছিল রূপপাশ
 চল জিনি স্নহদনী বদন প্রকাশ ।
 শচীরতি জিনি অতি রূপের বাখান
 শিব-শক্তি সমভক্তি প্রাণের সমান ।
 তান গর্ভে জন্মিল শাহা সিকান্দর
 নবমাস বহি যদি গড়িল উদর ।^৯
 জ্যোতিষ ডাকিয়া আজ্ঞা করিল রাজন
 কোন গ্রহ কথ্যেতে করিতে অশেষণ ।

বিচারি চাহিল সবে আকাশের গতি
 পরম সম্মে যতি স্থির করি মতি ।^{১০}
 সিংহ লাগে জন্ম হইল মহা বলবান
 সেই নিমিত্তে হইল শূত্র চক্ষু কান ।^{১১}
 বিধুস্ত পাইল বৈরী মেঘ আরোহণ^{১২}
 পাট-ভাবে অধিকস্ত তাহার কারণ ।^{১৩}
 মিথুন থাকিয়া বৃষ হইল বাহির
 চন্দ্র সূর্য দুই হৈলা স্বৰ্গ পরে স্থির ।^{১৪}
 যথা চন্দ্র সেই রাশি জ্যোতিষে কহএ
 শূত্র সঙ্গে এক ঘরে বহু ফলোদএ ।
 ধনুক ধরিল গুরু শূত্র^{১৫} বিনাশিতে
 তুলাতে রহিল শনি অতি হরষিতে ।
 মকরেত মঙ্গল রহিল সেবা লাগি
 মল্ল দৃষ্টি খণ্ডি গ্রহ কুল শূভ^{১৬} ভাগি ।
 রাশিগ্রহ শূভ কথা^{১৭} খণ্ডাই দুকর
 বাছিয়া থুইল নাম শাহা সিকান্দর ।
 সপ্তগ্রহ বিচারি পাইল^{১৮} গ্রহ জ্ঞান
 এ শিশু করিব তোম্মা বিজয় ভুবন ।
 সৰ্ব শত্রু নাশিয়া হৈব জগপতি
 এক ছত্রে শাসিব সকল বসুমতী ।
 তাহা শুনি নরপতি আনন্দ অপার
 দান কৈলা মুক্ত করি ভাণ্ডার দুয়ার ।
 বহুবিধ উৎসব করিল নৃপমণি
 দেশের ভিক্ষুক সব হৈল মহাধনী ।
 দিনে দিনে বাড়ে শিশু শশধর কলা
 পক্ষ অশ্ব পড়িবারে দিল ছত্রশালা ।
 আইস গুরু সুরা দেও সুরঙ্গ সুরাস
 যা হোন্তে মিত্র লাভ শত্রু হত নাশ ।^{১৯}

১৬. । সিকান্দরের বিজ্ঞাত্যাস ।

জমকছন্দ/রাগ : মল্লার ।^১

ধন্য সেই মহাজন^২ সংসার মাঝার
সমূলে নাশএ নিজ লোভের বাজার ।
বুদ্ধি অনুরূপে করে সংসারের নীত
না করে বহল ব্যয় না করে সঞ্চিত ।^৩
স্বকর্মেত লক্ষ দিতে না করে উৎকট^৪
অস্থানেত নষ্ট না করএ এক বট ।
স্বখ নামে পুণ্য কামে গোঞাইব কাল
সেই জন ধন্য যারে লোকে বোলে ভাল ।
অতিশয় বৃথা ব্যয়^৫ নিবু'দ্ধির স্বখ
নিজ গৃহে ভাঙিলে কাষ্ঠের কিবা দুখ ।
স্বজন সকলে কর্ম করে অনুমানি
আপনার লাভ হএ, নহে পর হানি ।
ফয়লকুচ নৃপতির চরিত্র ছিল ভাল
স্বনিয়মে নামে ধর্মে^৬ গোঞাইল কাল ।
জ্ঞাতালোক এমত কহিল কথাশুদ্ধি
যদি নৃপ স্বত হৈল সুল্লর স্ববুদ্ধি ।
বাপের মনেত স্বখ নাহি এথ'ধিক
যোগ্য পুত্র হৈল^৭ গৃহে উজ্জল মানিক ।
ইউনানী হাকিম এক নকুমাতিস^৮ নাম,
যার^৯ পুত্র আরস্ততালিস গুণধাম ।
যত্নে তানে আনিয়া সঁপিল সিকান্দর
নানা গুণ পাট-বিজ্ঞা^{১০} শিখাইলা বিস্তর ।
মহামহা বিজ্ঞা আদি রাজনীতি কাজ
সর্বকাজে বহু কৃতি কৈলা যুবরাজ ।^{১১}
জানাইল যথ ইতি গুপ্ত কথা মর্ম
স্ব-সম করিতে পারে সঙ্কটের কর্ম ।

তথাপিহ নৃপসুতে বধ বিজ্ঞাণ্ডণ
 বহু বস্তু করিয়া শিখাএ পুনঃপুনঃ ।
 আরম্ভতালিস সেই নকুমাকিস্ সুত
 সেই শাস্ত্র^{১৪} পড়িয়া হইল গুণ সুত ।
 পিতা স্থানে যথেক সঙ্কট বিজ্ঞা পাএ
 শাহা সিকান্দর স্থানে সকল জানাএ ।
 অতিকামে প্রেমভাবে নৃপসুত সেবে
 সিকান্দর আদরএ গুরু-পুত্র ভাবে ।
 বিচারি জানিল যদি নকুমাকিস সকল
 এক ছত্রে শাসিবেক পৃথিবী মণ্ডল ।
 বহু পরিশ্রমে নানা গুণ শিখাইয়া
 করে ধরি নিজ পুত্র দিল সমপিয়া ।^{১৫}
 বহুল শপথ দিয়া দঢ়াইল বিস্তর
 তুম্বা যদি^{১৬} হৈলা সব ক্ষিত্তির উপর ।
 মহা মহা^{১৭} শত্রু শির ভূমি পরশিবে
 সপ্ত দ্বীপ হোন্তে নৃপ কর পাঠাইবে ।
 তখনে আশ্চর্য গুণ স্মরণ করিও
 গুরু পুত্র আরম্ভরে সাদরে পুষিও ।
 তান অনুমতি-এ ভুজিও স্থখে রাজ
 বুদ্ধিমন্ত পাত্র হৈলে সিদ্ধি সর্ব কাজ ।
 যেন তুম্বা ভাগ্যধর সেই বিজ্ঞাধর
 ভাগ্য বুদ্ধি স্মিপ্রিত কার্য চারুতর ।^{১৮}
 যন্তপি সংসারে নাহি ভাগ্যের সমান
 বুদ্ধি বিজ্ঞা সঙ্গে হএ 'ধিক' শোভমান ।
 নৃপসুতে তার সঙ্গে দঢ়াইল বচন
 কদাচিত গুরু বাক্য না হএ লঙ্ঘন ।
 বিশেষ তাহার মোর প্রেম আতুলিত
 তান বাক্য স্বথা না করিমু কদাচিত ।

মুণ্ডি নৃপ হৈলে পাত্র আরম্ভ সজ্জান
 ঈশ্বর ইহান্ন সাক্ষী যদি হএ আন ।
 অহিত না হএ স্নানিচিত আশ্রি জানি
 তান বাক্য বিনে না খাইব অন্ন পানি ।
 শাহা সিকান্দর যদি নৃপতি হইলা
 গুরু বচন হোন্তে তিল না নড়িলা ।
 নৃপ স্ফুরিত দেখি হরষিত গুরু
 নির্বলী বলীর অঙ্ক লিখিয়া স্ফুরক ।
 সিকান্দর শাহা স্নে সঁপিল। মহাশয়
 নামে নামে স্মরিয়া^{১১} বুঝিতে ভঙ্গ-জএ ।
 সেই অঙ্কে সিকান্দর করিয়া হিসাব
 বুঝিত আপনা যথ অপচয় লাভ ।
 আইস গুরু সুরা দেও সুরঙ্গ সুবাস^{২০}
 যেন মিত্র রাখএ অত্যা হএ নাশ ।^{২১}
 বাক্য হর্তা কর্তা জ্ঞাতা কথেক সজ্জান^{২২}
 কদর্য বজিয়া রাখে হেম দশবাণ ।
 সে সব নির্ণয় করি ভাঙ্গিয়া কহিল
 নৃপ ফয়লকুচ যদি স্বর্গে চলি গেল ।
 রূমেতে নৃপতি হৈল শাহা সিকান্দর
 অশ্রায়-কুলিশ কৈলা দেশের অন্তর ।
 তার শ্রায় হোন্তে দেশ হৈল স্ফোভিত
 নিচল রাখিল যথ ছিল ভাল নীত ।^{২৩}
 পূর্বের চরিত্র যথ রাজনীতি ধর্ম
 'ধিক জ্যোতিময় কৈলা সে সব স্কর্ম ।
 দারারে পাঠাইলা কর বাপের চরিতে ।
 কোন মতে অসুখ না দিল। কার চিতে ।
 কিবা ছোট কিবা বড় পাই মন সুখ
 সিকান্দর গুণ গাএ হৈয়া শত মুখ ।

বাপ হোন্তে ভায় পশ্বে বাড়িল ঐশ্বর্য
 দর্প কথা যথা তথা শুনি শত্রু বীর্য ।
 প্রচণ্ড শরীর চাকু মহা বলবান
 খাইয়া মোচড়ে ধরি মহা ব্যাঘ্র কান ।
 মহা ধনুর্ধর হৈল অব্যর্থ সন্ধানী
 এক সর বধে হস্তী গণ্ডার পরাণি ।
 খড়্গ বিদ্যা আদি নানা অস্ত্রে সুরচিত
 উড়ানে মারণে^{২৪} 'ধিক কাক নাহি ভীত ।
 হর-গজ-পৃষ্ঠে স্থির যুগয়া চতুর
 দৃষ্টিমাত্র পশুপক্ষী যাইতে নারে দূর ।
 অতি বড়^{২৫} সাহসিক মহাবীর্যবন্ত ।
 বীরেজে মণ্ডল মাঝে সবার মহন্ত ।
 বিংশতি বৎসর যদি হৈল পূরণ
 বহু ভাতি বিচারিল বিজয় লক্ষণ ।
 সর্ব হোন্তে আপনাকে অধিক পাইল
 ভুবন বিজয় চিন্তে আরতি হইল ।
 বল বুদ্ধি অধিক বিদ্যাএ সচকিত^{২৬}
 সেই মহাজন পাটে বসিতে উচিত ।
 রুমদেশে ঘরে ঘরে আনন্দ পুরিল
 দেশে দেশে কীতি যশ দর্প প্রকাশিল ।^{২৭}
 পর অঙ্গ দুঃখ দেখে নিজ অঙ্গ প্রাণ
 কার মন ভঙ্গ তিল মনে নাহি ভাণ ।
 জল স্থল কর অন্ন কৈলা যথোচিত
 খণ্ডাইলা সকল কর যে জন দুঃখিত ।
 রচিল পাশ্যাণ গৃহ বরষিল ধন
 কষ্টক নাশিয়া রচিল^{২৮} পুষ্পবন
 প্রতি দেশে পাঠাইলা একেক অমাত্য
 মিত্র তুষ্টি শত্রু ভয় পালন অপত্য ।

এক হস্তে তাজ, দাতা, একে খড়্গ ধরে
 লোহ হেম তরাজু রহে দুই শিরে ।^{২০}
 ভাগ্য বলে °° যে জনে ভাবএ তেন পাএ
 লোহে লোহ হেমে হেম যে যেমত চাএ ।
 হেন মতে শ্যাম হইল ক্ষিতির মাঝ
 প্রান্তি দেশে প্রশংসএ ধন্য কুমরাজ ।
 আরম্ভ আছিল তান মুখ্য পাত্রবর
 ভালমন্দ যুক্তিকথা কৃতির দোসর ।^{৩১}
 সিকান্দর বুদ্ধিমন্ত পাত্রের যুক্তি
 অল্প দিবসে হইল সর্ব মহীপতি
 আইস গুরু মুক্তি^{৩২} দাতা দেও মিষ্ট সরবত
 পরশ পরশে লোহ হৌক স্বর্গবত ।

১৭. ॥ জঙ্গীরাজ্য সম্বন্ধে গোহারী ॥

। দীর্ঘছন্দ ।

একদিন সিকান্দর জোলকর্ণ নৃপবর
 বসিয়াছে রক্তময় পাটে ।
 মিশ্র হোন্তে কথ° জন লৈয়া দুঃখ বিবরণ^২
 নিবেদিতে আইল নিকটে ।
 স্বারপাল মুখ্যজন ভূমি চুহি ততক্ষণ
 জানাইল নৃপতি সাক্ষাত
 অলেখা জঙ্গীর সেনা মিশ্রেত দিয়াছে হানা
 অর্ধ রাজ্য করিল নিপাত ।
 প্রকট শরীর অতি বিকৃত মূর্তি ভাতি
 তনুকাশি জিনিয়া আঙ্গার
 সকলে মনুষ্য খাএ দেখি লোকে ত্রাস পাএ
 প্রেতমূর্তি রাক্ষস আকার ।
 পিঙ্গল উলটা কেশ বড় বিপরীত বেশ
 নারীতুল্য গৌফচুল° হীন

ধবল দশন পাঁতি তেজ শব্দে হএ ভীতি
 নাহিক যুবক বৃদ্ধ চিন ।
 ধন প্রাণ দোহ হরে সর্বলোক কন্সে ডরে
 দেশ ত্যাগি প্রবেশিল বন
 সে সকল বনবাসী পাছে পাছে লড়ে আসিঃ
 বহু লোক হইল নিধন ।
 না দেখি উপায় দাএ রূপতির যুগ পাএ
 শরণ ভজিল আশি সবে ।
 মিশ্র ফারাক্ষ দেশ রুম আদি লৈব শেষ
 রূপ গিয়া না যুবহ যবে ।
 গোপাল বিহীনে গোষ্ঠ শিবা দেখি নাড়ে ওষ্ঠ
 গোপ দেখি ব্যাঘ্রহ ডরাএ
 তুম্বি ক্ষিতিপাল স্বামী নিবেদিল পদে আশি
 ভাবি কর মনে যেই ভাএ ।
 আয়বন্ত দয়াধর জোলকর্ণ সিকান্দর
 শুনি হৈল বারব সমতুল
 আছে রুম পাটেখর মনেত না বাসে ডর
 অবশ্য নাশিমু তার মূল ।
 হাবসীকুল হীন জাতি মনুষ্য ভক্ষএ নীতি
 তাহারে মারিলে নাহি বধ
 মরিলে শহীদ হএ জিনিলে কীরিতি রএ
 দুইমতে যুদ্ধে আছে পদ ।^৫
 মজলিস মহাশএ নবরাজ গুণালএ
 আজ্ঞা পাই আলাউলে গাএ
 যাবত চন্নিমা সুর কীতি মহী ভরপুর
 আনু কীতি বাড়ুক সদাএ ।

১৮. ॥ জঙ্গীরাজের বিকক্ষে সিকান্দরের যুদ্ধযাত্রা

জমকছন্দ/রাগ : আসোয়ারি

ত্রাশবন্ত শাহ। সিকান্দর মহাশয়
 বহু সৈন্ত কথা শুনিল জমিল সংশয় ।
 কহিছে মহন্ত সবে আছে শাস্ত্র নীত
 বুদ্ধিমন্ত নির্ভয় হইতে অনুচিত ।
 মহাপাত্র আরম্ভেরে ডাকিয়া আনিল
 এ সব রহস্ত কহি যুক্তি বিমসিল ।
 আরম্ভ বিমসিল মনে করি উক্তি
 বিজয় হইতে আগে যুদ্ধে দিল। যুক্তি ।
 উঠ শাহ। ভাগ্য পরীক্ষিতে এহি কক্ষ।
 কাল সর্প মারিয়া লোকেরে কর রক্ষা ।
 নৃপ হস্তে এহি কর্ম যদি শুভ হই
 অধিকে অধিক ভাগ্য হইবে উদয় ।
 শত্রু নাশে মিত্র স্ত্রী স্বর্গীয় ধন বল
 মিত্র আদি সর্ব দেশ হোক করতল ।
 বুদ্ধিমন্ত পাত্রবাক্য শুনিল সিকান্দর
 'মকদুনি' হোন্তে 'বানা' করিল বাহির
 ধনুর্বাণ আদি নানা অস্ত্র খড়্গ চর্ম
 অশ্ব অশ্ববার সঙ্গে লোহময় বর্ম ।^১
 হস্তী হয় উষ্ট্র খর খচ্চর অলেখ
 সৈন্ত পদ ধূলিএ না পাএ সুর দেখা ।
 আজ্ঞা দিল। নৃপতি সমুদ্র তীর ছাড়ি
 প্রান্তরের পথে শীঘ্রে মিত্র কর ধান্বী ।^২
 দুই অশ্ব লইয়া চলহ একজন।
 জঙ্গীর সমরে গিয়া শীঘ্র দেও হানা ।
 সাহসিক বীর সব হৈল অগ্রগণ্য^৩
 তৃণতুল্য না গণএ হাবসীর সৈন্ত ।

সসৈন্তে সাজি আইল রুম দেশ কর্তা
 আসিত হইল জঙ্গী পাই সেই বার্তা ।^৪
 দুই সৈন্ত মুখামুখি হইল দরশন
 মহা কোলাহল শব্দে পুরিল গগন ।
 শাহা আগে বীর ভাগে হই অগ্নগণ্য
 তুণতুল্য না গণএ হাবসীর সৈন্ত ।
 তীক্ষ্ণ লোহবক অশ্বপদের ধমকে
 বসন্তমতী কম্পমান পর্বত চমকে ।
 অশ্বকুল^৫ শব্দ আর বীরের হাঙ্কার
 স্বর্গ কম্পমান বৃষ শিরে লাগে ভার ।
 প্রলয় সমান শব্দ দুমদুমি কর্ণাল
 অরণ্যের পশুপক্ষী ধাইল সকল ।
 অতি উচ্চ রণক্ষেত্র সিঙ্খজল হীন
 গন্ধক সমান মহী প্রেতভূত লীন ।
 মুখামুখি হইয়া রহিল দুই বল
 হেনকালে তপন চলিল অন্তাচল ।
 আপনা বাহিনী লৈয়া নিঃসরিল চন্দ
 রাখিল মধ্যস্থ হইয়া দুইকুল দ্বন্দ্ব ।
 রাখিল কোন্দল ভাঙ্গি শীতল মধ্যস্থ
 যার যেই পটবাসে রহে সমস্ত ।
 আত্ম-পর-জ্ঞাতা চরকুল যদি নিঃসরিল
 কথ কথ স্থানে কথ ভ্রমিতে লাগিল ।
 নিশি মাত্র স্থখ দাতা দুখ করি মানা
 রহিল বিভ্রাম করি দুই দিক সেনা ।
 আইস গুচ্ছ সুরা দেও হৌক এক ভাব
 রুমি জঙ্গী প্রায় দুই বর্ণে^৬ নাহি লাভ ।

১৯. ॥ প্রভাত : যুদ্ধারম্ভ ॥

রজনী প্রভাত হৈল সাজে দুই বল
 মহাদর্পে নিঃসরিল বীরেন্দ্র মণ্ডল ।
 সমুদ্র কজ্জোল প্রাএ উথলিল শব্দ
 উর্ধ্বে 'শত্রু' হেটেতে 'অনন্ত' হৈল তরু ।
 দুমদুমি কর্ণাল হস্তী উট ঘন রাএ
 ছদপের মুজা হৈল কাচ প্রতিপ্রাএ ।^১
 সৈন্যপদ ভারে ক্ষিতি করে টলমল
 সহিতে না পারে বৃষ হৈতে চাহে তল ।
 রুম নৃপ সিকান্দর আপনা চরিতে
 রাগরঙ্গ বাস্ত যন্ত্র মহা আনন্দিতে ।
 রুম দেশী নিয়মেত^২ সাজাইল সৈন্য
 সর্বলোক দেখিয়া বোলএ ধন্য ধন্য ।
 মনে ভাবে রায়বার পাঠাই প্রথমে
 যদি ভঞ্জে কোন কাজ যুদ্ধ পরিপ্রমে ।
 এক রুমি আছিল সুল্লর অনুপাম
 নানা বিষ্ঠা পারগ তুতিয়ানুস নাম ।
 সাহসিক বলবন্ত অস্ত্রে শস্ত্রে ধীর
 সর্বদেশ ভাষ জানে বাক্য সুরুচির ।
 ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত বাক্য সুললিত
 যেই জন কথা শুনে দয়া লাগে চিত ।
 সিকান্দর নিকটে থাকিত অনুক্ষণ
 নানাভাষে সন্তোষন্ত সভানের মন ।^৩
 তার প্রতি আজ্ঞা কৈলা শাহা সিকান্দর
 জঙ্গীরাজ পাশে তুঙ্গি চলহ সঙ্ঘর ।
 মোর খড়্গবল কথা কহিতে তাহারে
 পশ্চ যদি না চিনে মারিব সঙ্ঘরে ।
 জঙ্গীভাষে তার স্বানে কহিও বচন
 মোর জোখানল হোন্তে রাখুক জীবন ।

এথ শূনি ভূমি চুঁই চলিলা তখনে
 জঙ্গী নৃপ আগে গেলা সঙ্কর গমনে ।
 রাজনীতি প্রণাম করিয়া যথোচিত
 কহিতে লাগিলা জঙ্গী নৃপতি বিদিত ।
 দেখ সিকান্দর শাহা মহাকুল জাত^৪
 প্রথম বয়সে রাজ্য পাইল তাহাত ।^৫
 সাহসিক মহারাজা সর্ব অস্ত্রে ধীর
 সংসারেত তার আগে কে হইব স্থির ।
 সাক্ষাতে আসিয়া না মাগিলে পরিহার
 তিল মাত্র স্ফটি নাশ হৈব^৬ তোমার ।
 সিকান্দর ক্রোধানল যদি সে জলিব
 সমুদ্রের জল হোস্বে শাস্তি^৭ না পাইব ।
 তথাপিহ সিকান্দর অতি শূদ্ধ ভাব
 বন্দে মন্দ বাসএ^৮ পিরীতে বাসে লাভ ।
 এথ জানি আগে গিয়া ভেট তাহাক
 তান সঙ্গে বিসম্বাদ যুক্ত না হএ তোমাক ।^৯
 জঙ্গী নৃপ শূনি তার বচনের দর্প
 মহাদর্পে গজি উঠে যেন কাল সর্প ।
 হেন দুর্বচন কহে মোহোর সাক্ষাত
 শির ছেদ এহার করহ সহসাত ।
 পরম সুলস্ব তনু অভিন্ন মদন^{১০}
 আসিয়া ধরিল প্রেত মূর্তি কথজন ।
 রাহ গ্রহে আসি যেন চন্দ্র গ্রাসিল
 মস্তক ছেদিয়া রক্ত থাল পূর্ণ কৈল ।
 গীঘ্রে আনি দিলেক নৃপতি বিগ্ৰহমান
 মধুপ্রাএ একই চুমুকে^{১১} কৈল পান ।
 সঙ্গের মনুষ্য সব আসি শাহা আগে
 কান্দি কান্দি কহিল বহল অনুস্রাণে ।

পৃথিবী মণ্ডলে কেবা দেখিছে হেন নর
 ব্যাঘ্র সিংহ প্রেত ভূত কিবা নিশাচর ।
 স্রচার শরীর বাক্য স্রুধার অবধি
 রক্তপান করে বিনি অপরাধে বধি ।
 শাহা সিকান্দর শূনি এহি বিবরণ
 ক্রোধে শোকে হৈল যেন উগ্র হতাশন ।
 আক্ষেপিল^{১১} বহল তুতিয়ানুস লাগি
 'নহে' স্থানে পাঠাইয়া হৈল বধ ভাগি ।
 ব্যাঘ্রহ না খাইব দেখি এহেন মুরতি
 পশুর অধম জঙ্গী নহে নর জাতি ।
 মহাক্রোধে সেই ক্ষণে সংগ্রাম ইচ্ছিল
 ধৈর্যবস্ত্র নুপ মনে বিমর্ষ রহিল ।
 ধৈর্য হোস্তে কার্য সিদ্ধি পরবল ভঙ্গ
 অধীরতা বুদ্ধ যেন অগ্নিতে পতঙ্গ ।
 বুদ্ধি বল সমাগমে শত্রু পরাজিব
 বিধি পরসনে ধার পশ্চাতে শূধিব ।
 সে দিবসে বুদ্ধ মাত্র অল্প সমাধান
 সামর্থ্যে জঙ্গীর সৈন্য রুমি ত্রাসমান ।
 সিকান্দর 'বলে' উপজিল মহাভীত
 মনুষ্য ভক্ষক নাম শূনিয়া ত্রাসিত ।^{১২}
 জঙ্গী সবে হরিষে কহন্তু বারেবার
 বিধি আনি মিলাইল সম্পূর্ণ আহার ।
 চরে আসি কহিল এথেক বিবরণ
 শূনি সিকান্দর শাহা চিন্তাবুক্ত মন ।^{১৩}
 মহাপাত্র আরম্ভে ডাকিয়া তুরিত
 বিমসিলা কোন্ কার্য করিতে উচিত ।
 প্রণাম করিয়া বুদ্ধিমন্ত পাত্রবর
 স্তুতি ভক্তি করি কহে শাহার গোচর ।

যন্তপি শাহার ভাগ্য অবিরত জাগে
 তথাপিহ এ বাক্য সন্দেহ মনে লাগে ।
 মনুষ্য মারএ নাম শুনিলেস্ত রাএ^{১৫}
 তাত শতগুণ ত্রাস মনুষ্য যে খাএ ।
 সংগ্রামেত হস্ত কাঁপে কাতর যে জন
 ধৈর্য ধরি কর এবে^{১৬} উপাএ রচন ।
 ক্রমি নর ভঞ্জে হেন জানাও উপাএ
 যেন ক্রমি জানিল জঙ্গীএ নর খাএ ।
 সেই মত ত্রাসিত হইব জঙ্গী বল
 বিচারিয়া নৃপ আগে कहিল সকল ।
 চর প্রতি আজ্ঞা দিল। শাহা সিকান্দর
 জন কথ জঙ্গীরে ধরিয়া আনিবার ।
 আজ্ঞা পাই চরগণ করিয়া যন্তন
 ধরিয়া আনিল যত্রে জঙ্গী কথ জন ।
 ক্রম নৃপ সাক্ষাতে জঙ্গী যদি^{১৭} গেলা লৈয়া
 একুটি কুটিল মুখ মহাক্রুদ্ধ হৈয়া ।
 कहিল এসব বান্ধি রাখহ এথাএ
 আজি খাইতে মার এক হষ্টপুষ্ট কাএ ।
 আজ্ঞা অনুরূপে বান্ধি সবাকে রাখিলা
 পুষ্ট জন সংহারিয়া^{১৮} মস্তক কাটিল ।
 খণ্ড খণ্ড করিল আজ্ঞা অনুরূপ
 দেখি সব জঙ্গীগণ হৈল স্তব্ধ রূপ ।
 স্থপকার ডাকিয়া कहিলা নৃপবর
 এহি সব মাংস গাড় মহীর অন্তর ।
 ছাগলের মাংস বান্ধি আনহ এথাএ
 জঙ্গী সবে জানউক নর মাংস খাএ ।
 এথ শূনি অজ্ঞা মাংস বান্ধি স্থপকার
 আনি দিল। শাহা সিকান্দর গোচর ।

সিকান্দর সেই মাংস আতি করি খাএ
 হস্তে ধরি দস্তে টানি মস্তক দোলাএ ।
 জঙ্গী ভাবে কহে নৃপ নৃপকার ঠাই
 এমত স্বাদ মাংস কভু নাহি খাই ।
 যদি মুঞি জানিতুম এ মাংস এথ স্বাদ
 নিত্য নিত্য ভক্ষিয়া পুরিতুম মন সাধ ।
 এ বোলিয়া বিবতিয়া দিল কথ জনে
 সবে বোলে হেন স্বাদ নাহি ত্রিভুবনে ।
 দেখি জঙ্গী সব গীয়ে উড়িল পরাণ
 আন্ধি সব এহি গতি আছএ নিদান ।
 নিজ ভাষে ইঙ্গিতে কহিল। রক্ষকেরে
 শিথিলে রাখহ যেন পলাইতে পারে ।
 সময় পাইয়া জঙ্গী ধাইল সত্বর
 কহিল স্বভাস্ত গিয়া নৃপতি গোচর ।
 আন্ধি সব কার্যহেতু পশ্চক্রমে ঘাইতে
 দৈব গতি বন্দী হৈল রুমি নর হাতে ।^{১৮}
 রুম নৃপ সিংহ ব্যাঘ্র জিনি অজগর
 তিলেকে খাইল জঙ্গী পুষ্ট এক নর ।
 কাঁচা পাকা মাংস হেন আতি করি খাএ
 যেন মিষ্ট ফল ইক্ষু সর্করা চিবাএ ।
 এথ শূনি জঙ্গী সব ত্রাসে কম্পমান
 হেন জন হস্তে কার রহিব পরাণ ।
 যেন রুমি তেন জঙ্গী চিন্তে অগ্রে অগ্র
 ত্রাস যুক্ত হইয়া রহিল দুই সৈন্য ।
 আর দিন প্রভাতে সাজিল দুই দল
 নানা বাণ্ড শব্দ হৈল মহা কোলাহল ।
 দুমদুমির মহাশব্দ উঠিল গগন
 নানা বর্ণে বানা ছত্র ঢাকিল তপন ।

ইশাফিল ফুকে প্রাণ ফুকিল কর্ণাল
 ভেরীকুল শব্দে স্বর্গ বসু হু^{১২} কাল ।
 ঢাক ঢোল দগর বাজাএ বর্ণে বর্ণে
 ভূমি তোলপাল শব্দে তালি লাগে কর্ণে ।
 শিজা ডেউরের শব্দ অতি ভয়ঙ্কর
 শুনিয়া কম্পিত ধরাধর থর থর ।
 অশ্ব হস্তী উট গণ্ডার খচ্চরের^{১৩} রবে
 বীর সিংহনাদ সুরাসুর পরাভবে ।
 শ্যামবর্ণ জঙ্গী যেন বৃক্ষ উচ্চতর
 বিকৃত শরীর অঙ্গ দেখি লাগে ডর ।
 বহুবিধ বন্দুক ধনু শর হাতে
 কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ ভূমি গতে ।
 এক চাপে তীরগুলি ক্ষেপে মহাবেগে
 মহা বলে রুমি যুদ্ধে পড়িছিল আগে ।
 দুই দিকে সৈন্ত বৃহৎ করি সপূরণ
 দুই দিক সৈন্ত উঠি আরঙিল রণ ।
 দুই দিক হোস্তে দুই মেঘ গজিল
 অগ্নির সমুদ্র দুই যেন উথলিল ।
 জঙ্গী রুমি যুদ্ধ করে হইয়া মিশামিশি
 একদিকে অন্ধকার আর দিকে শশী ।
 বায়ু বেগে অশ্বরে হানিয়া দড় ছাট
 মহারণে হানাহানি করে দুই ঠাট ।
 গোলাগুলি মহাশব্দ ধনুর টঙ্কার
 বীরকুল সিংহনাদে বোলে 'মার মার' ।
 ভুত ভয়ঙ্কর শব্দ কর্ণে নাহি শূনি
 শ্বেত শ্যাম দুই বর্ণ মাত্র চিনাচিনি ।
 সৈন্তচর মেঘ ঘোর শব্দ^{১৪} গর্জন
 গোলাগুলি তীর বজ্রঘাতে বরিষণ ।

চমকএ শেল খড়্গা সৌদামিনী সম
 রক্ত শ্রোত মাংস মেদ-মজ্জাএ কর্দম ।
 এই মতে সংগ্রাম বাঝিল অতিশএ
 কায় না হইল কিছু জয় পরাজএ ।
 রুমি সবে উচ্চধ্বজ^{২২} আরোপিল স্থির
 মধ্যে সৈন্ত রহে সিকান্দর মহাবীর ।
 গিরিসম মহাবাহু^{২৩} করিয়া সূসাজ
 সেই মতে মধ্যে সৈন্ত আছে জঙ্গীরাজ ।
 ক্ষেপে শান্ত হই রহে দুই দিক সৈন্ত
 ক্ষেপে যুদ্ধে প্রবেশএ হই অগ্ৰগণ্য ।
 তবে এক জঙ্গী বীর অতি মহাকাএ
 কটোরাক মুণ্ড যেন তাম্বকুণ্ড প্রাএ ।^{২৪}
 বিকৃত বদন দন্ত তেরচ বহর
 থোপা থোপা বক্র কেশ মুতি ভয়ঙ্কর ।
 হস্তীশুণ্ড সম কর চরণ কর্কশ
 বজ্রের দোসর অঙ্গ সহজে নিরস ।
 জোরচা তাহার নাম মহা বলবন্ত
 হস্তীর পঞ্জর ভাঙ্গে উফারএ দন্ত ।
 জঙ্গী ভাষে বহু দর্পে বাথানে আপনা
 শীঘ্রে আসি যুবহু মরিবে কোন্ জনা ।
 জোরচা মোহোর নাম কুঞ্জর পাছার
 এক ঘাএ ভাঙ্গি শিলা পর্বত-পাহাড় ।
 সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী যদি আইসে মোর আগে
 লীলাএ সংহারি তিল ব্যাজ নাহি লাগে ।
 বজ্রসম অঙ্গ মোর লৌহময় বর্ম
 হীরা-লগ্ন বহু অস্ত্রে^{২৫} কি করিব কর্ম ।
 সগর্ব সাহসে যদি করি কোন কাম
 কিবা দেব কিবা নর কাকে না ডরাম ।

বড় বড় বীরের^{২৬} কাটিয়া খাঁও মক্ষা
 সহজে মনুগ্র ভক্ষ্য তাহে কিবা লক্ষ্য ।
 এ বোলিয়া দাওাইল ভুরু উলটিয়া^{২৭}
 মহা দর্পে ডাক ছাড়ে যুদ্ধ দেও আসিয়া ।
 রুম অশ্বার এক মহাসাহসিক
 তাহার হাঙ্কার নারে সহিতে খানিক ।
 অগ্নিতে পতঙ্গ সম উড়িয়া পড়িল
 এক ঘাএ জঙ্গী তার শির ছেদ কৈল ।
 আর এক বীর আইল প্রতাপ প্রচণ্ড
 আসিতে তাহারে জঙ্গী কৈল দুই খণ্ড ।
 উগ্রবায়ু প্রাএ আইল আর এক রুমি
 আসিতে পেলিল জঙ্গী শির তার ভুমি ।
 এহি মতে মারিল সত্তর মহাবীর
 ত্রাসে আসি নহে কেহ তার আগে স্থির ।
 সর্ব লোকে অদ্ভুত দেখিয়া হৈল ধ্বংস
 রাহএ গ্রাসিল যেন পুণিয়ার চন্দ্র ।
 টলমল দেখিয়া আপনা দিক সৈন্ত
 মধ্যে থাকি সিকান্দর হৈলা অগ্রগণ্য ।
 উত্তাকর (?) জিনি রাজ অশ্ব আভরণ^{২৮}
 লৌহময় বর্ম অঙ্গে বিচিত্র ভূষণ ।
 ইয়ামনী কৃপাণ কক্ষে দোলে মনোহর
 ধনু-শর আদি অস্ত্র গুরুজ সফর ।
 রতন মণ্ডিত 'জিন' বায়ু গতি 'হয়'
 শীঘ্রে আরোহিয়া সিকান্দর মহাশয় ।
 হস্তী দেখি সিংহ যেন মহা বেগে ধাইল
 শর প্রাএ^{২৯} ছেল দণ্ড করে ভ্রমাইল ।
 অশ্বরে হানিয়া ছাট যেন বজ্রাঘাত
 নয়ন মুটকি আইল জঙ্গীর সাক্ষাত ।

ହାତୀସ୍ନିଗା ବୋଲେ ଧୁନ ବୁଦ୍ଧ କାକ ସୀର
 ଆଇଲ ସୁବକରାଜ ରଣେ ହଠ ସ୍ଥିର ।
 ଯଦି ବା ନା ଧାଓ ଆଜ୍ଞି ଛାଡ଼ି ରଣ ଭୂମି
 ନିଜ୍ଜ ମୁଖ ପୁନି ନିରୀକ୍ଷିୟା^{୧୦} ଦେଖ ତୁମ୍ଭି ।
 ରହ ବା ପାଲାଓ ତୋର ଦୈବେ ମୁଖ କାଳା
 ଆଇସହ ସୁରଜ କରମ ତବେ ହୈବ ଡାଳା ।
 ମୋର ଧଡ଼ଗ ଛେଳ ଧରେ ଦର୍ପଣେର ଜୁତି
 ତିଲେକେ ଧଣ୍ଡିବ ତୋର କୁଂସିତ ମୂର୍ତ୍ତି ।
 ତୁମି ଶ୍ରାମ ନିଶି ଆଜ୍ଞି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାତ
 ଦରଶନ ମାତ୍ର ଭଞ୍ଜ ହୈବ ସହସାତ ।
 ଏ ବୋଲିୟା ସହସ୍ରିଷେ ବାଉଁ^{୧୧} କରି ଭର
 ଅଳକ୍ଷିତେ ମାରେ ଗଦା ମନ୍ତ୍ରକ^{୧୨} ଉପର ।
 ସର୍ବଜନେ ଭାବେ ମନେ ଗିରି ଉପାଡ଼ିଲ ।
 ବଞ୍ଚସମ ସାତେ ଜଞ୍ଜୀ ଭୂମିତ ପଡ଼ିଲ ।
 ଅସ୍ଥି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହଇ ମଞ୍ଜା ଛିଞ୍ଚି ପଡ଼େ ଦୂରେ
 ଦେଖିୟା ଜଞ୍ଜୀ କୁଳ ପ୍ରକମ୍ପେ ଥର ହରେ ।
 ଜୋରାଚା ପଡ଼ିଲ ଦେଖି ହଇ କ୍ରୋଧ ମନ
 ମହା ଦର୍ପେ ଆର ଜଞ୍ଜୀ ହଇଲ ଆଞ୍ଜ୍ଞାନ ।
 ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧ ସମ ଜଞ୍ଜୀ ଦେଖି ଲାଗେ ଭୟ
 ଦର୍ପ କରି ଆଇଲ ବେଗେ ଧାବାଇୟା ହର ।^{୧୩}
 କାଳ ସର୍ପ ପ୍ରାୟ ଗଞ୍ଜି ଆସି ତୁରମାନ^{୧୪}
 ପ୍ରଥମେ ଶାହାର ଅଙ୍ଗେ ହାନିଲ କୁପାଣ ।
 'ମାରିଲ ମାରିଲ' କରି ମହାଶବ୍ଦ କୈଳ
 ବଞ୍ଚସମ ବର୍ମ ଧଡ଼ଗ ଉଫାରିୟା ପୈଲ ।^{୧୫}
 ସେହି ସାଓ ସହି ଶାହା ହାନିୟା କୁପାଣ
 ନିମିଷେ ଜଞ୍ଜୀରେ କାଟି କୈଳ ଧାନ ଧାନ ।
 ଆର ଜଞ୍ଜୀ ଆଇଲ ମହାପ୍ରୋତ ସମତୁଳ
 ଆପନାର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ^{୧୬} ବାଧାନେ ବହଲ ।

পর্বত উফারিতে পারম তারা জুতি ধরি
 অনায়াসে মুণ্ড ছিণ্ডি মারি মত্ত করী ।
 নীল সিদ্ধু পি'তে পারে'। একহি চুমুকে
 কে আছে হৈতে স্থির মোহোর সমুখে ।
 কহিতে কহিতে আসি হইল ঘনান'৭
 দুই খণ্ড কৈল শাহা হানিয়া কৃপাণ ।
 তথোধিক হুটপুট আর জঙ্গী আইল
 নয়ান মুটুকি শাহা মত্তক কাটিল ।
 মহা অশ্ব আইলেক তথোধিক বীর
 বার্তা না পাইয়া শাহা কাটি পাড়ে শির । ৮
 এহি মতে জঙ্গী রূপে বাছিয়া বাছিয়া
 যথ যথ'১০ মহাবীর দিল পাঠাইয়া ।
 ঈশ্বর স্মরিয়া নিজ ভাগ্য লক্ষ্য করি
 একসর সংহারন্ত শত সংখ্য বৈরী । ১০
 সন্ধ্যাবধি যথ বীর আইল শাহা পাশে
 ভুজ বলে সকল মারিল অনায়াসে ।
 অবশেষে ত্রাসে কেহ না আইল সমরে
 জয়বাপ্ত বাহি শাহা ফিরি আইল ঘরে ।
 রূপতি সাহসে আনন্দিত রুমিগণ'১১
 ত্রাস পাই জঙ্গীকুল বিষম বদন ।
 প্রচণ্ড তেজস্বী'১২ রবি যদি গেল অস্ত
 কোন্দল ভাঙ্গিল চন্দ্র শীতল মধ্যস্থ ।
 পূর্বের নিয়মে চৌকি প্রহরী রাখিয়া
 যার যেই শিবিরে রহিল শান্ত হৈয়া ।
 শাহা জ্বোলকর্ণ'১৩ বাস্তব নট গীতে
 সমস্ত রজনী গোঞাইল হরষিতে ।
 রজনী প্রভাতে যদি উগিল তপন
 সিকান্দর পরিলেক যুদ্ধ আভরণ ।

সর্ব সৈন্ত সাজাইয়া পাঠাইল। যুদ্ধে
 পূর্বের নিয়মে আপে রহিলেক মধ্যে ।
 সৈন্ত বৃহৎ করিয়া দক্ষিণে বামে স্থিতি
 গিরিসম অতুলিত মহামহা বীর ।
 জঙ্গী সব নিয়মিত চমকি রহিল
 নানা অস্ত্র ধরি সবে রণে প্রবেশিল ।
 দক্ষিণে হাবসী রাখি বর্ষরী যে বামে
 জঙ্গীরাজ আপনে রহিল মধ্য ঠামে ।
 নানা বাত্ম ঘোর শব্দ পূরিল গগন
 ত্রাসে ধাঞ প্রেত ভূত পশুপক্ষীগণ ।
 কর্ণাল বিগুল ভেরী অলেখা ফুকিল
 জগ পন্নিবাজ হেন সকলে মানিল ।
 বহুবিধ গোলাগুলি শরের সন্ধান
 পড়িল অলেখা সৈন্ত নাহি পরিমাণ ।
 পুনি মিশামিশি যুদ্ধ হৈল বহুতর
 ছেল খড়্গ গদা আদি গুরুজ সফর ।
 চমকে কৃপাণ যেন বিজলি তরঙ্গ
 দশ পড়ে বিশ আইসে কেহ না দেএ ভঙ্গ ।
 মহাকায়া জঙ্গীসব অঙ্গ ধর্ম^{৪৩} সম
 কোমল শরীর কমি না সহে বিক্রম ।
 দেখি শাহা সিকান্দর সঙ্কট ভাবিয়া
 গজ মধ্যে সিংহ যেন পশিল আসিয়া ।
 জঙ্গীকুল বাহিনী সমুখে হৈয়া স্তৈর
 এক বাণে ভেদে পঞ্চ সপ্ত^{৪৫} মহাবীর ।
 এক অর্ধচন্দ্র বাণে পঞ্চ সপ্ত^{৪৬} ছেদে
 সূচী মুখে হস্তী হয় জল প্রাএ ভেদে ।
 টোন হোস্তে শর লৈতে লখন না যাএ
 পষ্ঠাপষ্ঠে^{৪৭} শর বৃষ্টি সম লাগে গাএ ।

বীর মুণ্ড পড়ে বেন বন্ধ হোন্তে তাল
 আচম্বিতে জঙ্গী সৈন্তে উপস্থিত কাল ।
 তিল অর্ধে বিনাশিল শত সংখ্য বীর
 ব্রগেন্দ্র দেখিয়া বেন পশু নহে স্থির ।
 অগ্নগণ্য যথ সৈন্ত ভঙ্গ দিল রণে
 অন্ধকার ছারখার সূর্য-দরশনে ।
 পাছে পাছে অশ্ব ধাবাইয়া সিকান্দর
 অতি ক্রোধে জঙ্গী কুল কাটএ বিস্তর ।
 পালঙ্কর নামে জান হাবসী রূপতি
 দেখি শাহা জোলকর্ণ আসে শীঘ্র গতি ।^৮
 মহাবীর সবেরে কহিল রূপবর
 উত্তম আহাৰ আইল আশ্চার গোচর ।
 সবে মিলি একত্র হইয়া দেও রণ
 কিবা ধর কিবা মার বিজয় লক্ষণ ।
 যুদ্ধ ভেদে অঙ্গে পৈরাইয়া^৯ জঙ্গী রাএ
 বর্ম চর্ম^{১০} সিফর হাজার মেখি (?) গাএ ।
 মস্তকের টোপ পরে পত্রের গঠিত
 বলকে তপন তাপে দর্পণ চরিত ।
 দিব্য খড়্গ ছেল গদা চর্ম ধনুঃশর
 গুব্বজ সিফর আদি মুঘল মুদগর ।
 নানা অস্ত্রে বায়ুগতি অঙ্গে আক্রোহিল
 আপনি দাণ্ডাই বীরগণে আদেশিল ।
 সবে মিলি মণ্ডলী করিয়া বেড়ি ধর
 ধরিতে না পার যদি তবে প্রাণে মার ।
 আজ্ঞা পাই বীরগণ ধাইল সফর
 যে আইসে চাবুক^{১১} প্রাএ হানে সিকান্দর ।
 সে সবেৰ দুই মর লক্ষে একসর
 আসিতে না পারে কেহ শাহার নিরুড় ।

ভক্ত দিল জঙ্গী সৈন্ত ভয় পাই অতি
 সিংহ পাশে আসিতে গজের কি শক্তি ।
 সৈন্তভক্ত দেখি মনে বহু চিন্তা করি
 আশু হৈল পালঙ্কর বীর দর্প করি ।^{৫২}
 বুলিল আসিছি সিংহ ক্ষেপে হও স্থির
 দেখিব কেমন তুমি বলবন্ত বীর ।
 সিংহ গন্ধে হস্তী আদি পশু দেএ ভক্ত
 দুই সিংহ হৈলে বাঝে সংগ্রাম তরঙ্গ ।
 ক্ষুদ্র বলে জিনি গর্ব না ধরিও মনে
 পালঙ্কর সিংহ হেন বুঝিবা এখনে ।
 তোম্মার আত্মার যুদ্ধ সমুচিত হএ
 এবে সে বুঝিবা মাত্র জয় পরাজএ ।
 তোম্মার চরিত্রে আত্মি না হই চঞ্চল
 কেমন পৌরুষ পরাজিয়া ক্ষুদ্র বল ।
 শাহা সিকান্দর বোলে অতি ক্রুদ্ধ হৈয়া
 শক্তিহীন থাকে মাত্র, আপনা রাখিয়া ।
 কদাচিত না বাখ্যানে উত্তমে আপনা
 সংগ্রামে পশিলে ব্যক্ত হৈব বীরপনা ।
 তুমি সিংহ বোল আত্মি হস্তী বর্ণ দেখি
 আপনাকে রাজা^{৫৩} হেন বোলে কাক পক্ষী ।
 শাহার বচনে জঙ্গী অতি ক্রোধ হৈয়া
 অশ্বরে হানিয়া ছাট বেগে ধাবাইয়া ।
 শাহা শিরে শীঘ্রে খড়্গ হানিলেক কোপে
 উফরি পড়িল খাণ্ডা শাহ'র পত্র টোপে ।^{৫৪}
 সিকান্দর মহাক্রোধে কৃপাণ হানিল^{৫৫}
 বর্মে লাগি জঙ্গী অঙ্গে প্রবেশ না হৈল ।
 মিশামিশি দুই রূপ হৈল মহারণ
 স্তম্বিত হইয়া চাহে^{৫৬} মথ সৈন্তগণ ।

ভূষণ্ডি তুঙ্গুর ফাল গুরুজ সিফর
 পরশু মুদগর অস্ত্র নারোচ তোমর ।
 শিক্ষা অনুকূলে যুদ্ধ করে দুইজনে
 পালাঙ্গর ঘাও শাহা উড়াইল রণে ।
 সিকান্দর যথ হানে লাগে জঙ্গী গাএ
 বর্ষ লাগি না ফুটে শরীরে বাথা পাএ ।
 বিকল হৈল অঙ্গ বিক্রম শীতল
 হেন কালে সূর্য অস্তাচল লঙ্ঘিল ।
 পালাঙ্গর বুলিল শুনহ বীরবর
 নিশি হৈল চল গৃহে প্রভাতে সমর ।
 হাসি বোলে সিকান্দর তোর এহি ইচ্ছা
 মাত্র এহি নিষেধেত বাক্য নহে মিছা ।
 কিন্তু তোম্মা অঙ্গ দেখি শ্যাম নিশি প্রাএ
 দেখিতে দিবস মুখ রজনী পালাএ ।^{৫৭}
 প্রভাতে সমর দড়াইয়া দুইজন
 করিলা^{৫৮} বাহার যেই শিবিরে গমন ।
 মজলিস নবরাজ রসের^{৫৯} সাগর
 যার গুণ প্রকাশিত^{৬০} দিগদিগন্তর ।
 তাহান আরতি হীন আলাউলে গাএ
 আশু যশ ধনপুণ্য বাড়ুক সদাএ ।
 আইস গুরু দেও কালিকার বাকি সুরা
 নাশিরা কদর্য হৌক জ্ঞান জ্যোতিপূরা ।

২০. ॥ প্রভাত : যুদ্ধারম্ভ ॥

। দীর্ঘছন্দ ।

রজনী প্রভাত যদি স্নগীতল নীল 'দধি
 অগ্নিপূর্ণ কৈল গ্রহরাজ
 দুই ব্রহ্ম সৈন্ত চর উট খর যশ হর
 সাজি আইল রণক্ষেত্র মাঝ ।

শ্বেত-শ্যাম বক-কাক দুই দিকে লাখ লাখ
 গজাঘমুনীর দুই তীরে
 নানা^১ অস্ত্র বিভূষণ আফালন্ত শয়্যাসন
 সিংহনাদ করেন্তু গজীরে ।
 দুমদুমি কর্ণাল আস্ত্র নানা বর্ণে বাজে বাস্ত্র
 স্বর্গে তালি লাগে দেব কর্ণে ।
 স্বর্ণবর্ণ পাটনেত উপরে চামর শ্বেত
 বানা ছত্র উড়ে নানা বর্ণে ।
 সিকান্দর মহাশয় অঙ্গে বর্ম লোহময়
 শির 'পরে পত্রের টোপর
 তীর গুলি খড়গাঘাত প্রবেশ না করে তাত
 অশ্ব অঙ্গে জড়িত পাথর ।
 থরহরি লোহ লহি যেন আনলের জিহ্বা
 ত্রিশগজ দীর্ঘ হাতে ছেল
 খড়গ অতি তীক্ষ্ণ ধার নানা অস্ত্র লই আর
 বেগবন্ত অশ্বে আরোহিল ।
 সর্ব সৈন্ত করি সাজ নিঃসরিল রুমরাজ
 রণক্ষেত্রে আগে দাড়াইল
 রাবণের শক্তি যেন নিবারণ নহে তেন
 শূলপাণি হাতে যেন শূল ।
 পালঙ্কের সৈন্ত সাজি আরোহিয়া দিব্য বাজী
 না আইসএ পূর্বদিন ত্রাসে
 এক জঙ্গী মহাকাণ্ড বাছিয়া হাবসী রাএ
 পাঠাইলা যুদ্ধ প্রতিয়াশে ।
 শালবৃক্ষ সম জঙ্গী প্রেত মূর্তি শ্যাম রজি
 লোহময় মহাগদা লৈয়া
 হানিলেক দড় মুঠে বাহির হইল পৃষ্ঠে
 জঙ্গী পড়ে হস্ত প্রসারিয়া ।

স্নেহে হৈল অগ্রগণ্য চমকিত সর্ব সৈন্য
 অশেষে শাহার লাগিয়া
 ধাই ষাএ মহাবেগে আসিতে শাহার আগে
 সিকান্দর হস্তে ছেল লৈয়া ।
 হানিলেক দড় মুঠে বাহির হইল পৃষ্ঠে
 জঙ্গী পড়ে বাহ প্রসারিয়া
 তথোধিক মহাকায় শামগিরি খণ্ড প্রাএ
 আর জঙ্গী বিকৃত মূরতি
 পাঠাইল^২ পালাদ নর মায়ে গিয়া সিকান্দর
 ক্ষিতি 'পরে রাখহ অখ্যাতি ।
 শূল লৈয়া বীর সর্ব বহল করিয়া গর্ব
 আইল সিকান্দর মারিবার
 দুঃখিত হইয়া লোক মনে অতি ভাবে শোক
 চন্দ্র পাশে রাহর সঞ্চার ।
 সিকান্দর মহাবীর আসিতে কাটিল শির
 জঙ্গী পড়ে ভূমে কৌল দিয়া^৩
 সর্বলোক চমককার এখ 'ধিক নাহি আর
 অনাম্বাসে ফেলিল মারিয়া ।
 বহ বীর এহি মতে মরিল শাহার হাতে
 মুখ্য সব হৈল সংহার
 তিলে হয় প্রাণ নাশ সর্ববীর পাএ ত্রাস
 যুদ্ধে না নিঃসরে কেহ আর ।
 তবে শাহা সিকান্দর টুকাইয়া অশ্ববর
 প্রকাশিল বাণের তরঙ্গ^৪
 পড়িল বহল সৈন্য যথ ছিল অগ্রগণ্য
 পাছে সৈন্য ইচ্ছিলেক ভঙ্গ ।
 বাহিনী কাতর দেখি জঙ্গী মূপ মনে দুঃখী
 জাবি চিহ্নি পড়িছিল রণ

সিংহ দর্প সিংহ বিনে সহিতে না পারে আনে
ভবিতব্য বিজয় মরণ ।

সিকান্দর আগে আসি বোলে অন্ন কাষ্ঠ হাসি
তুন্নি আন্নি যুঝিতে নিয়ম
ক্ষুদ্র সব সেনা পাইয়া ঘন ঘন মার ধাইয়া
মোর আগে দেখাও বিক্রম ।

হাসি শাহা বোলে ভাল তুন্নি মহা সত্য পাল
প্রভাতে যুঝিতে নিয়মিত
দুই যাম হৈল বেলা পালাইয়া কথা গেলা
তোম্মা পাইলে আনে কিবা হিত ।

আপনি রহিয়া দূরে পাঠাইলা বারে বারে
বাছি বাছি বীরগণে রণে
যথ আইল সবে মৈল বাহিনী কাতর হৈল
না পারি আইলা তেকারণে ।

না ওনিয়া পরমাদ হইছে যুদ্ধের সাধ
তিল অর্ধে শূত্র হৈব দর্প
কথা কাক কথা বাজ কথা হস্তী যুগরাজ
কথা খগপতি কথা সর্প ।

এথ শূনি পালাঙ্গর বোলে আত্মরক্ষা কর
গর্ব সর্বনাশের লক্ষণ
অন্ন ধাবাইয়া বেগে আসি সিকান্দর আগে
করিলেক বাণ বন্নিষণ ।

চর্মধারী সিকান্দর নিবারিয়া তার শর
অর্ধচন্দ্র বাণে ধনু কাটে
লইল দোসর ধনু সে ধনু কাটিল পুনু
জঙ্গীরাজ পড়িল সঙ্কটে ।

মহা ছেল করে লইয়া সিকান্দর উদ্দেশিয়া
জঙ্গীরূপ সবলে ক্ষেপিল

মারিল টালের বারি ছেল গেল দূরে উড়ি
 পুন গদা মেলিয়া মারিল ।
 গুরুজ সিফর আদি মুঘল মুদগর ভেদি
 একে একে ক্ষেপিল সমস্তে
 এক না লাগিল গাএ পালাজ মোহ পাএ
 সবে আছে অসি খড়্গ হস্তে^৪ ।
 কপণের ধন প্রাএ রাখিল। না হানি গাএ
 বেগে আসে হাতে লৈয়া ফাঁস
 দেখি রুমি ত্রাস পাএ যেন রাহ গ্রহ ধাএ
 পূর্ণ চন্দ্র করিতে গরাস ।
 সিকান্দর প্রভু স্মরি নিজ ভাগ্য লক্ষ্য করি
 ত্রিশ গজ ছেল লৈল কর
 চমকে বিদ্যুৎ প্রাএ দেখি লোকে ত্রাস পাএ
 লোভাইতে^৫ কাশ্পে থরথর ।
 হানিলেক দড় মুঠে হিয়া ভেদি গেল পৃষ্ঠে
 জঙ্গীরাজ পড়িল ভূমিতে
 সিকান্দর মহামতি শীঘ্রে ধাই বায়ু গতি
 ছেল কাড়ি লৈল অলক্ষিতে ।
 নৃপতি ধরগীগত দেখি জঙ্গী সেনা যথ
 বিমুখে ধাইল বীরকুল
 পাছে পাছে রুমি সব করি নানা পরাভব
 নানা অস্ত্রে করএ নিমূল ।
 পড়িল বহল জঙ্গী খড়্গের তরঙ্গ রঙ্গি
 বাণে ঠোকাঠুকি ঘন ঘন
 রুমি কুলে পাইল জয় জঙ্গী সব হৈল ক্ষয়
 যে আছিল পশিল শরণ ।^৬
 সিকান্দর দয়াশীল অভয় প্রসাদ দিল
 কেহ কারে না করিও বল

যথ ছিল পাত্রগণ যুক্তি করি জনে জন
 আসিয়া ভজিল পদতল ।
 আজ্ঞা দিলা সিকান্দর দাগ দিতে শিরোপর
 জঙ্গী কুলে চিন রহিবার
 সেই হোস্তে জঙ্গীগণ শিরে দাগ সর্বজন
 শাহা আজ্ঞা মনে করি সার ।
 গুণী পালে গুণমন্ত্র দানে মানে স্মহন্ত
 নবরাজ মজলিস সজ্জান
 তান আজ্ঞা শিরে ধরি মনেত সাহস করি
 কবি হীন আলাউলে ভান ।^৭

২১. ॥ সিকান্দরের জয়লাভ ও ধন প্রাপ্তি ॥

জমকছন্দ/রাগ : কেদার/রাগ সুরি

জঙ্গী রূপ ভাঙারে যথেক দ্রব্য ছিল
 রণ ভূমে আনিয়া সকল পূর্ণ কৈল ।
 সিন্ধুক সহস্র সংখ্য পূর্ণ রত্ন সোনা^১
 একে একে তুলি আনে শত শত জনা ।
 শত শত নীলা মণি মাণিক্য কোটরী
 লক্ষ কোটি দিব্য মূল্য বহু রত্ন ভরি ।^২
 দুই খণ্ড তিন খণ্ড হেম রজতের স্তম্ভ^৩
 সহস্রে সহস্রে বস্ত্র গৃহের আরম্ভ ।
 রজতের খুটি মরকত পাট ধারী
 ঝরোকা তার বহু নবগিরি^৪ বরাবরি ।
 আগর চলন লক্ষ স্নগন্ধি পেটারী
 শতে শতে দিব্য গন্ধ কর্পূর কস্তুরী ।
 এসব বাহন হস্তী উট ঘোষ খর
 সহস্রে সহস্রে গাড়ী বহুল খচর ।
 মস্ত হস্তী দিব্য অশ্ব নানাবিধ অশ্ব
 সংখ্যা নাহি নানা বর্ণে নানা দেশী বস্ত্র ।

কোটি কোটি হেমতঙ্কা দ্রব্য বহতর
 পুণিত করিল আনি সকল প্রান্তর ।
 দেখি শাহা সেকান্দর মহা উল্লসিত
 একবারে হৈল মন নয়ন পুণিত ।
 স্বতকুল দেখি শাহা দয়ামন্ত হৈল
 এথ লোক নিঃস্বার্থে কিসকে বধ কৈল ।
 বলিতে না পারি তার দোষ নিজ দোষ
 কর্মলেখা অথও নিঃস্বার্থ মনে রোষ ।
 বেকতে হরিষ শাহা গোপতে ককণ
 মহাজনে ভাবে মনে বৈভব দাকণ ।
 এক কালে মিথ্যাজালে বাঝিয়াছে সর্ব^৫
 মিথ্যা ধন মিথ্যা জন মিথ্যা রাজ গর্ব ।
 সব জঙ্গীদেশ আর ফরাঞ্চি বর্বরী
 মিশ্র আদি সর্বদেশ নিজ বশ করি ।
 বিজয় করিয়া নিয়মিত করি কর
 রুমদেশ চলি আইল যেথা নিজ ঘর ।
 শ্রীযুত মহন্ত মজলিস নবরাজ
 পুণ্যকর্ম দানধর্ম মনোবাজ্ঞী কাজ ।
 সিকান্দর কথা শুনি মন হরষিতে
 জিজ্ঞাসিল কোন্ কর্ম করিল পশ্চাতে ।
 তাহান আদেশ-মালা পরি নানা ছন্দে
 হীন আলাউলে কহে পয়ার প্রবন্ধে ।

২২. । দারার সঙ্গে বিরোধের সূচনা ।

জমকছন্দ/রাগ : সূহি

অসার সংসার-সুখ হোন্তে দুঃখ লভে
 সেই ধনু যাহার কীর্তি রহে ভবে ।
 ফলবন্ত হোক মহা বৃক্ষ অনুপাম
 যার ছায়াতলে পারি করিতে বিশ্রাম ।

ক্ষেণে ফল হস্তে দেএ বৃক্ষ পত্রে শোভা
 ক্ষেণে ছায়া হোন্তে রক্ষা করে সূর্যপ্রভা ।
 ফলে ফুলে পল্লব বসন্ত পূর্ণকাল
 হেন তরু সূচাকু রহক চিরকাল ।
 ফল ছায়াযুক্ত বৃক্ষ হৈলে স্নশোভিত
 পরশু লাগাইছে হেন অসাধু চরিত ।
 জঙ্গীদেশ মারি শাহা মহা হরষিতে
 সপ্তদিন দান কৈলা মেহ রটি রীতে ।
 ভিক্ষুক হৈল ধনী আনের কিবা কথা
 হেমরত্ন বরিষণ কৈল যথাতথা ।
 আক্রাঝা সিদ্ধু তীর হোন্তে রোদ^১ নীল
 বাত্মধ্বনি কর্ণাল আকাশ পরশিল ।
 মিশ্রবাসী সন্তোষ করিয়া দানে মানে
 কথদিন বিগ্রামি আছিল সেই স্থানে ।
 যেই স্থানে বিগ্রাম করিলা মহামতি
 সেই স্থানে দেশ হইল সম্পূর্ণ বসতি ।
 বহল পাষাণ গৃহ ইট পাটিকাল
 নানা চিত্র বিচিত্র শোভিত অতি ভাল ।
 পশ্বে পশ্বে বসতি নিমিলা বহু ঘর
 পঞ্চধূলি সম ধন ছিওলা বিস্তর ।
 প্রথম সমুদ্র তীরে বসাইলা নগর
 অমরাবতীর তুলা^২ পরম সুল্লর ।
 মিষ্ট ফল জল কৃষি দিব্য সেই ঠাম
 ইসকান্দরী বলিয়া থুইল তার নাম ।
 রুম ইউনান ও নানাদেশ ইচ্ছাগত ভূমে
 তাহাতে ভ্রমে নৃত্যগীতে অনুক্রমে ।
 একদিন সিকান্দর মনে অনুমানি
 জিজ্ঞাসিলা 'ফলাতুন আরস্তরে আনি ।

জঙ্গীদেশ মারি বথ খন দ্রব্য পাইল
 নৃপতি সবেয়ে অনুকূপে বিবডিল ।
 দারা শাহা লাগি বহ বস্ত্র হেম রত্ন
 যোগ্যজন সঙ্গে দিয়া পাঠাইল যত ।
 বহ বহ হস্তী উট ভরি অশ্বর^১ কস্তুরী
 শত শত ভার পটুবস্ত্র জরদুরী ।
 রাশি রাশি রজত কাঞ্চন মনোহর
 শত শত গাঠি পূর্ণ চন্দন আগর ।
 অলপ বয়সী বহ পরম সুন্দরী
 সুন্দর বালক সব দিল সঙ্গে করি ।
 ইচ্ছিতে মরম বুঝে সেবাএ কুশল
 হাতী ঘোড়া ঘষ খর বহিল সকল ।
 মদমন্ত বায়ুগতি হেমরয়ে সাজি
 বহ বিধ পাঠাইলা বহ মূল্য বাজী ।
 আর নানা বহমূল্য বহ বস্ত্রজাত
 পাঠাইলা অনুরাগে দারার সাক্ষাত ।
 বহ মূল্য বহদ্রব্য পুঞ্জ পুঞ্জ দেখি
 নৃপতি দারার মন আগে হৈল সুখী ।
 অবশেষে মনে ভাবে হই বিষাদিত
 এখ খন পাঠাইছে মোহোর বিদিত ।
 আর নৃপ সবেয়ে পাঠাইছে অনুকূপ
 অলেখা পাইছে খন বুঝি নুরূপ ।
 মনে ভাবে শিশু হৈল অতি বলবন্ত
 মহাকায় জঙ্গীসব মারি কৈল অন্ত ।
 না বুঝি তাহার মনে কিবা ভাব আছে
 নতু গর্ব কি করে আশ্রয় সঙ্গে পাছে ।
 যাবত না হৈছে এখ 'মিক বল শক্ত
 ছলে তার গর্ব চূর্ণ করিবারে যুক্ত ।

না করিলে এমত পশ্চাতে নাহি ভাল
 সর্ব দিন সমানে না যাএ এহি কাল ।
 এথ ভাবি দ্রব্য জাত হেরে অনাদরে
 না দিল প্রসাদ কিছু রায়বার করে ।
 মধুর বচনে কিছু না দিল সংবাদ
 ফিরি আইল রায়বার পাই অবসাদ ।
 শাহা সিকান্দর আগে ভূমি চুষ দিয়া
 যথ ইতি রহস্য কহিল বিরচিয়া ।
 মনে ভাবে এথ ধন দিলু' নৃপ লাগি
 সন্তোষ না হৈয়া নৃপ কেন হেন রাগী ।^৫
 বুঝিলু' তাহান মনে জন্মিল কুভাব
 কপটের সঙ্গে প্রেম কিছু নাহি লাভ ।
 আত্মা প্রতি তার মন হইল বিরোধ
 তেওয়ারে মন মোর নহে তার বশ ।
 মনে মনে প্রচার আছএ হিতাহিত^৬
 গুপ্ত নহে ব্যক্ত আছে দর্পণ চরিত ।^৭
 এথ ভাবি মন দড় কৈল সিকান্দর
 নিশ্চয় দারার সঙ্গে রচিব সমর ।
 শ্যামল নাশিলু' এবে নাশিব ধবল
 আবলখ মিশ্রত সব করিব উজ্জল ।^৮
 যেন জঙ্গী মারিলু' মারিব খোরাসান
 কার শক্তি দাওাইব মোর বিজ্ঞান ।
 এথ ভাবি পূর্ব নিয়মিত যেই কর
 না দি' পাঠাইল^৯ দারার গোচর ।
 সভা বসি করে নিত্য যন্ত্র-বাস্ত গীত
 বঞ্চএ নানান স্বখে নির্ভয়^{১০} চরিত ।
 একদিন সিকান্দর চলিল অহেরে
 যুগয়া করিতে ফিরে পর্বত কন্দরে ।^{১১}
 ক্ষেণেক পর্বতে উঠে ধাবাইয়া হয়
 ক্ষেণেক প্রান্তরে যাই যুগ বিনাশর ।

তাথ এক পর্বতে উঠিল সিকান্দর
 বহু যুগ পশু^{১৩} ছিল তাহার অন্তর ।^{১৪}
 হেনকালে দেখে শাহা পর্বত কন্দরে
 বলবন্ত দুই হংস মহাযুদ্ধ করে ।
 গীমে গীমে পিটাপিট চকু খটখটি-^৫
 ঠেলাঠেলি হানাহানি পাখে ছটছটি ।
 কেহ কারে টানি নেয় আপনার ভিতে
 অস্ত্রে অস্ত্রে চকু ধরি টানে সেই মতে ।
 মহাক্রোধে দুই হংস চকু পাখে হানে
 মনুষ্য দেখিয়া ভয় না করন্ত মনে ।
 ধক হৈল শাহা যুগ-পক্ষী রণ দেখি
 আপনার নামে চিন কৈল এক পক্ষী ।
 রাখিলেক দোসর পক্ষী চিন দারা নাম
 বলাবল বুঝিতে রহিল সেই ঠাম ।
 কথক্ষণ দুই পক্ষী মহাযুদ্ধ কৈল
 সিকান্দর নামে চিন পক্ষী জয় পাইল ।
 দারা নামে চিন পক্ষী পড়িল ভূমিত
 প্রাণে মৈল ভঙ্গ না ইচ্ছিল কদাচিত ।
 সিকান্দর নামে পক্ষী জিনিয়া সমর
 উড়িয়া উঠিল উদ্দেশ' পর্বত শিখর ।
 হেনকালে এক বাজ আসিয়া তুরিত
 ধরি খাইল সেই হংস শাহার বিদিত ।
 তুষ্ট হই সিকান্দর অনুমান করে
 বিজয় হইব মোর দারার সমরে ।
 কিন্তু বাজে ধরি পক্ষী ভক্ষিল তৎকাল
 রাজভোগ মোহোর না রৈব চিরকাল ।
 সর্বত্রে বিজয় মাত্র স্নেহের কারণ
 চিন্তা নাই একদিন অবশ্য মরণ ।

এহি মতে জাবি শাহ। হুদিস আপার
 আর রাত্রা পাটল শুভাশুভ নুজিরার ।
 সেই পর্বতেত আছে শিলাগুহ এক
 অতি বড় উল্লু নাহি যার পশ্চতক ।
 যার যেই মনোবাছা পুছিলে সম্বর
 নিকপটে ৩ পাএ শুভাশুভের উত্তর ।
 সিকান্দরে ভাকি আনি এক জ্ঞানবন্ত
 জিজ্ঞাসিতে পাঠাইল। আপন বৃত্তান্ত ।
 পর্বত উপরে উঠে সেই মহাজন
 শুভু মরি উক্ক করে পুছিল। বচন ।
 নিঃসরিল শব্দ সিকান্দর পাইব জএ
 দারারে গ্রাসিব কালে জ্ঞানিও নিশ্চএ ।
 এ সব রহস্ত শুনি শাহ সিকান্দর
 মহানন্দে বনাস্তর তেজি আইল ঘর ।
 মহাসভা রচিয়া ডাকিয়া সর্বজন
 অপর্য্য বট রসে করাইল। ভোজন ।^{১৭}
 অসৌন্দর্য সরাবে সন্তোষিয়া চিত^{১৮}
 কহিতে লাগিল শাহ। নিজ কার্য হিত ।^{১৯}
 ত্রিভুজ-রক্ষক বলে মুঞি সিকান্দর
 লাগাইল শিরতাজ স্বর্গের^{২০} উপর ।
 লভ্য ভক্ষকেরে^{২১} কর কি লাগিয়া দিব
 আপনা কাহিল হেন কিসকে জানিব ।^{২২}
 দারা হোন্তে নহি আশি ধনে সৈন্তে উন
 তার আজ্ঞাপাল হৈলো বখা নাম জন ।
 তবে সেই তাজধারী মুঞি খড়গ ধারী
 খড়গ হোন্তে তাজপাট কাড়িবাত্রে^{২৩} পারি ।
 যদি বা বহল সৈন্ত আহএ তাহার
 রক্ষিতা আহএ মোহ এক করতার ।

আশঙ্কায় বিজ্ঞান শিষ্ট^{১৪} নয়াল চরিত
 বুদ্ধি মোক্ষ প্রবল সামর্থ্য এক চিত্ত ।^{১৫}
 দুই চিত্ত এক হৈলে জ্ঞান প্রবর্ত
 অন্যকরে কেবা কাম হএ পুরাত ।^{১৬}
 জ্ঞান করোক^{১৭} হএ যদি প্রবল লজাট
 শত্রু হোন্তে কাড়ি লৈতে পারি রাজ্য পাট ।
 হইলে দারার হেটে জীকনে কি কাজ
 তার করলে^{১৮} বোলি ঘোষে সর্বরাজ ।
 তুমি সব মহাবুদ্ধি বৃদ্ধ কার্য রীত
 পদন্তর দেও মোরে যে হএ উচিত ।
 এত শূনি সকলে করিয়া আশীর্বাদ
 বিধি পূর্ণ করোক পুরোক মন সাধ ।^{১৯}
 আমি সব স্থানে জিজ্ঞাসিল মহামতি
 কহিব মনেতে যেই আইসএ সুকৃতি ।
 যেই আজ্ঞা কৈলা শাহা সব চিত্তে লাগে
 চীন^{২০} স্থানে দারা নিয়মিত কর মাগে ।
 বলে ঈদন নহ তুমি দারা রূপ হোন্তে
 তুমি যেই করিছ, নহি দেখিছে জানে ।^{২১}
 নিজ ভুজ বলেত শাসিল জঙ্গীরাজ
 কোন রূপ শাহা সে করিছে হেন কাজ ।
 বিশেষ তোমার বল ধীন ইসলাম
 দেব আগে ভূতপ্রেত কি করিব কাম ।
 তুমি খড়্গধর দারা কটোরা গ্রাহক
 তুমি সচেতন সেই সতত মাদক ।
 তুমি ভ্রাম্যন্ত সেই অস্ত্র অধিকারী
 তুমি ধর্মপীল সে অধর্ম মনধারী ।
 দান হোন্তে জগত পুণিত তোমা নাম
 কৃপণ জনের কোথা সিদ্ধ মনকাম ।

এ লাগিয়া সিংহ যুগরাজ নাম পাএ
 নিজ ভুজ বলে বহু অতিথি ভুজাএ ।
 বহু রাজ্য ধনে নহে বিজয় লক্ষণ
 সাধু স্বস্তি শুভ কীর্তি সিদ্ধির কারণ ।
 মনুষ্য কুলেতে জন্ম হইছে যে সকল জন
 মনুষ্যতা থাকিলে সে সাফল্য জীবন ।
 কৃপাল জনের কার্য লোক আশীর্বাদ
 সর্বথা কুশল হএ বিধি পরসাদ ।
 যথা ধর্ম তথা জয় কভু নহে আন
 শূদ্ধভাবে সদা লাভ সর্বত্র কল্যাণ ।
 অবশ্য তোমার জয় সর্ব মতে দেখি
 'জয়-ভঙ্গ' বিচারি চাহিলু' সব লেখি ।
 জঙ্গী-যুদ্ধে বিচারিয়া পাইল যে মত
 দারা সঙ্গে নামে নামে দেখিএ তেমত ।
 যেন মেঘ স্রোত জলে না লড়এ গিল্লি^{৩৭}
 শিশির সমান বিস্মু কি করিতে পারি ।^{৩৮}
 যেই সিংহ হস্তী মারি গর্ব চূর্ণ করে
 কুরঙ্গ শশকে তারে কি করিতে পারে ।
 কিন্তু তুমি নিজ পাটে স্থখে বসি থাক
 শত্রুর চরিত্র আগে ভাল মতে দেখ ।
 ধৈর্য্য ধরি থাক তুমি শীঘ্রতা^{৩৯} তেজিয়া
 অবশ্য এথাতে সেই আসিব সাজিয়া ।^{৪০}
 দূর পশ্বে মহাকণ্ঠে শ্রান্তমস্ত সৈন্য
 অনায়াসে মারিব হইয়া^{৪১} অগ্নগণ্য ।
 পাত্র সব বচন শুনিয়া সিকান্দরে
 জয়ভঙ্গ' বিচারি চাহিল নিজ করে ।
 দারার নিম্ন কর না দি পাঠাইয়া
 নানা স্থক করে নিজ পাটেতে বসিয়া ।
 আইস গুরু দেও সুরজিন মধুজল
 কদর্য খণ্ডিয়া চিস্ত হউক নির্মল ।

২৩. ॥ দর্পণ আবিষ্কার ॥

জমকছন্দ/রাগ : কেদার

এবে অবধান কর, শুন বৃদ্ধজন
 যেন মতে সিকান্দর জন্মাইল দর্পণ ।
 সেই ধন্য যার ভবে রহে শুভ দিন
 দেখ এই জীবন না রহে চিরদিন ।^১
 শুভাশুভ কীতি লেখা কর্ম নিরোজিত
 শুভ কর্মে শুভ নাম রহে পৃথিবীত ।
 কষ্ট পাইলে মহাজনে না করে শোচন
 শ্রাম ঘনাস্তরে আছে স্বেত^২ বরিষণ ।
 তিজ্ঞ বস্ত্র ঔষধ ভক্ষণে কবে গুণ
 দুঃখ পাইলে সজনে সূকর্মে নহে উন ।
 পাটে বসি সিকান্দর বঞ্চে নানা সূখ
 জুতির্ময়^৩ খড়্গেত দেখিল নিজ মুখ ।
 মনে ভাবে নিজ মুখ দেখন না যাএ
 আত্ম-পরিচয় হেতু রচিব উপাএ ।
 হাকিম সবে সঙ্গ সৃষ্টি স্থির করি
 স্রবণ রজত তাম্র পিতলাদি করি ।
 নানা ধাতু ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রিতে চাহিল ।
 সার পাত্র লৌহময় জ্যোতির্মন্ত পাইল ।
 দীর্ঘে দীর্ঘ মুখ দেখি পাথালে পাথাল
 মণ্ডলী আকারে শোভামুক্ত^৪ হৈল ভাল ।
 আছিল রসসম নামে কর্মকার এক
 সেই গঠি জ্যোতি দিয়া দেখাইল পরত্যেক ।
 পূর্বেতে না ছিল জগে দর্পণ প্রচার
 সিকান্দর হৈতে হৈল এ কর্ম সঞ্চার ।
 শেষে নানা ভাতি কৈল বুদ্ধিমন্ত জনে
 কাচে কাচে চারি কোণে ফটকে পাষণে ।^৫

অন্ধকার লোহারে উজ্জ্বল জ্বুতি করি
 নাম খুইল আপনে আরনা সিকান্দরী ।
 যদি আসি পড়িল প্রথমে শাহা দৃষ্টি
 হক্কে^৬ লই এক চুম্ব দিল তার পৃষ্টি ।
 এবেহ দর্পণ হৈলো জ্ঞানী করগত^৭
 চুখি পালে সিকান্দর নবীর স্নহত ।
 স্নহদান^৮ কর গুরু দর্পণের জুতি
 খাইতে যেকত হোক আপনা মুরতি ।

২৪ ॥ দারায় রায়বার ॥

জমকছন্দ/রাগ : ভাটরাল

ছলবল হোন্তে হস্ত খুইতে উচিত
 ছলেবলে যেই করে সমস্ত কুংসিত ।
 মহাজনে সংসারেত না বান্ধএ মন
 শূদ্ধভাবে আছে পূর্ণ স্বেধের লক্ষণ ।^১
 সংসারে আপনা ধার কাকে না এড়িব
 বিন্দু বিন্দু দিয়া পাছে ভারে ভাবে লৈব ।
 এথ ভাবি স্বেধ, পুণ্য ধর্মে কর মন^২
 এহি তিন বিনে আর সব অকারণ ।
 ভক্ত^৩ লোকে কহিল পুরাণ^৪ ইতিহাস
 সিকান্দর নাম যদি হইল প্রকাশ ।
 একদিন বিরজিয়া সভা সুললিত
 বসিলেক পাত্র মিত্র হাকিম সহিত ।
 সুরজ সুবাস সুরা সঙ্গে উপহার
 বহু গীত বাস্তব রূপে আনন্দ আপার ।
 নানা জাতি হাকিম সকলে কহে কথা
 তাঁন আজ্ঞা^৫ অনুরূপ কার্য স্বধাতথা
 এক বাক্য জিজ্ঞাসিল শাহা সিকান্দর
 ভাতি ভাতি বুধ সঙ্গে দেও পদুত্তর ।

স্বর্গ প্রাণ সভা শাহা চন্নিমা আকার
 হেনকালে আইল দারার রায়বার ।
 আগে আসি রাজনীতি প্রণয় করিল
 দারা প্রশংসিলা সিকান্দর প্রশংসিল ।
 তার পাছে কহিলেক দারার উত্তর
 কি লাগিলা না দেও পূর্ব নিয়মিত কর ।
 কি হেন যোগ্যতা মোরে দেখাও পূর্বাঙ্কে
 কর দিয়া না পাঠাও কিসের কারণে ।
 বাপ হোস্তে হইছ তুমি কথেক ভাজন
 মোর আজ্ঞা হোস্তে তুমি ফিরাও বদন^৩ ।
 পূর্বনীতি হোস্তে শিশু না ফিরাও মুখ
 গর্ভ হোস্তে পশ্চাতে আছএ বহু দুখ ।
 শূনি শাহা সিকান্দর হৈয়া ক্রোধবন্ত
 গজিয়া^১ উঠিল যেন হুতাশ জলন্ত ।
 ভুরু যুগ গাঠি দিল, পাকাই নয়ান
 তা দেখি রায়বারের উড়িল পরাণ ।
 উষ বাক্য যোগ্য কহে। করি ক্রোধ লেশে^২
 বুদ্ধিমন্ত শাহা মনস্থির কৈল শেবে ।
 তারে বোলি জ্ঞানবন্ত স্মরন্ত ধীর
 ক্রোধকালে আপনার মতি রাখে স্থির ।
 পুনি কহে স্থির হৈয়া শাহার বিদিত
 রায়বার প্রতি ক্রোধ না হএ উচিত ।
 না কহি রহিতে নারি ঈশ্বর আদেশ
 ধীর আগে কহে শূনে বুঝে কার্য লেশ ।
 ফয়লকুট রূপ পাঠাইত দারা আগে
 বহু মূল্য নানা দ্রব্য মন অনুরাগে ।
 ক্রমেত^৪ হিমের কালে বিধি নিযোজিত^৫
 পাইত স্ববর্ণ ডিঙ দৈবের গঠিত ।

সেই অপূর্ব ডিঘ সঙ্গে বহু বস্তুজাত
 পাঠাইত তোম্মা পিতা দারার সাক্ষাত ।
 মাণ্ড অনুরূপে ছিল দোহার পিরীত
 বাপের নিয়ম-পুত্রে রাখিতে উচিত ।
 জগত বিদিত দারা মহাছত্র পতি
 সব নৃপকুল পূজে তাহার আরতি ।
 আপনেহ তান আজ্ঞা মানিয়াছ পূর্বে
 এবে আনমত কার্য কর কোন্ গর্বে ।
 শূনি ক্রোধে বোলে সিকান্দর নরপতি
 সিংহের আহার নিতে কাহার শকতি ।
 এক ভাতি নাহি রএ জগতের রীত
 কাকে পালে কাকে ঘালে সংসার চরিত ।
 তিলে মহা নৃপতিরে করে খণ্ড খণ্ড
 ভিক্ষুকের মস্তকে ধরএ নব দণ্ড ।
 তুলিয়া পুরান শয্যা বিছাএ নবীন
 হীন পাএ মহত্ত্ব, মহন্ত হএ হীন ।
 কহিও দারার আগে^{১০} 'খিক পরিপাটি
 যে দিল স্তবর্ণ ডিঘ মৈল যে কুকুটি ।
 ডিঘ ডিঘ করি দারা কি কর বড়াই
 যে কুকুট দিত ডিঘ সে কুকুট নাই ।
 বারে বারে দিছে ডিঘ খাইয়াছ তুম্বি
 মার্গ দিয়া সেই ডিঘ নিকালিব আমি ।
 প্রতি অক্ষ [অদ্বি ?] শিলা হোস্তে নহে রত্ন লাভ
 ক্ষেণেক মিত্রতা হএ ক্ষেণেক শত্রু ভাব ।
 মোর আগে না কহিও দর্পের বচন
 খর্গের বচনে তুট হই^{১১} মোর মন ।
 সেই ভাব ভাল জান আপনার মনে
 যে মোর অশ্বপদ না যাএ ইন্নানে ।

ঈশ্বরে তাহানে দিছে অধিক বৈভব
 তাকে শাস্তি নাহি কেন এথ কল্পে রব ।
 আপনা মতে^{১২} আশ্রি আছি এক কোণে
 বিসম্বাদ নিঃস্বার্থে^{১৩} কর কি কারণে ।
 ইচ্ছাগতে কার সনে কলহ না চাহি
 যদি কেহ মাগে যুদ্ধ ইচ্ছেরে না ডরাই ।
 যে কিছু দিয়াছে বিধি নোকর না করি
 পর বিত্ত চিন্তা কর লোভ অনুসারি ।^{১৪}
 লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন
 আহারের লোভে ফালে বাধে পক্ষীগণ ।
 আশ্রা সঙ্গে কলহ মাগিলে সবিশেষ
 অনায়াসে মারি লৈমু^{১৫} ইরানের দেশ ।
 মোর বীরপনা হইছে^{১৬} তোম্মা কর্ণগত
 তিল অর্ধে জঙ্গীরে করিনু কোন্ মত ।
 লীলাএ বখিলুঁ মহা মহা বীরগণ
 জঙ্গী হোস্তে খোরাসানী না হএ ভাজন ।^{১৭}
 কর মাজ তার স্থানে যেই বলে উন
 আন হোস্তে মোর খড্গ হএ শত গুণ ।^{১৮}
 যেই বস্ত্র না পাবে^{১৯} মাগিতে না জুয়াএ
 পিরীতি রাখহ যেন রাজাএ রাজাএ ।
 লোভ ছাড় নষ্ট না করিও মিজ দেশ
 চলি যাও রায়বার বচন হৈল শেষ ।^{২০}
 রায়বারে যদি এই বচন শুনিলা
 আপনার বচন সমস্ত পাসরিল ।
 বিজু^{২১} গতি চলি শীঘ্রে আসিয়া ইরানে
 কহিল। রহস্ত সব দারা বিজ্ঞমানে ।
 সিকান্দর বার্তা শূনি রোষ হৈল দারার
 আটই উদয় হৈল যেন অতট মাঝার ।^{২২}

কষ্টবাক্য সব যদি হুইল প্রকাশ
 মহাজেধ চিন্তানলে হাঁড়িল^{২৩} মিঃবাস ।
 পাছে কাষ্ঠ হাসি কহে, শুন পত্রগণ
 ক্ষুদ্র শিশু কহে মোরে হেন দুর্বচন ।
 দেখ আকাশের গতি^{২৪} সংসারের রীত
 সিকান্দর যুদ্ধ ইচ্ছে^{২৫} দারার সহিত ।
 ক্ষুদ্র বলে নিজ দেশ সঙ্কট রাখিতে
 তার মুখে^{২৬} নিঃসরএ ইরান মারিতে ।
 যন্তপি পর্বত নাম ধরএ অচল
 গর্ব না রহএ তার দেখি আখণ্ডল^{২৭} ।
 মূষিকে করএ বাদ বাজেয় সংহতি
 সমুদ্র সান্ধাতে বিন্দু কি ধরে শক্তি ।
 পুনি মনে কার্য ভাবে দারা স্ফুরিত
 আরবার মর্ম তার বুঝিতে উচিত ।
 শীঘ্রে হাঙ্কারিয়া আর এক বুধ জন
 আজ্ঞা দিল। রুমে যাইতে ত্বরিত গমন ।
 এক চৌগানের দণ্ড তার হস্তে দিয়া
 এক ভাণ্ড তিল পূর্ণ দিল পাঠাইয়া ।
 বোলে লই যাও সিকান্দর গোচরে
 কিছু না বোলিও মাত্র চাহিও কি করে ।
 যেই পদন্তর দেয় শূনি সাবধানে
 অবিগ্রামে^{২৮} চলি আইস ত্বরিত গমনে ।
 আজ্ঞা পাই রায়বার ভূমি ছুই দিয়া
 বায়ুগতি ইরাকী অন্তরে আরোহিয়া ।
 নিশিদিশি অবিগ্রামে চলি নিরন্তর
 রুমে গিয়া ভেট্টলেক শাহ। সিকান্দর ।
 চৌগানের বারি আদি ভাণ্ডপূর্ণ ডিল
 দেখি শাহা সিকান্দর ঈষত হাসিল ।

দারার আরতি বুঝি কহিল ডাঙ্গিয়া
 বুর পাত্রগণ পাঠাইছে কি লাগিয়া ।
 শিশু মতি নহি জান বুকের সমান
 খেলা খেলি গৃহে থাক লইয়া চৌগান ।
 তিল পাঠাইছে তার বুরহ চরিত
 এই মতে জান মোর সৈন্ত অগণিত ।
 রাসবার প্রতি বুঝি কহে সিকান্দর
 প্রথমে শুন চৌগানের পদুত্তর ।
 আপনার গুণে ভাল পাইল চৌগান
 চৌগানে মারিয়া গুলি নিজ দিকে আন ।^{২১}
 ভাল হৈল হেন বস্ত মোরে কৈল দান
 আপনার ভিতে টানি আনিব ইরান ।
 লইয়া তিলের ভাণ্ড ছিঙিল প্রান্তরে
 বহু কবুতর আনি দিল খাইবারে ।
 ভুখিল কবুতর তবে যোগ্যাহার পাইল
 তিল অর্ধে সেই ভূমি তিল শূন্য কৈল ।
 রাসবার স্থানে হাসি কহে সিকান্দর
 এহি মতে কহিও তিলের পদুত্তর ।
 যত্নপি দারার সৈন্ত নাহি পরিমাণ
 মোর সৈন্ত^{২০} গণ তার ভক্ষক সমান ।
 সিকান্দর পদুত্তর পাই রাসবারে
 সত্বরে জানাইল আসি দারার গোচরে ।
 শ্রীমন্ত নবরাজ মল্লিস সজ্জান^{২১}
 প্রলয় অবধি যার রহএ কথান ।^{২২}
 তাহান আরতি হীন আলাউল্লা পাএ
 মহীপূর্ণ শূন্য কীতি রক্তক সদাএ ।

২৫. ॥ দারার যুদ্ধযাত্রা ॥

চন্দ্রাবলী ছন্দ/রাগ : কামোদ বা কেদার

সিকান্দর বাক্য শুনিলে অশক্য

ক্রোধে দারা নরপতি

যেন বিষ পান অঙ্গ কম্পমান

অপমান ভাবি অতি ।

সেনাপতি আনি বোলে বৃপন্নগি

রুম্মেত যাইব সত্তর

প্রতি দেশ হোন্তে আনি ভাল মতে

শীঘ্রে সৈন্ত সজ্জা^১ কর ।

ইরানী তুরানী যথ খোরাসানী

ঘোর আদি বদখসান^২

খারজম গজনীর^৩ চীন আদি বীর

সাজি আইল বিজ্ঞমান^৪ ।

লই নয় লক্ষ সার দিব্য অশ্ববার

পদাতির নাহি ওর

মনেত ভাবিতে লিখিতে লিখিতে^৫

কায়স্থ কুলেত হৈল ভোর^৬ ।

হয় অপার হএ অঙ্গ বর্মমএ^৭

বর্মে শোভে বহু মিলি^৮

লোহবন্ধ খুর শিলা করে চুর

পর্বত করএ ধূলি ।^৯

সব মহাবীর পরাক্রমে ধীর

অশ্ব সব বায়ু গতি

সৈন্ত পদ ভরে মহী ধরহরে

হেটে কাম্পে নাগপতি ।

দারা মহাশএ দেখি সৈন্ত চএ

মনে অতি হ্রস্বিত

রুমের বিরোধে যাএ মহাক্রোধে
 ভুবন ভেল কম্পিত ।
 যেই দেশে চলে সৈন্ত লৈয়া বলে
 শূন্য হএ সেই স্থল
 আনের কি কথা হৈল যথা তথা
 মহীহীন তুণ জল ।
 আরমান দেশ হইল প্রবেশ
 লহরিত সিঙ্কু প্রাএ
 পবন চলন হইল বন্ধন
 আর কেবা পশু পাএ ।
 সৈন্ত পদরেণু লুকাইল ভানু
 বাত ষটিহ শূকাএ
 ক্ষিতি হৈল ভট খর্গ হৈল নষ্ট
 হেন বুঝি অভিপ্রাএ ।
 যথ দূর আইল সব বশ হৈল^৮
 পশিল দারার শরণ
 অরুণ উদএ তম নহি রএ
 আইল রুমের ঘনান^৯
 শ্রীমন্ত মহন্ত গুণের নাহি অন্ত
 নববাজ মজলিস
 ভুবন স্মরণ^{১০} যার কীতি 'গুণ
 ব্যাপিত হৈল চৌদিশ ।
 খেত চন্দ্র জ্যোতি স্নগন্ধি মালতী
 কিরীতি ভুবন পূর^{১১}
 তান আজ্ঞা বলে হীন আলাউলে
 পন্নায় রচিত মধুর ।

২৬ ॥ দারার অভিব্যক্তি ॥

জয়কহল/রাগ-কহ

কীতি^১ সুপরিহৃত রত্ন কার্যজাতা বুদ্ধি
 জগ হোন্তে না খণ্ডেই হেন রত্ন শুদ্ধি ।
 সেই লোক উচ্চ গির হএ পৃথিবীত
 সংসারের কার্যে ক্ষয় বুদ্ধি প্রজলিত ।
 খেলা হেলা ভ্রমে না চলিও এহি পন্থে
 যত্নে রাখ নিজ বস্তু চোর হস্ত হোন্তে ।
 না ফেলিও জীর্ণ কাঁথা যদি লাগে ঘীণ
 শীতকালে কার্বেত আসিব একদিন ।
 যদি দারা সসৈন্তে আরমান^২ দেশে আইল
 সর্বজনে ভাবে মনে প্রলয় হইল ।
 লক্ষ লক্ষ দেশ ভঙ্গ গোহারী করে লোক
 সিকান্দর আগে আসি কহে দুঃখ সুখ ।^৩
 লহরিত সিঁদু প্রাএ অগণিত^৪ সেনা
 তাকে নিবারিব হেন আছে কোন জনা ।
 শুনি এক পাত্রে কহে সিকান্দর আগে
 এক বুদ্ধি মোর মনে অতি ভাল লাগে ।
 দূর পন্থে ঘর্ম প্রমত্ত সবে সেনা^৫
 অনামাসে জিনিব রাত্রিত দিলে হানা ।
 অঙ্ককার নিশি শত সহস্র সমান
 ত্রাসযুক্ত হই সব হারাইব জ্ঞান ।
 জোলকর্ণ সাহসিক^৬ দিল পদন্তর
 কোন মতে লুকিত না হএ দিবাকর ।
 দারার বহল সৈন্য নাহি কিছু ভীত
 সূর্য দরশনে হৈব তান্নক লুকিত ।
 এক তীক্ষ্ণ খড়্গে শতজন খণ্ড খণ্ড
 এক ব্যায়্য করে শত বর্ষ^৭ লও ভণ্ড ।

যদি ধা কপট হোন্তে সিদ্ধি হএ কাম
 তথাপিহ চুরি-যুকে বীরের কুমাম ।
 সিকান্দর পদুস্তরে সব হরষিত
 আজ্ঞা দিল সৈন্য সাজ করিতে ত্বরিত ।
 মিশ্রি আফাঞ্চ রুমী রুসী বর্বরী
 জঙ্গী আদি সৈন্য চর আইল অস্ত্র ধরি ।
 মহা সেনাপতি লেখি^১ করিল বিচার
 মহাবীর মুখ্য তিন লক্ষ অববার ।
 সিকান্দর যুক্তি হেতু সভা বিরচিল
 যথেক হাকিম পাত্র ডাকিয়া আনিল ।
 পরম স্তব্ধি কার্যজ্ঞাতা পাত্রগণ
 সিকান্দরে প্রকাশিল যুক্তির বচন ।
 দেখ দারা অগণিত সৈন্য সব লৈয়া
 রুম মারিবারে হেতু আইল চলিয়া ।^২
 খড়গ না ধরিয়া মনে কৈল ঐতি আশ^৩
 যথ গর্ব কৈল আমি সব হৈল নাশ ।
 যদি যুদ্ধ করি তার লই পাট তাজ
 অপবিত্র অধর্ম ভাবিয়া বাসি লাজ ।^৪
 কায়ানী বংশেত নৃপ জগত পূজিত
 তার লক্ষ্য দ্রষ্ট কর্ম না হএ উচিত ।
 দৈব করগত মাত্র জয়পন্নাজয়
 অস্ত্র সৈন্য বহু সঙ্গে যুকন সংশয় ।
 তুমি সব বহু দ্রষ্টা মহা বুদ্ধিমন্ত
 পদুস্তর দেও মোরে বুঝি কার্য অন্ত ।
 পাত্র সবে ভূমি চুঝি কৈল আশীর্বাদ
 আশু দীর্ঘ বিদ্য নাশ পুরো মন সাধ ।
 আমি সব মনে শাহা আইসে এহি যুক্তি
 লক্ষ্যার জীবন হোন্তে মরণে সে যুক্তি ।

শূদ্ধভাবে আছ শাহা পাটেত বসিয়া
 কার সঙ্গে কলহ কোন্দল না মাগিয়া ।^{১২}
 ধর্মপন্থ ছাড়িয়া যে করিতে আইসে বল
 তার সঙ্গে যুদ্ধ কৈলে না বুলিএ ছল ।^{১৩}
 ধার্মিকের সঙ্গে ধর্ম অধর্মে অধর্ম
 সংসারের শাস্ত্রনীতি নিয়মিত কর্ম ।
 গভীরতা তেজি দারা সাজি আইল এথা
 না লাগে তোন্মাতে কিছু অপকৃতি^{১৪} কথা ।
 নিজ মুখে আগে বহ দর্প প্রকাশিলা^{১৫}
 কবুতর হোন্তে সব তিল ভুঞ্জাইলা ।
 এখানে সৌর্হাটভাবে^{১৬} বুলিব কাতর
 বস্তুজ্ঞান না করি, করিব অনাদর ।
 সর্বথাএ তোন্মা প্রতি বিধি দিব জয়
 ছলগ্রাহী প্রতি নহে দয়াল সদয় ।
 কে পারে মারিতে পারে আপনার বলে
 সেই মহাপ্রভু এক পালে এক ঘালে ।
 হেন জন সঙ্গে যুদ্ধ কিছু নাই ভর
 আপনার গৃহে যার শত্রু বহুতর ।^{১৭}
 লোক হিংসা ছলবল যে জন করএ
 কদাচিত ঈশ্বরে তাহারে না দে জএ ।
 নাশিলে হিংস্রক জন হএ লোক হিত^{১৮}
 অপকৃতি^{১৯} নহে এহি সাধুর চরিত ।
 যথা শাহা পদ তথা আন্নার মন্তক
 বিশেষ দয়াল প্রতি ঈশ্বর^{২০} রক্ষক ।
 তবে কি কায়ানী বংশে আদর রাখিয়া
 এখানেহ আগে না যুঝিব অগ্র হৈয়া ।
 এখানেহ তাহার বুঝিব দয়া রোষ
 আশ্রয়ক্ষা হেতু যুদ্ধ কিবা আছে দোষ ।

বীরগণ বল বৃদ্ধি পাই সিকান্দরে
 শূভক্ষণে সাজি আইলা রুমের বাহিরে ।^{২১}
 বর্ম ধরি বীরকুল অশ্ব পাখরিত
 শাতে শাতে মন্তকরী^{২২} লোহএ জড়িত ।
 বাণা ছত্রে ঢাকিলেক অরুণ কিরণ
 ধূলি অঙ্ককার হৈল না দেখে^{২৩} গগন ।
 তাহার মধ্যত এক সুরঙ্গিম ধ্বজ^{২৪}
 ছেল বর দণ্ড উক পূর্ণ গজ গজ ।
 নানা বর্ণ বস্ত্র দণ্ড রতনে জড়িত^{২৫}
 মহা অজগর মূর্তি তাহাতে লেখিত ।
 আমল চামর গরু উশ্বে' শোভা করে
 মেঘ খণ্ড দেখি যেন পর্বত শিখরে ।
 ফরিদুন শাহার সেবক ভয়ঙ্কর
 কোন মতে^{২৬} পাইছিল শাহা সিকান্দর ।
 প্রহরের পশু হোস্তে বাণা পড়ে দৃষ্টি^{২৭}
 লোকে ভাবে সেই সর্পে গরাসিব সৃষ্টি ।
 সেই বাণা ধরিয়া সৈন্তের মধ্য ভাগে
 প্রহরের অন্তরে রহিল দারা আগে ।
 মহাদস্তে লোক বধ না ভাবিও মনে
 এখ দর্প এক মুষ্টি মাটির কারণে ।
 না ভাবএ এহি মহী পত্তন^{২৮} দিয়াছে
 কথেক গ্রাসিছে কথ গরাসিব পাছে ।
 পৃষ্ঠ হোস্তে নামাইয়া গরাসে সকল
 আগে মিষ্ট ভুজাইয়া পাছে হলাহল ।^{২৯}
 বীর^{৩০} মনে ভ্রম দিয়া রক্ত বরিষএ
 পিবএ ভুখিলা ব্যাঘ্রে রাক্ষসের প্রাণ ।
 দেখি শূনি মহাজনে ক্ষিত্রি চরিত
 নিজ মন তাহাতে না বান্ধে কদাচিত ।

না করি রহিতে নারে সংসারের নরে
কীতি রহে হেন কর্ম মহাজনে করে ।
মজলিস নবরাজ্য সর্বগুণ 'দধি
রাখিল আপনা কীতি প্রলয় অবধি ।
সিকান্দর সঙ্গে লোকে গাইব সদগুণ
দান বন্ধে ধর্ম ফল ধরে পুনঃপুন ।
তাহান আরতি হীন আলাউলে গাএ
মহন্ত নিষামী পদ করিয়া সহাএ ।

২৭. ॥ দারার মন্তব্য সভা ॥

জমকছন্দ/রাগ : কেদার

বিজ্ঞজন মাত্র মনে ঈশ্বর কৃপাএ
সাধু^১ লোক সঙ্গে বুদ্ধি উজ্জলতা পাএ ।
কুসঙ্গে উপর্জে গর্ব বুদ্ধি পাএ লোপ
না ভাবিয়া অনুচিত স্থানে করে কোপ ।
উত্তমে হরিষে থাকে ভুঞ্জি ভুঞ্জা রীত
পরবিত্ত লোভ হোন্তে নিবানিয়া চিত ।
যেহেন পাটের পোকে পরবস্ত খাইয়া
মুখ বন্ধে^২ মরএ আনলে ব্যাম্প^৩ দিয়া
দারা সিকান্দর যদি হৈল মুখামুখি
দারার সামন্ত যথ মনে হৈল দুঃখী ।
সবে বোলে গর্বে দারা হিংস্রক চরিত
দর্পে মাত্র লোক সব, কেহ নহে হিত ।^৪
ছলে বলে সর্ব লোক হইছে বিমন
সবে ইচ্ছে সিকান্দর কৃপাল স্মরণ ।
দারাএ শুনিল যদি আইল সিকান্দর
হস্তী হয় সৈন্তচর সাজি বহতর ।
বুদ্ধিমন্ত পাত্রমিত হাঙ্গারি বৃপতি
রচিল গোপন সভা করিতে যুকতি ।

কহিলেক সিকান্দর সাজি আইল যুগে
 তারে পরাজয় বোল করিব কেমনে ।
 ছলে বলে বোল কিবা বুদ্ধির প্রকারে
 কহ সবে কোন্ মতে জিনিব তাহারে ।
 মহা বলবন্ত সুবিজয়^৫ সিকান্দর
 মনে ভাবি শীঘ্রে কেহ না দিল উত্তর ।
 সাদুবান পাত্রসূত ফরাবুর্জ নাম
 বল বুদ্ধি বাক্যে যুদ্ধে^৬ অতি অনুপাম ।
 নৃপতি সভাতে ছিল যুক্তির সংবাদ
 প্রণামিয়া দারাকে করিয়া আশীর্বাদ ।
 বলে নিবেদন শুন নৃপ মহাশয়
 যখনে আছিল আন্ধি সেই সব সময় ।
 কায়ানী বংশের নৃপ যদি গেল গড়ে
 মহাকাল সর্প আইল রাজ্য মারিবারে ।
 জাম-নৃপ জামাতা পাইয়া সে বারতা^৭
 খুড়ারে কহিল মোর ইরানের কর্তা ।
 কথকাল, জানিও, আশ্কার বংশ হোন্তে
 উজ্জল নক্ষত্র খসি পড়িব ভূমিতে ।
 রুম হোন্তে নিঃসরিব এক মহামুনি^৮
 প্রতি অগ্নি-পূজা গৃহে লাগাইব আগুনি ।
 সকল শাসিব রাজ্য করি হস্ত হৈটে^৯
 বসিব আসিয়া এহি ইরানের^{১০} পাটে ।
 সংসার শাসিব বলে সেই মহাবীর
 সবে মাত্র চিরদিন না রহিব স্থির ।
 সেই কুমী সিকান্দর বুঝি অনুমানে
 খুল্লতাত কহিলা যন্তনে মোর স্থানে ।
 এ বচন স্বথা নহে শুন রাজেশ্বর
 বীর্যবন্ত মহাসাহসিক সিকান্দর ।

ক্রোধ পরিহরি মনে সল্লেখ বজ্রিয়া
 ভ্রমাইয়া রাখ তারে এক রুম দিয়া ।
 কোন চিন্তা নাহি তারে বিধি দিছে ধন
 অর্থ লোভে দরিদ্রে পরাণ করে পণ ।
 জল দানে অগ্নি শাস্ত করি রাজেশ্বর
 প্রসাদে তুষিয়া তারে চল নিজ ঘর ।^{১১}
 বহু সৈন্ত বল গর্ব না ধরিও মনে
 বল হোন্তে নামের ভরম শত গুণে ।
 ব্যাঘ্রের ভরমে শত সুষে ত্রাস পাএ
 সাহস করিলে এক শিশুএ ধাবাএ ।
 মুখামুখি হৈলে রণ ক্ষিতির ভিতর
 কাক কেহ না মানিব হৈব সমসর ।
 এহি স্থণা মনে^{১২} ভাবি চলহ ফিরিয়া
 বিত্তহীন জন মনে প্রসাদে তুষিয়া ।
 বলবন্ত ব্যাঘ্র মরে কণ্টকের ঘাতে
 নমরুদ নৃপ মৈল মশকের হাতে ।
 মন্ত^{১৩} হস্তী ডংশি মারে বিঘতিয়া সর্প
 বল হোন্তে সাহসের দশগুণ দর্প ।^{১৪}
 তারে বীর বলি যে স্বহস্তে করে রণ^{১৫}
 তাহা দেখি প্রাণ উঠগএ [উৎসর্গএ] সৈন্তগণ ।
 ভিন্ন রহে পুত্র-দার। এক বস্ত্র শীতে
 স্নাতিলে টানএ ধরি আপনার ভিতে ।
 নৃপতির ত্রাসে কথা আগে না কহিলু^{১৬}
 জিজ্ঞাসিলা দেখিয়া একগুণে প্রকাশিলু^{১৭} ।
 যাহার লবণ খাই ইচ্ছি তার ভাল।
 নহে মোর কি শক্তি দিবারে কর্ণে জ্বালা ।
 বৃদ্ধ^{১৮} বাক্যে দান্না শাহ। মনে পাইল ত্রাস
 লজ্জা ভাবি কৈল ক্রোধ-বচন প্রকাশ ।

রক্ত রণ আঁখি গ্যাট দিয়া ডুক যুগে
 যেহেন ভুখিল ব্যাঘ্র হেরে যুগ দিকে ।
 আশ্চর্য কুপাণ তুঞি কোমল জ্ঞানসি
 সিকান্দর কুপাণেরে দড় রাখানসি ।
 সিকান্দর বলবীৰ্য দর্শাওসি মোরে
 অগ্নি হোন্তে দড়ভাব করসি মোমরে ।
 তুণ পত্রে চাহসি পবন রাখিবার
 সার লোহা হোন্তে কদলিকা তীক্ষ্ণ ধার ।
 কহসি চটক বাজ হোন্তে শক্তিধর
 ধূলি দিয়া চাহসি কেনে বান্ধিতে সাগর ।
 মুঞি দারা নৃপকুল মন্তকের তাজ
 সিকান্দর নাম লৈতে না বাসসি লাজ ।
 কুক্কুটের ডিঙ্গ দড় হন্তে লাগে ভার
 নহে পুনি কর্মকার নেহাল সমসর ।
 কেবা জানে এহি শিশু হই হতমতি
 হেন সংগ্রাম করিব মহাজন সঙ্গতি ।^{১৭}
 একবারে করে হেন অসদৃশ কাজ
 না চাহে মহত্ত্ব মোর আপনার^{১৮} লাজ ।
 যদি প্রাণে মরএ পাইয়া দুঃখ অতি
 ভেক স্থানে কুস্তীরে না মাগে অব্যাহতি ।
 এথ 'খিক বীরকুলে লাজ কিরু আছে
 কাতরতা বাক্য কহে কাতরের কাছে ।
 সূর্যজের পাট কেবা পারে লাড়িবার
 বসিতে জামশেদ পাটে শক্তি আছে কার ।
 ইরান ভাঙ্গিতে ক্ষুদ্রে বাণা উদ্ধর করে,
 বসিতে কান্দানী পাটে মনে আশা ধরে ।^{১৯}
 উচিড় কান্দানী বংশ মহত্ত্ব রাখিতে
 আপনার যোগ্য স্থানে পদ বাড়াইতে ।

তোম মনে আইসে এহি কন্ম শিশু হ'নে
 অব্যাহতি মাগি আশি প্রাণের কারণে ।
 এ ছায় জীবন রাজ্যে আর কিবা কাজ
 যথা মোর সঙ্গে এথ বীরেন্দ্র সমাজ ।
 ধিক বহু^{১০} কিস্করের সঙ্গে না আঁটিব
 গো-মেঘ পালেরে দেখি ভএ ভঙ্গ দিব ।
 কথ নৃপ সঙ্গে মোর সিকান্দর প্রাণ
 শৃগাল দেখিয়া কথা পারীন্দ্র উরাএ ।
 যদি তার নৌকা আইসে মোর সিন্ধু জলে
 দেখিব আপনা মুণ্ড অশ্ব পদ তলে ।
 স্বল্পকাল হৈল তোম বুদ্ধি বিপরীত
 মোর আগে হেন বাক্য তোম কি উচিত ।
 স্বল্প হৈলে বলহীন মনে জন্মে ভএ
 তে কারণে ছেল ছাড়ি লগুড় ধরএ ।
 স্তুতি^{১১} ভক্তি পূজা মাত্র যুক্ত স্বল্পকালে
 দোহ মধ্যে বিরোধে মধ্যস্থ হএ ভালে ।
 সময় বুঝিয়া কহে^{১২} স্বল্পজন কথা
 অকালে হাঁকিলে কাটে তাম্বুচুড় মাথা ।
 অসময় বচনে তিলেকে প্রাণ হরে
 বৃথ জনে কহিতে চাহিলে কহে ঠারে ।
 নৃপতিরে আশ্রয় না ভাবিও কদাচিত
 না কহিবা দড় বাক্য যদি হএ হিত ।
 তিলে হেম রত্ন দিয়া দারিদ্র্য খণ্ডাএ
 তিলে ধন প্রাণ হরে মহত্ব নাশএ ।^{১৩}
 অনুচিত নৃপ আগে বাক্য অসম্ভব
 তিলে ক্রোধে করে পাত্রমিত্রের^{১৪} লাঘব ।
 কহিও সময় বুঝি কথা যথা যুক্তি
 নহে নৃপতির ক্রোধে কেবা পাএ মুক্তি ।

নৃপতির কোথ দেখি বৃদ্ধ ত্রাসে কম্পমান
 আন ভাতি^{২৫} কহিলেক বচন সন্ধান ।
 বোলে মুণ্ডি পূর্বত শূনিছি এহি মর্ম
 হেন বাক্য গুপ্ত নহে সেবকের ধর্ম ।
 তেঁই সে কহিল আশ্রি না গুণি সংশয়
 সর্বথাই ইচ্ছি নিজ ঈশ্বরের জয় ।
 সিকান্দর কি যোগ্য হইতে নৃপ আগে
 ক্ষুদ্র নদী মহৎ সমুদ্রে নাহি^{২৬} লাগে ।
 কোট কোট নদী ভরে কিঞ্চিৎ জোয়ায়ে
 ভাটি লক্ষ্যে টানি তিলে সর্ব জল হয়ে ।
 স্বর্গে লাগাইছে বিধি নৃপশির^{২৭} তাজ
 পুষাক্রমে শাহা দ্বারে দিছে রাজ কাজ ।
 নিজ বলে সিকান্দর জানে ভালে ভালে
 বল্লীকের পাখা হএ মন্দিবার কালে ।
 দারা নাম শূনি বড় বড় নৃপ কাম্পে
 পুত্র কি যুঝিব কর দিছে যার বাপে ।
 ধীর ধরি যুদ্ধ কর চঞ্চলতা দোষ
 পূর্ব কথা শুনিয়া কহিলুঁ ক্ষেম রোষ ।
 আর বহু ভাতি নৃপতিরে উত্তমিল
 শূনিতে শূনিতে দারার কোথ সম্বিল ।
 লিখক ডাকিয়া তবে দারা নৃপবরে
 লেখিলেক পত্র শাহা সিকান্দর গোচরে ।

২৮. । সিকান্দরের নিকট দারার পত্র ।

দীর্ঘছন্দ

প্রথমে ঈশ্বর স্তুতি লিখিল বহুল ভাতি
 সবে এক বিদিত বিধাতা
 সেই দিছে বলাবল সবার শরণ স্থল
 সকল মাগিতে^২ এক দাতা ।

অগ্নি শপথ করে^১ অহোরমজ্জদা নাম ধরে^১
 জ্যেষ্ঠথুস্ত, সূর্য দিব্য লাগে
 যথ রুম-রুমবাসী তিলেকে পেলাব নাশি
 অগ্নি বৈসাইব পাছে আগে ।
 খচ্চরের পদরেণু আলোপ করিয়া ভানু
 কিসে লাগে ক্ষুদ্র রুমী রুম
 যদি আইসে লোহদণ্ড মোহোর আনল কুণ্ড
 তিলেকে গলিবে^২ যেন মোম ।
 সর্বনাশ হৈব গর্বে যে মতে আছিল পূর্বে
 তেমত সেবাএ বান্ধ মন
 যাবত উড়ুক^৩ বাণে ইচ্ছ বজ্রসম ধানে [হানে ?]
 বর্ম ভেদি হরএ জীবন ।^৪
 কথা তোর হেন মুণ্ড করেতে ধরিয়া দণ্ড
 দারার সমুখে দণ্ডাইবে
 বাণা ফেল ধনু কাট বর্ম তেজি ফেল পাট^৫
 মোর ক্রোধ তবে এড়াইবে ।
 নহে দিয়া কর্ণ মুড়া নাশিব বংশের গোড়া
 ক্ষিতি হোন্তে লুকাইব নাম
 শশকের^৬ নিদ্রা ঘোর দেখিয়া হইছ ভোর
 শীঘ্রে ধাই উপস্থিত কাম ।^৭
 পূর্বের ভকতি হোন্তে দাসে মুখ ফিরাইতে
 লাজ ভয় না করিল মন
 চলিতে হংসের গতি হইল কাকের মতি
 নিজ গতি হৈলা বিস্মরণ ।
 আশ্বাসে উচিত দিয়া বিধির দাতব্য লৈয়া
 স্নেহে না থাকিয়া চাহ হৃদ
 হইয়া মাটির ছাও গগন ছুঁইতে চাও
 বুঝি দেখ কিবা ভালমন্দ ।

সর্ব রূপভিন্ন শির আশ্রি দারা মহাবীর
 রূপকুল হস্তপদ জান
 নিজ মুখে নিজ হাতে না মানিব দণ্ডঘাতে
 নিজ পদে পরশু না হান ।^{১২}
 যৌবনের গর্বে তোর না জানসি খড়্গ মোর
 খণ্ড করিবেক তোর গল
 তোর 'ধিক'^{১৩} কথ রাজা। পাসন্নি^{১৪} আশ্রার পূজা
 পাইয়াছে অনুরূপ ফল ।^{১৫}
 কাউস জামশেদ তাজ মোর শিরে মাত্র সাজ
 তার যোগ্য আর কেবা আছে
 ইস্ফিন্দার কইতন পিতা মোর বাহমন
 আশ্রি দারা আছি তার পাছে ।
 বুঝিয়া কাজের ভাও নিজ স্থানে চলি যাও^{১৬}
 স্থল হোস্তে না লাড়িও মোরে ।
 সমুদ্র নড়িব যবে সমস্ত ডুবিব তবে
 শূন শিশু বুঝ বুলি তোরে ।
 পর্বত সমান স্থির আশ্রি দারা মহাবীর^{১৭}
 আর কি কহিব বারেবার^{১৮}
 অচল চলিতে মহী কৃষ্ণিয়া যাইবে কহি
 হিতাহিত বুঝ আপনার ।
 শ্রীমন্ত মহাশয় মজলিস গুণালয়
 নবরাজ সাধু স্মরিত
 তাহান আরতি বলে কহে হীন আলাউলে
 পন্নার অমিয়া মিশ্রিত ।

২৯. । দারার পত্রের উত্তরে সিকান্দর ।

জমকছল/রাগ : সিন্ধুরা বা আশাবরি

শুনিয়া দারার পত্র শাহা সিকান্দর

লিখকরে কহিলা লেখিতে পদুস্তর ।

প্রথমে ঈশ্বর স্তুতি লেখিলা অনেক
 যাহার ইচ্ছিতে হৈল জগত পরতোক ।
 স্বর্গ উচ্চে মহী নীচে স্বজি যোগ্য মতে
 সকল ব্যাপিত সে আলগ সর্ব হোতে ।^১
 মহী খণ্ড উজ্জল করিছে স্বজি নর^২
 তার হেতু আকাশ ভ্রমএ নিরন্তর ।^৩
 নিবলীরে বলী করে বলীরে করে হীন
 ভাবিয়া না পাএ বুদ্ধি তার মায়া চিন ।
 সকলের সেবা যোগ্য সেই এক স্বামী
 ইন্দ্র আদি দেব ঋষি কিবা তুম্বি আশ্বিনী ।
 তার দানে চক্ষু-মনে পাইছে বুদ্ধি-জুতি^৪
 তাহার কারণে হএ নর নরপতি ।
 সংশয় নাহিক তার যেই ইচ্ছা করে
 এক শির ছত্র হরি' অগ্নি শিরে ধরে ।
 কে বুঝিতে পারে ঈশ্বরের সূক্ষ্ম গতি
 কৃপা হোন্তে পারে মোরে করিতে ভূপতি ।
 সেই সে করিছে তোম্মা উক্ সর্বমতে^৫
 না আনিছ তাজ পাট মাতৃগর্ভ হোতে ।
 সেই স্বামী দিছে তোম্মা মাহাত্ম্য সকল
 আর যারে দিছে তারে যুক্ত নহে বল ।^৬
 যে কিছু দিয়াছে প্রভু থাকহ সন্তোষ
 ক্ষেমা না ধরিলে মনে পাছে আছে দোষ ।^৭
 যদি মোরে বল দিছে কৃপাল চরিতে
 ব্যাঘ্র সঙ্গে পারি খড়্গ খেলা খেলাইতে ।
 তোর পিতা যবে সর্প মারিবারে গেল
 রুস্তমে ধরিয়া আগে অশ্ব রোহাইল ।
 বল গর্বে না রহিয়া^৮ গেল সর্প পাশ
 বাহমনে ধরি কৈল সজীব গরাস ।

তেন মোর খড়্গ-নাগে সকল গ্রাসিব
 ইরানী তুরানী আদি এক না রহিব ।
 মোর খুড়া ধীন-ইসলাম পরগাছর
 তাহান শপথ করে^১ মুঞি সিকান্দর ।
 এরাহীম নবীর কেতাব শুদ্ধ অতি
 সাহার ব্যবস্থাএ লোকে চিনে জগপতি ।
 তাঁর দিব্য করি কহেঁ যদি হএ আন
 জোরাথুস্তর ধীন ভাঙ্গি আনাইব ইমান ।
 অগ্নি পূজাকার আদি অগ্নিকুণ্ড ঘর
 না রাখিব অহোরমের যথেক গর্ব কর ।^২
 পবিত্র ইসলাম ধীনে সকল আনিমু^৩
 এক প্রভু সত্য মনে^৪ কলেমা পড়াইমু ।
 কস্তুরী কুমকুম হএ ধীন মুসলমানি
 না রাখিব সমস্ত কাফিরি হিন্দুয়ানি ।^৫
 আপনাকে বড় ব্যাঘ্র হেন ভাব মনে^৬
 ছোট সিংহ সিকান্দর আছি এক কোণে ।^৭
 দুই দিক মধ্য ভাগে আছে যুগ এক^৮
 যেই বলবন্ত হএ সেই হরিবেক ।^৯
 পুরুষতা ধর তুম্মি আন্নি নহি নারী
 যেন তুম্মি ধনু ধর আন্নি খড়্গ ধারী ।
 কদ্যচিত না ফিরিব শুন দারারাজ
 কিবা শির দেও^{১০} কিবা কাড়ি লও^{১১} তাজ ।
 কাফেরের যুদ্ধে না উপেক্ষে মুসলমান
 জয় যত্ন্য দোহ মতে সমান কল্যাণ ।
 আন্নি নর জাতি তুম্মি নহ দেবসুত
 'ধিক গর্ব শূনি লাগে মনেতে অসুত ।
 পর পিতামহ মোর মহন্ত খলিল
 নমরুদে বাক্সিয়া আনি অগ্নিতে পেলিল ।

অগ্নি মধ্যে পুষ্পোদ্ভান কৈল সৃষ্টিপতি
 নমস্কেদের কণ্ঠা দিলা তাহান সজ্জতি ।
 সৈন্ত অস্ত্র বল তার এক না আছিল
 প্রভু বলৈ নমস্কেদেরে মশকে মারিল ।
 সৈন্তবল তোর মোর ঈশ্বরের বল
 দীন ইসলাম পন্থ বিশেষ উজ্জ্বল ।
 অতি উচ্চ না করিও আপনার শির
 সীসা^{১৭} হোন্তে ভাঙ্গিতে পারএ দড় হীর ।
 স্নখে রাজ্য কর তুঙ্গি উচ্চ ছত্রপতি
 ক্ষুদ্র দ্বীপে দৃষ্টি না করিও মহামতি ।
 নিবলী আখোট চাহি যুগয়া করিও ।
 সিংহের আখোট নিতে মনে না ধরিও ।^{১৮}
 সে ডাল ধরিয়া না নাড়িও কদাচিত
 যাহা হোন্তে এক ফল নাড়িবা ঝাড়িত ।
 যে ভাব ভাবিছ তুঙ্গি কিছু নহে সার
 তুঙ্গি রাজ্য ভুঞ্জ কেহ না ভুঞ্জক আর ।
 মহন্ত চরিত্রে দুঃখ না দেএ কার মনে
 গকড়ে ফালে বাঝাইতে পারে কোনে ।
 ইচ্ছাগতে কার সঙ্গে না মাগি কোন্দল
 তুঙ্গি সাজি আইলা মোরে দেখাইতে বল ।
 আপনা রাখিয়া^{১৯} আগ্নি আছি শুদ্ধ চিতে
 তুঙ্গি চাহ আক্কার পিতৃভূমি নিতে ।
 সে পাইবে যারে দেএ ত্রিজগ ঈশ্বরে
 সংসার একত্র হৈলও দিতে নিতে নারে ।
 শূনিছ কি জঙ্গীষুদ্ধে মোর বীরপনা
 'দাগ' চিন দিয়া নর ভক্ষণ কৈল মানা ।
 তুঙ্গি সচেতন আগ্নি নহি অচেতন
 তুঙ্গি ভাগ্যধর আগ্নি নহি অভাজন ।

তুমি কার্য জ্ঞাতা আমি নহি অচতুর
 তিজ্ঞে তিজ্ঞ ভাব ধরি মধুরে মধুর ।
 ভ্রমে ভোলা না হইও বহু লোক^{২০} সাজি
 সংসার চরিত জান বাদিয়ার বাজি ।
 তুমি আমি 'ধিক কথ' গ্রাসিছে সংসারে
 হীনেরে বাড়াএ পিছে ভ্রম দিয়া মারে ।
 তুমি খড়া ধরিলে আমি খড়া ধরি
 প্রেমভাব কৈলে প্রেমপন্থ অনুসারি ।
 তপ্তে তপ্ত শীতলে শীতল আমি জান
 কিবা খড়া কিবা যম যেই ইচ্ছা আন ।
 সিকান্দর পত্র যদি কর্ণগত হৈল
 ক্রোধানলে দারা-শির-মজ্জা উনাইল ।
 সেই ক্ষণে চলিল না করি তিল ব্যাজ
 বীরভাগে সমস্ত করিয়া বুদ্ধ সাজ ।
 ভূমিকম্প হৈল যেন নাড়এ পর্বত
 ঝঞ্ঝাবাতে উদধি লহর যেন মত ।
 উথলিলে সমুদ্র রাখিতে কেবা পারে
 দৃষ্টি পন্থ বদ্ধ হৈল ধূলি অন্ধকারে ।
 বাণা ছত্র চন্দ্র সূর্য গগন ঢাকিল
 মুখামুখি হই দোহ সামন্ত রহিল ।
 মহাসন্ত খীর শ্রীমন্ত মজলিস
 নবরাজ নামগুণে পূর্ণ দশদিশ ।^{২১}
 ধর্ম কর্মে দান পুণ্যে দেবলোক স্মৃখী
 উপকারে ক্ষিতিবাসী তান যশস্মখী ।
 হীন আলাউলে কহে তাহান আরতি
 সিকান্দর-দারা কথা মধুর ভারতী ।
 আইস গুরু ঢাল সুরা শিত্তের মুখে
 মনচিন্তা খণ্ডিয়া পুণিত হৌক স্মৃখে ।

৩০. ॥ দ্বারা-সিকান্দরের রণ ॥

জমকছন্দ/রাগ : মল্লার

শূদ্ধ^১ বর্জগতি কেবা বুঝিবারে পারে
 কাহারে জিয়াএ সুখে কাকে তিলে মারে ।
 না জানি কাহারে দয়া কাকে করে কোপ
 কাকে রাখে কাকে করে চক্ষের আলোপ ।
 বজ্রএ কহিল যথ^২ মধুর ভারতী
 যদি যুদ্ধে সাজি আইল দুই নরপতি ।
 ডাকওয়াল প্রহরী রাখিয়া নিয়মিত
 বর্ম অস্ত্র ধরিয়া রহিল সচকিত ।
 সৈন্য পৃষ্ঠে চতুর্দিকে সৈন্য নিয়োজিয়া
 সকলে বঞ্চিত নিশি জাগিয়া জাগিয়া ।
 প্রাতঃকালে প্রকাশিত হৈল দিনমণি
 রণক্ষেত্রে আইল দোহ যুদ্ধ অনুমানি ।
 সন্ধিভাবে কেহ না হৈয়া অগ্রগণ্য
 রহিল স্বকিত হই দুই দিক সৈন্য ।
 যোবনের মদগর্বে কেহ নহে স্থির
 নম্রভাবে রহিল তেজিয়া উষ^৩ শির ।
 তৃণ জল বিহীনে প্রাপ্তর যথাতথা
 পক্ষীর নাহিক গতি আনের কি কথা ।
 শান্তি না পাইল যদি ক্রোধের হতাশে
 দুমদুমি কর্ণাল শব্দ উঠিল আকাশে ।
 ঢাক ঢোল দগরে সঘনে পড়ে কাঠি
 শিঙ্গা বিগুলের শব্দে কাম্পে বসু মাটি ।
 হস্তীর চৌরাশী গণ্ডা বাজএ ঘাঘর
 হেটে কাম্পে বাসুকী উপরে পুরন্দর ।
 ছাটের তন্নাসে অশ্বপদ দড়বড়ি
 খণ্ড খণ্ড পর্বত ধরণী গেল পড়ি ।

এশাফিল ফুকে যেন প্রলয় বেকত
 পদধূলি উঠিয়া ভরিল শূন্য পথ ।
 এক খণ্ড মেহ উঠি ঢাকিল আকাশ
 অন্ধকার হৈল দৃষ্টি নাহিক প্রকাশ
 দুই সৈন্য ধাইল করিয়া মার মার
 যমদূতে বাঙ্কিলেক নিস্তারের দ্বার ।
 সৈন্য ব্যূহ করি দড় ইরানের পতি°
 দক্ষিণে সামন্ত এক ভয়ঙ্কর মূর্তি ।
 বামে নিযোজিল সৈন্য দেখি লাগে ভীত
 লোহ শরে পর্বত সমান অটলিত ।
 বাছিয়া প্রগাঢ় সৈন্য রাখিল সমুখে
 লুকাইল চন্দ্রাঙ্গণ কেহ নাহি দেখে ।
 মধ্যে সৈন্য আপনে রহিল নৃপবর
 অটলিত রৈল যেন বজ্র ধরাধর ।
 সিকান্দর সৈন্য ব্যূহ করিল সেই মতে
 সূচিত্র বিচিত্র° বেশ সূচাক দেখিতে ।
 যেই যে মাগিল তারে দিয়া সন্তোষিল
 একত্র-মরণ-পন্থ° সবে দড়াইল ।
 বজ্রগিরি সম স্থাপি আগে পাছে সৈন্য
 আপে মধ্যে রহি বাছি কৈল অগ্রগণ্য ।
 দুই দিক সৈন্য যদি হৈল সুসাজ
 আইস আইস শব্দ হৈল বীরেন্দ্র সমাজ ।
 একবারে উথলিয়া হৈল মার মার
 দৈব গতি বন্ধ হৈল রূপার দুয়ার ।°
 সৈন্য-ক্রোধ দ্বার প্রকাশিল শীঘ্র গতি
 রক্তপান হেতু মুখ প্রসারিল ক্ষিতি ।
 অগ্নি অস্ত্রে মহাশব্দে ধূম° অন্ধকার
 মেঘবৃষ্টি প্রাণ শর পড়ে অনিবার ।

শেষে মিশামিশি যুদ্ধ হৈল ছেল শুলে
 কৃপাণ পদশু পাশ ভন্ন ভিঙিপালে ।
 মুঘল মুদগর গদা গুরুজ সিকর
 প্রাণ-নিরপেক্ষ যুদ্ধ খোলা যমহার ।^৮
 মত্ত হস্তীকুল গজি মহাবেগে খাইয়া
 দন্তে বিদারিয়া কাকে পেলার তুলিয়া ।
 অন্তস্রুত যুগল দশনে লেপটাএ
 বীর খড়গাঘাতে করীকুস্ত বিদারএ ।
 তীক্ষ্ণ খড়গ হানি কেহো ছিণ্ডে শূণ্ড মুণ্ড
 কদলীর স্বক্ষপাএ পড়এ ভূষণ্ড ।^৯
 করীকুস্ত ছেল লগ্নে চিক্কারিয়া ধাএ^{১০}
 যে হেন গণেশ আসি উপাঙ্গ^{১১} বাজাএ ।
 [দুই দ্বিপ মধ্যে মুণ্ড পড়ে কাটি কাটি
 শিঙ্গা ভেরী বিগুল শব্দে কাঁপে মাটি ।
 হস্তীর চৌরাশী গণ্ডা বাজএ ঘাঘর
 হেটে কাঁপে বাসুকী উপরে পুরন্দর ।
 ছাটের তরাসে অশ্বপদ দড়বড়ে
 খণ্ড খণ্ড ধরণী পর্বতমূল নড়ে ।
 বীরে বীরে যুদ্ধ করে হৈয়া মিশামিশি
 বর্ম-অস্ত্রে ধূম উঠে পৃথিবী গরাসি ।
 পদাতি পদাতি যুদ্ধ হৈল জড়জড়ি
 সৈন্তে সৈন্তে^{১২} যুদ্ধ করে তীক্ষ্ণ খরাখরি ।
 ক্রমী বলে মহাবেগে অস্ত্র আইসে চলি
 বিচিত্র^{১৩} প্রকারে যেন প্রকাশে বিজুলি ।
 ইরানের সৈন্ত সব হৈল ত্রাস মন
 প্রাণ নিরপেক্ষ যুদ্ধ করে বীরগণ ।
 দারা রূপে দেখি তারে হৈয়া ক্রুদ্ধ মতি
 বাছি বাছি বীর দিল যুঝিতে সম্প্রতি ।

দুই সৈন্ত তুমুল বাঝিল মহারণ
 জয় পরাজয় নাহি দোহো বিচক্ষণ ।
 ইরানের বীর সব হই ক্রুদ্ধ মন
 রুমী সৈন্তে প্রবেশিয়া করন্ত নিধন ।
 তাহা দেখি শাহা সিকান্দর মহাবীর
 আজ্ঞা দিল বীর সব কাটিবারে শির ।
 কোমল শরীর রুমী প্রবেশিয়া রণ
 সহস্র সহস্র বীর করিল নিধন ।
 সূর্য দরশনে যেন তুষার খসিল
 যেই দিন রুমী জএ সৈন্ত ভঙ্গ দিল ।
 এখ দেখি দারা বীর যথ বীর প্রতি
 আজ্ঞা দিল সর্ব সৈন্ত কাট শীঘ্র গতি ।
 দুই বল যদি সে হইল একত্তর
 আত্মপর চিন নাহি অধিক দুরুর ।
 সমুদ্র উথলে যেন দুই দিক বলে
 দেখি স্বকিত হৈল পবন না চলে ।
 অস্ত্রসব বরিষএ দেখি দুই দিক
 গৃথিষী ছাহিয়া যেন উড়এ বল্লীক ।
 পক্ষী সব উড়িতে না পারে উধ্ব' বাটে
 অস্ত্র সব পড়ি অলক্ষিতে মুণ্ড কাটে ।
 অস্ত্র ধমকে হএ ধূলি অন্ধকার
 বীর সবে যুদ্ধ করে না দেখি ভাস্কর ।
 অন্ধকার নিশি সম হৈল দিনমণি
 অস্ত্রতেজ হৈলে মাত্র হএ চিনাচিনি ।
 হীরাধার খড়্গ ধরে যথ রুমী বীর
 ইরানের সৈন্ত সব হৈল অস্থির ।
 বীরগণ আগে আইসে আরোহি তুরঙ্গ
 বহ সৈন্ত পাত হৈল কেহ না দেএ ভঙ্গ ।

বিদ্যাং সঞ্চার অস্ত্র বীরের হাঙ্কার
 'মার মার' শব্দ হৈল সংগ্রাম মাঝার ।]^{১৪}
 কার গলে ফাঁস দিয়া কেহ মারে টান
 অক্ষত ভুগত অঙ্গ শূন্যে উড়ে প্রাণ ।
 সারি সারি মুণ্ড পড়ে কৃপাণের ঘাতে
 অশ্ব পড়ে বেগে দূরে পড়ে অস্ত্র ভিতে ।
 যে যথা আছিল বন্দী লবণের স্রুতে^{১৫}
 পুত্র শির বাপ কাটে বাপ শির পুতে ।
 বর্ম টোপে অগ্নি উঠে লাগি খড়্গ ঘাত
 নানা অস্ত্র জ্বালে হৈল বহু সৈন্য পাত ।
 বলবন্ত কন্নীকুল করিয়া উঠানি
 মারিল বহুল সৈন্য নানা অস্ত্র হানি ।
 তাহা দেখি দারা নৃপ^{১৬} মহা ক্রোধ মনে
 বহু মণি ভূজ আপে প্রকাশিল রণে ।^{১৭}
 মহাতীক্ষ্ম মহা খড়্গ হস্তে ধরিয়া
 বাহাকে সমুখে পাএ পেলাএ কাটিয়া ।
 যথ কন্নী বেগে আইসে দারার নিকটে
 শীঘ্রে তার মুণ্ড ফেলে অশ্ব পদ হেটে ।
 মহা বেগবন্ত অশ্ব আপে শিক্ষাবন্ত
 বাছিয়া বাছিয়া বহু কন্নী কৈল অস্ত্র ।^{১৮}
 এহিমতে সহস্র প্রচণ্ড কন্নী বীর
 রক্তে ভাসাইল নিজ হস্তে কাটি শির ।^{১৯}
 তাহা দেখি সিকান্দর মহা ক্রুদ্ধ হৈয়া
 প্রলয় রচিল দুই হস্তে খড়্গ লৈয়া ।
 ঈশ্বর স্মরিয়া হাতে হীরা খড়্গ ধরি
 প্রবেশিল সৈন্য মধ্যে বীর দর্প করি ।^{২০}
 মারিয়া ইরানী সৈন্য হাজারে হাজার
 রক্ত শোত বহাইল ভাঙ্গি পাটোয়ার ।

অশ্বপদে আরোপিল বহু হস্তী মুণ্ড
 বহু কুন্ত বিদারি কাটিল দন্ত শূণ্ড ।
 কোন হস্তী বাহরিয়া^{১১} ফিরে বাও খাইয়া
 বহু হস্তী নিজ সৈন্ত মধ্যে চলে ধাইয়া ।
 হস্তী ভঙ্গে সৈন্তেত পড়িল মহাভঙ্গ
 উলটা পবনে যেন পলটে তরঙ্গ ।
 তাহা দেখি দারা নৃপ হইল বিস্ময়
 মধ্য সৈন্তে আদেশ করিল মহাশয় ।
 সব বীর একত্র হইয়া শীঘ্র গতি
 মণ্ডলী করিয়া বেড়ি মার রক্ষপতি ।
 একসর শিশু করে এথেক বিক্রম
 বিশেষ যুঝিয়া বহু পাইছে পরিশ্রম ।
 তুঙ্গি সব মহাবীর বিক্রমে বিশাল
 যুদ্ধ অবসান কর মারিয়া ছাওয়াল ।^{২২}
 দারার আদেশে^{২৩} লক্ষ লক্ষ^{২৪} বীর ধাইল
 মহা ঝগড়াতে যেন সিদ্ধ উথলিল ।
 মধ্যসৈন্ত অগ্রগণ্য একত্র হইয়া
 দক্ষিণ বামের সৈন্ত মিলিল আসিয়া ।
 বীরের হকার আর অশ্ব পদ শব্দ
 কম্পমান বসুমতী বাসুকী রহে শুদ্ধ ।
 শত্রুর আড়ম্ব দেখি শাহা সিকান্দর
 নিজ সৈন্তে আদেশিল করিতে^{২৫} সমর ।
 তাথ 'ধিক উগ্র হই-ধাইল রক্ষীগণ'^{২৬}
 মিশ্রামিশ্রি দুই সৈন্ত বাঝি গেল রণ ।^{২৭}
 বাণ ঘাতে শরষাটী বীর খড়গপতি
 রক্তশ্রোতে পুণিত হইল বসুমতী ।
 প্রাণ-নিরপেক্ষ যুদ্ধ করে বীরগণ^{২৮}
 বহুল ইরানী সৈন্ত করিল নিধন ।

পিপীলিকা জিনি সেনা অসংখ্য তুরস্কী
 এক পড়ে দশ আইসে হই যুদ্ধ মুখী ।
 নিবার না হএ সৈন্ত আসে লাখে লাখে
 অগণিত দেখি যেন^{১০} পতঙ্গের ঝাঁকে ।
 মধুমক্ষীকুলে যেন প্রকাশিল আল^{১১}
 প্রাপ্ত হৈল রুমী সৈন্ত পাই রণ জাল ।
 তার মধ্যে এক বীর অতি মহাকায়
 বিনাশএ সৈন্তকুল মত্ত হস্তী প্রায় ।
 নিজ 'বল' বৃত্য দেখি শাহা সিকান্দর
 বিজয়^{১২} ভাবিয়া মনে স্মরিয়া ঈশ্বর ।
 বেগে অশ্ব ধাবাইয়া আসি সহসাত
 কাটিল বীরের মুণ্ড হানি খড়্গ ঘাত ।
 তবে দুই হস্তে হানি সিকান্দর বীর
 কাটিয়া ফেলিল বহু অগ্নগণ্য শির ।
 জ্যোত্স্না সাহস দেখিয়া রুমীগণ^{১৩}
 একবারে সকলে করিল প্রাণপণ ।
 যেই প্রাণপণে যুঝে রাখএ ঈশ্বরে
 জীব আশা মনে ধরি বহু লোক মরে ।
 পড়িল বহল সৈন্ত ইরানী প্রবীন
 অরুণ দর্শনে হৈল তারক মলিন ।
 হেনকালে অন্তর্জিত^{১৪} হৈল দিবাকর
 কলহ^{১৫} ভাঙ্গিল স্নানীতল শশধর ।
 দুই সৈন্ত প্রাপ্ত গেল যার যে শিবির
 খুইলা বদন ধূলি অঙ্গের রুধির ।
 ডাকোয়াল প্রহরী রাখিয়া পূর্বমতে
 রহিল। যুদ্ধের আশা ধরিয়া প্রভাতে ।
 ডাকোয়াল ডাকি ডাকি বলে ঘন ঘন
 ছাড়িয়া শ্রমের নিদ্রা হও সচেতন ।

বহলোক নিদ্রা হোন্তে চমকিয়া উঠে
 অরুণ উদয় হৈলে না জানি কি ঘটে ।
 কেহ বোলে আজি নিশি অতি দীর্ঘ হৌক
 কেহ বোলে দিন নহে রজনী থাউক ।
 কেহ বোলে অনেক মরিব প্রাতঃকালে
 বহু প্রাণী রক্ষা পাই এক সূর্য মৈলে ।
 কেহ বোলে অমৃত বস্মিতে শশধর
 চিরকাল থাউক সূর্য হই অগোচর ।
 কেহ মাগে প্রভু স্থানে করিয়া ভকতি
 প্রাতঃকালে দুই নৃপ থাউক পিরীতি ।
 মহাসত্তা বীর মনে মাত্র যুদ্ধভাব
 কিবা জয় কিবা স্বর্গ দুই মতে লাভ ।
 দারার সেবক মুখা ছিল দুইজন
 নিকটেতে সেবাএ থাকিত অনুক্ষণ ।
 শপথএ^৫ দুই বীর রণে মহা শূর
 না হইতে দক্ষিণ বাম হোন্তে দূর ।
 ছরহুদ দোহান সাক্ষাতে করে কর্ম
 বড়ি চতুর দোহো বুঝে মন মর্ম ।
 দৈবযোগে দোহান অপরাধী হৈল
 যুদ্ধকাল ভাবি দারা কিছু না বুলিল ।
 সে দোহান মনে বহু জন্মিল তরাস
 অবশ্য করিব আত্মা সমূলে বিনাশ ।
 দারার চরিত্র আশ্রি জানি ভাল ভাল
 না মারি রাখিছে আত্মা দেখি যুদ্ধকাল ।
 তিল ছিদ্রে করে ইষ্ট বান্ধব নিধন
 তার দৃষ্টি কিবা আশ্রি ক্ষুদ্র দুইজন ।
 যাবত আত্মারে দারা না মারিছে প্রাণে
 উপায় চিন্তিএ তার নিধন কারণে ।

সেইমত উচিত চতুন্ন জন কক্ষা
 শত্রু প্রাণ নাশি নিজ প্রাণ করে রক্ষা ।
 এহি বৃক্তি দড়াইয়া দোহ হতমতি
 সিকান্দর পাশে গেল অলক্ষিত গতি ।
 ভূমি চুম্বি বোলে, 'শাহা শুন নিবেদন
 সহিতে না পারি আন্নি দারার তাড়ন ।
 অতি মতি গর্ব তার আকাশে নয়ান
 নৃপতি সবেরে না করএ বস্ত্র জ্ঞান ।
 লোক পীড়া-^৩ হিংসা মাত্র করে নিরন্তর
 তিলে মাত্র কি হএ সবার মনে ডর ।
 সর্বজন ত্রাস মাত্র-^৭ তাহান অনায়
 হিংসুক নাশিলে সর্বজন রক্ষা পাএ ।
 আন্নি দোহো প্রতি তার মনে অতি ক্রোধ
 রাখিছে আন্নারে দেখি তোন্নার বিরোধ ।
 আন্নি দুই থাকিএ দারার দুই পাশে
 আজ্ঞা হইলে প্রভাতে বধিব অনায়াসে ।
 আজুক। রজনী মাত্র থাক সাবধানে
 নৃপতির শত্রু নাশ হইব বিহানে ।
 কিন্তু আন্না দোহানের দারিদ্র্য খণ্ডাইবা
 যথ ধন রত্ন মাগি দিয়া সন্তোষিবা ।^৮
 শাহা সিকান্দর শূনি মহাতুষ্ট হৈল
 যে মাগিল ধনপুঞ্জ দিতে আজ্ঞা দিল ।
 কিন্তু 'ধিক প্রত্যয় না হৈল শাহা মনে
 এমত করিব নিজ ঈশ্বরের সনে ।
 নিজ ভাগ্য ভাবি কৈল কিঞ্চিত প্রত্যএ
 এক মহন্তের বাক্য স্মরিয়া মনএ ।
 শীঘ্রগতি শশক ধরিতে কেহ নায়ে
 ভাও বুঝি ধরে মাত্র দোসর^৯ * কুকুরে ।

হরষিত দোহ জন ধন রত্ন আশে
 রজনী রহিল আসি দারার সম্পাশে ।
 মজলিস নবরাজ রসময় নিধি^{১০}
 সর্বগুণ অলঙ্কৃত নিমিলেক বিধি ।
 হীন আলাউলে করে আরতি তাহান
 জগত পুণিত যার যশের বাখান ।^{১১}
 আইস গুরু সুরাদানে ভাঙ্গ মন ধক
 খণ্ডিয়া মনের ক্রেশ বাড়ুক আনন্দ ।^{১২}

৩১. ॥ দারার নিধন ॥

জমকছন্দ/রাগ : কেদার
 যবে এহি জগ সুখ বন্ধিবার স্থল
 উগ্রগামী জনপদে লাগাএ আমল ।
 বুধজনে সেই পুষ্পে না করে মন লীন
 যার গন্ধ বর্ণ না রহএ চিরদিন ।^১
 সুখ পুণ্য-নামে যত্ন করি কাটে কাল
 এ বিনু অস্থির স্থানে কিছু নহে ভাল ।
 সুখ-লাগি আশি সব না আসিছি এথা
 সুখ^২ হেতু জন্ম নহে আছে 'ধিক ব্যথা ।
 বিবাহ উৎসবে কেবা গর্দভেরে^৩ ডাকে
 বিনু যদি কাষ্ঠ জল গৃহেতে না থাকে ।
 বজ্রাএ কহিল কথা পূর্বের চরিত
 নিশাগতে হৈল যদি অরুণ উদিত ।
 সংসার দহনে নিঃসরিল দিবাকর
 সত্যরক লুকিল শীতল শশধর ।^৪
 জ্যোতি দৃষ্ট রহিতে ছায়ার শক্তিহীন
 নিজ অঙ্গ আড়ে লুকাইয়া হএ লীন ।

সেই নিশি দারা বীর সবে জিজ্ঞাসিলা
 ত্রাসে সর্বজনে যুদ্ধ অনুমতি দিলা ।
 বুলিলা প্রভাতে এক রুমী না রাখিব
 অল্প সৈন্তে সবে মিলি বেড়িয়া মারিব ।
 এহি মতে কেহ সত্য কেহ ভ্রম দিয়া
 সবে মিলি দারারে রাখিল সাশ্বাইয়া ।^৫
 সিকান্দর দোহ বাক্য মনে অল্প ধরি
 হস্তিষে বঞ্চিল নিশি স্বামী আশা করি ।
 সবাকৈ কহিল কালি প্রলয় সময়
 দুই মতে লাভ দেখি যত্ন কিবা জয় ।
 দুই বীর প্রভাতে লড়িব স্থল হোন্তে
 পর্বত লড়িব হেন সবে ভাবে চিন্তে ।
 ফিরদুন জামশেদ বংশে দারারাজ
 প্রভাতে করিল সৈন্ত নানামতে সাজ ।^৬
 সার লৌহ গিরি প্রাণ সেনা ঠামে ঠাম
 স্থাপিল দক্ষিণে সৈন্ত মধ্যে পাছে বাম ।
 দিব্য ধনু হস্তে টোন পূর্ণ দিব্য বাণ^৭
 আর নানা ভাতি অস্ত্র যুদ্ধের সন্ধান ।
 উঞ্চ বাণা গাড়িল আপনা মধ্যস্থল
 চতুর্দিকে সৈন্ত যেন বজ্রের অচল ।
 সিকান্দর চতুর্দিকে সৈন্ত নিয়োজিল
 মধ্যে রহি সৈন্ত সব বাছি বাছি দিল ।^৮
 মহাসত্ত রুমী এক সাহস মনে ধরি
 রহিল নিচল হই যেন লৌহ সার গিরি ।
 উঠে দুই দিক হোন্তে বীরের হাক্কার
 আকাশের কর্ণে হৈল^৯ প্রলয় সঙ্কার ।
 দুমদুমি বাস্ত আন্তে চর্ম পৈল কাঠি
 প্রকম্পিত গিরি তোলপাল হৈল মাটি ।

স্বর্গ পরশিল ভেরী কর্ণালের রাও
 প্রলয় কম্পনে^{১০} প্রকম্পিত হস্ত পাও ।
 সৈন্য ঘন চর ঘন বরষিল শর
 রক্তজলে শ্রোত পূর্ণ ধরনী উপর ।
 গোলাগুলি বজ্রপাত কৈল অগ্নি ঝটি^{১১}
 প্রলয়ের কালে যেন সংহারএ হটি ।
 দারার বহল সৈন্য হানে ঘন শর
 সহিতে না পারি রুমী হইল কাতর ।
 তা দেখিয়া সিকান্দর হইল চিত্তিত^{১২}
 অল্প সৈন্যে বড় যুদ্ধ না হএ উচিত ।
 সৈন্য প্রতি আদেশিল। তেজি ধনুর্বাণ
 মিশামিশি যুদ্ধ দেও ধরিয়া কৃপাণ ।
 নিয়োজিলা যেই মুখে ছিল যেই সৈন্য
 অশ্ব ধাবাইয়া আপে হৈল। অগ্রগণ্য
 ভূমিকম্প হৈল কিবা সিদ্ধ উথলিল
 মহাবেগে ইরানী সৈন্যেত প্রবেশিল ।
 চর্ম মুখে ঢাকিয়া অশ্বেরে হানি ছাট
 অগ্র সৈন্য বিদারিয়া মধ্যে কৈল বাট ।
 সিকান্দর আপনা রক্ষিতা মনে স্মরি
 প্রবেশিল সৈন্য মধ্যে হস্তে খড়্গ ধরি ।
 খাণ্ডা পরশু ছেল গুরজ সফর
 নানা অস্ত্র ঘাতে সৈন্য পড়িল বিস্তর ।
 সিকান্দর সজ্জতি আছিল যথ বীর
 উড়নে^{১৩} মারণে বিজ্ঞ সর্ব অস্ত্রে বীর ।
 সৈন্য মধ্যে প্রবেশিল করি প্রাণপণ
 লক্ষ লক্ষ বীর কাটি করিল নিধন ।
 দুই হস্তে সিকান্দর তীক্ষ্ণ খড়্গ ধরি
 সর্ব সৈন্য বিনাশএ বিক্রমে কেশরী ।^{১৪}

পাকা তাল ফল যেন বৃক্ষ হোন্তে পড়ে
 নিপাত বহল মুণ্ড স্বল্প ভূমি গড়ে ।
 পরশু হানিয়া কেহ বিদারে পাজর
 খণ্ড খণ্ড করে মুণ্ড হানিয়া সিকর ।^{১৫}
 মস্ত্কাএ প্রবেশি ভল্লু ভেদি শির টোপ
 বজ্রভেদি রুমীকুল মহা অধিকপ^{১৬}
 কৃপাল রক্ষিতা ভাবি নিজ ভাগ্য বলে
 সিকান্দর হস্তেত বহল সৈন্য দলে ।^{১৭}
 কিবা হস্তী কিবা হয় কিবা অগ্নবীর
 যাহাকে সমুখে পাএ কাট পাড়ে শির ।
 কোন হস্তী ঘাও খাই ফিরএ ভায়রি^{১৮}
 কোন হস্তী পড়এ কম্পিয়া গরথরি ।
 কোন হস্তী ঘাও খাই চিকার ছাড়এ^{১৯}
 নিজ সৈন্য মদিএ উলটা পশ্বে ধাএ ।
 হয়-হস্তী-মনুষ্য পড়িল পুঞ্জ পুঞ্জ
 গৃধ কঙ্ক শৃগাল পূর্ণিত মাংস ভুঞ্জে ।
 ডাকিনী যোগিনী নাচে^{২০} দিয়া করে তালি
 লহ্ লহ্ জিহবা রক্ত পিষে জয়^{২১} কালী ।
 যুতে যুতে যমদূত না পায়ন্ত ওর
 লিখিতে না পারি চিত্রগুপ্ত হৈল ভোর ।
 উদ্বেষ' থাকি ধর্মরাজে স্রষ্ট প্রাণ নাশে^{২২}
 নিজ চক্ষে যে না দেখি পিতারে জিজ্ঞাসে ।
 দেখি সিকান্দর খড়্গ বিজুলি তরঙ্গ
 মহাব্রাসে ইরানী সৈন্যেও পৈল ভঙ্গ ।
 তা দেখিরা দারা নৃপ মহাক্রুদ্ধ হৈয়া
 আদেশিলা মধ্য সৈন্য যুদ্ধ দিতে গিয়া ।^{২৩}
 দারার কোধানল ইরানী সৈন্য দেখি
 সবে প্রবেশিল রণে জীবন উপেখি ।

যাহাকে নিকটে দেখে গালি দেএ রোষে
 বীর ভাগ এক না রহিল^{২৪} দারু পাশে ।
 অগ্নির সমুদ্রে যেন উঠিল কল্লোল
 যুগ-পরিবর্ত-সম হৈল মহারোল ।
 বীর সঙ্গে যুদ্ধে শ্রান্ত হৈল সিকান্দর
 সঙ্কটে দেখিয়া মনে স্মরিল। ঈশ্বর ।
 ঘটিল আসিয়া যত্ন না দেখি নিস্তার
 তথাপিহ ভাবএ রক্ষিতা করতার ।^{২৫}
 হেনকালে সেই ছরহু^{২৬} দুইজনে
 সময় পাইল যদি ঈশ্বর ঘটনে ।
 প্রভু ভয় ছাড়িল মনের উপরোধ
 কর্মভোগ লগ্নে হৈল অনুচিত ক্রোধ ।
 পৃষ্ঠভাগে আসিয়া হানিল তীক্ষ্ণ অসি
 বর্ম কাটি দারুার মমেত গেল পশি ।
 আর জনে আসি ছেল মেলিয়া মারিল
 পাঞ্জরের সন্ধি ভেদি অস্ত্র নিঃসরিল ।
 কায়ানী বংশের বক্ষ ভূমিতে পড়িল
 আকাশের চন্দ্র যেন খসিয়া পড়িল ।
 রহিল দারুার অঙ্গ ক্ষতি পরশিয়া
 আকাশের চন্দ্র রৈল ভূমিগত হৈয়া ।
 ছত্রধারী ধাইল ফেলিয়া নবদণ্ড
 অকস্মাৎ হৈল পাত প্রচণ্ড মার্তণ্ড ।
 আর জনে আসি বাণা ফেলিল ঠেলিয়া
 সর্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল এসব দেখিয়া ।
 রক্তেত মিলিত মহী হৈল শেষে লাভ
 প্রদীপ পবন সঙ্গে কিব। ইষ্ট ভাব ।
 এই ভঙ্গে দোহজন অশ্ব ধাবাইয়া
 সিকান্দর শাহা পাশে রহিল আসিয়া ।

বুলিল তোমার শত্রু করিলুঁ বিনাশ
 এক ঘাএ প্রাণ তার উড়িল আকাশ ।
 শাহা ভাগ্য প্রসন্ন দারার হৈল কাল
 রিপু রঞ্জে আসি কর অশ্বপদ লাল ।
 যে কিছু কহিল আশ্রি নহে কিবা হএ
 আসিয়া দেখহ এবে হউক প্রত্যাএ ।
 আপনা বচনে আশ্রি করিল নির্বাহা
 আশ্রা প্রতি আজ্ঞা যেন কৈল মহাশাহা ।
 মনে ভাবে সিকান্দর সে দোহ বর্বর
 রাজেশ্বর বধি হস্তা হৈছে শীঘ্রতর ।
 সচকিত হই মনে করএ শোচন
 অপযশ হৈল মোর লাভের কারণ ।
 বিমসিয়া না করি করিলুঁ অপকর্ম
 হেন অপকর্ম নহে সাধুজন ধর্ম ।
 এথ ভাবি কহিলেন্ত দেখাও সত্বর
 রক্ত লগ্ন কোথাতে রহিছে রাজেশ্বর ।^{২৭}
 অপকর্মী দোহ বাটোয়ার সঙ্গী হৈয়া
 দারার নিকটে আইলা সিকান্দরে লৈয়া ।
 দেখে দারা ধূলিরক্তে হইছে মিশ্রিত
 পূণিয়ার চন্দ্র যেন ধুলি বিলুলিত ।
 মিত্রবন্ধু একজন নাহিক নিকট
 পড়িছে কায়ানী তাজ হইয়া উলট ।
 পোলেমান পড়িয়াছে পিপীলিকা ঘাএ
 মুষিকে মারিছে হস্তী কোনে পাতিয়াএ ।
 বংশ ধ্বংস হৈল বাহমন ইসফিন্দয়ার
 উজ্জারিয়া ফিরদুন জামশেদ রাজার ।
 কায়কোবাদের বংশ বুলিব পুরান
 উগ্রবাএ উড়াইয়া কৈল খান খান ।

অশ্ব হোন্তে নামি সিকান্দর মহাবীর
 কোলে তুলি লইল নৃপতি দারা শির ।
 চক্ষু মুদি রহিয়াছে জীবনে নৈরাশ
 ছটফট করে মাত্র অন্ন আছে শ্বাস ।
 নিজগণে সিকান্দর বুলিল ইচ্ছিতে
 দোহ অপরাধী খল যন্তনে রাখিতে ।
 সিকান্দর যদি কোলে তুলি লৈলা শির
 রাজদর্প বচনে বুলিল দারা বীর ।
 কার হেন শক্তি আছএ ক্ষিতির মাঝ
 কোনে আসি পরশে কায়ানী শির তাজ ।
 মোর শির পরশিতে শক্তি আছে কার
 নড়িলে মোহোর শির নড়িব সংসার ।
 স্তখে নিদ্রাগত আঙ্গি আছি ভূমি খাটে^{২৮}
 অন্ত যদি এমত কি কার্য রাজ্য পাটে ।
 কায়ানী বংশের মনে^{২৯} না রাখি আদর
 কোনে আসি পরশে মোহোর কলেবর ।
 মাণ্ডে হস্ত রাখ এহি দারা নৃপ হএ
 গুপ্ত নহে সূর্যসম বেকত আছএ ।
 কে মোরে মারিতে আইলে দৈবে মারিয়াছে
 এক আশীর্বাদ কর মুক্তি হৈতে পাছে ।
 যেই মাগ লই যাও শির কিংবা তাজ
 আপনাক সারি আঙ্গি তিল কর ব্যাজ ।
 আক্ষেপিয়া কহিল কান্দিয়া বহতর
 মুঞি সিকান্দর জান শাহার কিঙ্কর ।
 পড়িছে তোমার শির ভূমির উপরে
 তে কারণে কোলে তুলি লৈলু^{৩০} সাদরে ।
 মুঞি যদি জানিতুম হৈব হেন গতি
 করিতুম কলহ তেজি সেবাএ আরতি ।

শোচনে কি ফল, গেল হস্ত হোন্তে কাজ
 অগ্নি দিয়া দহিতে ইচ্ছা^{১১} পাট রাজ ।
 জন্ম হোন্তে মোর শতগুণ হৈল দুখ
 কি পাপে দেখাএ বিধি হেন দিন মুখ ।
 তুমি মুক্তি পাইলা স্মৃতি^{১২} বিনা শির তাজ
 কুকীতি রহিল মোর সংসারের মাঝ ।
 বিধিস্থানে প্রার্থনা করে^{১৩} এক মতি
 সিকান্দর চলি হৌক শাহার সঙ্গতি ।
 ঈশ্বর শপথ করি শুন নরেশ্বর
 যদি উঠ সেবাএ থাকিএ সিকান্দর ।
 তবে কি মরণ নহে আপনা ইচ্ছাএ
 ঔষধি বিহনে ব্যাধি কর্মে না জুয়াএ ।
 এক 'নখ'^{১৪} তোন্নার পূজিতে ইচ্ছা^{১৫} মনে
 আপনা শিরের শত রক্ত তাজ হনে ।
 মুঞি কি কান্দিমু শাহা তোন্নার কারণে
 তোন্না লাগি অনুশোচ সকল ভুবনে ।
 এ ব্যাধি ঔষধি আশি বিচারি না পাই
 কান্দি কান্দি পাপ মনে কিঞ্চিৎ সাধাই ।
 কর্ম নিযোজন কেহ এড়াইতে নারে
 মনে কি আরতি শাহা আজ্ঞা কর মোরে ।
 যে কিছু আদেশ কর শিরেত পূজিব
 বেদ প্রাএ মনে ভাবি তিল না নড়িব ।
 শূনি দারা মনে স্মৃতি ভক্তির বচনে
 সিকান্দর ভিতে চাহি প্রকাশি লোচনে ।
 কহিল তুমি সে মোর যোগ্য পাটেশ্বর
 বিধি উক্ত কৈল তোরে জগত উপর ।
 রক্ত সিদ্ধু ডুবিলু^{১৬} তৃষ্ণাএ দহে প্রাণ
 বাক্য না নিঃসরে আগে জল কর দান ।

নিজ হস্তে লইয়া স্নগন্ধি শূক্ৰ নীর
 ভক্তিভাবে পিয়াইয়া চিত্ত কৈল স্থির ।
 দারাদ বোলে কি পুছহ দেখ এহি রীত
 আগে পালে পাছে ঘালে সংসার চরিত ।
 যেই আছে পশ্চাতে হইব এহি গতি
 যেবা গেল সেহ নহে পাএ অব্যাহতি ।
 মোর পিতৃসব পড়িয়াছে খড়্গাঘাতে
 আশ্চি কোন্ মতে এড়াইব খড়্গ হোস্তে ।
 মোর আশীর্বাদে হোক সর্বত্র কুশল
 এক ছত্রে শাসিও সকল ভূমণ্ডল ।
 যদি মোরে আদেশিল মনের আরতি
 তিন বাক্য আশ্কার রাখিবা মহামতি ।
 বিনু অপরাধে মোরে যে করিল বল
 বিচারিয়া আপনে উচিত দিবা ফল ।
 দ্বিতীয় সেবাএ মোর ছিল যথ রামা
 সত্য দড় রাখি কামভাব দিবা ক্ষেমা ।
 তৃতীয় দুহিতা মোর রোসনক নাম
 শচী রতি জিনি রূপে অতি অনুপাম ।
 তোমার সেবাএ দিলুঁ যতনে পালিও
 কার্যানী বংশের মান্য চিত্তে রাখিও ।
 যেন তুমি তেন মোর কণা রূপবতী
 অধিক শোভিত যেন সূর্য সঙ্গে জ্যোতি ।
 সিকান্দর ভক্তি করি বাক্য দড়াইল
 শুনিতে শুনিতে দারাদ পরাণ তেজিল ।
 হেন কালে রজনী হইল উপস্থিত
 রাখিলা দারাদ অঙ্গ যে মত উচিত ।
 সিকান্দর সেই শোক মনে অনুমানি
 কান্দি কান্দি গোঞাইল সমস্ত রজনী ।

আপনাকে অনুশোচ কৈল বারে বার
অবশ্য এ মত দশা আছএ আশ্চার ।

৩২. । শূশান বৈরাগ্য ।

। বিলাপ ।

রাগ : ধানশী

ভাই কি মিছা ধন জগত বাসনা
মধু দিয়া পালে বিষ দিয়া ঘালে
ভাবি সারহ আপনা । ধু ।
তিলে নুশ শির ভূমি করে স্থির
দীন হস্তে দেএ নিধি
পুণ্য হোন্তে মন প্রমাইয়া ঘন
করাএ পাপের শোধি ।
ভাবি দেখ মনে জন্ম মাটি হনে
পশ্চাতে হইব মাটি
গৃহপণা করি আছ দিন চারি
কেনে 'ধিক পরিপাটি ।
অতি 'ধিক লোভ সহজে অশুভ
ক্ষেমা সে মহত্ কাম
আজি যেই আছে না রহিব প্যাছে
কর শূভ পুণ্য কাম ।^১
অকার্ষেত শত লাগে অবিরত
কার্ষে লাগাইতে এক
সেই শত হনে এখ 'ধিক মনে
কেনে ভাব অবিরেক
পুণ্য দান বিস্তি ভাবে শূভ কৃতি
মঞ্জলিস নবরাজ

আলাউল ভণি সেহি ধন্য শূনি
করে দোহ যুগ কাজ ।

৩৩. । জীবনতত্ত্ব ।

। পঞ্চালিছন্দ ।

প্রভাত হইল যদি অরুণ উদিত
হেমরয়ে দিব্য পাট করি স্নশোভিত ।
ভাল ভাল মনুষ্য যতক সঙ্গে দিয়া
রাজসাজে জন্মভূমি দিল পাঠাইয়া
যথ দিন ঘট মধ্যে আছএ জীবন
কার্য হেতু ভিন্ন জনে ভাবএ আপন ।
কায়্য ছাড়ি যদি সে বাহির হৈল প্রাণ
সুশয্যা বিলাসীজন ভাব হএ আন ।^১
বায়ু মধ্যে কথক্ষণ প্রদীপ রহএ
পাট বাট সমসর মরণ সমএ ।
কার সঙ্গে সংসারে নাহিক পিরীত ।
এক আসে আর যাএ এহি ভব রীত ।
ব্যাম্বদেশে যুগের বসতি কথক্ষণ
ভাবি যতু্যকার্য কর থাকিতে জীবন ।
পক্ষীপ্রাএ পাখা সজ্জা কর উড়িবার
বৈভবে না হইও মন অসার সংসার ।
বুধজনে নিবুদ্ধি করএ ভ্রম দিয়া
কথ কথ উঞ্চ শির পেলিল ছেদিয়া ।
জগ গৃহ হোন্তে শীঘ্রে পলটা উচিত
এখনেহ না ছোঁড়হ আপনায় রীত ।
এ সংসারেত থাকি যেকন সেমান
যতমাংস তেজিয়া করএ সুধা পান ।

আইস গুরু দান কর মদিরা সুরজ
মহত্ত্ব বাড়উক আত্মতা^২ হোক ভজ ।

৩৪. । সিকান্দর ও জ্ঞানী বৃদ্ধের আলাপ ।

[নীতি তত্ত্ব]

জমকছন্দ/রাগ : বড়ারি

মনুগ্র মহত্ত্ব পাইছে সর্ব জীব হোন্তে
সত্যবন্ত ভাগ্য আছে সংহতি তাহাতে ।
নর জাত সম কেহ নাহিক সংসারে
অধিকে অধিক বিধি ভাগ্য দিছে যারে ।
অতি ভাগ্য বলে সিকান্দর মহাবীর
অশ্ব পদতলে কৈল রিপু দল শির ।
জগ তেজি গেল যদি দারুা মহাবীর
তার রাজ্য পাটে হৈল সিকান্দর স্থির ।
সব ক্ষিতি হৈল করতলে সিকান্দর
অগণিত দ্রব্য ধন পাইল সিকান্দর ।
স্বর্গ তার। ঝটি ধার। সম অতুলিত
দেখিতে দেখিতে শাহ। হৈল তরু রীত ।
একে একে করিয়া বহল^৩ উপার্জন
নানা ভাতি পুষাক্রমে যথ। নুপ ধন ।
লক্ষ সংখ্য বাহন বহএ সেই ভার
কার চিন্তে হস্তে তাহ। পারে লিখিবার ।
সোকন করিলা বহু ঈশ্বর ভাবিয়া
দারার অমাত্যকুল আনিল ডাকিয়া ।
মধুর বচনে সন্তোষিল জনে জন
ক্রমে ক্রমে বহু বিধি দিল রত্ন ধন ।
সকলের স্বস্তি পূর্ব নিয়মে রাখিলা
মুখ্য মুখ্য বুঝিয়া দিগুণ বাড়াইলা ।

সিকান্দর দানে বাক্যে সব হরষিত
 সতস্বামী শাহা সবে করিলা প্রতীত ।^২
 দয়াল চরিত্র সং সাধু সিকান্দর
 সর্বজনে ভক্তিভাবে ভাবিল ঈশ্বর ।
 ভূমে শির রাখি সবে হৈয়া একমতি
 সানন্দিত বহল করিল ভক্তি স্তুতি ।
 বুলিলা জামশেদ পাটে তোম্মা যোগ্য স্থল
 নৃপকুল শির আসি হৌক পদতল ।
 এহি সে কায়ানী পাটে শোভা হৈল অতি
 আশ্রি সবে অতি ভাগ্য পাইল হেন পতি ।
 ধনে রঞ্জে বহল তুষিলা রুমীগণ
 কিবা সুখী কিবা দুঃখী প্রতি জনে জন
 ভিক্ষুক হৈল ধনী ধনীক কিবা কথা
 বহু ধন দানে পুণ্য পাইল এথা ওথা ।
 তবে এক সভা বীর রচি চাকতর
 পুণিত ইরানী রুমী নানা দেশী নর
 দুই ছরহুদ যেই ঈশ্বর বখিল
 হস্তে গলে বাকি দোন সাক্ষাতে আনিল ।
 নিয়মিত ধন আনি দিয়া দোহানেরে
 মারিল বিগতি করি সভার গোচরে ।
 আর সব অপরাধ ক্ষেমিতে উচিত
 না রাখি ঈশ্বর-বধী যে জন পণ্ডিত ।
 সিকান্দর শ্রায় দেখি লোক হরষিত
 বোলে ধন্য ধন্য নৃপ সূচাক চরিত ।
 সর্ব মাত্র সন্তোষিয়া মধুর সন্তোষে
 বহু পাত্র ডাকিয়া আনিল নিজ পাশে ।
 কহ চির-আয়ু বহুদ্রষ্টা ক্রতিধর
 নিজ পদে আসি ছায়া কৈল তোম্মা শির ।

কাটিছ বহল কাল তাতল শীতল
 সংসারের কার্য জাতা বহল কুশল
 যদি সে হৈল দয়া ঝার বিবজিত
 সাধুতা তেজিয়া হৈল অসাধু চরিত ।
 তুমি হেন মহন্ত থাকিতে বিস্তমান
 কি লাগি না দিল তানে স্ফুরিত জ্ঞান ।
 শাহার কঠিন বাক্য শুনি বৃদ্ধতম
 প্রণামিয়া প্রকাশিল বাক্য অনুপম ।
 উপদেশ বহল কহিল হিতাহিত
 না ধরিল মোর বাক্য সে খল^০ চরিত ।
 জানিলু^০ বহল দীপ হৈতে প্রকাশ
 উগ্র ফুক দিয়া সব করিল বিনাশ ।
 কহিল পূর্বের কথা ছাড়ি উপরোধ
 না ধরিল মোর বাক্য হৈল মহাক্রোধ ।
 কালে পাইল না ধরিল বচন আশার
 বিশেষ প্রবল ভাগ্যে বিজয় তোমার ।
 বিধি যারে মারিবে রাখিতে কেবা পারে
 কোন রাজ্য হেন হুতু পাইছে সংসারে ।
 বিধি লাগাইল স্বর্গে তোমা শিরতাজ
 তেঁই সে^০ পাইল জান কানানী পাটরাজ ।
 কার ভাগ্য নিচল না রহে চির দিন
 অমনুষ্য মনুষ্য বাহার নাহি চিন ।
 নর ঘটে নারায়ণ সত্তত বৈসএ
 নর তুষ্ট হৈলে বিধাতা তুষ্ট হএ ।
 শাহার চরিত্র সর্বমতে দেখি ভাল
 দয়ালের প্রতি দয়া করএ দয়াল ।
 পুনি শাহা জিজ্ঞাসিল শুন বৃদ্ধতম
 বিস্তর দেখিছ তুমি সঙ্কট স্ফসম ।

কোন্ মত কর্ণে হএ সংগ্রামে বিজয়
 কিবা হেতু যুদ্ধ মাঝে জয় পরাজয় ।^৫
 যুদ্ধ বলে শুন শাহা বিজয়ের কথা
 তুমি হেন সহস্রে যুদ্ধক যুগ কথা ।
 দানে তুষ্ট রাখিবে সকল সৈন্তগণ
 যুদ্ধকালে এক মতি করে প্রাণপণ ।
 বল হোন্তে সাহসে অধিক কর্ম করে
 অস্ত্র ঘাতে মনুষ্য ব্যাঘ্র মহিষ মারে ।
 যুদ্ধকালে সাহস না করি কৈলে ভয়
 বহু দলে 'ধিক বল পাএ পরাজয় ।
 সেনাপতি বীরপণা 'ধিক যদি দেখে
 লবণের লাজে^৬ সবে জীবন উপেক্ষে ।
 শূনিয়াছি মহাজনে এমত কহএ
 দাতা নহে নিধনী যুদ্ধস্ত নাম রএ ।^৭
 ধৈর্য^৮ ধরি অধিক চঞ্চল না হৈবে
 ধর্ম জয় অব্যাহতি প্রভূতে মাগিবে ।
 রুস্তমের মুখে আশি শূনিছি এমত
 না ভাঙ্গিও সৈন্ত মন ভাঙ্গিও পর্বত ।
 বাহম্ন স্থানে কহিলেক ইস্ফিন্দার
 সৈন্ত মন ভাঙ্গিলে অবশ্য যুদ্ধে হার ।
 লোক মন ভাঙ্গি দারা হৈল বিগতি
 বিজয় লক্ষণ এহি কহিলু^৯ নৃপতি ।
 জয় পাইলে ভয়কের পৃষ্ঠ না লউক^{১০}
 যাইবার পক্ষ তার বদ্ধ না করৌক ।
 জীব রাখি ধাএ নিজ মুখে কালি দিয়া
 নিরোধিলে যুঝে পুনি প্রাণ উপেক্ষিয়া ।
 পুনঃ যুদ্ধ স্থানে জিজ্যাসিলা জ্বোলকর্ণ
 বহুবিধ দেখিছ শূনিছ নানা বর্ণ ।

শুনৈছি রুস্তমে একসর অশ্ববার
 সর্ব সৈন্ত পরাজিত কেমন প্রকার ।
 এহি বাক্যে বহল সল্লেখ মোর মনে
 অবশ্য রুস্তম যুদ্ধ দেখিছ নয়ানে ।
 প্রণামিয়া শাহারে কহিল যুদ্ধতম
 মহাবলী সাহসিক আছিল রুস্তম ।
 তিন বর্ষে আপনার শরীর ঢাকিত
 কোন অস্ত্র তার অঙ্গে প্রবেশ না হৈত ।
 বিশেষ সকল অস্ত্র মহাশিক্ষাবস্ত
 আসিতে মারিতে কেহ না বুঝিত অস্ত্র ।
 বাছি বাছি বিশেষ মারিত বীরগণ
 সকলে দেখিয়া হৈত ত্রাসযুক্ত মন ।
 যে সবে মারিত সৈন্ত তাহাকে মান্নএ
 পাছে সৈন্ত ত্রাসে ভঞ্জে গুণিয়া সংশএ ।^{১২}
 পুনি শাহা কহে শুন যুদ্ধ মহাজন
 কেনে ফরামুর্জেরে মারিল বাহমন ।
 রুস্তমে শাসিয়া দিল সর্ব বসুমতী
 মারিল তাহার পুত্র কাহার যুক্তি ।
 কহিলেক ফরামুর্জ অপরাধী হৈল
 বাহমন শাহা সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল ।
 তেকারণে মারিল না ধরি কার বোল
 ছন্ন বুদ্ধি হই শীঘ্রে কালে দিল কোল ।
 উগ্রবুদ্ধি গতি হৈল দারী, বাহমন^{১৩}
 না শুনিয়া যুক্তি কথা হইল নিধন ।
 জোলকর্ণ যুদ্ধত জিজ্ঞাসে পুনর্বার
 বৃপতি হইলে যুক্ত কেমন আকার ।
 সেই উপদেশ মোরে কহ বৃধমণি
 বহু দ্রষ্টা স্রুত তুমি আর মহাশুণী ।

প্রণামি বুলিল বৃদ্ধ আশীর্বাদ করি
 শাহার সাক্ষাতে আশ্মি কি যোগ্যতা ধরি ।
 সর্বগুণে অলঙ্কৃত আপে মহা ধীর
 জিজ্ঞাসিলা কহিলাম আজ্ঞা ধরি শির ।
 যত্নপি নৃপতি ভাগ্য অতি প্রজলিত
 তথাপিহ সতত থাকিও সচকিত ।
 ঋণ ধর্ম থাকিলে অন্ডায় পরিহরি
 ছোট বড় সকলের স্নেহ মনে ধরি ।
 চিনিব কপট-সত্য স্বেজন দুর্জন
 সং-কর্মে সতত থাকিও সচেতন ।
 না হইও অনীত^৪ লোভী নিজ মন সাধে
 সর্বত্র কল্যাণ মাত্র লোক আশীর্বাদে ।
 সতত মরণ পশু দেখিবা নিকটে
 পুণ্য কর্মে বিঘ্ন নাশ জঞ্জাল কপটে ।
 করে দান, মুখে মিটি, হৃদে সত্য ভাব
 নামে পুন বিনি ধন নাহি কোন লাভ ।^{১৫}
 কথা গেল ফিরদুন, জামশেদের জাম
 কথাত রুস্তম হাম বাহমন সম ।
 এহি ক্ষিতি সবাক করিছে নিজ হেট
 অত্মপিহ এহি মতে না ভরএ পেট ।
 স্নেহ সকল চলি গেল আশ্মি না রহিব
 এ মত ভাবিয়া রাজকার্য চালাইব ।
 পাপ-সাপ-সম যেন ভূমিতে স্তব
 মৈলেহ এড়ান নাহি অবশ্য সংশয় ।
 যেমন চরিতে আপে পাইলা সব ক্ষিতি
 কুশলের হেতু না ছাড়িও সেই রীতি ।
 স্বর্কের বচনে শাহা তুষ্ট হৈল মন
 বেদ প্রাণ হৃদএ রাখিল সর্বক্ষণ ।

পুঞ্জ পুঞ্জ হেম রৌপ্য বসন রতনে
 বহু মন সন্তোষিলা বহল যন্তনে ।
 আর যথ পাত্রমিত্র ইরানী আছিল
 স্বকৈর বচনে সব অনুমতি দিল ।
 নানা দানে সন্তোষিলা সভানের চিত
 শাহার চরিত্রে সবে হৈল হরষিত ।
 সবে বলে যদি সে দীপ নিবাইল ।
 মহা ভাগ্যে জগত উঝল সূর্য পাইল ।
 নিশি হারাইয়া পাইল দিন শোভমান
 পুষ্প বিকশিত হৈল পাইল উদ্ভান ।
 রত্নাকর সিদ্ধ প্রাণ দেখি শাহা চিত
 ছোট বড় সর্বজন হৈল উল্লসিত ।
 পুনি পাত্রগণে বলে শোন নরপতি
 দারার কালেতে হৈছে বহল অনীতি ।
 গ্রামবাসী কষিক বীর হইছে আসি
 বীর পুত্র কুলীন হইছে গ্রামবাসী ।
 হলধর গোপাল কষিক গুণীগণ
 স্তম্ভন বীরের মেলে হইছে গ্রথন ।^{১৭}
 বীরপুত্র গোত্র আদি সাধু সৎলোক
 সেবাএ বাহির হৈয়া পাএ দুখ স্তম্ভ ।
 বিপন্নীত কর্ম হৈলে অশুভ লক্ষণ
 মন ভঙ্গ হএ যথ মহা বীরগণ ।
 বিচারিয়া আস্তা কর সাধু স্তম্ভিত
 পূর্বের নিয়ম রউক থণ্ডাইয়া অনীত ।
 শুনি শাহা আস্তা কৈলা হৈয়া ত্রুঙ্ক মন
 তেঁটরা ফিরাই কহ কোতোয়ালগণ ।
 জাতি রক্তি আচারি রউক সর্বজন
 এক কর্ম অস্তায় কৈলে বধিব পরাণ ।

ডাকোয়াল ডাকি যদি এমত কহিল
 নিজ বৃত্তি ধরি সবে হরিষে রহিল ।
 বুঝি বুঝি খণ্ডাইলা দুঃখিতের কর
 যথেক অনীতি কর্ম খণ্ডাইলা সত্বর ।
 সুখত হইল দেশ শাহার মায়াএ
 সর্বলোক আশীর্বাদ করেস্ত সদাএ ।
 মহা সত্য [সত্য?] শ্রীমন্ত মজলিস নবরাজ
 যার কীতি গুণ রসে শোভিত সমাজ ।
 তাহান আরতি হীন আলাউলে গাএ
 [দান পুণ্য কীতি যশ বাড়ুক সদাএ]
 আয়ুদীর্ঘ বিঘ্ননাশ বাড়ুক সম্পদ
 পুত্রে পৌত্রে বাড়ুক সতত নিরাপদ ।
 তান দানে ক্ষিতি জল সদাএ ববিষএ
 আলাউল মুখে বাক্যমুক্তা নিঃসরএ । ১৮
 আইস গুরু দেও মোরে আশ্রনাশ সুরা
 আলাঝালা নাশি মন ভাবে হোক পুরা । ১৯

৩৫. ॥ সিকান্দরের ইসলাম প্রচার ॥

দীর্ঘছন্দ/রাগ : ভাটিয়াল

পুরাণ বচন জ্ঞাতা কহিল রসদ কথা

যদি শাহা দারারে মারিল

অগ্নিপূজে যে সমস্ত অহর্মজদা জোরথুস্ত

নিজ হীনে সকলে আনিল ।

ইরানী সকল প্রতি আদেশিলা মহামতি

অগ্নিপূজা ছাড়হ তুরিত

আছএ ঈশ্বর এক সর্বস্থানে পরমতোক

তানে মাত্র সেবিতে উচিত ।

তাহান স্বজন স্বল অগ্নিবায় সিদ্ধু^১ জল
 চক্ষু বূর্ব আদি যথ আর
 তাহান রসুল আক্ষি মনে সত্য ভাব তুম্বি
 বীন ইসলাম মাত্র সার ।
 মহন্ত ইরানীগণ কোমল হইয়া মন
 বীন ইসলামে প্রবেশিল
 মগান গুরুর [?] যথ নিজ বীনে রৈল তথ
 বাছি বাছি সকল মারিল ।
 সেকালের নীতি কথা অগ্নিপুজা গৃহে যথা
 ধনী সবে খুদিয়া বিবর^২
 পুজে পুজে ধন থুইত ডরে কেহ না হেন্নিত^৩
 এহি মতে আছিল বিস্তর ।
 ধনবন্ত পথহীন বাক্ষি গৃহ ভিন্ন ভিন্ন
 নানা বিধি ধন তথা থুইলা
 সিকান্দর বার্তা^৪ পাইয়া সর্ব গাত উগারিয়া
 গিরিসম পুজে পুজে পাইলা ।
 আর এক নীতি ছিল অক যদি বহি গেল
 নবদিন হইল প্রবেশ
 যথ অকুমারী রামা শশি মুখী গজগামা
 যুগ আঁখি শ্যাম দীঘ' কেশ ।
 সব নামি গৃহ হোন্তে দাঙাইয়া মধ্য পথে
 হাসে খেলে নানা ক্রিয়া ছন্দে
 কটাক্ষে হরএ মন হাসে হরে প্রাণ ধন
 অলেখাএ বিজ্ঞমন বান্ধে ।
 বহু মন্ততন্ত্র জানে অতি বিজ্ঞ টোনা জ্ঞানে
 মগান গুরুর নাম লৈয়া
 স্নান স্নান বালী নাচে দিয়া করতালি
 মুনি মন লৈ যাএ হরিয়া ।

নানা অলঙ্কার গা'তে পুষ্পর স্তবক হাতে
 বিচিত্র বসন সুশোভিত
 লাসে নশাইয়া স্তনে সুবর্ণ বিলাসীগণে*
 , অঙ্গভঙ্গে বশ করে চিত ।
 এহি মতে সাজে বাজে সর্বজনে অগ্নিপুজে
 নবদিন করি নিয়মিত
 শূনি শাহা নিষেধিল সে নিয়ম খণ্ডাইল
 নারীগণ আচার কুৎসিত ।
 জানাইল ঘরে ঘরে যে নারী এ মত করে
 সে সবেয়ে পরাণে মারিব
 আপনার স্বামী বিনে না দেখুক কোনজনে
 নারীকুল গোপতে রহিব ।
 মগানের আশ্রয় ঘর ভয় করি বহুতর
 হীন ইসলাম শিখাইল
 , অগ্নি আদি চন্দ্রস্বর সব পূজা করি দূর
 এক প্রভু ভাব স্থির কৈল ।
 মজলিস শ্রীমন্ত নবরাজ স্তমহন্ত
 আজ্ঞা পাই আলাউলে গাএ
 সিকান্দর সঙ্গে গুণ লোক মুখে পুনঃ পুনঃ
 মহীপূর্ণ রহক সদাএ ।^৬

৩৬. । মায়াবীর যাতু ।

জমকছন্দ/ধানশীরাগ

নানা দেশ মুসলমান করি বহুতর
 বাবল দেশেত আইল শাহা সিকান্দর ।
 হারুত মারুত স্বর্ণ হোন্তে নামি তথা
 জোহরাক ডাকিয়া কহিল জ্ঞান কথা ।

বাবুলে ঝহিল দোহ অপরাধী হৈয়া ।
 হারুত বলিয়া ছিল অনেক কাফির
 ধীন ইসলামে বহু আনি কৈল দ্বির ।
 অগ্নিশূজা গৃহ সব যথেক আছিল
 শাহার আদেশে সব ছারখার কৈল ।
 শাহা আদেশিল ধীনে না আইসে যে জন
 কারাগারে রাখ তারে করিয়া বন্ধন ।
 তথা হোন্তে আর্জবোর্জেতে^১ চলি গেল
 যথেক আনল গৃহ সব বিনাশিল ।
 বহু জনে মারিল। কন্দিলা পরাভব
 বন্দীতে রাখিল ধীনে না আইল যে সব ।
 সেই দেশে এক অগ্নি আছিলেক বড়
 বিস্তর পুরুষে পূজে ভক্তি করি দড় ।
 শত হেন বুধবুর পরি শূন্য মূলে
 ভক্তিভাবে অগ্নি পূজি আছে চিরকালে ।
 সেই চিরকালি অগ্নি আজ্ঞাএ শাহার
 বহুজন নাশি কৈল শ্রামল অঙ্গার ।
 এথাতে আনল নাশি হরষিত চিতে
 সৈন্য চালাইল শাহা ইসপাহান ভিতে ।
 দারার দুহিতা রোসনক ভাব ধরি
 ইসপাহান উদ্দেশি চলিল। শীঘ্র করি ।
 গহেত দেখিল। এক মনোহর স্থল
 নানা স্বক্ষ উদ্ভান পূণ্ডিত ফুল ফল ।
 চিত্রকাল এক অগ্নিগৃহ তথা আছে
 পূজা হেতু বহুতর বুধ তথা আছে ।
 জোরথুস্ত অহর্মজাদা বহুল পূজা করি
 রহিছে বহুল দিব্য অকুমারী নারী ।

স্কুমারী মনোহারী কটাক্ষ সন্ধিতে
 মর্মস্থানে হানে বাণ প্রাণ যেই ভিতে ।
 তথা 'সাম' বংশের এক কণ্ঠা অতি রূপ
 'আজর হামাযুন' নাম রাখিয়াছে বাপ ।
 দিব্য রঙ্গে অঙ্গ ভঙ্গে নয়ানে তরঙ্গ
 বক্ষ দুটি শরবৃষ্টি জিয়াএ অনঙ্গ ।
 অতি দীর্ঘ শ্যাম কেশ জিনি ঘন মালা
 সঙ্কল্পা সীমন্ত যেন স্রবীর চপলা ।
 চন্দ্রবাণ জিনি ভাল গৃধিণী শ্রবণ
 কামের কোদণ্ড ভুরু কমল লোচন ।
 শুক চকু নাসিকা অধর বিষজিৎ
 দশন মুকুতা হস্ত উজ্জল তড়িৎ ।
 শারদ পূর্ণিমা জিনি উষল বয়ান
 কঙ্ক কণ্ঠ জিনি গৌর অতীব স্তম্ভাম ।^১
 নারাদী জিনিয়া কুচ শোহে মুক্তাহার
 ভাগীরথী উমাপতি শিরে বহে ধার ।
 কটি সিংহ জিনি ভুজ কনক যুগাল
 চম্পক কলিকাদুলি করতল লাল ।
 নখ বালচন্দ্র করীকুন্ত স্নানিতম্ব
 পলটি কদলী উরু কিবা হেম স্তম্ব ।
 পদযুগ পদতল কোকনদ জিনি
 গমন সূচাক হংস খঞ্জন নিছনি ।
 মহাজ্ঞানী টোনাবিষ্ঠা নানা গুণ জানে
 তন্ম্রে মন্ম্রে রূপে হয়ে চতুরের প্রাণে ।
 জোলকর্ণ আজ্ঞা দিল গৃহ বিনাশিতে
 চলিল বহল সৈন্য অগ্নি নিবাইতে ।
 সেই কণ্ঠা মন্ম্রে সজি অগ্নি অঙ্গগর
 তজ্জিগজি ভয় দর্শাএ বহুতর ।

মহাত্মাসে সর্বজনে ধাইল প্রাণ লৈয়া
 শাহার সাক্ষাতে সবে কহিল আসিয়া ।
 মহাবুদ্ধিমন্ত শাহা বুঝিল কারণ
 সত্য সর্প হৈলে কেনে অগ্নির গঠন ।
 আরম্ভে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিল। সিকান্দর
 কোনে নিবাইবে এহি অগ্নি অজগর ।
 আরম্ভ কহিল শাহা এ বা কোন্ কর্ম
 বলিনাসে জানে বহু তিলিস্মাত মর্ম ।
 বলিনাস প্রতি আজ্ঞা কর নৃপবর^৩
 তিল মাত্র খণ্ডাইতে মায়া কাকোদর ।
 বলিনাসে ডাকি শাহা আজ্ঞা কৈল তবে
 শীঘ্র গতি যাও এহি সর্প পরাভবে ।
 বলিনাসে ভূমি চুষি শীঘ্র তথা গেলা
 টোনারিজ্ঞা^৪ অগ্নি সর্প পুনি এড়ি দিলা ।
 পুঙ্কনী সমান মুখ প্রসারিয়া রোষে
 মেঘ প্রায় তজি গজি গ্রাসিবারে আসে ।
 কাকোদরে দেখি বলিনাসে দিল ফুক
 তাত মাত্র বন্ধ হৈল অজগর মুখ ।
 নীলাএ সীসক সম গর্ব চূর্ণ-হৈল
 আর নানা বহু ভাতি মায়া বিরচিল ।
 ব্যাঘ্র সিংহ অগ্নি হস্তী বীজ বস্ত্রবাণ
 এক না লাগিল বলিনাসের ঘনান ।
 সর্ব^৫ অস্ত্র ফিরি যদি গেল কণ্ঠা পাশ
 দর্প ছাড়ি লুক দিতে মনে কৈল আশ ।
 তাহা দেখি বলিনাসে পশু নিরোখিয়া^৬
 জ্ঞানবলে আনিলেক কণ্ঠাকে বাকিয়া ।
 বলিনাস নিকটে আসিয়া কণ্ঠাবর
 দণ্ডবৎ হৈয়া নিবেদিল বহুতর ।

বহুল প্রার্থনা কৈল ধরিয়া চরণ
 কৃপা কর প্রাণ রাখ লইলুঁ শরণ ।
 বলিনাস সে চক্ষ বদন দরশনে
 শতগুণ প্রেমভাব উপজিল মনে ।
 অগ্নি দিয়া অগ্নিগৃহ ছারখার কৈল
 পুরান আনল জল দিয়া নিবাইল ।
 কষ্টাবর লই গেল শাহার সমীপে
 কহিলেক এক চক্ষ হৈল সর্পরূপে ।
 এহি কণ্ডা খণ্ড অঙ্গ দিতে পারে জোড়া
 জানে আকাশেরে ধরি দেএ কর্ণ মুড়া ।
 মহী হোন্তে টানিয়া তুলিতে পারে কুপ •
 স্বর্গ চক্ষ পারে ভূমে নামাইতে স্বরূপ ।
 শনির মুখের কালি ধুইতে পারে লেশে
 গড় বান্ধি যুদ্ধ করে এক গাছি কেশে ।
 পল্লম সুল্লরী বাল্য জিনি অপসরা
 যেন রূপ তেন গুণ মুনি-মন-হরা ।
 শাহা ভাগ্যবলে তার পশু নিরোধিলুঁ
 সর্ব মায়া বিনাশিয়া গর্ব চূর্ণ কৈলুঁ ।
 কাতর হইয়া কৈল বহু পরার্থন
 তথাপি কটাক্ষে হেরি লএ মুনি মন ।
 যদি মোরে দান কর প্রাণ 'ধিক লাভ
 সেবাএ রাখিব মাত্র ঈশ্বরের ভাব ।
 কণ্ডাকে দেখিয়া শাহা হরষিত মতি
 বোলে তার দরশনে বাড়ে চক্ষু জ্যোতি ।
 বলিনাস মতি বুঝি শাহা হাসি হাসি
 কহিল তোমারে দিলুঁ এহি পূর্ণ শশী ।
 কিন্তু তার মায়াএ থাকিও সচকিত
 মোর যোগ্য নহে মাত্র তোমার উচিত ।

শাহার প্রসাদ পাই উল্লসিত হৈরা
 ভূমি চুহি বলিনাস গেল কণা লৈয়া ।
 আপনার গৃহের ঈশ্বরী তারে কৈল
 যথ ইতি জ্ঞান জানে সকল শিখাইল ।
 যতপি জ্ঞান টোনা হোন্তে কার্য হএ সার
 কোন হেতু বাকিতে না পারে হত্যা দ্বার ।
 মজলিস নবরাজ প্রতিষ্ঠ মহন্ত
 শুনিয়া রসদ কথা হরিশ অনন্ত ।
 আয়ু যশ বাড়ুক সম্পদ স্তম্ভ পুণ্য
 মিত্র বৃদ্ধি ক্ষিতি পূর্ণ হোক শত্রু শূন্য ।
 চন্দ্র সূর্য অবধি রহক কীর্তির বাখান
 তাহান আরতি হীন আলাউলে ভান ।
 আইস গুরু সুরা দেও শুদ্ধ জল সম
 জ্ঞান বৃদ্ধি হোক খণ্ড মনের ভরম ।^৭

৩৭ । সিকান্দরের ইসপাহান প্রবেশ ।

দীঘছন্দ/রাগ : বড়ারি

যেই জন শীত কালে ডালিষ স্তম্ভনী কোলে
 অগ্নি তুল্য^১ সুরা উপহার
 বিলাসএ অনুক্ষণ চিন্তাকুল নহে মন
 জগত জীবন কোন্ সার ।
 যখনে বসন্ত পাএ উত্তানের মাঝে যাএ
 নানা পুষ্প স্তম্ভিত সুরঙ্গ
 ধরণীর সিদ্ধ^২ জল নানা বিধি পরিমল
 চাক্ষুসী বিনু স্নিঃসঙ্গ ।
 শীতকালে সিকান্দর তথা হোন্তে শীঘ্রতর
 ছিফাহানে করিল প্রবেশ

পবিত্র নগরবন্ধ^৩ দেখি শাহা মহানন্দ^৪
 ধন্য ধন্য বাখানিলা দেশ ।
 দিব্যস্থল উপকারী রহিলেক দিন চারি^৫
 পশু প্রাপ্তি যদি হৈল দূর
 এক স্তপুরুষ চাহি পাঠাইল। আশ্বাস কহি
 বার্তা লৈতে দারা অন্তঃপুর ।
 যোগ্য মতে আশ্বাসিয়া তথার সংবাদ লৈয়া
 কহে আসি শাহার গোচর
 সকল আশ্রয় বেশ বিথরিত শির কেশ
 দারাভাবে হইয়া কাতর ।
 সর্বজন ক্ষুব্ধ মনে স্থির নহে এক প্রাণে
 ত্রাসিত চিন্তিত অতিশয়
 শাহার আশ্বাস শুনি যতঘটে^৬ আইল প্রাণি
 অল্প শাস্ত হইল হৃদয় ।
 কহিল সকল^৭ বাণী আশ্রি সব অনাথিনী
 শুনিয়াছি শাহা স্মরিত
 তেঁই সে রাখিল প্রাণ না করিয়া বিষপান
 আজি কৃপা হৈল বিদিত ।
 ছিন্নিমস্ত স্তম্ভস্ত মজলিস গুণমস্ত
 মহামাত্য নবরাজ ধীর
 তাহান আরতি গুণে হীন আলাউল ভণে
 মধুর পয়ার স্মরুচির ।

৩৮. ॥ সিকান্দর-রৌসনক বিবাহের উত্তোগ ॥

পয়ার বা পঞ্চালি ছন্দ/লাচাড়ি গীত
 এথ শুনি মামায়ুক্ত হৈল সিকান্দর
 যথ ভাণ্ডারের দার মেলিল^৮ সঙ্ঘর ।

পুঞ্জ পুঞ্জ ধন দান করি ছিফাহানে
 প্রসাদ করিল বহু কায়ানী-বন্দানে ।^৩
 কুম্বী চীনী মিশ্রি বস্ত্র শতে শতে ভার
 সহস্র সহস্র দিব্য রত্ন অলঙ্কার ।
 রাজনীতি পরিধান নানা বিধি ভাতি
 তাহারে দেখিলে বাড়ে নয়ানের জ্যোতি ।
 হেমবস্ত্র পাটাম্বর উজ্জ্বল কোমলে
 যারে দেখি^৪ পরিতে দেবতার মন ভুলে ।
 কর্পূর কস্তুরী আদি আশ্বর আতর
 ভারে ভারে নানান স্নগন্ধি বহতর ।
 পাঠাইয়া দিল সব দারা অন্তঃপুরে
 শ্রামবাস খণ্ডাই সকলে পরিবারে ।
 শোক হোন্তে ধুইলেক দারার বসতি
 নীলোৎপল খণ্ডি হৈল রক্তোৎপল জ্যোতি ।
 নীলমণি তেজি হৈল মানিক্য উজ্জ্বল
 শ্রামনিশি নাশি হৈল বাসর নির্মল ।
 শাহার প্রসাদ হেরি হৈয়া মহানন্দ
 রানী সবে কহে মনে মনে বাসি ধন ।
 মহানুপ ছিল দারা জগ পূজ্যমান
 শত একভাগ হেন না করিছে দান ।
 কহি পাঠাইলা শাহা চিন্তা না জুয়াএ
 মরণেত ক্ষমা বিনে নাহি অন্তোপাএ ।
 যার যেই বিত্তি দিছে অখণ্ড রাখিব
 সবে এক দারারে দিবারে না পারিব ।
 যেই গেল ফিরি না আসিব কদাচিত
 শাহার আশ্বাস দানে সব হরষিত ।
 শাহার আশ্বাসে সবে ধৈর্য আচরিল
 সে সবার শোকানল যদি শান্ত পাইল ।^৫

আর কথদিন শাহা ধৈর্য আচরিল
 যাবত সবার মন সন্তোষ পাইল ।^৩
 আরদিন আরস্তবে ডাকিয়া সিকান্দর
 কহিল দারার পুরে যাইতে সত্বর ।
 মোর নিবেদন কহ মহাদেবী আগে
 যেই কর্মে এথাতে আইনু অনুরাগে ।
 এবে তুমি সব প্রতি হইতে রক্ষক
 বিশেষ সঁপিছে দারা কণা রৌসনক ।
 সেইভাবে সতত আকুল মোর চিত
 আপন। ঈশ্বর আজ্ঞা পালিতে উচিত ।
 আর যেন মতে পার কহিও বুঝাই
 শুভ কর্ম হৈব শীঘ্রে যদি আজ্ঞা পাই ।
 ভূমি চুম্বি আরস্তএ চলিল সত্বর
 নানা উপহার দ্রব্য লই বহুতর ।
 পুরী দেখি ধন্য ধন্য মানিল লোচন
 জিনিষা অমরাবতী চাক স্নগঠন ।
 স্থানে স্থানে উপবন দেখিতে স্বন্দর
 না হএ নন্দনবন তার সমসর ।
 মহাপাত্র আরস্ত আইল হেন শূনি
 চিকের অন্তরে আসি বসিলেক রানী ।
 একসর আরস্তএ প্রবেশিয়া পুরী
 দেখিলেক শূন্য পুণ্য দিব্য অপসরী ।
 রাজনীতি প্রণামিয়া মাত্র আচরিয়া
 সিকান্দর স্তুতি ভক্তি প্রথম কহিয়া ।
 আশীর্বাদ কৈল হোক সর্বত্রৈ কুশল
 শাহা হোন্তে হোক পুরী অধিক উজল ।
 শাহা সঙ্গে তোম্মা খণ্ডাউক দুই ভাব
 দোহ বৃপ বংশে পিরীতি হোক লাভ ।

এহি বক্রগতি যুদ্ধ^১ জানে বহু হল
 যত্বপি তোমার গৃহে প্রকাশিল বল ।
 মোর শাহা অপরাধী না হোক তাহাত
 না জানিল হেন কর্ম হৈল অকস্মাত ।
 শূদ্ধ ভাব শাহা বৈরীভাব নাহি চিতে
 মনে মাত্র আশা ধরে অন্যথ পালিতে ।
 দারার আদেশ মাত্র মনেত ভাবিয়া
 আসিছেন্ত রোসনক বিবাহ লাগিয়া ।
 প্রথম যৌবন শাহা কণ্ঠা বিভা যুক্তা
 আজ্ঞা কর হোক তার শিরতাজ মুক্তা ।
 সে চন্দ্র-বদনে গৃহ করৌক উজ্জল
 সেই পুষ্পে উপবন করৌক নির্মল ।
 কাযানী বংশের মাগু দড়^২ ধরি মনে
 কাক না পাঠাই চলি আইল আপনে ।
 বুদ্ধি সংকল্পিয়া রানী বুঝি চাহ মন
 যথ কিছু কৈলু^৩ আশ্রি তোম্মা নিবেদন ।
 পাত্র নিবেদন শুনি নিজ মনে ভাবি
 যথাযোগ্য পদুত্তর দিল। মহাদেবী ।
 সর্ব 'পরে উক্স ছত্র বিধি কৈল যারে
 ভূমি চুস্থি তার সেবা মহত্ব আক্মারে ।
 যদি শাহা এই কার্য মমে কৈলা স্থির
 স্বর্গে পরশিব^৪ তবে রোসনক শির ।
 যবে দাসী করএ করিব পরিচর্যা
 সেই মতে সেবকিণী যদি করে ভার্যা ।
 শাহার সজ্ঞোগে আশ্রি অতিশয় রতা
 নৃপতি দুহিতা মাত্র^৫ নৃপতি বনিতা ।
 কিন্তু শুভক্ষণ গিয়া বিচারিয়া চাহ
 শাহার আদেশ মাত্র^৬ হইব বিবাহ ।

শূনি পাত্রবর প্রণামি ফিরি আইল
 সিকান্দর আগে সব রহস্ত কহিল ।
 শূনিতে শাহার মন হইল উজ্জল
 আনন্দ হইল চিত্ত লাবণি কমল ।
 মনুরথ শুভবার্তা অতি ^{১২} মনোরম
 শ্রবণ পরশে যেন সুধারসি সম ।
 রৌসনক ভাবি শাহা চিন্তে হৈয়া মগ্ন
 নিয়ম করিল। শুভ দিন ক্ষণ লগ্ন ।
 পাত্রগণ প্রতি আজ্ঞা কৈল সিকান্দর ^৩
 করিতে বিভার সাজ মঙ্গল আচার ।
 নানা বর্ণ বাণ্যকুল নাচিছে চামর
 লক্ষ লক্ষ উষ ^{১৪} কৈল নগরে নগর ।
 স্বর্ণ বর্ণ নানা বস্ত্র কৈল নবগিরি
 সহস্র সহস্র টানাইলা শূন্য ভরি ।
 বিচিত্র কোমল শয্যা হেটে বিছাইল
 নানা ভাতি স্তবর্ণ কানাত টানাইল ।
 কৃত্রিম কুসুমপূর্ণ কৈল হাট-বাট
 যথাতথা যজ্ঞ বাণ্য রাগ গীত নাট ।
 খরজাম জলরুদ ছয়দণ্ড পশু
 উপকার কৈল জল স্থল নানা মত ।
 যথ উপবন চারু কুসুম শোভিত
 হাট-বাট প্রান্তর কৃত্রিম কুসুমিত ।
 সহস্র সহস্র লোক বসি স্থানে স্থানে
 নানা বিধি উপহার ভুজে সুখ মনে ।
 ভক্ষ্য শেষে স্নগন্ধি ছিটাএ বহতর
 আগর চলন মিলি কস্তুরী আশ্বর ।
 কুমকুম জরদ ^{১৫} চূয়া গোলাপ ফুলেল
 নানান সৌরভ নানামত করি মেল ।

নানা বিধি পাক তৈল করিয়া মিশ্রিত
 সুরঙ্গ কুসুম লগ্নে করে অঙ্গ হিত ।
 সিরাবের পক্ষে হৈল মেদিনী পিছল
 আবীর স্নগন্ধি ধূলে শূখাএ সকল ।
 নিশাকালে লক্ষ লক্ষ কন্দিল আলিয়া
 স্বক্ষ ডালে হাটে বাটে রাখএ টাঙ্গিয়া ।
 পঞ্চ শাখা ত্রিশাখা দেউটি লক্ষ লক্ষ
 মহাতাপ দীপক ফানুস কেবা লেখে ।
 চতুর্দিক উজ্জল ছায়ার নাহি স্থল
 পরাভব পাই তম গেল রসাতল ।
 জলে স্থলে লক্ষ লক্ষ পোড়ে নানা বাজি
 ভাতি ভাতি বহুরূপী আইসে সাজি সাজি ।
 নানা ভাষে বিদূষকে করে বহু ঢঙ্গ
 সিল [?] পিক কুহরএ ছটকে করে রঙ্গ ।^{১৬}
 এহি মতে অশ্বপুর্বে উৎসব আনন্দ
 কথেক কহিতে পারি তাহার প্রবন্ধ ।
 শূভক্ষণে মারোয়ার কদলী রোপিল
 রত্নমএ চন্দ্রাতপ উজ্জ্বল আচ্ছাদিল ।
 কন্ধ্যাক মার্জনা করি যথ বরাজনা
 শূভক্ষণে তাহা হস্তে বান্ধিল কঙ্কণ ।
 মার্জএ স্নগন্ধিকুল দোহান শরীর
 রঙ্গে হর-স্থল^{১৭} শব্দে দেশ ভরিপূর ।^{১৮}
 হাকিম সকল সঙ্গে শাহা সিকান্দর
 বিবাহ উৎসবে বসি টঙ্গির উপর ।
 দেশ হোন্তে এক অঙ্গ কর খণ্ডাইয়া
 বহুবিধি দান কৈল ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ।
 ডিক্কুক হইল ধনী আনের কি কথা
 রাজ খণ্ড পূণিত আনন্দ যথাতথা ।

যেই যথা আছএ ভুঞ্জএ উপহার
 আত্ম পর বড় ছোট নাহিক বিচার ।
 লক্ষে লক্ষে ভুঞ্জিয়া যথেক উপরএ^{১২}
 নিত্য নিত্য নিয়া ঘরে ঘরে বিবর্তএ ।
 এহিমতে অষ্টম দিবস বহি গেল
 শুভ বিবাহের দিন উপস্থিত ভেল ।
 হস্তী ঘোড়া নৃত্য গীতে বহু ঠাঠে গিয়া
 আনিলেক মারোয়ার কলসী ভরিয়া ।

৩৯. । সিকান্দর-রৌসনক বিবাহ ।

দীর্ঘছন্দ/রাগ : সাহানা^১

স্বহৃৎপতি অবশেষ শুভক্ষণ পরবেশ
 সিনান করিয়া সিকান্দর
 ধরিয়া বিবাহ আশ পরিয়া বিচিত্র বাস
 যথা যেই শোভে কলেবর ।
 শিরে রত্নময় তাজ জ্যোতিমন্ত গ্রহরাজ
 কেশ-রাহ করিছে গরাস
 স্তবর্ণ সেহরা মাথে মুকুতা জড়ন তাথে^২
 অপূর্ব তারক সুরপাশ ।
 বাদল কাবাই গা'তে নয়ানে ধরএ জো'তে
 জড়াই কমর পাটা শোহে
 নানা^৩ পুষ্প গুচ্ছমাল ঝলমল করে ভাল
 হেরি কুলবধু মন মোহে ।
 স্তবর্ণ পাছড়া গা'এ মুক্তা ঝলকএ তাহে^৪
 হেটে শোভে জর্কসি তুমান (৭)^৫
 - অগমগ করে অতি নয়ানে ধরএ জুতি
 শুভক্ষণে করিল পয়ান ।

রক্তময় চতুর্দোল ইঞ্জের বিমান তুল
 আরোহিলা পরম হস্তিষে
 হুপতির কুমারগণ অষ্ট কোণে অষ্ট জন
 সমান বয়সী সব বৈসে ।^১
 রক্তন মণ্ডিত ছত্র চমরি স্বর্ণ পত্র^২
 চারিদিকে গজ মুক্তা জড়া
 ক্ষেপে ক্ষেপে দেএ পাক যেন উড়ে বক ঝাঁক
 কিবা স্বর্গে^৩ প্রতিষ্ঠিত তারা ।
 দীপ বাজি নানা বর্ণে কেবা শুনিয়াছে কর্ণে
 জ্যোতির্ময় শূণ্য জল-স্থল
 কেশাগ্র পড়িল ভূমে দেখি বিনি পরিশ্রমে
 লাজে স্তর গেল অন্তাচল ।
 শতে শতে দিব্য কুপ শিলা বান্ধি অপক্লপ
 সৌরভ^৪ মিশ্রিত সে জল
 রক্ত কটোরা ভরি দিব্য হস্তে ভরি ভরি^৫
 পরিপূর্ণ পিবএ সকল ।
 নানান স্রচারু গন্ধে পূর্ণিত মোষক কন্ডে
 ছিটাএ সহস্র সংখ্য নরে
 সর্বজগ^৬ আমোদিত গন্ধ ঝুটি অখণ্ডিত
 শূণ্য হৈলে পুনি আসি ভরে ।^৭
 হয় হস্তী পূর্ণ ঠাট চলিতে না পাএ বাট
 নিজ স্থানে থাকে সর্বজন
 প্রতি স্থানে নানা রঙ্গ তিল মাত্র নাই ভঙ্গ
 ধন্য মানে শ্রবণ লোচন ।^৮
 দারা হুপ গৃহ হোস্তে শাহার গমন পথে
 বিছাই জর্কসি পাটাঘর
 চতুর্দোল হৈল আগে যেই থাকে পৃষ্ঠ ভাগে
 ইচ্ছাগতে লৈ যাএ সফর ।

কাগজের নৌকা গঠি স্ববর্ণ রত্নের মাটি
 দিয়া চারি চক্র লগ্ন হেটে
 তাথে বৃত্যকার সবে নাচে অঙ্গ ভঙ্গ ভাবে
 টানি লই ষাএ বাটে বাটে ।
 হেম রূপা তঙ্কা মিশি ছিটি ফেলে চারি দিশি
 সিকান্দর বিমান নিছিয়া
 সর্বজন রঙ্গ চিতে না হেরে তাহার ভিতে
 সবে মাত্র লুফি ষাএ লৈয়া ।
 আকাশের দেব ঋষি বিমানে চড়িয়া আসি
 চাহিতে লাগিল শূন্য বাটে
 অলেখা হাউই উড়া উঠে দিয়া অগ্নি ঝাড়া
 ঘনাইতে না পারে নিকটে ।
 স্নগন্ধে আমোদ হৈয়া নানান কতুক চাইয়া
 শাহারে করেন্ত আশীর্বাদ
 একচ্ছত্র ক্ষিতিপাল আনন্দে গোঞাও কাল
 পুরাউক মনে যেই সাধ ।
 উঞ্চ ধারা ঘরে থাকি কুল বধু সবে দেখি
 পতি কোলে মুরছএ সতী
 কি কহিব যুব আশ বন্ধ করে হাবিলাষ
 জন্মান্তরে হোক হেন পতি ।
 নৃপকুল আদি পাত্র চতু'দোল সঙ্গে মাত্র
 আর কার গতি নাহি তথা
 বরের গমন হেরি নয়ান সাফল্য করি
 আনন্দ পূণিত যথাতথা ।
 স্নকল চামর করে অঙ্গ বিচে ধীরে ধীরে
 শত হেন নৃপকুল^{১৪} সঙ্গে
 অপূর্ণপ সাজে বাজে বৃত্য গীত সে সমাজে
 দারাপুরে প্রবেশিল রঙ্গে ।

ধর্মশীল সাধু বিস্তি দানে মানে শূভ কীর্তি
 মজলিস নব পঞ্চ বাণ' ৫
 তাহান আরতি মনে হীন আলাউলে ভণে
 বাহু সিদ্ধি সর্বত্র কল্যাণ ।

৪০. । বিবাহানুষ্ঠান ।

চতুর্দোল হোন্তে উঠি আনন্দ অপার
 বসিলেক দিব্য-তলে (১) বিবাহ আচার ।^১
 এরাহীম এসহাক হীন অনুমানে
 বাক্সিল বিবাহ গাঠি শাস্ত্রের বিধানে
 চক্রবর্তী নৃপগৃহে এক কণ্ঠাবর
 তাহান সজোগে সিকান্দর রাজেশ্বর ।
 মনেত ভাবিয়া দেখ কোন মত কর্ম
 কথেক কহিতে পারি এহি কার্য মর্ম ।^২
 জুলুমার ক্ষণ যদি হইল নিকটে
 কণ্ঠাক সাজাই আনি বসাইল পাটে ।

৪১ । ক'নের রূপ ।

চন্দ্রাবলী ছন্দ
 কুণ্ডল শোভিত আপাদ লম্বিত
 নবীন জলদ শ্যাম
 কস্তুরী স্বাসে অলকার পাশে
 মন বধএ কাম ।
 দক্ষিণ-রাজিত কুসুম রুচিত^১
 লম্বিত মুকুতা ঝারা
 সঘন তমিনী ঝলমল বেণী^২
 প্রকাশি রহিছে তারা ।

সীমন্ত চিকণ খর্গধার যেন
 সর্বভূত মনে ত্রাস
 মহাশিষ কল সুরগুরু তল (?)^৩
 হেরিতে না পূরে আশ ।
 ভরযুগ টান কামের কামান
 কটাক্ষে-মরম হানে
 আঞ্জন রঞ্জন^৬ খঞ্জন গঞ্জন
 পিক অলি মধুপানে ।
 শুক চণ্ডজিৎ নাসিকা ললিত
 বলকে বেসর মোতি
 রন্তন কুণ্ডল কর্ণে বলমল
 তরুণ অকণ জ্যোতি ।
 বিশ্ব ফলবর স্তরঙ্গ অধর
 ডাড়িষ দশন পাঁতি
 যদুমন্দ হাসি স্তম্ভা মধু রাশি
 তড়িৎ চমকে ভাতি ।
 মুখ মনোরমা শরদ চন্দ্রিমা
 বিশেষ কলঙ্কহীন
 রন্তন মুকুর নহে সমসর
 চিবুক রসাল চিন ।
 গীম কঞ্চু রীত শিখী কণ্ঠজিৎ
 শোভে রত্ন মুক্তাহার
 যেন হর মাথে বহে ঘন শ্রোতে
 দিব্য সুরেশ্বরী ধার ।
 নারঙ্গী যুগল হেম ছিন্নি ফল
 জিনি কুচ মনোহর
 শোভিত কাঞ্চলি সর্ব হোন্তে বলি (?)
 যেন শোভে দিবাকর ।

কনক যুগল জিনি অতি ভাল
 ভুজ যুগ^৬ মনোহর
 অঙ্গদ রতন বাহ বিভূষণ
 বলকিত চারুতর ।
 রতন মণ্ডিত বলয়া ললিত
 শোভিত কঙ্কণ করে -
 দিব্য করতল রাতা উৎপল
 দেখিতে পরাণ হরে ।
 অঙ্গুলি চম্পক কলিকা সূচক
 নবরত্ন অঙ্গুরী শোহে
 চন্দ্র খান খান হেরি দিব্যমান
 কৃত্তিকা আসিয়া মোহে ।
 কটি হরি জিনি শোভিত কিঙ্কণী
 মধুর স্তম্বর বাজে
 স্তম্ভ করীকুস্ত উক রাম রত্ন
 চরণে নূপুর গাড়ে ।
 দিব্য পদাঙ্গুলি শোভিত পাশুলি
 আঙুট বিচিয়া পাঁতি
 চরণের তল রাতুল কমল
 ভাবক নয়ান জ্যোতি ।
 স্বর্ণ পাটাস্বর অতি মনোহর
 মুকুতা বলয়া^৮ আঞ্চল
 সাজাইলা কণ্ঠা তিন লোকে ধন্য
 দিয়া নানা পরিমল
 গুণীর পালক রসিক নায়ক
 নবরাজ্য গুণনিধি
 লাচাড়ি মঙ্গল কহে আলাউল
 পাই তান শূভ বিধি ।

৪২. । ক'নে সমর্পণ বিদায় ।

জমকছন্দ/রাগ : বড়ারি

যথ অলঙ্কার বস্ত্র বেষ্টিত শরীর
 বাল্য অঙ্গ জ্যোতিঃ^১ হইল স্নকটির ।
 রৌসনক মুখ হেরি মহা আনন্দিতে
 কণ্ঠা সম্বোধিয়া মাতৃ লাগিল কহিতে ।
 জগৎপরে উচ্চ ছত্র সিকান্দর রাজ
 মহাভাগ্যে তোমার ঘটল^২ হেন কাজ ।
 তার সেবা ভক্তিএ থাকিবা অনুক্ষণ
 পতি বিনে সতীর^৩ নাহিক গুরুজন ।
 কদাপিহ রিষ গর্ব মনে না রাখিবা
 প্রেম ভাবি সেবা মাত্র^৪ আচরি রহিবা ।
 এথ 'ধিক তোমার সংসারে জগৎ^৫ নাই
 শুদ্ধ ভাব সেবা হোন্তে বশ হএ সাঁই^৬ ।
 তোম্মা প্রতি দয়া যদি করে নরপতি
 তিল না টলিব আশ্রি সব বসতি ।
 দোহ যুগে স্নখ মুক্তি^৭ যেই সেবে স্বামী
 আপনে পণ্ডিত 'ধিক কি বুলিব আশ্রি ।
 এথ কহি কণ্ঠা আনি পাটে বসাইলা
 মধ্য ভাগে দিব্য অন্তঃপট^৮ আচ্ছাদিলা ।
 শাহারে আনিয়া বৈসাইলা আন ভিতে
 আনন্দে জুলুয়া দিলা শাস্ত্র বিধি রীতে ।
 পট তুলি হাদিয়া অঙ্গুরী করে দিল
 পরশে দোহান অঙ্গ পুলকিত হৈল ।
 সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া সত্বর
 শাহার কোলেত আনি দিলা কণ্ঠাবর ।
 চলিতে সময় রানী সজল নয়ন
 পটাস্তরে থাকি রানী করে নিবেদন ।

কার্যানী বংশের মাত্র আছে এহি কথা
 তোম্মাতে সপিলুঁ বাপু আজি হৈল ধরা ।
 পিতৃহীন এতিমেরে দয়াএ পালিবা
 দোষ কৈলে দারা-মুখ চাহিয়া ক্ষেমিবা ।
 স্ত্রীজাতি অল্প বুদ্ধি^{১০} রোষ রিষ ঘর^{১০}
 আপে মহাবিজ্ঞ তুঙ্গি শাহা সিকান্দর^{১১} ।
 তোম্মা হস্তে সমপিলুঁ আপনার প্রাণ
 তুঙ্গি জ্ঞান প্রভু জানে কি বুলিব আন ।
 শাহা মুখ হেরি রানী আনন্দ কৌতুক
 রাজনীতি নানা বিধি দিলেন্ত যৌতুক ।
 রত্ন অলঙ্কার দিব্য কথা একশত
 নিকটে সেবাএ থাকিতে অবিরত ।
 আর যথ রত্ন ধন হয় হস্তী নর
 অনুমানে বুঝহ কহন গুণকত্তর ।
 রত্নময় চতুর্দোলে তুলি কণ্ঠাবর
 আনন্দে আসিল যথা রসের^{১২} বাসর ।
 স্নেহে রাত্রি বঞ্চিল^{১৩} করিয়া স্নেহ রস
 শাহা চিত্ত অতিশয় প্রেমে হইল বশ ।
 যেন ইন্দ্র-শচী কিবা কামদেব রতি
 নতু এক কার্য দোহ^{১৪} শঙ্কর পার্বতী ।
 মহান পণ্ডিত কথা মহারাজ স্নেহা
 কপে গুণে অলঙ্কৃত সর্বগুণে যুতা ।
 অন্তঃপুর সব কার্য সঁপি নর নাথে
 যথেক ভাণ্ডার কুঞ্জি দিল কথা হাতে ।
 এক প্রাণ দুই জন নাহি কিছু ভেদ
 সহিতে না পারে কেহ তিলেক বিচ্ছেদ ।
 নানা ভাতি জিয়া রসে নানান প্রবন্ধে
 বিলাসন্ত সতীপতি পরম আনন্দে ।

মজলিস নবরাজ রসিক নাগর
রস কথা শুনিয়া আনন্দ বহতর ।
রসে কামে জ্ঞানগুরু শাস্ত্রেত কুশল
তাহান আরতি কহে হীন আলাউল ।
আইস গুরু সুরা দেও জ্ঞান হৈতে লাভ ।
যার পানে খণ্ডে চিত্তের দুই ভাব ।

৪৩. । রৌসনক'র মকতু'নি যাত্রা ও সম্ভান লাভ ।

জমকছন্দ/রাগ : কল্যাণ বা কর্ণাট

[বাক্-স্তুতি]

রহ বাক্য গোপত' চিত্তেত তোর ঠাই
যদি বা বেকত হও^১ দরশন পাই ।
তুম্বি সে করহ যথ ভাল মন্দ কর্ম
তথাপিহ তোম্মার না পাই মন^২ মর্ম ।
তুম্বি সে অমূল্য রত্ন সর্ব রত্ন মাঝ
তুম্বি সে বেকত কর যথ গুণ কাজ ।
তোম্মা স্থানে এহি মাগি না হইও কর্কশ
নিঃসরিও যেন হএ কর্ণে মনে রস ।
জ্ঞাতাএ কহিল পূর্বে কথার উদ্দেশ
মহোৎসব করিয়া শাহা সিফাহান দেশ ।^৩
আর নানা বিধি মহোৎসব করি অতি
কান্নানী পাটেত বসিবারে হৈল মতি ।
'ইস্তরখ' নামে এক দিব্য স্থল তথা
কয়ূর্মচ কারকোবাদের স্থল যথা ।
পুষাক্রমে যেই পাটে স্তখে রাজ্য কৈল
সর্ব নৃপ উপরে মহত্ব তথা পাইল ।
নৃপকুল আদি যথ মহাপাত্র বর
শুভক্ষণে পাটে বৈসাইল সিকান্দর ।

রাজ্য যোগ্য ডালি হেম রত্ন বস্ত্র ধন
 সবে দিয়া পূজ্যমান করিলা তখন ।
 বহু বিধ প্রসাদে সভানে সম্ভোষিলা
 কায়ানী পাটেত শাহা হরিষে বসিলা ।
 বহু দান কৈল বহু উৎসব রাজন
 কথেক কহিতে পারি তাহার সাজন ।
 প্রতি দেশ বৃপতি শুনিয়া বার্তা সার
 পাঠাইয়া দিলা সবাকার রায়বার ।
 নিবলীয়ে বলী কৈল দুঃখিতেরে সুখী
 ছলবল খণ্ডি লোক হৈল হাস্য মুখী ।
 ঈশ্বর সোকর সবে মনেত ভাবিয়া
 শূভ নীতি প্রকাশিল অনীতি খণ্ডাইয়া ।
 ছাগে বাঘে একত্রে স্বচ্ছন্দে^৩ খাএ জল
 করিতে না পারে বাজে ছটকৈরে বল ।
 দানে ধর্মে অনিয়মে পালে সর্বলোক
 কার মনে না রহিল রজ দুঃখ শোক ।
 সত্য বিনে না রাখিল মিথ্যার প্রকাশ
 দস্য খল লেবর সমূলে কৈল নাশ ।
 কথকালে রোসনক হৈল গর্ভবতী
 নিজ পাটে রুমে পাঠাইতে হৈল মতি ।
 কন্যা সম্বোধিয়া শাহা কহিলা বিশেষ
 গর্ভ হৈলে কেলি কলা হএ অবশেষ ।
 নানা ভাতি ক্রিয়া রস কৈলু^৪ বহুতর
 এবে ক্ষেমা ধরি রহ ভাবিয়া ঈশ্বর ।
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ বৈরী চারিজন
 এহি সব নিবারিলে মুক্তির লক্ষণ ।
 রুম দেশে গিয়া রহ হৈয়া পাটেপরী
 খণ্ডিব সকল দুঃখ পুত্র মুখ হৈরি ।

মহাপাত্র আরম্ভ তোমার সঙ্গে বাইব
 লইয়া তোমার আজ্ঞা কার্য চালাইব ।
 সংসার ভ্রমিতে মোর মনেত কৌতুক
 আত্মা সঙ্গী হৈলে তুমি পাইবা বড় দুখ ।
 ক্ষম দেশে আত্মার পিতৃ পাট ভূমি
 সবার ঈশ্বরী হই রহ তথা তুমি ।
 সর্ব জাতি খণ্ডাই করিব মুসলমান
 সু-সম করিব বহু সঙ্কটের স্থান ।
 যদি আব্রুশেষ থাকে পুনি হইব দেখা
 মিটাতে না পারে কেহ যেই কর্ম লেখা ।
 দুইজনে গলাগলি কান্দিল বিস্তর
 সাড়াই বাহির হৈলা শাহা সিকান্দর ।
 আরম্ভে ডাকি আনি সমস্ত কহিলা
 বহু ভাতি আরম্ভএ নীতি শিখাইলা ।
 কেতাব সকল আন্তে যথেক শাস্তর^৩
 নানা ধন বাছিয়া লইল বহুতর ।
 আরম্ভ সহিতে কত রূমে চলি আইলা
 নব মাসে উত্তম তনয় প্রসবিলা ।
 সিকান্দর রূপতির আজ্ঞা অনুরূপে
 ইসকান্দর রুচ^১ নাম রাখিলা^৮ স্বরূপে ।
 আরম্ভএ নিজ প্রাণ 'ধিক দয়া ধরি
 কুমারক পুষিলা বহল যত্ন^২ করি ।
 পড়া লিখা শিখাইলা নানা বিদ্যাশুণ^{১০}
 যেন পিতা তেন পুত্র কার্যেত নিপুণ ।
 মজলিস নবরাজ গুণেন্দ্র সাগর
 রসে কামে বুদ্ধি সুরম্য সমসর ।
 তাহান আরতি হীন আলাউলে গাএ
 শুনিতে রসদ কথা গুণী মন ভাএ ।

আইস গুরু দুঃখ নাশ করা দান
আমি হেন দুঃখিতের তুই হোক প্রাণ ।১১

৪৪. । সিকান্দরের দিখিজয় ।

ক [মক্কা জিয়ারত]

জমকছন্দ/রাগ : মালশী

তবে যদি শাহা যোগ্য পাঠাইলা রুম
সামন্ত^১ করিল নিজ পাট রাজ্য ভূমে ।
বাহ বলে শাসি যথ দেশ বৈসাইলা
দেশ প্রতি এক পাত্র তথাতে রাখিলা ।
সকল আয়ম যদি কৈল নিজ বশ
আরব দেখিতে এবে মনে হৈল রস ।
সর্বভাষ-শাস্ত্রে শাহা আপনে কুশল
আরবীর ভাষে শাস্ত্র অধিক উবল ।
তৈঁহি 'ধিক প্রধা হৈল আরব দেখিতে
বিশেষ আল্লার গৃহ সজিদা নিমিত্তে ।
অলেখা সামন্ত^২ ধন লই রাশি রাশি
চলিলা বিকট পন্থে আরব উদ্দেশি ।
প্রাস্তর তেজিয়া যদি আইলা বসতি
শাহারে দেখিয়া লোক হৈল একমতি ।
এক পুষ্প গুচ্ছ মাল্য যেই আনি দিল
সিকান্দর দানে তার দারিদ্র্য খণ্ডিল ।
হস্তী হয় উট স্বষ গর্দভ খচ্চর
পরিমাণ নাহি আইসে সঙ্গে যথ নর ।
এক গোট শস্ত কার না হইল হানি
এক বৃক্ষ ফল না ছুঁইল কার পানি ।
দেশে প্রবেশিল শাহা জ্ঞানবন্ত দড়^৩
ভেটেক আসিয়া সব মহা মহা নর ।

বহু রত্ন ধন বস্ত্র উষ্ট্র 'তাজি হয়'
 পুঞ্জ পুঞ্জ লৈয়া সবে আসিয়া ভেটএ ।
 খড়্গ ছেল আদি নানা অস্ত্র বহুতর
 ভারে ভারে যুগমদ কুমকুম আশ্রয় ।
 এ সব দেখিয়া শাহা হরিষ অপার
 আশ্রয় দিলা খুলিবারে ভাণ্ডারের দ্বার ।
 যার যেন অনুরূপে প্রসাদে তুষিল
 যথেক কাফের ছিল দ্বীনেত আনিল ।
 সকল আরব দেশ বশ হৈল দানে
 মক্কাতে চলিল বহু ভক্তি করি মনে ।
 দেখিয়া আল্লার গৃহ হরষিত^১ অতি
 বাহন তেজিয়া তথা গেলা পদ গতি ।
 প্রথমে মক্কার দ্বার করিলা চূষন
 ভক্তি ভাবে মনে কৈল 'ঈশ্বর শরণ ।
 প্রভুগৃহ প্রদক্ষিণ করি বারে বার
 চিন্তান্তরে দড়াইল সেই মাত্র সার ।
 কাঞ্চন রজত রত্ন বস্ত্র ভাতি ভাতি
 দানে সব ভিক্ষুক করিল ধনপতি ।
 উট বিনে কর্ম জান না চলে সেহ স্থান
 সহস্রে সহস্রে তেঁই উট কৈল দান ।
 মক্কার গৃহের সাজ যে মত উচিত
 নানান বন্দানে সব দিলেক পূর্ণিত ।

খ. । এরাক প্রভৃতি বিজয় ।

আরব শাসিয়া পুনি এরাকে আইলা
 নিজ দেশ রুমে যাইতে মনে আশা কৈলা
 হেনকালে আজরাবাদের রায়বার
 পত্র লই শীঘ্র আইল শাহার দুরার ।

আজরাবাদের রূপ প্রণাম পূর্বক
 কার্যভাগ শেষেত লেখিছে একে এক ।
 সকল সংসার শাহা কৈল নিজ বশ
 আরমান দেশেত কর্ম করএ কর্কশ ।
 আরমান সকলে করে আনলের পূজা
 সে সবেরে বল দেএ আবখাজের^১ রাজ ।
 অতি বলবন্ত সে দোয়ালি নাম রাএ
 মহাগর্বে অগ্নি পুজে কাকে না ডরাএ ।
 আরমান সকলে দোয়ালিয়ে দেএ কর
 অপকর্ম করে দোহানে ভাবে ঈশ্বর ।
 আন্ধি আন্তে যে সব হইছি মুসলমান
 সবানেরে হিংসএ না করে বস্ত্র জ্ঞান ।
 যদি শাহা এ সবেরে না করহ নষ্ট
 মুসলমানি দীন তবে করিবেক চষ্ট ।
 এথ শূনি সিকান্দর মহাক্রুদ্ধ হৈয়া
 আরমানে চালাইল সৈন্ত বাবল তেজিয়া ।
 সব অগ্নিগৃহ ভাঙ্গি মুরিদ করিল^২
 ত্রাস পাই সর্বলোকে ইমান আনিল ।
 কদাচার তথাকার করি শোভা অতি^৩
 শীঘ্র গতি আবখাজে^৪ চলিল। রুমপতি ।
 দুমদুমি কর্ণাল শব্দ লজ্জিল আকাশ
 দেখি দর্প লোক সবে পাইল তরাস ।
 মধ্যে মধ্যে যথ গড়, গড়^৫ পতি ছিল
 দ্বার মেলি সবে আসি চরণ ভজিল ।
 দোয়ালি শুনিল যদি শাহার গমন
 গর্ব ছাড়ি শীঘ্রে আসি ভজিল শরণ ।
 পুজে পুজে ধন রত্ন উট হয় বস্ত্র
 বহল স্নগন্ধি আদি নানা ভাতি অস্ত্র ।

শাহা আগে আসি যদি চুখিলেক ভূমি
 ভক্তি দেখি সাদরে হেরিল শাহা কখী ।
 পাটের নিকটে দিল দাওয়াইতে স্থল
 অগ্নিপূজা মশাচান্ন খণ্ডাইল সকল ।
 হস্ত হস্তী ভূষণাদি দিয়া সুপ্রসাদ
 আশ্বাসিয়া বহল ক্ষেমিল অপরাধ ।
 অতিশয় ভক্তি দেখি শাহা সিকান্দরে
 নিকট-মহন্ত সেলে গুহিল তাহারে ।
 বহল সম্মান পাই আবখাজের^৩ পতি
 পরম আনন্দে হৈল শাহার সঙ্গতি ।
 মুসলমানি বীন-প্রায় কবীর নিয়মে
 বহু দেশ গৃহ বৈসাইল সেই ভূমে ।
 একপক্ষ যুগল করিলা সুখমতে
 বারদা দেশেত চলিলা তথা হোন্তে ।
 মজলিস নবরাজ রসময়^৪ 'দধি'^৫
 যার কীতি রহিবেক প্রলয় অবধি ।
 তাহান আরতি^৬ হীন আলাউলে গাএ
 আনু বশ ধন বন্ধি হউক^৭ সদাএ ।
 আইস গুরু প্রেম সুরা দেও মোরে ভরি
 যার পানে মিত্র লাভ আপনা পাসরি ।

গ. । বারদা রাজ্যের শোভা ।
 দীঘ'ছন্দ/রাগ : দুখিনী ভাটরাগ
 অচাক বারদা দেশ নাহিক কদর্য লেশ^৮
 ঘটকত সতত্ত বসএ
 গ্রান্ন নাহি অতিরেক শরৎ বরিষা এক
 হেমন্তেত পত্র না বরএ ।

প্রতি মাসে হএ বৃষ্টি শূক তণ নাহি কৃষ্টি
 লহ লহী (?) নীল বর্ণ সব
 সদা বৃক্ষ মুকুলিত ফল ফুল অশোভিত
 অবিরত নবীন পল্লব ।
 হেমন্তে বসন্ত সম পুষ্প ফুটে মনোরম
 অসৌরভ মলয়া সমীর
 গভীর দীঘল ছায়া দেখি মনে জন্মে মারায়
 বিশ্রামে বৈরাগ চিন্তা স্থির ।
 নানা বর্ণ পক্ষীসব করে স্নমধুর রব
 দেখি শূনি ভুলে আঁখি কর্ণ
 উপবন শিলা বন্ধে কাঁচা ডাল নানা ছন্দে
 কেয়ারি পবিত্র জলপূর্ণ ।
 বহএ ঝলগা জল নিরমল স্নগীতল
 বহল পুষ্পনী দিব্য কুপ^২
 শিলাবল হাট বাট^৩ ফটিকে রচিত ঘাট
 কমল উৎপল অপক্লপ ।
 শিখীকুল বৃত্য কেলি- যন্ত্রে ঝঙ্কারএ অলি
 কোকিলে পঞ্চমে গাএ গীত
 কেবল হেমন্ত ঋত অধিক ওথার^৪ শীত
 অগ্নি তুলি অখের নিমিত্ত ।^৫
 স্নন্দর নগর পাঁতি স্নচাক্স সমান ভাতি
 তেরছ বেহর বিবজ্জিত
 সর্বলোকে বঞ্চে অঞ্চে আলাপন হাস্ত মুঞ্চে
 সদাশয় সাধু স্নচরিত ।^৬
 রাজপুরী অতি শোভা দেখি বড় মন লোভা
 রজত কাকুন রত্নমএ
 ঝলকএ মণি মুক্তা নয়ন সকল যুক্তা
 বখা হেরে অচল রহএ ।^৭

অস্ত্রায় বজ্রিত দেশ নাহি দুঃখ পাপ লেশ
 দুখী সুখী আনন্দে গোঞাএ
 নবরাজ মজলিস কীতি পূর্ণ দশদিশ
 আঙ্কা পাই আলাউলে গাএ ।

ঘ. । বারদারানী নওশবা ও সিকান্দর

জমকছন্দ/রাগ : ভূপালী

সিকান্দর বার্তা পাই অতি মনোন্নদে
 প্রবেশিল সেই ভূমে সর্ব সৈন্ত সঙ্গে ।
 দূরে থাকি দেখি সেই দেশের পাতন
 ধন্ত ধন্ত বুলি শাহা হৈল হাস্ত^১ মন ।
 সেই দেশের ভব্য এক নিজ পাশে আনি
 জিজ্ঞাসিল কি নাম কাহার রাজধানী ।^২
 ভূমি চুম্বি ভক্তি ভাবে করিয়া প্রণাম
 বুলিল ‘হরোম’ আগে ছিল দেশ নাম ।
 বারদা বুলিয়া রাজ্য নাম হৈল এবে
 রাজ্যেশ্বরী নারীরে সর্বলোকে সেবে ।
 পরম সুন্দরী বাল্য ত্রিলোক মোহনী
 রূপের ভঙ্গিমা শচী রতি রত্না জিনি ।
 মহাযুদ্ধিমন্ত কণা কার্ঘ্যে অতি জ্ঞান
 সাহসে পুরুষ নহে তাহান সমান ।
 চন্দ্রতুলা সহস্রেক বাল্য অকুমারী
 শচীরে^৩ বেড়িয়া যেন থাকে বিজ্ঞাধরী ।
 ডালিম সুস্তন, মুখ প্রকাশে কমল
 কামের কোদণ্ড ভূক্ত জাঁখি নীলোৎপল ।
 নর চক্ষে সে সবেরে দেখিতে কি পারে
 স্বর্ণ হোন্তে পড়এ দেবতা যদি হেরে ।

গৃহস্থিত^৪ সেবক চতুর অশ্ববার
 দিব্য অস্ত্র দিব্য বাস ত্রিশ হাজার ।
 সে সবেই নাহিক অস্ত্রে গতাগতি
 সর্ব কার্য করে অস্ত্রপুয়ের যুবতী ।
 মহাবিজ্ঞান নারীকুল সর্ব কার্য কর্তা ।
 কেহ না জানএ পতি রতিরস বার্তা
 রূপ আজ্ঞা অনুকূলে অস্ত্রে বাহিরে
 প্রাণ উৎসগিয়া সবে নানা কার্য করে ।
 দয়াল চরিত্র কণ্ঠা বুঝে কার্য মর্ম
 অসময়ে লোক পালে করি দান ধর্ম ।
 যুদ্ধেত পুরুষ প্রাণ ধরে খড়্গ ধনু
 আঁখি প্রকাশিত মাত্র গুপ্ত মুখ তনু ।^৫
 কামানী বংশেত জন্ম গর্ব ধরে অতি
 যোগ্য বর না পাইয়া নাহি করে পতি ।
 নবনী পুতলি সম সর্ব নারীগণ
 দিব্য শ্বেত পূর্ণ শশী^৬ প্রদীপ লক্ষণ ।
 বিধির দাতব্য সবে ক্ষেমা পাইছে লাভ^৭
 এত রূপ যৌবনে নাহিক কামভাব ।^৮
 পবিত্র চরিত্র কণ্ঠা শুদ্ধ তনু মন
 যন্ত্র গীত বিনে ইষ্ট নাহি অগ্রজন ।
 শুদ্ধ ফটকের পাটে নানা রত্ন লগ্ন
 পাটে বসি রাজ্য করে প্রভু ভাবে মগ্ন ।
 আর এক দিব্য গৃহ আছে অস্ত্রপুরী
 রজনীতে বাএ তথা হই একসরী ।
 সর্ব রাত্রি তথা বসি ঈশ্বর ভাবএ
 অলপ শয়ন মাত্র নিদ্রার সমএ ।
 প্রাতঃকালে 'বার' দিয়া প্রতিপালে রাজ্য
 স্নান যন্ত্র স্নান বিনু নাহি আন কার্য ।

রাত্রে প্রভু সেবা দিনে জ্ঞান ধর্ম নীত
 কুমতি অজ্ঞান কর্ম নাহি কদাচিত ।
 কণ্ঠা স্মৃতিত শূনি শাহা বাখানিল
 দিব্যস্থলে কথ দিন বিপ্রামি রহিল ।
 নওশবা শূনিয়া শাহার আগমন
 দিব্য হয় উট পাঠাইল রত্ন ধন ।
 রাজযোগ্য ভক্ষ্য দ্রব্য নানা মিষ্ট ফল
 প্রতি নিতি দিব্য বস্ত্র পাঠাএ সকল ।
 আর যথ বৃপ আছে শাহার সহিত^{১০}
 অনুকূপে সভানে পাঠাএ নিত্য নিত ।
 মনুষ্যতা শুববার্তা দেখিয়া কণ্ঠার
 শাহা আদি সবে বাখানিল বারবার ।
 বহল আরতি হৈল সিকান্দর মনে
 কণ্ঠা আদি সেই স্থল দেখিতে নয়নে ।
 প্রভাতে উঠিয়া শাহা হই আসোয়ার
 রায়বার রূপ ধরি আইল রাজদ্বার ।
 স্বর্গ প্রায় দেখিল আবাস মনোহর
 রাজনীতি নিয়মিত সব দিব্য ঘর ।
 অন্তঃপুর রামাগণে সমাচার পাই^{১১}
 আপনা ঈশ্বরী স্থানে^{১২} জানাইল যাই ।
 কহিলেক রুম বৃপতির রায়বার
 উত্তম পুরুষ এক আসিয়াছে দ্বার ।
 মদন জিনিয়া রূপ ভব্য চাক্তর
 বলিতে না পারি কিবা দেব কিবা নর ।^{১৩}
 যেমত পুরুষ তেন জ্ঞানমন্ত ধীর
 যেন বৃপ তেন রায়বার অরুচির ।
 নওশবা শূনিয়া স্থল অসম্ম কলিয়া
 পাটেত আসিয়া চিক অন্তর বসিয়া ।

আত্মা দিল ডাকিয়া আনিতে রায়বার
 সাক্ষাতে আসিয়া নিবেদোক সমাচার ।
 কার্যকর্তা সকলে ইবরী আত্মা পাইয়া
 শীঘ্র গতি রায়বারে আনিলা ডাকিয়া ।
 নির্ভর সাহসে প্রবেশিয়া রাজদ্বার
 পাট পাশে আইল যেন সিংহ অবতার ।
 কটবন্ধ কৃপাণ আশে অস্ত্র না খুলিল^{১৩}
 রায়বার প্রায় সেবা ভক্তি না করিল ।
 গুপ্ত আঁখি টঙ্গি ভিতে হেরিল কিঙ্কিত
 স্বর্গের তুলনা অতি চারু স্তম্ভোভিত ।
 সমান বয়সী রামাকুল দিব্যবাস
 অপসরা পূর্ণ যেন শোভিছে আকাশ ।
 বিচিত্র কোমল সজ্জা অতি চারুতর
 নানা বিধি সৌরভ আমোদে মনোহর ।
 মণি-মুক্তা আদি নানা রত্ন শোভমান
 কিবা তথা উপস্থিত রতনে বাখান ।
 আর আঁখি নিভূতে যেদিকে করে দৃষ্টি ।
 দৃষ্টার নয়ানে যেন হয় রত্ন ষষ্টি ।
 পরম চতুর কত্ৰা মনে ভাবে উজ্জি
 রায়বার প্রায় কেনে না করএ ভক্তি ।
 আত্মা আগে তিল এক না করে ভরম
 বুঝিতে উচিত এহি পুরুষ মরম ।
 শির হোন্তে পদ ভালমতে নিরীক্ষিল
 রূপতি চন্দ্রিত যেন নিশ্চয় জানিল ।
 পুনি পুনি নিরক্ষিয়া চিনি কৈল সার
 সত্য সিকান্দর এহি নহে রায়বার ।
 পাটে তুলি বৈসাইতে ভাবে মনে মন
 লজ্জায়ুক্তা হই আগে ঢাকিল বদন ।

প্রকাশ না করি তিলে ভরমে রহিল
 স্বায়বার মতে শাহা বাক্য প্রকাশিল ।
 রূপতিরে উজ্জমিয়া নানা স্তুতি ভাব
 সিকান্দর বাক্য তবে করিল প্রকাশ ।
 এখদিন ধরি আশ্মি আছিএ এথাএ
 কি লাগি সাক্ষাতে তুমি না আইস সেবাএ ।
 আশ্মা হোন্তে সংসারে কাহার খড়্গ ধার
 বিনু ভজি রহিয়াছ গোরবে কাহার ।
 কি হেন যোগ্যতা দেখি মনে দর্প ধর
 কেমন অস্তায় হেতু শত্রু ভাব কর ।
 নানা উপহার দিয়া ভ্রমাইয়া রাখ
 কি লাগিয়া আপনার^{১৪} স্বচক্ষে না দেখ ।
 আশ্মার নিকটে আইলে বাড়িবে মহত্ব
 না আসি রহিছ এহি বড় অযুক্ত ।
 প্রত্যাষ বেহানে রানী শাহার বারাম
 শীঘ্র আইস না করিও গৃহেত বিগ্রাম ।^{১৫}
 আপনার সমাচার কহিয়া বিশেষে
 রহিলেক কেমন রীতে পদুস্তর আশে ।
 কস্তা বোলে ধস্ত সাহসিক যোগ্য রায়
 নিজ মুখে নিজ বার্তা কহ সিংহ প্রায় ।
 হস্তে স্তম্ভ মুখেত কপট ক্রোধ মনে
 উগ্র হৈয়া কৈলা বাল্য কপট সন্ধান ।
 শূন বীরবর তুমি নহ স্বায়বার
 বচনে বুঝিলু আশ্মি, ভীক্স খড়্গধার ।
 হেন মতে কহিতে কি শক্তি স্বায়বার
 সিকান্দর খড়্গ কথা কি কহ আশ্মারে
 উপায় চিন্তহ^{১৬} আশ্মি চিনিল ভোক্তারে ।
 স্বরূপে চিনিল তুমি শাহা সিকান্দর

প্রসস্ত^{১৭} ললাটে তোমার রাজভাগ্য অলে
 অরুণ লুকাএ কথা বন্ধছায়া তলে ।
 আক্ষারে ডাকিয়া আপে দড় ফালে পৈল।
 দড় চিতে চাহ অনুচিত কর্ম কৈল।
 মোর ভাগ্যে তোমারে আনিল মোর পাশ
 ধন্য ধন্য ভাগ্য মোর অতি সুপ্রকাশ ।
 শাহা বোলে পাটেশ্বরী' দিক বুদ্ধি জ্ঞান
 কেনে হেন কহন করহ অবধান ।
 মুঞি ক্ষুদ্র নদী^{১৮} সিকান্দর সিদ্ধুপ্রাএ
 কোথাত সূর্যের জ্যোতি ধরএ তারাএ ।
 মুঞি হেন কিঙ্কর আছএ তার কথ
 শাহারে স্মরণ না করিও হেনমত ।
 বার্তা কহিবারে কি মনুষ্য নাহি তার
 আপনে কহিবে তিনি নিজ বার্তাসার ।^{১৯}
 সুকথকবন্দ কথ আছে তার রাজ্যে
 কি কারণে পদে দুঃখ দিব এহি কার্ষে ।
 পুনি নওশবাএ কহিলেক রায়বারে^{২০}
 ভ্রমাইলা মোরে কথ রাখ বাবে বারে ।^{২১}
 চিনিল চরিত্র বাক্যে নাম গ্রাম মর্মে
 লুকিত না হএ ব্যাঘ্র বিড়ালের চর্মে ।
 কার শক্তি গর্বে আসি কহিব নিঃশঙ্ক
 মোর আগে নিজ পৃষ্ঠ না করিয়া বন্ধ ।
 এথ 'দিক তোমার বহল চিন আছে
 তাহা হোন্তে সর্ব গোপ্ত ব্যক্ত হৈব পাছে ।
 পদুস্তর দিল শাহা করি আশীর্বাদ
 শৃগালে আনিতে নারে ব্যাঘ্রের সংবাদ ।
 সাহসিক ব্যাঘ্র হেন যে বোল আক্ষারে
 সিংহ পাশে থাকি আইলে সিংহ দর্প করে ।

কামানীর^{১২} ব্রপ আগে আছে হেন রীত
 রায়বার অবধা না শতে কদাচিত ।
 ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুকূপে কহে কথা
 রায়বার হিংসিলে কুকীতি যথা তথা ।
 এহি ভাবি রায়বারে না বাসএ উর
 পদুত্তর দেও মোরে যাওঁ নিজ ঘর ।
 তাহা শুনি নওশবা কহে ক্রোধ করি
 খুলিএ ভাস্কর ঢাকে বাক্যের চাতুরী ।
 এক সখী প্রতি কহা বুলিলা ইঙ্গিতে
 ব্রপকুল মূতিপট সম্ভবে আনিতে ।
 সিকান্দর মুরতি লেখিছে যেই স্থানে
 রায়বার হস্তে দিল চিনহ আপনে ।
 এহি মূতি তোমার যদি হএ সার
 সত্য তুমি আপনে আপনা রায়বার ।
 যদি নহ ভূমি চুষ রায়বার রীতে
 পদুত্তর দিব লই যাইবে তুরিতে ।
 আপনা মুরতি শাহা পটেতে দেখিয়া
 নিঃশব্দে রহিলা মনে রক্ষিতা ভাবিয়া ।
 বিমরিস না করি অযুক্ত কৈলুঁ কাম
 দমাল রক্ষিতা আছে কাক না ডরাম ।
 তবেহ সন্দেহ^{১৩} স্থানে চিন্তা যুক্ত মন
 বুঝি নওশবা বোলে পিরীতি বচন ।
 সংসার চরিত্র শাহা বুঝ অনারাসে
 তুমি হেন মহন্তরে আনে মোর পাশে ।
 চিন্তা না করিও তুমি মহা নরপতি
 মানহ আপনা হেন আশ্রয় বসতি ।
 যতপি অবরসী মুঞি নহঁ নারীবুদ্ধি
 তোমার প্রসাদে জানে^{১৪} সর্ব কার্য শুদ্ধি ।

বিধি তোম্বা উঠ কৈল সবার উপরে
 নিজ সেবকিণী হেন মনে ভাব মোরে ।
 আত্মা প্রতি চিন্তেত না ভাব আন ভার
 মহাব্রপ সেবিলে মহত্ব 'ধিক লাভ ।
 ঘুচাও মনের কালি তুমি মহাজন
 হস্তে পাই তথাপি সেবিতে হৈল মন ।
 তুমি সিংহ আত্মিহ সিংহিনী জান ভালে
 সমান বাঘিনী বাঘ অহেন্নের কালে ।
 মনে ক্রোধ করি যদি কর আত্মা হানি
 কি 'ধিক পৌরুষ জিনি বিধবা রমণী ।
 আত্মি তোম্বা পাইয়া হিংসিলে অপৌরুষ
 যন্তপি তিলেকে হএ সর্বক্ষিতি বশ ।
 পঞ্চদিন জীবন স্কৃতি মাত্র ভাল
 আত্মিহ করিব সেবা তুমিহ দয়াল ।
 আর আত্মি করিছি অপূর্ব এক কর্ম
 পাইতে যথেক ব্রপতিকুল মর্ম ।
 কম্বী হিলি আদি যথ রাজার মুরতি
 লেখিয়া আনিছি পট যত্ন করি অতি ।
 সব হোন্তে শাহার মুরতি চাকতর
 অদর্শনে ভক্তি মনে করিছি বিস্তর ।
 সেই হেতু প্রত্যক্ষ চিনিল তোম্বা দেখি
 আজি সে সাফল হৈল তুম্বায়ুক্ত আঁখি ।
 কপট কারণে আগে দিলু' কটুত্তর^{২৪}
 অপরাধ ক্ষেমহ দয়াল রাজেশ্বর ।
 এ বুলিয়া পাট হোন্তে নামিয়া ভূমিতে
 প্রণামি কহিল। শাহে পাটেত উঠিতে ।
 যন্তপি না হএ যোগ্য শাহ। বসিবার
 এথ 'ধিক মোর পাশে স্থল নাহি আর ।

শাহা ভাবে এক পাটে ব্রহ্ম দুইজন
 যেন মতে 'সতব্রহ্ম' খেলার লক্ষণ ।
 বুঝি নওশবা শাহাএ উপরে তুলিয়া
 নব হেম বস্ত্র পাটে দিল বিছাইয়া ।
 হস্তধিতে শাহা যদি বসিল আসনে
 কত্যা বসিলেক আসি শাহার সদনে ।
 স্তবর্ণ কুর্সীত বাল্য বসিল আপনে
 লজ্জাবস্ত্র হৈল শাহা কত্যা সম্ভাষণে ।
 লজ্জাবস্ত্র শাহা ভাবে কত্যা সম্পাশে
 দেব ধর্ম বাণী যুক্ত এহার সম্ভাষে ।
 দিব্য ভক্ষ্য আনিবারে আজ্ঞা কৈল যবে
 আপনার মনে শাহা বিমর্শিল তবে ।
 বলে ছলে আশ্বমেধে যে বৈসাইল পাটে
 না ভঙ্কিলে তার গৃহে না জানি কি ঘটে ।
 মধুর খালের মধ্যে পিপীলিকা পৈলে
 কল বিনু উঠিবারে না পারএ বলে ।
 রমণীর মন মর্ম বুঝন না যাএ
 তেকারণে নারীর সাক্ষাতে না জুয়াএ ।
 চোর^{২৫} ইষ্ট হইলেহ গর্ব না ধরিও
 নারী হোন্তে কদাপি নিঃশঙ্ক না রহিও ।
 কলাবতী নামে রামা জানে বহু কলা
 প্রবল কপট বুদ্ধি যন্তপি অবলা ।
 যেই ইচ্ছা ইজিতে পারএ করিবারে
 তথাপি কুভাব তেজি পুঞ্জিল আশ্বমেধে ।
 বিরসে বিরস ভার সরসে সরস^{২৬}
 এক চিত্ত বশে হএ দোহ চিত্ত বশ ।
 এত্থেক ভাবিয়া শাহা মন শুদ্ধ করি
 রহিল আনন্দ মনে শস্তা পরিহরি ।

পরিচর্য।^{২৭} আপনে করন্ত কণ্ঠাবর
 ইঙ্গিতে প্রথমে সখী আনিল গোচর।^{২৮}
 রত্নময় খাল দিব্য বসনে ঢাকিয়া
 চারু রত্নে পূর্ণ চারি কটোরা ভরিয়া।
 হেম মুক্তা মাণিক্য চতুর্থে ইয়াকুত
 শাহা আগে আনি দিল সাদরে বহত।
 করজুড়ি নওশবা ভক্তি করি অতি
 কহিল। যে আছে আগে থাও মহামতি।
 বস্ত্র তুলি ঈষত হাসিয়া শাহা কহে
 কি মতে ভঙ্কিব এহি ভঙ্ক্য দ্রব্য নহে।
 এ দেশের মনুষ্য কি মতে শিলা থাএ
 আশ্মি নাহি জানি কহ এহার উপাএ।
 হাসি নওশবা বলে বচন বিশেষ
 যেই বস্ত্র গ্রীবা হোস্তে না হএ প্রবেশ।
 তাহার কারণে কেনে এথ দর্প কর
 কথ দেশ নষ্ট কর কথ রাজ্য মার।
 স্বাদ গন্ধহীন বস্ত্র কেন যত্ন করি
 শিলা 'পরে শিলা কেন রাখ পূজ করি।
 শাহা বলে পাটেশ্বরী বুদ্ধিমন্ত তুমি
 কহিলা উচিত কথা তুষ্ট হৈলু আশ্মি।
 সাধু সৎ মহন্ত ভাবক উদাসীন
 'ধিক লোভ যুক্ত যে ঈশ্বর ভাবে লীন।
 তবে কি ঈশ্বরে দিছে ধনের মাহাত্ম্য
 পূর্ব হোস্তে চলাচল আছএ এ মত।
 এ বিনে গৃহস্থ নারে করিতে বসতি
 বিশেষ যুক্ত যেই হএ নরপতি।
 রত্ন বিনে শোভা নাহি রূপতির তাজ
 কি দিয়া পালিব লোক বিনু নৈলে রাজ।

তাহা বিনু স্বাদ গন্ধ কি মতে মিলিব
 তবে কি মহন্তে পাইলে কার্বে লাগাইব ।
 যেন পাব তেন খাব করি পুণ্য নাম
 কৃপণতা করি রাখি সহজে কুনাম ।
 আত্মাকে স্মৃদ্ধি দিয়া রাখিছ আপনে
 আনিল কটোরা ভরি মোর বিজ্ঞমানে ।
 আত্মাকে শিখাও না হেরি নিজ ভিত
 বাক্য আন কার্য আন না হএ উচিত ।
 ধন্য তুমি পুরুষ অধিক মহাজ্ঞানী
 রাখিলুঁ তোমার বাক্য হৃদে অনুমানি ।
 শাহার বাথানে তুষ্ট হৈয়া কলাবতী
 ডুমি চুম্বি ইঙ্গিতে বুলিল সখী প্রতি ।
 নানা উপহার নানা বিধি পাকোয়ান
 ভক্তিভাবে আনি দিল শাহা বিজ্ঞমান ।
 সর্ব হোন্তে অল্প অল্প ভিন্ন করি লৈয়া
 আপনি চাখিল আগে ভক্তি আচরিয়া ।
 কন্ডার চরিত্রে শাহা মহাতুষ্ট হৈলা
 স্মৃদ্ধি স্তব্যা বাল্য নিশ্চয় জানিলা ।
 ভক্ষ্য শেষ স্নসৌরভ পরিমল অতি
 ভক্তি করি শাহা আগে^{১২} দিল গুণবতী ।
 চলিতে সমএ করি স্তুতি আশীর্বাদ
 শাহা স্থানে মাগিলেক অভয় প্রসাদ ।
 নিজ হন্তে ফরমান লেখি সিকান্দর
 সুখে রাজ্য করি থাক কাক নাহি ডর ।
 নিজ পাটে আসি শাহা পরম আনন্দে
 ঈশ্বর অস্তিত করিলা নানা বন্দে ।^{১৩}
 অনুচিত কর্ম কৈলুঁ মনে না বিচারি
 সম্মানেহ মোরে প্রভু আনিল উদ্ধারি ।

৬. । সিকান্দর সভায় নওশবা ।

জমকহুন্দ

আর দিন প্রাতে সিকান্দর মহাশয়
সভা করি বসিলেক আনন্দ হৃদয় ।
সমস্ত দিবস সুখে হৈল অবসান
সন্ধ্যাকালে পূর্ণ হিঙ্গ রাজার সমান ।
বহু ভাতি সাজিয়া নওশবা পাটেশ্বরী
নিঃসরিল সব সখীগণ সঙ্গে করি ।
আপদমস্তক পূর্ণ রত্ন অলঙ্কার
রাজহংসী কুল জিনি গতি চাকরতর ।
শাহার সৈন্তেত যদি আসি হৈল লীন
সমুদ্রে মিলিল নদী কেবা পাএ চিন ।
ধন্দ হই ভাবে নওশবা গুণবতী
শাহা আগে চলিতে আনন্দিত মতি^১ ।
দেখে রূপ পাত্রকুল তানু শামিয়ানা
পর্বত সমান নানা বর্ণে উড়ে বাণা ।
বার্তা লৈতে লৈতে গেল শাহা দ্বার পাশ
দেখে মহা নবগিরি লাগিছে আকাশ ।
সুবর্ণ কলসী সব উপরে জড়িত
স্থানে স্থানে ঝগমগ কুচি স্রোভিত ।
মকতুল পাটেশর ডোর রজতের খুঁট
হেমবস্ত্র রত্নলগ্ন অলেখা আঙুটি ।
নামিয়া বাহন হোস্তে প্রবেশি অন্তর
না দেখে না শূনে দেখিল বিস্তর ।
প্রবেশিয়া দেখিল বহল রূপ সবে
শঙ্কাচিতে^২ শাহা আগে আছে নম্রভাবে ।
স্বর শশী চন্দ্র তারা একত্রে দেখিয়া
দৃষ্টাদৃষ্ট ভোর হৈল না পাএ ভাবিয়া ।

ধনু হৈয়া আসিত রহিল রাজবালি
 অরুণ আরক্ত যেন চিত্রের পোতলি° ।
 ভূমি চুম্বি কৈলা কণ্ঠা স্তুতি আশীর্বাদ
 সর্বত্র কল্যাণ বিধি পুরো মনসাধ ।
 অপূর্ব দর্শনে নৃপকুল সবিস্মিত
 স্বর্গ হোন্তে চন্দ্র তারা ক্ষিতি উপস্থিত ।
 শাহার আদেশে আনি স্থাপিল সত্বর
 জড়োয়া কুসী এক অতি মনোহর ।
 তাহান উপরে কণ্ঠাবরে বসাইল।
 ক্রমে ক্রমে সখীগণ সেবাএ রহিল।
 বাল্য আগমনে শাহা হই তুষ্ট মতি
 প্রেমভাবে জিজ্ঞাসিল। দয়া করি অতি ।
 বসনে আসনে যদি মন শান্ত হৈল।
 ভক্ষ্য উপহার হেতু শাহা আদেশিল।
 প্রথমেত খাঞ্চা আনি বিবিধ বিধান
 স্নগন্ধ শীতল মিষ্ট অমৃত সমান ।
 আর যথ ভক্ষ্য দ্রব্য ফল অনুপাম
 দেশী ভাষা উৎকট কথ লৈব নাম ।
 নাহি দেখি নাহি শুনি স্বপ্ন জাগরণে
 পুঞ্জ পুঞ্জ দেখি কণ্ঠা ধনু হৈল মনে ।
 স্মারসে চুম্ব্য চর্ব্য লেখ পেয় আর
 আনন্দে ভুঞ্জিল। অগণিত উপহার ।
 নানা ভাতি সৌন্দর্য তরল স্নখ রীতে
 সব সভা আমোদিত যন্ত্র নৃত্য গীতে ।
 স্মরঙ্গ স্নগন্ধ তীক্ষ্ণ সূচক 'বার' [বারি ?] 'নি
 যার যেই অনুরূপ পিয়াইল আনি ।
 পরিতোষ হইল কণ্ঠা মেলানি মাগিতে
 কহিলেক সিকান্দর হাসিতে হাসিতে ।

আজি অভ্যাগত রূপে আইলা মোর ঘরে
 যে কিছু আছিল শীঘ্রে আনিলু* গোচরে
 নিমন্ত্রণ কালুকা আসিবা এহি রীতে
 এক রাত্রি কৌতুকে বঞ্চিত নৃত্য গীতে ।
 কণ্ঠা বোলে যে কিছু ভুঞ্জাইলা রাজেশ্বর
 কভু নাহি হএ কর্ণ নয়ান গোচর ।
 আজ্ঞা অনুরূপে কালি সেবাএ আসিব
 আঁখি কর্ণ নাক মুখ^৪ সাফল করিব ।
 এ বুলিয়া ভূমি চুম্বি কণ্ঠা গেল ঘরে^৫
 প্রাতঃকালে আজ্ঞা দিল শাহা সিকান্দরে ।
 জামশেদ কায়খুসরু ফিরেদুন সভা
 তাথ 'ধিক সূচাক্ষ করিতে স্থল শোভা ।
 কুন্তকূপ হোস্তে রবি হইয়া বাহির
 সরোবর তীরেত চলিল মন স্থির ।
 সিকান্দর হৈল নিজ পাটে আরোহণ
 নব্বশিরে বসিলেক সব নৃপগণ ।
 নৃত্য গীত যন্ত্র-বাস্ত সুরা পরিমল
 শতগুণে হৈল মন সবার উজ্জল ।
 দিব্য সুরা নওশবা ইক্ষুরস সমা
 ক্রমে ক্রমে সখীকুল অতি মনোরমা ।
 কলাবিজ্ঞা বালাকুল কণ্ঠা রূপবতী
 কামভাবে শাহা না হেরিল কার প্রতি ।
 এক শাহা সত্যবন্ত আর^৬ ক্ষেমাশীল
 দ্বিতীয় সজ্ঞোগে-নিজ যোগ্য না দেখিল ।
 হেমন্তের শেষের শিশির বরিষণ
 তুষার জলের হৃদে লাগিল লবণ ।
 বৃগ ব্যাঘ্র মিশিয়া রহিল একস্থান
 না হিংসে ভক্ষকে ভক্ষ্য শীতে কম্পমান ।

স্বপ্নপত্র শাখা গিরি তুষার ধবল
 আক্সা দিল শাহা আলিতে আনল ।
 রক্তত অঙ্গুরী শোভে সুবর্ণ শিকল
 গুনি গুনি প্রজলিত সুখীর আনল ।
 সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠ অ্চারু আগর
 অবিরতে সিঞ্জে তাহে কস্তুরী আশ্বর ।
 সুগন্ধি ধূম্বেত হৈল সব আমোদিত
 বহল আনল তাপে দ্রষ্ট হৈল শীত ।
 আনন্দে বসিল সভা তুষ্ট হই মন
 নানা বিধি উপহার আনিল তখন ।
 ষটরসে রাজ ভোগ নানা পাকোয়ান
 কাল কাল [ভাল ভাল ?] মিষ্ট ফল বিবিধ বন্দান ।
 ভাতি ভাতি খাওয়া আনি সুগন্ধি শীতল
 বর্ণে বর্ণে সুগন্ধি বিবিধ পরিমল ।
 মহন্ত নিয়ামী শাহা পুরুষ প্রধান
 কহিছেন্ত 'ধিক এহি সভার বাখান ।'
 সে সব বাঙালা ভাষে দুকর কহন
 পরিগ্রমে কহিলেহ সঙ্কট বুঝন
 কেতাবেত এহি কথা অধিক কর্কশ
 পণ্ডিতে ঝগড়া বিচাঙ্গিলে পাএ রোষ ।
 একেক বয়েত লৈয়া ঝগড়া বহল
 কেহ হঞ কেহ নহে বোলে বিজ্ঞকুল ।
 বহু পরিগ্রমে আশ্মি এথেক কহিল
 কি মাত্র কথার সূত্র তিল না এড়িল ।
 হেন সভা বিরচিতে জগতে কে পারে
 বমনূপ বহিষ্ঠু'ত বিনে সিকান্দরে ।
 নওশবা সখী আদি আনন্দে পুঞ্জিল
 কর্ণ চক্ষু নাসা মুখ সাকল মানিল ।

তবে শাহা আদেলিল অতিথি নিমিত্তে
 রাজযোগ্য বহল প্রসাদ আনি দিতে ।
 বহু উট-ভার হেম রত্ন অলঙ্কার
 নানা দেশী পবিত্র বসন বহু ভার ।
 অল্প বয়সী চিনি রুমী শত বালা
 দেখিতে জুড়াই অঁাখি জানে বহু কলা ।
 নানা পরিমল অঙ্গে আশ্রয় কপ্তরী
 বহুল খচ্চর বৃষ উট ভরাভরি ।
 হস্তী হয় উট বৃষ খচ্চর বহল
 মাণিক্য মুকুতা আদি নানা রত্নকুল ।
 নানা বিধি দান নওশবা প্রতি দিল
 রত্ন অলঙ্কারে সব সখী সন্তাষিল ।
 নওশবা ধনু হৈল প্রসাদে শাহার
 বোলএ মনুগ্র নহে দেব অবতার ।
 হৃদে মনে বহু স্তুতি ভকতি করিয়া
 গৃহে গেল নওশবা ধরণী চুষিয়া ।
 মজলিস নবরাজ গুণমন্ত ধীর
 যার দানে দেশী পরদেশী গুণী স্থির ।
 তাহান আরতি হীন আলাউলে গাএ
 মহীপর্ণ কীতি গুণ রউক সদাএ ।

চ. । সিকান্দরের সংকল্প ।

দীর্ঘছন্দ/রাগ : সূহি: পাহাড়ী

আর দিন সিকান্দর সভা করি চারুতর ১

ডাকিয়া মহন্ত পাত্রগণ

কহিলেক কালি রাত্তি ২ মোর মনে হৈল অতি

ছদ্মিহ নমসি নিমিসন ।

ক্ষিতি সীমা যথ দূরে মনুষ্য চলিতে পারে
 পর্বত সাগর করি সীমা
 সঙ্কট স্ত্র-সম করি ভ্রষ্ট বীন দুষ্ট মারি°
 এথ 'ধিক বাড়াইতে মহিমা ।
 মোর মনে হৈল আগে যাইতে রুচের দিকে
 দৈবগতি এথা আগমন
 এবে মনে হৈল রস সর্বদেশ করি বশ
 ভাল মন্দ করে° নিরীক্ষণ ।
 পবিত্র স্তম্বল যথা মনুষ্য নাহিক তথা
 স্থানে স্থানে করামু বসতি
 তুমি সব মহা বুদ্ধি বুঝহ কার্যের শুদ্ধি
 ভাবি চাহ কি আসে যুক্তি ।
 বুদ্ধিমন্ত সঙ্গে যুক্তি ভাবিলে কার্যের মুক্তি
 প্রতি ঘটে যুক্তি ভিন্ন ভিন্ন
 না ভাবিয়া শীঘ্র কর্ম নহে পণ্ডিতের ধর্ম
 যুক্তি বিনে অশুভর চিন ।
 তুমি চুখি পাত্র যবে পদুত্তর দিল তবে
 শাহা আজ্ঞা সবার পূজিত
 ঈশ্বরের যে আরতি কিঙ্করের সেই মতি
 প্রাণপণ করিতে উচিত ।
 প্রভুর কৃপায় তুমি সর্বত্রো বিজয় স্বামী
 যেই কর হইব স্তম্ভ
 গিল্লি বন অগ্নি জল যথেক সঙ্কট স্থল
 যাব আশ্রি নাহিক বিশ্রাম ।
 যথাতে ঈশ্বর মর্ম পড়এ ব্যরিয়া ধর্ম
 নিজ রক্ত বহাব তথাএ ।
 নবরাজ মজলিস কীর্তিপূর্ণ দশদিন,
 আজ্ঞা পাই আলাউলে গাএ ।

ছ. । তুগর্ভে তিলিসমাত যোগে ধন-রত্ন রক্ষণ ।

জমকছন্দ/রাগ : মঞ্জরী

সবার বচনে শাহা তুষ্টমন হৈয়া
বহ বিধি ধন দিল ভাণ্ডায় ভাঙ্গিয়া ।
সকল খচ্চর উট বুষ হৈল ভার
না পারএ শীঘ্রগতি সঙ্গে চলিবার ।
সকল বাহন ভারী হৈল বহ ধনে
তাহা দেখি সিকান্দরে ভাবি নিজ সনে ।
একশত তের লোক হাকিম সজ্জতি
অনায়াসে বুঝএ নক্ষত্র গতাগতি ।
তার মাঝে বলিনাস মহাবুদ্ধিমন্ত
ডাকি সিকান্দরে জিজ্ঞাসিল কার্য অন্ত ।
ভূমি চুপি বলিনাস দিল পদুস্তর
মোর মনে এহি কথা লাগএ দুস্কর ।
শাহা আগে নিবেদিতে ছিল মোর মনে
ভাল হৈল ডাকি মোরে কহিল। আপনে ।
শাহা আছে যার স্থানে আছে বহ ধন
দিব্য স্থানে প্রাপ্তরে গাড়ুক সর্বজন ।
তিলিসমাত আরোপিব তাহার উপরে
ভিন্ন জন আসি যেন না ঘনাএ ডরে ।
বাটোয়ার তস্করের হস্তে এড়াইব
আর ধন না পাইলে কেমনে চালাইব ।
ঈশ্বর কৃপাএ যথা যাইব তথা পাইব
অনুরূপ নিয়মিত সকলেই দিব ।
এথ শুনি শাহা সভানেরে আদেশিল
সভানের নিজ ধন গাড়িতে কহিল। ।
বাবল আবাব নামে এক দিব্যস্থল
বসতি বিহীন বন প্রাপ্তর সকল ।

তথা গিয়া সর্বজনে নিজ চিন দিয়া।
 শাহা আশে সর্বজনে রাখিল গাড়িয়া ।
 উপরেত তিলিসমাত স্থাপিল বহুল
 সিংহ হস্তী গণ্ডার মহিষ শাদুল ।
 প্রেত বক্ষ বাক্স খেচর অজগর
 নানা ভাতি মুরতি লিখিল ভয়ঙ্কর ।
 তজ্জিগজি কাম্পি বহু ভয় দরশাএ
 ত্রাস যুক্ত হই কেহ সে দিকে না যাএ ।
 পত্রেত^২ লিখিয়া তিলিসমাত নিজ চিন
 যেন মতে যে যেথা রাখিলা ভিন্ন ভিন্ন ।
 শাহা আশে কুম্বাসী পাঠাইল ক্রমে
 ভিন্ন দেশী সবে পাঠাইলা নিজ ভূমে ।
 আর বহু ধন রত্ন পাই জনে জন
 সেই ধন প্রতিকার^৩ না হয় স্মরণ ।
 দেশে আসি মহা এক শিলাত লিখিয়া
 রাখিলেক সর্বজনে নিজ চিন দিয়া ।
 অত্যা পিহ সেই শিলা পড়িয়া বুকিলে
 ধন পাবে সেই স্থানে যত্নে বিচারিলে ।
 এহি মতে বহু ধন আছএ তথাএ
 ভাগ্যহীন হৈলে যত্নে বিচারি না পাএ ।
 মজলিস নবরাজ গুণের নিদান
 তাহান আরতি হীন আলাউলে ভান ।
 আইস গুরু দেও মোরে দিব্য স্ত্রী দান
 যার পানে বৃদ্ধ হএ যুবক সমান ।

জ. । সাধুর সহায়তায় সিকান্দরের পার্বত্যগড় অধিকার ।

জমকছল/রাগ : আসাবরি

যেই জনে শূভকৃতি বসন পৈরএ
সকল বেচিয়া মাত্র কীতি উপার্জএ ।
শুভকীতি সম দ্রব্য নাহিক সংসার
ভ্রমে সে বোলএ লোকে বস্ত আছে আর ।
সিকান্দর শূভ কৃতি^১ বহল আছিল
রূপসুত হোন্তে দুঃখিতরে দয়া কৈল ।
যথাতে মহন্ত জন বৈষ্ণব ভকত
তথা গিয়া আপে সম্ভাষিত অবিরত ।
দড় চিন্তে নানা মতে^২ করিয়া ভকতি
সে সবেত মাগিত বিজয় অব্যাহতি ।
দূর পশু হইলেহ যাইতে বোলাইতে
বীর সব কহিলেক দুঃখ ভাবি চিতে ।
বিধির প্রসাদে শাহা সর্বত্র বিজয়
বীরগণ হোন্তে হএ শত্রু পরাজয় ।
রূপ হৈয়া কিসকে বৈষ্ণব ঘরে যাও
আমি সব না বুঝি কেমত কার্য ভাও ।
মোন ধরি কিছু না বুজিলা সিকান্দর
ভাবিল সময় পাই দিব পদুত্তর ।
তথা হোন্তে আলবুর্জ পর্বতেত গেলা
মহা এক উচ্চ গড় তথাতে দেখিলা ।
বজ্রসম শিলাবন্দ পর্বত শিখরে
এক পশু আছে মাত্র উঠিতে উপরে ।
তথাতে থাকিয়া বহ বাটোয়ারগণ
নানা স্থানে ঘারিয়া লৈ যাএ দ্রব্য ধন ।
পশু দিয়া যথ সাধু সদাগর যাএ
লুটি কাড়ি প্রাণে মারে যার লাগ পাএ ।

শাহা স্থানে বহলোকে গোহারিল আসি
 সর্ব রক্ষা কর শাহা এ গড় বিনাশি ।
 শাহার সামন্ত যদি নিকটে লজ্জিল^৪
 হেটের প্রহরী সব উপরে উঠিল ।
 সঙ্ঘম না করি কেহ না হৈল গোচর
 গড় দ্বার বান্ধি সব রহিল উপর ।
 শাহা আজ্ঞা কৈল গড় চৌদিকে বেড়িতে
 গোলাগুলি তীর শিলা ইটাল মারিতে ।
 চতুর্দিকে বেড়িয়া সামন্ত বহতর
 বহু অস্ত্র রটি-কৈলা গড়ের উপর ।
 বজ্র সম গড়ে অস্ত্র না করে প্রবেশ
 গড়বাসী উদ্বে^৭ থাকি মারএ বিশেষ ।
 শাহার বহল সৈন্য ক্ষত হই পড়ে
 রহিতে না পারে কেহ গড়ের নিয়ড়ে ।
 দূরেত রহিল বেড়ি দেখিয়া কর্কশ
 এহি মতে যুদ্ধ হৈল চল্লিশ দিবস ।
 আর দিন সিকান্দর চিন্তিত হৈয়া^৫
 নিশা কালে পাত্রমিত্র আনিল ডাকিয়া ।
 কহিলেক কি উপাএ হৈব বিজএ
 কোন অস্ত্র গড় মাঝে প্রবেশ না হএ ।
 সবে বোলে কি লাগিয়া এ দুষ্কর কর্ম
 এথা হোন্তে চলহ বুঝিল কার্য মর্ম ।
 চিন্তাযুক্ত হৈল শাহা গুণি পরাভব
 জিজ্ঞাসিলা এথা কেহ আছেনি বৈষ্ণব ।
 এক জনে কহিল শুনহ রাজেশ্বর
 আছএ মহন্ত এক গুহার অন্তর ।
 তুণ ভঙ্গি তুণ পরি থাকে নিশিদিন
 ছাড়িয়া মনুষ্য সজ প্রভু ভাবে লীন ।

সেইক্ষণে সিকান্দরে সত্বরে চলিল
 বুদ্ধিমন্ত জন কথ সঙ্গে করি লৈল ।
 উদ্দেশিয়া যদি বৈষ্ণবের দ্বারে গেল
 প্রদীপের জ্যোতি গুহা মধ্যে প্রবেশিল ।
 তাহা দেখি সিদ্ধা নিঃসরিল গুহা হোস্তে
 জ্যোতিপূর্ণ দিব্য তনু দেব ঋষি মতে ।
 মহন্ত পুরুষ আসি শাহার নিকটে^৬
 নৃপতি লক্ষণ হেরি চিনিল প্রকটে ।^৭
 কহিল তোম্মার রূপ ভাগ্য গুরুতর
 অনুমানে বুঝি তুমি শাহা সিকান্দর ।
 সিদ্ধাকৃপা দেখি শাহা গুহা^৮ প্রবেশিল
 দুই জানু চাপি মাগে আদরে বসিল ।
 কহিল বসতি তেজি কেন আছ বনে
 নিশাকালে আত্মারে চিনিলা কেমনে ।
 আশীর্বাদ করি সিদ্ধা বুলিলা বচন
 নিশাকালে চান্দরে চিনএ সর্বজন ।
 বুদ্ধি লক্ষ্যে কৈলা তুমি দর্পণ উৎপতি
 তাথ 'ধিক মোর হৃদে মুকুরের জ্যোতি ।
 তোম্মার প্রসাদে মোর অঙ্গ হুষ্ট পুষ্ট
 মনুষ্য আশ্রয় হোস্তে এথা মন তুষ্ট ।
 সংসার চরিত্র যদি অসার দেখিলুঁ^৯
 সব তেজি ঈশ্বর বান্ধব এক পাইলুঁ ।
 জগতে নাহিক মোর মন বাঞ্ছা যুক্ত^{১০}
 সর্ব হোস্তে ঈশ্বরে রাখিছে মোরে মুক্ত ।
 রহিল আপনা ষোগ্য পাই এহি স্থল
 তৃণ ভক্ষ্য গুহাবাস নহেঁ কার তল ।
 আপনা কোমল পদে এথ দুঃখ দিয়া
 অন্ধকার নিশি এথা আইলা কি লাগিয়া ।

ভক্তি^{১১} করি বোলে শাহা শুন মহাজন
 না আসি রইতে নারি আইনু তেকারণ ।
 লহ [লৌহ] স্বজি প্রভু দুইভাগ হেন কৈল
 তোম্মা হস্তে কুজি, মোর হস্তে খড়্গ দিল ।
 যেই কার্য কৃপাণে করিতে নহে, শক্ত
 তিলেকে তোম্মার কুজি ভারে করে মুক্ত ।
 এহি গিরি উর্ধ্বে থাকি বাটোয়ারগণ
 গ্রামবাসী পথিকের হরে প্রাণ ধন ।
 বজ্রশিলা মহা গড়^{১২} অতি উচ্চতর
 কোন অস্ত্র না প্রবেশে তাহার অন্তর ।
 চল্লিশ দিবস ধরি মহাযুদ্ধ করি
 কোন হেতু এহি গড় লইতে না পারি ।
 তোম্মার কুজিতে যদি ফেটএ দুয়ার
 অনায়াসে হএ তবে লোক উপকার ।
 শূনি সিদ্ধ পশ্চিম দিকেত করি মুখ
 প্রভু স্মরি গড় ভিতে দিল এক ফুক ।
 শাহারে কহিল এবে নিজ স্থানে যাও
 ঈশ্বরে কি করে গিন্না বুঝ কার্য ভাও ।
 যদি শাহা ফিরি আইল আপনার স্থান
 সভাসদগণ আসি হৈল বিচুমান ।
 বসিল সৌরভ সুরা-নৃত্য-গীত-রসে
 হেন কালে বার্তা আসি কহে শাহা পাশে ।
 দুই দিকে গড় ভাঙ্গি পৈল আচস্থিত
 আঙ্কা হেতু বীরভাগ আছে সচকিত ।
 এথ শূনি মহা হরষিত সিকান্দর
 বীরভাগ প্রতি তবে দিল পদুত্তর ।
 দেখ আন্ধি-হেন রূপ চল্লিশ দিবস
 এক গড় লাগি হৈল এথেক কর্কশ ।

এক ফুক সিঙ্কের সহিতে নাহি শক্তি
 এ লাগিয়া আশি বৈষ্ণবেরে করি ভক্তি ।
 সবে বোলে শাহা ভাগ্য অনুকূপ বুদ্ধি
 আশি সবে কি জানি এ সব কার্য শুদ্ধি ।
 তবে শাহা আদেশিলা গড়ান্তরে গিয়া
 গড়বাসী সমস্তরে আনিতে বান্ধিয়া ।
 পরিবার সঙ্গে সব বান্ধিয়া আনিল
 মুসলমান করি শাহা প্রান্তরে বৈসাইল ।
 সেহি স্থানে এমারত করি বহুতর
 বৈসাইল একদেশ অতি মনোহর ।
 পর্বতের হেটে যথ হৈল গ্রাসবাসী
 গোহারী করিল সবে শাহা আগে আসি ।^{১৩}
 নরমূর্তি পশুবুদ্ধি খপচক নাম
 কৃষি জল নষ্ট করে প্রবেশিয়া গ্রাম ।
 যম-কায়্য বলবন্ত তীক্ষ্ণ খড়্গধারী
 আত্মার শক্তিএ তারে জিনিতে না পারি ।
 দুই পর্বতের মধ্যে হৃদ বহুতর
 সহস্রে সহস্রে থাকি তাহার অন্তর ।
 শস্ত্রজল বৃক্ষ ফল নষ্ট করি^{১৪} যাএ
 বাধ্য^{১৫} হই দেশবাসী মহাক্রেশ পাএ ।
 শাহার আদেশে পশু বন্ধ নহে যবে
 পুনঃ সব দেশ নাশ করিব সে সবে ।
 আজ্ঞা কৈল গাত মুদি বান্ধিবারে গড়
 লোহ ধাওএ আদেশিলা খণ্ড খণ্ড বড় ।
 গিল্লিযুগ মধ্যে মহা চঙ্গ আরোপিয়া
 একদেশ বৈসাইল স্তচারু করিয়া ।
 ধন চিন্তা খণ্ডি লোক^{১৬} তুষ্ট হৈয়া অতি
 শাহার করিল বহু আশীর্বাদ স্তুতি ।

ঝ. । সিকান্দরের সরির যাত্রা ও 'কয়' রাজার পাট জাম দর্শন ।

তথা হোন্তে সিকান্দর মন হরষিতে
 চলি ভেল সর্বরাজ্য^১ ক্ষিতি পর্যটিতে ।
 যথাত বসতি মিলে সে দেশের নর
 নানা দ্রব্য লই আসি ভেটএ গোচর ।
 বহু দানে সম্মানে সভানে শাহা তোষে
 তথাতে কি আছে বার্তা সমস্ত জিজ্ঞাসে ।
 একজনে কহিলেক শাহা বিষ্ণুমান
 সমুখে পর্বত এক উঞ্চ দি বা স্থান ।
 গিরি কাটি নিমিয়াছে এক খণ্ড গড়
 বিকট স্তূচাৰু স্থল উঞ্চ অতি বড় ।
 স্বর্গ প্রায় পবিত্র বসতি সেহি ঠাম
 রাখিয়াছে সরির যে সে দেশের নাম ।
 কয় নৃপতির তক্ত জাম তথা আছে
 গোপতে রাখিছে কেহ যাইতে নারে কাছে ।
 'কয়' নৃপ গোর সেহি গড় হৃদান্তরে
 অগ্নির নিমিত্ত^২ কেহ তথা যাইতে নারে ।
 সেই 'কয়' বংশের এক নৃপতি কুমার
 পাট-জাম রক্ষা হেতু তথা পাটেশ্বর ।
 তক্ত-জাম কথা শুনি হরষিত মন
 সিকান্দর আতি হৈল দেখিতে কারণ ।^৩
 তথা হোন্তে চলিলেক গড় উদ্দেশিয়া
 উজ্জল করিলা পশু^৪ নানা বর্ণ দিয়া
 সরিরের নৃপ শূনি শাহা আগমন
 মনেত ভাবিল সিকান্দর শূদ্ধ মন ।
 গ্রায় ধরি দারা নৃপ শত্রু সংহাঙ্গিল
 কায়ানী বংশের একজন না হিংসিল ।

সবে যোগ্য দেখি শিরে ধরাইল তাজ
 বহু ধন রাজ্য দিল না লইল রাজ ।
 বিশেষ বিবাহ কৈল দারার দুহিতা
 একে নৃপ কুল শীল আর কুটুম্বিতা ।
 এথ শূনি বহু সাজে নামি হরষিতে
 দুই দিন পশু আইল বাড়াই আনিতে ।
 অগণিত রত্ন ধন হেম পাটাস্বর
 হয় করী উট বৃষ বহল খচর ।
 ছমুর ছজার চর্ম রাজ পরিধান
 লোমবস্ত্র নানা অস্ত্র বিবিধ বিধান ।
 কিশোর কিশোরী সব স্তরূপ স্তবুজি
 বহু ভাতি স্রসৌরভ কেবা জানে শুজি ।
 দশ হয় সমপিল কার্য কর্তা হাতে
 ভূমি চুখি নম্র শিরে কুবজ চরিতে
 মান্ত করি দাণ্ডাইল শাহার সাক্ষাতে ।
 উঠি দাণ্ডাইল শাহা করিয়া আদর
 দিব্যবাস দিল উত্তমিয়া বহুতর ।
 কহিল কায়ানী নৃপ জঙ্গী নৃপ তুম্বি
 যেমত শুনিল দেখি তুষ্ট হৈল আশ্মি ।
 সংসারের দর্প জাম পাট স্তলক্ষণ ।
 কোন মতে কহ মোরে তার বিবরণ ।
 স্তুতি আশীর্বাদ করি বলে জুড়ি কর
 কয়-ফিরদুন 'খিক তুম্বি রাজেশ্বর ।
 জামশেদ জাম যেন দেখিল সকল
 তোজার দর্শনে^ক তার অধিক উৎসল ।
 কয়-জামশেদ গেল পরিহারি রাজ
 চিরকাল থাক তুম্বি নৃপ শির তাজ ।
 আপনার অশ্বদল আইল এহি দেশে
 বসতি উজ্জল মোর লাগিল আকাশে ।

শাহা বোলে হৈল মোর এহি মনকাম
 দেখি কয় মহাপাট জামশেদের জাম ।
 আর দেখিবারে প্রথা হইছে 'খিক মোর
 কয় শাহা কোন মতে^১ শূতিআছে গোরে ।
 অনুমতি দেও মোরে চলি যাই তথা
 যবে আন্নি আসি তুন্নি বসি থাক এথা ।
 সে তক্ত উপরে পেলি নয়ানের নীর
 এক চুষ দিই জামে মন করি স্থির ।
 এ সব দেখিয়া করে^২ মরণ অরণ
 বথা কর্ম হোস্তে পলটাও^৩ নিজ মন ।
 সরির বৃপতি কহে যে আজ্ঞা শাহার
 অধিক উজ্জল হৈল বসতি আন্নার ।
 এ বোলিয়া এক পাত্র ডাকিয়া ইঙ্গিতে
 গড়পতি স্থানে কহি পাঠাইল গোপতে ।
 শাহা সিকান্দর যাবে গড়ের মাঝার
 ভক্তি করি বাড়াই নিও মেলিয়া দুয়ার ।
 কয়-পাটে বসাইও বহু মাত্র করি
 জামশেদের জাম দিবা দিব্য সুরা ভরি ।
 দিব্য সহচরীগণে আচরুক সেবা
 সিকান্দর নহে নর পরতোক দেবা ।
 দিব্য উপহার দিয়া শাহা যোগ্য ডালি
 যেই আজ্ঞা করন্ত থাকিবা প্রতিপালি ।
 তবে শাহা আগে কহে করিয়া প্রণাম
 ইচ্ছা হৈলে এবে যাই দেখ পাট-জাম ।
 শাহা আজ্ঞা পালি আন্নি বসি থাকি এথা
 ফিরি আইলে যাব আন্নি নিজ গৃহ যথা ।
 তখনে চলিল শাহা সঙ্গে বলিনাস
 বাছিয়া সেবক লৈল জন চারি পাঁচ ।

সন্নিহ্ন নৃপের এক অমাত্যের সাথে
 হ্রস্বিতে চলি আইল পর্বতের পথে ।
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে বাট অধিক বিকট
 চলিতে সঙ্কট বড় দেখিতে নিকট ।
 বহু পরিশ্রমে গেল গড়ের সম্পাশ
 উর্ধ্ব দৃষ্টি হেরে যেন লাগিছে আকাশ ।
 গড়পতি নিঃসন্নিহ্ন ধরণী চুম্বিতা
 পূর্ণ সাজে মহোৎসবে বাড়াই আনিতা ।
 বহু ভক্তি করি নিল গড় অভ্যন্তরে
 রসবতী সখী সব পূর্ণ অলঙ্কারে ।
 নানা ভাতি খাঞ্চা আনি নানা উপহার
 চল পাশে তারাগণ আইল সেবিবার ।
 নবীন যৌবন যুগ অঁখি মুখ চান্দ
 রূপবেশে সমযুক্ত দেখি শাহা ধন্দ ।
 কিস্তি চাখিয়া সরবত উপহার
 সত্বরে চলিল কয়-পাট দেখিবার ।
 পাটের নিকটে আসি সিকান্দর রাজ
 নম্র হই শির হোস্তে খসাইল তাজ ।
 ভিত হোস্তে এক দৈববাণী নিঃসন্নিহ্ন
 শূতিছিল কয় নৃপ বাহড়ি আইল ।
 উঠিয়া পাটেত বৈস শাহা সিকান্দর
 আর কেহ যোগ্য নহে ভূবন ভিতর ।
 দৈববাণী শুনি শাহা হই হ্রস্বিত
 উঠিয়া বসিল পাটে ইন্দ্রের চরিত ।
 পাট রক্ষীগণে বোলে শুন রাজেশ্বর
 কেবল উঠিছ কয়-পাটের উপর ।
 আর কার শক্তি নাহি ঘনাইতে কাছে
 শিরতাজ প্রায় সব নৃপে রাখিয়াছে ।

আজি পরশিল শাহা চরণ কমল
 অধিক হইল পাট পরম উজ্জল ।
 বহু পাট জাম শাহা কৈল করতল
 এখ সম নাহি আর ভুবন মণ্ডল ।
 এহি পাটে যেই উঠে স্বর্গে উঠে সম
 আপে মহা বিজ্ঞ শাহা অতুল বিক্রম ।
 তিল এক বসি কান্দে কয়ক স্মরিয়া
 সঙ্করে নামিল পাটে এক চুষ দিয়া ।
 তজ্জ 'পরে কৈল বহু রত্ন বরিষণ
 দেখি স্তবিত [স্তবিত ?] হইল পাটরক্ষীগণ ।
 সূবর্ণ কুসিত শাহা বসি হরষিতে
 আজ্ঞা কৈল সেই জাম সাক্ষাতে আনিতে ।
 সুল্লরী চতুর সাকি দিব্য সুরা ভরি
 সাক্ষাতে আনিল জাম বহু ভক্তি করি ।
 কহিল শাহার আগে মাণ্ড আচরিয়া
 সুরা পিয় কয়-খুসক নুপরে স্মরিয়া ।
 অতি ভাগ্যে এহি জামে তোম্মার পরশ
 ক্ষিতিপূর্ণ রহিল শাহার কীতি যশ ।
 দাণ্ডাইয়া জাম লই মাণ্ডে সুরা পি'ল
 একবারে শাস্ত হই পুনি না মাগিল ।
 জামের উপরে বহু রত্নন নিছিয়া
 অজ্ঞপাত কৈল জাম-ঈশ্বর স্মরিয়া ।
 সংসারে দোসর^১ বস্তু এড়ি গেল যবে
 কি লাগি নিঃসার্থ কর্ম কর সিদ্ধ ভাবে ।^২
 পুণ্য করি স্বর্গে উঠি শুদ্ধ জল খাএ
 তার আগে পাট-জাম বট লাগএ ।
 উজ্জানের পক্ষী হেম পিঞ্জরেত এড়ি
 দিব্য আহাৰ দেএ 'পাটনেত' পাট দড়ি ।^৩

সেই পক্ষী যদি উড়ি গেল বৃক্ষ শাখে
 এহি সুখ তুণ হেন মনে নাহি দেখে ।
 কি লাগিয়া বুদ্ধিমন্ত সে কর্ম করিব
 শত যত্নে সেহি স্থানে রহিতে নারিব ।
 বহু শোভা দিয়া কেন করিব সে কাম
 যাহার উপরে হবে অন্তর বিশ্রাম ।
 এহি ভাবি কথঞ্চণ শোক মনে ছিল
 মহাবুদ্ধি বলিনাসে নিকটে ডাকিল ।
 আন্তা কৈল বিচারহ জামের অক্ষর
 কোন গুণ আছে এহি কটোরা অন্তর ।
 বহু যত্নে বলিনাসে অক্ষর পড়িল
 শাহা সঙ্গে বুদ্ধিমন্ত স্মরণ করিল ।
 স্বর্গ মর্ত্য যথ কিছু হএ গতাগত
 ভাবিয়া বুঝিল তাহা সমস্ত বেকত ।
 রূমে ফিরি গিয়া মনে ভাবি যে ভাব
 সে অক্ষর কিঞ্চিৎ গঠিলে ইষ্ট লাভ ।
 অত্মাপিহ তাহা হোন্তে স্বর্গবার্তা পাএ
 দৃষ্ট লোকে সেহি লক্ষ্যে বহির্জ চালাএ ।
 পুনি বলিনাসেরে কহিল সিকান্দরে
 কেহ যেন এহি পাটে বসিতে না পারে ।
 তিলিসমাত গঠহ মুরতি ভয়ঙ্কর
 বুদ্ধিমন্ত স্থাপিলেক মহা অঙ্গর ।
 দৃষ্ট পশ্বে আসিতে গর্জএ মেঘ প্রাএ
 মহাত্মাসে কোন জন্ত সে দিকে না যাএ ।
 ভেদি 'লোকে যদি বা সাহস করি যাএ
 সেই পাটে উলটাই হেটেত পেলাএ ।
 বার্তা সবে কহিয়াছে করিয়া বেকত
 যত্মাপিহ পাট-জাম আছএ তেমত ।

তথা হোস্তে কয় গোরে ক্রতঃ* চলিলা
 গড়ের মনুষ্য এক সঙ্গে করি নিলা ।
 কথ দুরে গিয়া দেখি শিলা তীক্ষ্ণ ধার
 না পারে বিকট পশ্বে অশ্ব চলিবার ।
 দৃষ্টাএ বুলিল রূপ শ্রুতিআছে গোরে
 হস্তে পদে দণ্ডে সেথা নারে চলিবারে ।
 গড় হোস্তে ধূম উঠে আনল উথলে
 শূনি আছি কেহ যাইতে নারে সেই স্থলে ।
 বহল সঙ্কটে মাত্র দুঃখে যাইতে পারে
 কি লাগি উৎকট কর্ম ফিরি চল ঘরে ।
 সিকান্দর ইচ্ছা 'ধিক অপূর্ব দেখিতে
 অশ্ব তেজি পদব্রজে চলিল তুড়িতে ।
 পশু-দরশক আগে পৃষ্ঠে বলিনাস
 চলিল সেবক দুই তার পাছ পাছ ।
 বহু পরিগ্রমে আইল গড়ের নিকট
 কিছু ত্রাসযুক্ত শাহা ভাবিয়া সঙ্কট ।
 মহা অঙ্ককার গড় দেখি লাগে ত্রাস
 তথাপিহ মনেত দেখিতে অভিলাষ ।
 কথ দুরে গেল শাহা বুঝিবারে অন্ত
 অগ্নি জলে ধূম উঠে দেখে দূর পশু ।
 তবে জিজ্ঞাসিলা শাহা বলিনাস স্থানে
 কি হেতু আনল জলে বুঝি ভাবি মনে ।
 কটিতে বাণুরা বান্ধি নামাইল এক
 কথ দূর হেটে গিয়া বুঝিল পরতোক ।
 সহিতে না পারি তাপ বাণুরা নড়িল
 অতি শীঘ্র পুনি তারে টানিয়া তুলিল ।
 প্রণামি কহিল শাহা কিছু নহে আন
 প্রসিদ্ধ দেখিলু* হেটে গন্ধকের খান ।

এহি আনলের ভেদ কেহ না জানিল
 কুপ হোন্তে অগ্নি উঠে না উঠে সলিল ।
 দরুদ পড়িয়া শাহা স্নগন্ধি ছিটিল
 তবে আসি গড় হোন্তে বাহির হৈল ।
 হেন দৈব গতি যদি কেহ তথা যাএ
 সরিরের ঘনে আসি তুষার বসাএ ।
 তুষারের ঘাতে শাহা কাতর হৈয়া
 রহিলেক মহা অগ্নিকুণ্ড আলাইয়া ।
 গড়বার হোন্তে আর পর্বতের পৃষ্টি
 তুষারে ঢাকিল পশু না পড়এ দৃষ্টি ।
 গড়বাসী লোক আইল শতে শতে ধাইয়া
 মোকল করল পশু শিশির কাটিয়া ।
 এহি উপদেশে শাহা হইয়া বাহির
 গিরির উপরে উঠি টুকেক হৈয়া স্থির ।
 বহু দুঃখ পাই শাহা নিজ স্থানে আইল
 দিব্য তৈল দিয়া অঙ্গ মর্দন কৈল ।
 পরিগ্রমে খণ্ডি যদি অঙ্গ হৈল শাস্ত
 সর্ব নিশি স্নখ নিদ্রাএ গোঞাইল ক্রম-কান্ত ।
 প্রভাত সমএ দিব্য সভা বিরচিয়া
 সরিরের নৃপতিরে আনিল ডাকিয়া ।
 আপনা নিকটে দিল বসিতে আসন
 নানা বিধি উপহার করাই ভোজন ।
 স্নগন্ধি স্নরঙ্গ স্নরা পিয়াইয়া তবে
 আমোদ হৈল সভা নানান সৌরভে ।
 সরিরের নৃপ এখ দেখি ধঙ্ক মন
 নহি দেখে শুনে কথ করিল ভুঞ্জন ।
 বুঝিলেক এক সন্ধ্যা ভোজন শাহার
 বৎসরের ভক্ষ্য নহে অল্প এক রাজার ।

তবে শাহা আজ্ঞা দিল প্রসাদ আনিতে
 যথ দ্রব্য কথ পারি বিচারি কহিতে ।
 না দেখিছে না শুনিছে হেন বস্তু সব
 একে একে দ্রব্য দিল ভুবন দুর্লভ ।
 সর্ব বস্তু অল্প অল্প দিল পুন পুন
 সরিরের পুঞ্জ হোন্তে মূলে দশগুণ ।
 প্রসাদে সন্তোষ হই গেল নিজ ঘর
 শাহা প্রতি স্তুতি ভক্তি করি বহুতর ।
 মজলিস নবরাজ রসগুণ সিদ্ধ
 দুঃখিতের পালয়িতা গুণীজন বদ্ধ ।
 তাহান আরতি হীন আলাউলে গাএ
 চন্দ্রশূর অবধি কীতি রহক সদাএ ।
 আইস গুরু সুরা দেও সুরঙ্গ সুরঙ্গ
 যার পানে জ্ঞানবুদ্ধি খণ্ডে মন ধন ।

এও । ইস্তরখ বিজয় ।

দীর্ঘছন্দ/রাগ : কেদার

আব দিন সিকান্দর রচি সভা চাকতর
 চন্দ্রতুল্য বসিয়াছে পাটে
 ইস্তরখ দেশ হনে বার্তা লই একজনে
 শীঘ্রে আইল শাহার নিকটে
 সে দেশের মহামাত্য লেখিছে আদেশ পত্র
 রাজেশ্বর কর অবধান
 শাহা আজ্ঞা শিরে ধরি স্ননিয়ম কার্য করি
 প্রতিপালি আছে সেহি স্থান ।
 আকাশের বক্র গতি বৃষ্টিতে অশক্য অতি
 আগে এক আন করে শেষ

এক খলমতি বংশ বলএ কাউস অংশ
 শির উচ্চ কৈল বড় দেশ ।
 অগ্নি পূজে যথ জন সঙ্গে সেই সৈন্তগণ
 তাজ ছত্র ধরাইতে শিরে
 বহু লোক খোয়াসানী মানিয়া তাহার বাণী
 ভজিলেক গিয়া ধীরে ধীরে ।
 নেশাপুর হৃদ ধরি বলথ বিজয় করি
 রুমে যাইতে মনে করে আশ
 এথা নাহি বহু সৈন্ত হইবারে অগ্রগণ্য
 এহি দুষ্ট করিতে বিনাশ ।
 নিজ স্থলে না রাখিয়া আনের দেশেত গিয়া
 বিজয় নাহিক সমুচিত
 জোলকর্ণ গমন বিনে কদাচিত নারে আনে
 দুষ্টশির নামাইতে ভূমিত ।
 এসব রহস্য শূনি সিকান্দরে মনে গুণি
 জিজ্ঞাসিল পাত্রমিত্র স্থানে
 সবে বোলে মহারাজ তিল না করিও ব্যাজ
 শীঘ্রে চল সস্ত্র গমনে ।
 ধর্মশীল স্তমহন্ত কৃপাদানে গুণমন্ত
 শ্রীমন্ত মজলিস নবরাজ
 তাহান আরতি মনে হীন আলাউলে ভণে
 পুণ্য যশ ব্যাপিত সমাজ ।

ট. । সিকান্দরের খোয়াসান বিজয়

। জমকহন্দ ।

তথা হোন্তে শীঘ্র গম্যে শাহা জোলকর্ণ
 নীল পীত রক্ত স্বেত বাণা নানা বর্ণ ।

সৈন্ত পূর্ণ চলিল মসোন্দ ভয়ঙ্কর
 হেটে কাষ্পে বাসকী উপরে পুরন্দর ।
 দুমদুমি কর্ণাল শব্দ আকাশ পরশে
 থরথর গিরি ভূমি কাষ্পএ তরাসে ।
 সমুদ্রের তীরে গেল আখেটের ভূমে
 আখেট করিতে পছে চলে অনুক্রমে ।
 নানা ভাতি পশুপক্ষী দিনে আখেটএ
 নৃত্য-গীত-যন্ত্র রসে রজনী বঞ্চএ ।
 গিলান দেশেত আসি হৈল উপস্থিত
 যেন মহারণ্য হোন্তে সিংহগতি রীত ।
 অগ্নিপূজা গৃহ ষথ সে দেশে আছিল
 হেমন্ত শিশির সম শীতল করিল ।
 বহল আদম মারি কৈল ছারথার
 জরথুস্তের হীন ভাঙ্গি করিল অঙ্গার ।
 বহল অবস্থা করি অগ্নি পূজাকার
 তথা হোন্তে 'রয়' দেশে চলিল সঙ্কর ।
 শক্রএ শুনিল যদি মহা ব্যাঘ্র আইল
 খেঁট শৃগালের প্রায় গাতে প্রবেশিল ।
 খোরাসান দিকে ধাইল ছারথার হৈয়া
 শাহা সিকান্দরে এই সার বার্তা পাইয়া ।
 বাছিয়া বাছিয়া বেগবন্ত অশ্ববার
 চৌদিকে নিয়োজিল হাজার হাজার ।
 নিশিদিন বেগে চলি আঙছিল পহ
 আগে পাছে বেড়িলেক বহল সামন্ত ।
 সারিতে না পারি পুন কৃপাণ ধরিল
 এক অশ্ববার আসি বহল^১ কাটিল ।
 সজ্জের মনুজ আসি সবে দিল বল
 ষথ পাইল বাড়ি বাড়ি আনিল সকল ।

বড় বড় যথ ছিল কাটিয়া পাড়িল
 ক্ষুদ্র সব পিরীতি করিয়া ছাড়ি দিল ।
 যেই স্থানে শত্রুরে করিল রসাতল
 নিকটে আছিল উঞ্চ দিব্য এক স্থল ।
 চারুতর দেশ বসাইল সেই ঠাম
 পাহলবীর ভাষে থুইল 'হিরা' তার নাম ।
 তথা হোন্তে নেশাপুরে আইল সিকান্দর
 শূন্য ভাবে দেখে মাত্র এক ভাগ নর ।
 দুই ভাগ নর আছে দারাবাব লৈয়া
 কপট না ছাড়ে নানা ভাতি দুঃখ পাইয়া ।
 এক বাণা দারাবাব আছিল উচ্চতর
 তার তলে গগন ভাবিত সব নর ।
 বাণার প্রভাবে সব হই উগ্র মন
 মুসলমান সঙ্গে তবে আরম্ভিল রণ ।
 সিকান্দর আসি কৈল বহল দুর্গতি
 তথাপিহ সে সবে ন ফিরিল মতি ।
 শাহা ভাবে সকলেরে প্রাণে মারি যবে
 মনুষ্য বিহীনে দেশ নষ্ট হৈব তবে ।
 ভাবিয়া চিন্তিয়া শাহা সার কৈল মনে
 এক উঞ্চ বাণা দিল আপনার গণে ।
 অস্ত্রাপিহ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আছে সে ভূমিত
 ক্ষেণে শত্রু ভাব হএ ক্ষেণেকে পিরীত ।
 তথা হোন্তে 'মর্ব' দেশে আসি সিকান্দর
 মারিল 'হির্বাদ' ভাঙ্গি আনলের ঘর ।
 'মর্ব' হোন্তে বলখে আসিয়া মহামতি
 সব অগ্নি পূজা ঘন করিল দুর্গতি ।
 পরম সুন্দরী যথ অকুমারী বাল্য
 বৃত্য গীতে পূজিত থাকিয়া অগ্নিশালা ।

সে সবেরে বিগতি করিয়া ধাবাইলা
 পুঞ্জ পুঞ্জ অগণিত ধন রত্ন পাইলা ।
 পাত্রমিত্র সবেরে বহল কৈল দান
 আর যেই ভক্তি ভাবে হৈল মুসলমান ।
 কেহ লোভে কেহ ত্রাসে ইমান আনিল
 হীনে না আইল যথ নিধন করিল ।^১
 খোরাসানী সকলেই দিয়া কর্ণ মোড়া
 নাশিল সমস্ত যথ কুফুরের গোড়া ।
 খোরাসান গ্রামে পশি করিয়া বিপ্রাম^২
 না রাখিল এক অগ্নি পূজকের নাম ।
 কিরমান গজনী ঘোর আদি মেশহাদে^৩
 সর্ব ভূমি মাপিল শাহার অশ্বপদে ।
 বহু পরিশ্রমে যথ দেশ পর্যটিল
 পুঞ্জ পুঞ্জ ধন রত্ন প্রতি স্থানে পাইল ।
 চালাইতে নারি ধন গাড়ে স্থানে স্থানে
 লজ্জিতে না পারে কেহ তিলিসমাত গুণে ।
 মজলিস নবরাজ মহা ভাগ্যবন্ত
 দানে সিদ্ধ রত্নাকর গুণে নাহি অন্ত ।
 তাহান আদেশে কহে হীন আলাউলে
 অখণ্ডিত কীতিগুণ রহক মণ্ডলে ।
 আইস গুরু সুরা দেও 'পরম' সমান
 শাহার পরশে উধাও দশ বাণ ।

৪. । হিন্দুস্তান বিজয় ।

জমকছন্দ

আজম আরব আশে শাসি বহু দেশ
 মনে ভাবে হিন্দুস্তানে করিতে প্রবেশ

পাত্রমিত্র স্থানে জিজ্ঞাসিলা মহামতি
 হিন্দুস্তানে ঘাইতে মোর মনে প্রথা অতি ।
 যবে মোর বাণী মানে 'ধিক বাড়াইব
 যবে খড়্গ ধরে তবে সমূলে নাশিব ।
 সবে বোলে কমলে চুগিছে শাহা পাও
 অগ্রগামী বিজয় যথা তথা আপে যাও ।
 শূভক্ষণে শূভদিনে করিল পরাণ
 স্বর্গ পরশিল বাস্তব দুমুদুমি নিশান ।
 পশু- উজ্জ্বল হএ গমনে শাহার
 যথা বিশ্রামএ ভূমি উত্তান আকার ।
 উৎস বাণাকুল গৃহ নানা বর্ণ রঞ্জে
 প্রজ্বল্য নক্ষত্রগণ যেন চন্দ্র সঞ্জে ।
 অপার সমুদ্র সম সৈন্য নাহি ওর
 দেখিতে দেখিতে হএ দৃষ্টাদৃষ্টি ভোর ।
 চলিতে চলিতে যদি হৈল ঘনান
 মনে ভাবে উচিত প্রথমে দিতে জান ।
 বুদ্ধিমত্ত সব হোন্তে অনুমতি লৈয়া
 এক যোগ্য রায়বার দিল পাঠাইয়া ।
 পত্রের লেখিল যদি যুদ্ধ আশা ধর
 শীঘ্রে নিঃসরহ যেন বিলম্ব না কর ।
 ভক্তিভাবে প্রেম লাভ যদি আছে মনে
 আপনাক রক্ষা কর মোর খড়্গ হনে ।
 বহল মহত্ব পাবে সম্মান বিস্তর
 ঘেষ যটি হোন্তে পুষ্প হএ চাকর ।
 স্থূল গর্ব না ধরিও অধীরের মত
 আক্ষার দোলনে দোলে^২ ধরণী পর্বত ।
 রাজ্যধন লাগি না আসিছি কদাচিত
 স্তম্ভর সমস্ত হস্তী ইচ্ছের ভবিত ।

দিব্য হস্তী দিয়া মোরে বাণী মানি থাক
 গর্ব না করিও আপনার মাত্র রাখ ।
 মোরে রাজা মানিয়া রাখহ নিজ তাজ
 মন্তগর্বে পশ্চাতে নষ্ট হৈব কাজ ।
 'কয়দ' রূপতি আগে আসি রায়বার
 পত্র দিয়া যদি সে কহিল সমাচার ।
 শুনিয়া কয়দ রূপ ভাবে নিজ মনে
 যুদ্ধেত না অঁটি আশি সিকান্দর সনে ।
 দারা আশে হাব্‌সী পাইল পরাজয়
 বিধি পরসনে জান সর্বত্র বিজয় ।
 আশি ক্ষুদ্র তার আগে কি করিতে পারি
 হৃদ্য হোন্তে প্রেম ভাল বুঝি বিচারি ।
 পলাইতে স্থল নাহি সব তার বশ
 ভাবি চিন্তি প্রকাশিল বচন সরস ।
 ধন্য শাহা জোলকর্ণ দয়াল চরিত
 তেঁহি বিধি করিয়াছে সবার পূজিত ।
 আশি না মানিয়া তানে রহিব কেমনে
 যার আজ্ঞাপাল কায়কউসের গণে ।
 তাজ পাট কিসে লাগে যদি শির মাগে
 ইচ্ছাস্থখে আপনে রাখিব তার আগে ।
 ভীতজন প্রতি হেন দয়া রাখো মনে
 কিন্তু নিবেদন এক আছে শাহা স্থানে ।
 যেই স্থানে আছেস্ত রহোক সেই স্থল
 না অঁটে নদীর মধ্যে সমুদ্রের জল ।
 সেবা ভক্তি বিনে মোর মনে নাহি কক্ষা
 শাহা ক্রোধানল হোন্তে দেশ পাউক রক্ষা ।
 বাছি বাছি হস্তীকুল দিব যথোচিত
 আর চান্নি রত্ন দিব পঞ্চম বজ্রিত ।

এক কক্কা আছে মোর জগত মোহিনী
 রূপে শচী রতি রত্না তিলোত্তমা জিনি ।
 দুয়জ্ঞে 'আকিক' এক জুতিমস্ত অতি
 যথ ভঞ্জে তাহে জীর্ণ হএ শীঘ্র গতি ।
 তৃতীয় মহন্ত বৃদ্ধ এক জ্যোতিবিদ
 নয়ান গোচরে দেখে যথ গুপ্ত ভেদ ।
 চতুর্থে 'ভিষক' এক ধন্বন্তরী সম
 সর্ব ব্যাধি^৩ ভঙ্গ করে বিনু এক যম ।
 এহি চারি যদি শাহা তুষ্ট হই লএ^৪
 আক্ষার মহত্ত্ব ভাব^৫ অধিক বাড়এ ।
 রায়বারে কহে যদি মন অনুরাগে
 চারি বস্ত পাঠাইয়া দিবা শাহা আগে ।
 শাহা আগে সম্বন্ধে^৬ পাইবা 'ধিক পদ
 নিঃশঙ্ক হৈব রাজ্য বাড়িব সম্পদ ।
 শুনিয়া কয়দ রূপ হরষিত মনে
 বৃদ্ধতমে পাঠাইলা রায়বার সনে ।
 দূর হোন্তে দেখি বৃদ্ধ শাহার সাজন
 ধন্য ধন্য মানিলেক আপনা লোচন ।
 অপার সমুদ্র যেন সৈন্ত নাহি ওর
 যেই দিকে নিরক্ষএ অঁাখি মন ভোর ।
 সিকান্দর নবগিরি চন্দ্রিমা পরশে
 গিরিসম লক্ষে লক্ষে দেখি চারি পাশে ।
 যেন মত হেরিল কহিতে নাহি অন্ত
 স্মৃতি বিচিত্র যেন অকালে বসন্ত ।
 শাহার সাক্ষাতে আসি ধরণী চুম্বিল
 রূপতি সংবাদ যথ শাহে জানাইল ।
 চারি বস্ত নামে শাহা হরষিত মনে
 নয়ানে মাগএ যেই পাইল শ্রবণে ।

বলিনাস সজ্জতি মহন্ত কথজন
 পেটারি ভরিয়া বহ অমূল্য রতন ।
 কয়দ নৃপতি আগে দিল পাঠাইয়া
 লেখি পাঠাইল পত্র বাক্য দড়াইয়া ।
 দূর হোন্তে আইলুঁ হিন্দুদেশ বিনাশিতে
 তোম্মার ভজিতে বহু তুষ্ট হৈলুঁ চিতে ।
 স্ননিয়া তোম্মার এই বচন রসাল
 ঈশ্বরতা তেজিয়া হৈলুঁ আজ্ঞা পাল ।
 শত নৃপ সাজি আইলে না করিও শঙ্কা
 কেশাগ্র তোম্মার দেশ না হইব বন্ধা ।
 ভালমন্দে তোম্মা কার্যে হইব যে সজ্জ
 কিন্তু যেই আজ্ঞা কৈলুঁ না হউক ভঙ্গ ।
 বলিনাসে সে পত্র কয়দ আগে দিয়া^১
 দাণ্ডাইল রাজনীতি ভক্তি আচরিয়া ।
 পত্র শূনি কয়দ বহল তুষ্ট হৈল
 রত্নকুল দেখি 'ধিক আনন্দ জন্মিল ।
 বলিনাস প্রতি স্নেহ করি বহুতর
 যোগ্য স্তুতসাদ দিল করিয়া আদর ।
 কহিলেক কথ দিন রহ এহি স্থানে
 চালাইয়া দিব কণা নৃপ বিগ্ৰহমানে ।
 সেই চারি বহিভূত বহু রত্ন ধন
 বহল স্তুগন্ধি কুল বহু অস্ত্রগণ ।
 স্তুচিত্র বিচিত্র বহু বস্ত্র নানা জাতি
 পূর্ণ করি দিব আশী শতে শতে হাতী ।
 চল্লিশ মাতঙ্গ মন্ত পর্বত প্রমাণ ।
 হেম রঞ্জে পূর্ণ সাজি মহা বলবান ।
 তিন হস্তী ধবল প্রবল চারুতর
 বহু অকুমারী বাল্য বহল কিস্কর ।

পাঠাইল পূর্ণ সাজে শাহার বিদিত
 দেখি জোলকর্ণ শাহা অতি হরষিত ।
 প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে সব বিচারিল গুণ
 যেমত কহিল 'ধিক কার্যেত নিপুণ ।
 কণ্ঠারূপে হেরি শাহা মহা আনন্দিত
 ত্রিভুবন মোহিনী সহজে আতুলিত ।
 হরিল শাহার মন অপাঙ্গ ইঙ্গিতে
 তিল ভ্রম নহি লাগি গেল আঁখি চিতে ।
 ইসহাক নবীর স্বীনের ব্যবহার
 পাণি গ্রহ কৈল শাহা মোহিণী কণ্ঠার ।
 শুব্দ দরশনে প্রেম বাড়িল বিশাল
 অতি ভাবে হৈল শাহা কণ্ঠা আজ্ঞাপাল ।
 তবে শাহা নানা দ্রব্য ভুবন দুর্লভ
 নাহি দেখি শূনি হেন দিব্য বস্তু সব ।
 তুরঙ্গ এরাকী তাজি পবনের গতি
 রুমী চীনী দাস দাসী স্বরূপ স্তমতি ।
 পূর্ণ করি পাঠাইল কয়দ গোচর
 দেখি হিন্দী নৃপ বলে খণ্ড সিকান্দর ।
 মনুষ্য না হএ শাহা দেব অবতার
 হেন মত দিতে আর শক্তি আছে কার ।
 কণ্ঠা সঙ্গে সিকান্দর নানা কেলি রসে
 গোঞাইল অবিগ্রামে রজনী দিবসে ।
 কথদিন ব্যাঙ্গে শাহা ভাবিল যুক্তি
 ভ্রমিতে অযুক্ত নারী প্রেরসী সঙ্কতি ।
 ইস্তরখ দেশে কণ্ঠা দিল পাঠাইয়া
 বহু সৈন্য এক মহামাত্য সঙ্গে দিয়া ।
 বহু উট স্বষগাড়ী খরুর পুণিত
 বাছি বাছি ধন রত্ন পুঞ্জ আতুলিত ।

ইস্তরখ পাঠাইলা কতায় সজ্জতি
 বিস্তারিয়া আয়ত্তয়ে লিখিলেক পঁাতি ।^{১০}
 যথ দেশ বিজয় ভ্রমিল যথ স্থল
 কুশল আশে সকলেরে জানাইল সকল ।^{১১}
 তায় ধরি সর্ব রাজ্য করিবা পালন
 বিনাশহ উধ্ব' শির করে যেই জন ।
 আর কথ দিন আশ্রি দেশ পর্যটিব
 সকল তোমার ভার আর কি বুলিব ।
 মজলিস নবম্বাজ সর্ব গুণালয়
 বিধি বলে হোক তানে সর্বত্রে বিজয় ।
 হীন আলাউল কহে তাঁর আজ্ঞাপাল
 আশ্রু স্বত্তি^{১২} যশ কৃতি রৌক চিরকাল ।

ড । কণোজ [কন্হোজ ?] দখল ।

চন্দ্রাবলীছন্দ/প্রীরাগ
 সেই স্থল হনে মহানন্দ মনে
 শাহা সিকান্দর ধীর
 কণোজ দেশেতে চলিল তুরিতে
 মারিতে কুফর কাফির ।
 ফুর [ফুরু] বুলি^১ নাম কুফর অবিভ্রাম
 আছিল কাফিরগণ
 শূনি শাহা বাণী ইমান না আনি
 রহিল পাপিষ্ঠগণ ।
 সেই রাজ্য মারি রত্ন ধন হরি
 মোমিন কৈল ব্রপতি
 কত দিন ব্যাজে করি সেই রাজ্যে
 চীনে বাইতে হৈল মতি ।

শাহা সিকান্দর ভাবিয়া অন্তর
 শীঘ্র যাইতে হৈল মন
 তিন স্থানে তিন বস্তু চিরদিন
 না জীএ দৈবের কারণ ।
 ‘হয়’ হিন্দুস্থানে হস্তী খোন্সাসানে
 বিড়াল চীন দেশে
 চির না জীবএ বীর বিনু ‘হয়’
 বিজয় করিব কিসে ।
 চলিতে চলিতে পর্বত [তিব্বত ?] ভ্রমিতে
 যদি গেল শাহাবর
 সে মহী দরশে সর্ব লোক হাসে
 দেখি ধন সিকান্দর ।
 উপর^২ ধরণী তৃণ জল হীনি
 কান্দিতে উচিত হএ
 না পারি বুঝিতে এমন ভূমিতে
 কেন হাস্য উপজএ ।
 বলে বুধ জনে দৈবের কারণে .
 কেশের বরণ ক্ষিতি
 প্রেত অধিষ্ঠান করি অনুমান
 শীঘ্রে চল মহামতি ।
 এহি বাক্য শুনি শাহা মনে গুণী
 তেজিয়া পর্বত ঠাম
 অতের ভূমিতে গিয়া হরষিতে
 স্বসৈন্তে করিল বিশ্রাম ।
 জ্ঞানবন্ত ধীর সদগুণ গম্ভীর
 নবরাজ মজলিস
 আলাউল বাগী যাবত মেদিনী
 কীর্তি পূর্ণ দশ দিশ ।

৫. । চীন অভিযান ।

। পঞ্চালি ছন্দ ।

বিকট উপরে ভূমি তৃণ জল হীন
 বহু দুঃখে চলিতে চলিতে কথদিন ।
 চীনের সীমায় আসি পাইল দিব্যস্থল
 নীলবর্ণ তৃণ থরে থরে দিব্য জল ।
 আর জন্তু নাহি তথা যুগ লাখে লাখ
 কস্তুরী পুণিত নাভি চারু ঝাঁকে ঝাঁক ।
 শাহা আদেশিল লোকে করিতে শিকার
 যুগ মারি কস্তুরী আনএ ভারে ভার ।
 হাট বাট পূর্ণ হৈল কস্তুরী সৌরভে
 একে ফেলি আসে তুলি লএ আর সবে ।
 অগ্রগামী বহু পৃষ্ঠগামী হৈল ভারি
 নিজ অনুরূপে লৈল হাটারি বাজারি ।
 যুগয়া করিয়া যাইতে যাইতে সুখ মনে
 উত্তম বসতি দেখা পাইল কথ দিনে ।
 দেখিয়া পবিত্র স্থল জল অনুপাম
 শাহা মনে ইচ্ছা হৈল করিতে বিশ্রাম ।
 তৃণ জল ভক্ষি পুষ্ট হোক পশুগণ
 পশু শ্রান্তি খণ্ডি শান্ত হোক সর্বজন ।
 সপ্তদিন সেই স্থলে বিশ্রাম করিয়া
 চলি গেল ধীরে ধীরে চীন উদ্দেশিয়া ।
 যথ দূর যাএ দেখে দিব্য স্থল জল
 বিচিত্র উদ্ভান নানা ভাতি ফুল ফল ।
 থাকান চীনের লোকে পাইলেক বার্তা ।
 অপার সমুদ্র প্রায় আইসে রুম কর্তা
 সকল পশ্বেত পূর্ণ দেখি লোকমএ ।
 বাণা ছত্র নবগিরি স্বর্গ পরশএ ।

স্বর্গ তারা ঝুটি ধারা জিনি পূর্ণ ঠাট
 আন দিশে উড়িতে না পাএ পক্ষী বাট ।
 অগণিত হএ হস্তী লৌহ বর্মধারী
 সমস্ত বীরেন্দ্রকুল ভঙ্গ হান্ধারী ।^১
 সিংহজিৎ বল বীর্য আপে রাজেশ্বর
 পৃথিবীর নৃপকুল তারে দেএ কর ।
 হাবসী মারিল দারা নৃপ রাজ্য লৈল ।
 হিন্দুস্তান আদি সব দেশ বশ কৈল ।
 ফুরু কুল সমস্ত করিল ছারখার
 চীনে আইল ফগফুরীগণ মান্নিবার ।
 শূনিয়া খাকানগণ মনে পাইল ভর
 দেশে দেশে পত্র পাঠাইল শীঘ্রতর ।
 খতাখোতনের নৃপ ফর্গনা সিংগাব
 খরখিজ [খিরগিজ ?] কাশগর চাচ যথ ইষ্ট ভাব ।
 দুঃখ পাঁতি লেখি পাঠাইল সর্ব স্থানে
 ইষ্ট ভাবে সব আইল স্বর গমনে ।
 সসৈন্তে সাজিয়া নৃপকুল আইল যবে
 খাকান নৃপতি মহা তুষ্ট হৈল তবে ।
 সর্ব নৃপতির সৈন্ত একত্র দেখিল
 পর্বত নাড়িল হেন মনে আকলিল ।
 মনে ভাবে শাহা সঙ্গে মাত্র নিজ সেনা
 আশ্রয় সঙ্গতি হৈল নৃপ বহ জনা ।
 এহি ভাবি মনেত সাহস করি স্থির
 বাস্ত হু লু শ্ব ল শব্দে হইল বাহির ।
 না জানে শাহার সঙ্গে হেন কথ আছে
 ভাল মতে ওর লৈলে জানিবেক পাছে ।
 পর্বত লহরী^২ প্রায় সৈন্ত বৃহ করি
 অতি শীঘ্রে শাহার সমুখে অনুসারি ।

দুই দিন বাটাঙরে বাণা উর্ধ্ব করি
 দড়মত রহিল টানাই নবগিরি ।
 সব রূপ যুক্তি করি ভাবিয়া অন্তর
 সিকান্দরে লেখি পাঠাইল নিজ চর ।
 শাহার চরিত্র আর সঙ্গে কথ দল
 কথেক রূপতি সঙ্গে আছে আত্ম বল ।
 বিচারিল চরে গিয়া সিকান্দর সৈন্য
 বোলে এহি জগ মধ্যে শাহা ধন্য ধন্য ।
 সকল মরম বুঝি চর আইল ফিরি
 থাকান সাক্ষাতে কহে ভক্তি কর জুড়ি ।
 সৈন্য ওর কি পাইব শুন মহারাজ
 চিন না পাইল সৈন্য^৩ রূপতি সমাজ ।
 শাহার চরিত্র কথা কহিতে না পারি
 দেবতা নামিছে ভুমে নররূপ ধরি ।
 শ্যাম বিনে অন্তর নাহিক তিল মনে
 দানে বলী কর্ণ নহে তাহান তুলনে ।
 দয়াল চরিত্র কোধে আনল আকার
 মহাসাহসিক রণে সিংহ অবতার ।
 নিন্দাচর্চাহীন বাক্য সাধু স্ফুটরিত
 সর্বলোক সম্মত ঈশ্বর বার মিত ।
 দুঃমিতেরে ধনী করে যথাত প্রবেশে
 শর-স্বর্গ^৪-রত্ন হস্তে ত্রিবিধি বরিষে ।
 সত্য বিনে অসত্যে না হএ অনুরক্ত
 দানে ধর্মে পুণ্য কর্মে চিত্ত প্রভুভক্ত ।
 ভজমান জনেরে পালএ পুনঃ পুনঃ
 এথ 'ধিক' ধরে আর বহু বিধি গুণ ।
 হস্তী ছয় উট খর খচ্চর গো মেঘ
 এ সবেই রক্ষকে পুণিত হএ দেশ ।

কথেক কহিতে পারি শাহার চরিত
 ভাবিয়া করহ কার্য যে হএ উচিত ।
 থাকানে শুনিল যদি এ সব উত্তর
 ভাবিল ঈশ্বর কৃপা তাহান উপর ।
 তাহান বিগ্রহ হোন্তে ফিরাইয়া চিত
 ভাবিল। স্বচক্ষে দেখে। হেন স্ফুরিত ।^৫
 সিকান্দর স্থানে আসি জানাইল লোকে
 থাকানে আসিয়া বাণী গাড়িল সমুখে ।
 শাহা বোলে এহি কর্ম অতি শোভমান
 দূরের গমনে আসি হইল ঘনান ।
 প্রভাতে লেখিয়া পত্র শাহা সিকান্দর
 শীঘ্রে পাঠাইয়া দিল থাকান গোচর ।
 পাঠকের হস্তে আনি দিল পড়িবার
 পড়িতে লাগিল মুক্তা বষ্টির আকার ।

ন. । থাকানের নিকট সিকান্দরের পত্র ।

প্রথমে ঈশ্বর স্তুতি অতি মধু মিষ্ট
 ইষ্টহীন এক স্বামী সকলের ইষ্ট ।
 সকলের জীবকর্তা সংসার পালক
 নিবলীর বলদাতা জগৎ-সজক ।
 চন্দ্রসূর্য তারকের সে উজ্জল কর্তা
 জীবজন্তু সকলের সেই ভক্ষাদাতা ।
 সকলের রক্ষাকারী সেই এক স্বামী
 ছোট বড় তাহান স্রজন তুমি আশ্রি ।
 কাহারে অনেক দিয়া করে পুনঃপুনঃ
 ঘরে ঘরে ভ্রমে কেহ পাই বহু গুণ ।
 সংসারেত ধন্ত যেই তার আজ্ঞাপাল
 তার গুণ গাহিয়া গোঁঞাএ সর্বকাল ।

ঈশ্বর অন্তত শেষে লেখিল গৌরব
 বহল সৌহাঙ্গ্য বহু আশীর্বাদ সব ।
 কার্যভাগ লেখিলেক পিরীতি প্রকাশি
 ইরান থাকিয়া যুদ্ধ হেতু নাহি আসি ।
 সংসার ভ্রমিতে আতিমন্ত মোর চিত
 এথা আইলু' জয় পাইলু' চীনের অতিথ ।
 অতিথির সেবা হেতু যুক্ত অনুরক্ত
 সংসারেত ধন্য ধন্য যে অতিথ-ভক্ত ।
 পূর্ব হোন্তে সূর্য যাএ পশ্চিমের দিকে
 পশ্চিমের সূর্য মুঞি আইলু' পূর্বভাগে ।
 পশ্চিমে একন্তে শাসি হাবসীর দেশ
 পূর্বের সীমাএ আসি করিলু' প্রবেশ ।
 ইরানী তুরানী হিন্দু ফুর করি বশ
 চীনে প্রবেশিলু' পাই বহল কর্কশ ।^১
 মোর খড়্গ ত্রাস যদি মনে ধর ধীর
 মোর আজ্ঞা হোন্তে তবে না ফিরাও শির ।
 আজ্ঞা লজ্জি মন যদি কর আর বর্ণ
 ভ্রমিতে আকাশ তোর মোচড়িব কর্ণ ।
 বিজয় পাইলু' যেই দেশে প্রবেশিলু'
 ভালে ভাল মন্দে মন্দ অনুরূপ কৈলু' ।
 আত্মা সঙ্গে যেই আসি রচিল পিরীত
 তার সঙ্গে মন্দ না করিলু' কদাচিত ।
 যুদ্ধ সাজে আইলা তুমি আত্মার সমীপ
 ঝঙ্কারে আগে কেন জ্বালাও প্রদীপ ।
 চীন খোতনের যে কস্তুরী যুগ লৈয়া
 আখিটি ব্যাঘের আগে আইলা উগ্র হৈয়া ।
 বীর কুল মন ভঙ্গ ধৈর্য দেখি মোর
 শীঘ্রে করি পাঠাও কি মনে আছে তোর ।

মোর ব্যাঘ্রকুল চীন-যুগ দরশনে
 বোলে হেন পুষ্ট যুগ নাহি আন স্থানে ।
 লক্ষ দিতে চাহে সবে শিকল ছিড়িয়া
 ক্ষেমা ধরি আন্ধি রাখিয়াছি আশ্বাসিয়া ।
 পত্র পড়ি না করিও তিলেক বিলম্ব
 শীঘ্রে লেখ কিবা সন্ধি কিবা যুদ্ধারম্ভ ।
 সাহসিক এক লোক চতুর সজনে
 পাঠাইল সে পত্র থাকান বিজ্ঞানে ।
 রায়বার ভূমি চূড়ি সেবি রাজনীতে
 পত্র দিয়া দাণ্ডাইল থাকান সাক্ষাতে ।
 পাঠকে পড়িল পত্র মুক্তা ষাট প্রাণ
 কোমল কর্কশ দোহ আছএ তথাএ ।
 পত্র শুনি থাকান রহিল মৌন হৈয়া
 বদ্ধতম^২ স্বেচ্ছা আনিল হাকারিয়া ।
 সংসার ভ্রমিয়া কার্য দেখিছে বহুল
 তপ্ত সিদ্ধ জ্ঞাতা^৩ বুঝে কার্যের আমূল ।
 নানা ভাতি বিমসিয়া চিন্তে নানা উক্তি
 সর্ব কর্ম থাকানে করএ তার যুক্তি ।
 তার স্থানে থাকানে পুছিল কার্যরীত
 পত্র পদুস্তর দিতে কেমন উচিত ।
 প্রণামিয়া বলে পাত্র শুন রাজেশ্বর
 ক্রোধ ত্রাসে আছি আন্ধি না দিয়া উত্তর ।
 যুদ্ধে আশা কৈলে শত্রু বলবন্ত অতি
 সন্ধি কৈলে লাজ লোকে ঘোষিবে অকীতি ।
 তথাপিহ স্নেহ হোন্তে প্রেমে হার ভাল^৪
 পিরীতি মাঝারে কিছু না হএ জজাল ।
 জগদীশ কৃপাএ বিজয়ী সিকান্দর
 মহাকুল নৃপ মেলে না হৈছে সমর ।

দারা নৃপ সম কেবা ছিল বলবন্ত
 বিধি বশে ভাগ্য বলে কৈল তারে অন্ত ।
 তোম্মা সঙ্গে নৃপকুল সৈন্ত দেখ যথ
 একা হোন্তে সিকান্দর সৈন্ত গুণ শত ।
 এথেকে তাহান সঙ্গে পিরীতি উচিত
 প্রেম ভাবে লঙ্ঘ্য নাহি পূজহ অতিথ ।
 বন্ধতম যুক্তিতে থাকান নরপতি
 পদুস্তর লেখি পাঠাইল শীঘ্রগতি ।

৩. । থাকান রাজের পত্রোত্তর ।

প্রথমে ঈশ্বর স্তুতি লেখি বহুতর
 সেই স্বামী কর্তা হর্তা ত্রিজগ ঈশ্বর ।
 সকল সৃজন স্বামী সবার পালক
 সকলের রক্ষাকারী সকল নাশক ।
 ক্ষীণরে করএ পীন পীনরে ক্ষীণ
 তাহার কারণে কেহ সুখী কেহ দীন^২ ।
 তাহান ইচ্ছাএ জয় নহে নিজ শক্তি
 সর্ব কার্য হোন্তে 'ধিক তান সেবা ভক্তি ।
 তান কৃপা হোন্তে সর্বগুণ গুরুতর
 ঈশ্বর দরুদ বহু তোম্মার উপর ।
 যথেক নৃপতি আছে সংসার ভিতরে
 সর্ব শির-তাজ বিধি করিছে তোম্মারে ।
 জল স্থল ভ্রমিরা সকল কৈল বশ
 ইরান তুরান আন্তে যথেক কর্কশ ।
 জিনিলা সকল রাজ্য উধ^৩ কিবা হেট
 অস্ত্রাপিহ যুদ্ধ হোন্তে না ভরএ পেট ।
 অশ পলটাও পয়ে মহা অজগর
 চীনী^২ খড়গ প্রসঙ্গ অধিক দীর্ঘতর^৩ ।

তুমি সিকাল্লর সর্বরাজ্য অধিকার
 এক চীন দেশ বিনু নাহিক আক্ষার ।
 আন্নি হেন তোক্ষার সেবক আছে কথ
 আক্ষাকে হিংসিলে হৈব কি 'ধিক মহত্ত্ব ।
 আন্নি তুমি-আদি নর বৃত্তিক্য নির্মাণ
 সেই ধন্ত যেই নর বৃত্তিক্য সমান ।
 বিন্দু জল পড়ে যদি সিদ্ধুর মাঝার
 জলে জলে মিশি যাএ নারে চিনিবার ।
 • বিধি বশে তোক্ষার প্রসাদে মোর দেশ
 নানা ভাতি সৈন্তকুল পূর্ণিত বিশেষ ।
 প্রতি ভোগে করে'। মুণ্ডি ঈশ্বর সোকর
 সোকর' করিলে বিধি দেএ ভরিপুর ।
 শূনিছি লোকের মুখে অপূর্ব কথন
 যেই দেশে চাহ শাহা করিতে গমন ।
 শাহা সঙ্গে যথেক আছেএ বনিজার
 সে দেশে পাঠাও সৈন্ত স্বর্ণ কিনিবার ।
 সর্ব লোকে ভক্ষি যথ ভক্ষ্য উপরএ
 অগ্নি দিয়া পোড়ে কথ জলেত পেলএ ।
 'ধিক মূল্যে কিনিয়া আনিলে বান্ধেবার
 ভক্ষ্য হীন হই লোক হয় ছারখার ।
 অনায়াসে তুমি গিয়া লও দেশ মারি
 স্রজনের কর্ম নহে বুঝহ বিচারি ।
 এহি লাগি আন্নি আসি রাজ্য পাছ করি^৪
 রহিল শাহার আগে হস্তে খড়্গ ধরি ।
 • উত্তর হই মনে না করিও দড়
 রাজ-গর্ব হোন্তে ঈশ্বরের আজ্ঞা বড় ।
 লোক-গীড়া করে যেই উপকার হীন^৫
 স্রজন সমাজে তার বদন মলিন ।

মহাবংশে জন্ম তুমি রূপ শিরোমণি
 মূল শুদ্ধি সর্বসিদ্ধি শাস্ত্রের কাহিনী ।
 ত্রায় লাগি তোম্বারে সজ্জিছে জগদীশ
 ত্রায়বশ্তে অত্রায় অম্বতে যেন বিষ ।
 জ্ঞানবস্ত করে যদি অজ্ঞানের কাম
 আপনার বসতি নাশে নিঃসরে দুর্নাম ।
 ভাল নহে খলজন সঙ্গে উপকার
 অবশ্য দিনেক জিজ্ঞাসিব কর্তার ।
 সূর্য গতি হোস্তে হএ জগত বিদিত
 উষ্ণ কালে উষ্ণতা শীতকালে শীত ।
 যে সময়ে যেই যুক্তি করিব তেমত
 কাল বিপর্যয় কর্ম না হয় যুক্ত ।
 ত্রায় হোস্তে সিকান্দর নামের ভরম
 নহে প্রতি দেশ রূপ সিকান্দর সম ।
 যুদ্ধে উন হেন মোরে না ভাবিও চিতে
 তিলেক তুলনে পারে' । পর্বত নাড়িতে ।
 কোপ করি হই যদি হস্তী আরোহণ
 মোরে কর না দি পাঠাইব কোন্ জন ।
 তবে কি তোম্বারে বিধি দিয়াছে মহত্ব
 তোম্বা সঙ্গে যুদ্ধ তেজি সেবাএ যুক্ত ।
 মহত্বের ক্রোধে দিব উপান (?) বাড়াই
 বিদ্যুৎ উপরে হস্ত মারিতে না পাই ।
 অতিথের পূজা করে যেই ভাগ্যধর
 বিশেষ সর্বত্র গুরু শাহা সিকান্দর ।
 কালি মোর রায়বার যাইব শাহা পাশ^৩
 যে কিছু মনের মর্ম কহিব সরস ।
 এথেক লেখিয়া ভাবিলেক নিজ মনে
 রায়বার রূপ ধরি যাইতে আপনে ।

দেখিতে শাহার দর্প সামন্ত সাজন
কথ কথ রূপ সঙ্গে আছএ কেমন ।

খ. । রায়বার বেশে থাকানরাজ ।

দীর্ঘছন্দ/রাগ : পটমঞ্জরী

(ক) প্রাতঃকাল হৈল যবে মনেত ভাবিয়া তবে

চীন রূপ আপনে থাকান

রায়বার রূপ হৈয়া যোগ্য অন্ন ভেট লৈয়া

চলিল শাহার বিজ্ঞমান ।

সৈন্তের আড়ঙ্গ দেখি ধন্ব হৈল চিত্ত আঁখি

সর্ব দ্রব্য হেরে অগণিত

দেখিতে হৈয়া ভোর ভাবিয়া না পাএ ওর

দ্বারে গিয়া হৈল উপস্থিত ।

ভূমি চুম্বি দ্বারপাল কহিল আসিছে ভাল

চীনের শাহার রায়বার

জ্ঞানমন্ত সুপণ্ডিত রূপে গুণে ভব্য রীত

দ্বারে আছে কি আজ্ঞা শাহার ।

জোলকর্ণ আজ্ঞা পাই দ্বারপাল আইল ধাই

শাহা আগে শীঘ্রে লই গেল

বুদ্ধিমন্ত রায়বার ভূমি চুম্বি বারেকবার

রায়বার মেলে দাড়াইল ।

ভব্য রূপ দেখি তার আজ্ঞা কৈল বসিবার

বুলিলা ভূমিতে দিয়া শির

হেরি হেরি ধন্ব চিতে রহিলেক মৌন রীতে

চিত্রের পুতুলি সম স্থির ।

ধৈর্যরীতে দেখি তারে কহিলেক সিকান্দরে

কেনে না প্রকাশ সমাচার

শাহার আদেশ শূনি বুদ্ধি নিজ স্থলে আনি
 কহিলেক মানস আপনার ।
 শূন শাহা যোগ্য গুরু ধরণীত কর্ততরু
 থাকানে কহিছে নিবেদন
 শাহার সাক্ষাতে মাত্র প্রকাশিতে বাক্যসুত্র
 পাশে না থাকিলে অশ্রজন ।
 শূনি শাহা হরষিতে স্ববর্ণ নিগড় দিতে
 কহিল তাহান পদ হাতে
 এক খড়্গ হীরা ধার পাশে রাখি আপনার
 সর্বলোক বাহির করিতে ।
 শাহার আদেশ শূনি স্ববর্ণ নিগড় আনি
 রায়বার কর-পদে দিল
 রূপকুল পাত্রগণ সভাসদ যথজন
 একবারে বাহির করিল ।
 দানে গুণে সুনায়র রস 'দধি গুণীশ্বর
 মজলিস নবরাজি ধীর
 তাহান আরতি মনে হীন আলাউল ভনে
 পন্নর মধুর স্কন্ধচির ।

দ. । সিকান্দর ও থাকানরাজ ।

। জমকছন্দ ।

লোকান্তর করি শাহা বসি একসর
 আজ্ঞা কৈল রায়বার করিতে খবর ।
 আশীর্বাদ কহি পুনি পুনি চুপি মাটি
 নিম্পকটে খসাইল বচনের গাঠি ।
 আশি যে থাকান রূপ চীনদেশ পতি
 দেখিতে শাহার পদ হৈল মনোরতি ।

প্রবণে শূনিয়া কীতি মনে বড় সাধ
 অঁখি কর্ষ দোহ মধ্যো বাখিল বিষাদ ।
 তেকারণে দেখিতে আইল চন্দ্র মুখ
 আপনার চক্ষেরে প্রথমে দিতে সুখ ।
 তাহার সাহস দেখি শাহা সিকান্দর
 কি লাগিয়া হেন কর্ম করিলে দুষ্কর ।
 প্রথমে দেখিতে আশ্মি তোম্বাক চিনিলুঁ
 তেকারণে সাদরে বসিতে আজ্ঞা দিলুঁ ।
 লুকিত না হএ বাজ ছটকের চর্মে
 রাজভাগ্য সুপ্রসিদ্ধ উজ্জল নৃপ কর্মে ।
 বিশেষ লুকিত নহে জ্ঞানীর লোচনে
 নিবুঁদ্ধির প্রায় ফালে বাখিল আপনে ।
 ভাবি দেখ আপনে কেমন কৈলা কাজ
 অনাস্রাসে হারাইলা চীন পাট-তাজ ।^২
 হীন নৃপ কি ভাখিল মোরে মনে মনে
 যুগ হৈয়া আইল কেনে ব্যাঘ্রের ভবনে ।
 ভক্তি ভাবে পদুস্তর দিলেন থাকান
 ভুবন পূণিত শাহা কীতির বাখান ।^৩
 অপরাধী জনের ক্ষেমহ সর্ব দোষ
 অনপরাধীরে তোম্বার কথা রোষ ।^৪
 ব্যায় পাশে যদি সে শরণে যুগ যুগে
 যদি সে ভুখিল হএ তথাপি না খাএ ।
 তুমি সিকান্দর শাহা অন্মায় বজ্রিত
 বিশেষ করিছে বিধি দয়াল চরিত ।
 তেকারণে নিজ মনে না করিয়া দড়
 সেবা ভূমে চুষ দিলুঁ শাহার গোচর ।
 প্রাণ যদি মাগ শাহা ইচ্ছা স্নেহে দিব
 শাহা সম মহন্ত অতিথ কথা পাব ।

প্রেমভাবে কার্য হৈলে বিবাদে কি ফল
 মহত্ব আদর যে না রাখে সেই খল ।
 শাহা আজ্ঞা হোন্তে যদি বদন ফিরাএ
 আপনার ইচ্ছা সূখে যোগ্যফল পাএ ।
 মোর চিন্তে সেবা হেতু হৈল শুল্কভাব
 অবশ্য শাহার কৃপা হোন্তে পাইব লাভ ।
 মাগিবার আইলুঁ পৈত্রিক ভূমি দান
 বিনি ধনে দাস হৈলুঁ কি বুলিব আন ।
 উদ-অন্ত পর্যন্ত শাহার বশ সব
 এক চীন বিনে কোন্ টটিব বৈভব ।
 খাকানের ভক্তি বাক্যে শাহা তুষ্ট মন
 ঈষত হাসিয়া কহে মধুর বচন ।
 সপ্ত বৎসরের কর মাগি মাত্র আশ্বি
 আর চিরাবধি রাজ্য সূখে ভুঞ্জ তুমি ।
 খাকানে বুলিল শাহা যোগ্য পূজ্যমান
 সপ্ত বৎসরের আয়ু আগে কর দান ।
 সপ্ত দিবসের বল না পারি বুঝিতে
 সপ্ত বৎসরের কর মানিব কেমতে ।
 বাক্যের চাতুরী তার শূনি সিকান্দর
 হাসি বোলে সত্যমিথ্যা সপ্ত দিনান্তর ।
 কথারসে সপ্ত অক্ষ কর ক্ষেমা দিলুঁ
 এক অক্ষ কর দিবা নিশ্চয় বলিলুঁ ।
 এহি মতে খাকানে মাগিল ফরমান
 রাখিব শিরের তাজে তাবিজ সমান ।
 নিজ করে শাহা ফরমান লিখে দিল
 খাকানেহ বহুবিধ শপথ করিল ।
 শাহা সেবা হোন্তে যদি ফিরাই বদন
 নরজাতি নহি প্রেত পশুর সমান ।

ভূমি চুম্বি অশ্ব কর মাগিল থাকান
 মুক্তি করি শাহা সুপ্রসাদ দিল। দান ।
 বহুবিধি বাস্তবাহী মহা কোতুহলে
 থাকান চলিয়া গেল আপনার স্থানে ।
 সমস্ত রুজনী শাহা আনন্দে বঞ্চিল
 প্রভাত সমএ যদি অকণ উগিল ।
 চৌকিদারে আসি তবে জানাইল বার্তা
 মহারাজে যুদ্ধ সাজে আইল চীন বর্তা ।
 দুমদুমি কর্ণাল শস্বে কাম্পএ মেদনী
 ধূলি অঙ্ককারে হৈল লুকিত তরণি ।
 বহল মাতঙ্গ অগণিত অশ্ববার
 অঙ্গে বর্ম হস্তে চর্ম নানা অস্ত্রে আর ।
 যথাদৃষ্টি পূর্ণ পশু 'ধিক সৈন্তচএ
 নিশ্চিন্তে রহিতে শাহা উচিত না হএ ।
 শাহা বোলে যদি খলে সত্য কৈল দ্রষ্ট
 আপনার কর্তব্যে আপনি হৈয়া নষ্ট ।
 থাকান ভণ্ডতা জানি শাহা আদেশিল
 যার যেই নিয়মিত সৈন্ত সাজাইল ।
 কর্ণাল দুমদুমি বাস্ত সৈন্ত বহু চয়
 মহাশস্বে লোকে ভাবে ঘাটিল প্রলয় ।
 নানা অস্ত্র লৈয়া লোক ভাগে আওসারি
 অপার সমুদ্র যেন পুণিত লহরী ।
 বীরের হাঙ্গার যেন মহাকাল সর্প
 তরু হৈল থাকান দেখিয়া সৈন্ত দর্প ।
 ত্রাসিত হইল দেখি শাহা সৈন্তচএ
 ভয় দর্শাইতে আইল পাইল মহাভএ ।
 এক হস্তী আরোহণে মধ্যত থাকিয়া
 একসর নিঃসরিল ডাকিয়া ডাকিয়া ।

কথা শাহা সিকান্দর নিঃসন্ন তুরিত
 বিলম্ব করণ নহে বীরের চরিত ।
 খাকান হাঙ্কারে শাহা অতি ক্রুদ্ধ হৈরা
 শীঘ্রে নিঃসরিল শাহা গজেন্দ্রে চড়িয়া ।
 ডাকিয়া বুলিল শাহা আএ খলচিত
 সত্যভঙ্গ কর্ম নহে স্ত্রজ্ঞন চরিত ।
 আক্ষার সমুখে যদি ধর যুদ্ধ শক্তি
 কোন্ মুখে প্রথমে করিলা 'ধিক ভক্তি ।
 এক মনে মহেশ্বের এক বাক্য সার
 তুমি ভ্রষ্ট ঘাট দোষ নাহিক আক্ষার ।
 বক যত্ন ঘনানে বাজের সঙ্গে বাদ
 শীঘ্রে আইস তিলেকে খণ্ডিব যুদ্ধ সাধ ।
 এথ শূনি হস্তী হোন্তে নামিয়া খাকান*
 দণ্ডবৎ হই কহে শাহা বিজ্ঞমান ।
 নৃপ শিরোমণি তুমি জগত পূজিত
 তোক্ষার চরণে মাত্র ভক্তি সে উচিত ।
 তুমি বিনে সংসারে কাক না ডরাম
 তেজারণে আপনা আড়ম্ব দরশাম ।
 কোন্ নৃপ সংগ্রামে আঁটিব মোর মনে
 প্রাণের কাতর হেন না ভাবিও মনে ।
 এথ শূনি পুনি পুনি ধরণী ছুটিয়া
 শাহার নিকটে আইল হাঁটিয়া হাঁটিয়া ।
 শাহার ইজিতে আনি এক দিব্য হয়
 সকল শরীর তার হেম স্বয়মর ।
 শীঘ্র আনি 'খাকানে'রে দিল আরোহিতে
 শাহার নিকটে দাঙাইল হরষিতে ।
 আর বহু প্রসাদে খাকানে মন্তোষিষ
 নিয়মিত অঙ্গ কর তখন স্কেমিল ।

শূদ্ধভাবে সেবি যদি পাইল সুপ্রসাদ
 দুই সৈন্ত এক হৈল খড়্গ বিবাস ।
 আপনার স্থলে শাহা আনিয়া থাকান
 উপহার ভুজাইয়া করিল সম্মান ।
 তবে নিজ স্থলে আসি থাকান স্মৃতি^৬
 শাহা যোগ্য হা দিয়া পাঠাও ভাতি ভাতি ।^৭
 যেদিন থাকান আইসে শাহার বিদিত
 ভোজন আড়ম্ব দেখি হএ ধঙ্ক চিত ।
 মনে ভাবে কেমনে করিব নিমন্ত্রিত
 নিত্য কৃত ভক্ষ্য যার দেখি হেন মত ।
 নৃত্যগীত সরস করন্ত সুরা পান
 একত্রে যুগয়া হেতু করএ পয়ান ।
 নবরাজ মজলিস রসিক বিদগধ
 হীন আলাউল বাক্য সূচাক^৮ রসদ ।
 আইস গুরু সুরা দেও অমৃতের ধার
 যার পানে মন ধঙ্ক হএ ছারখার ।

ধ. । শিল্প কথা ।

জমকছন্দ/রাগ : কেদার
 একদিন^৯ থাকান শাহার আগে আসি
 কন্নীগণ বাখানন্ত আপনার দেশী ।
 চীন হোস্তে নাহি কেহ মুরতি লিখক
 নানা বর্ণ নানা ভাতি উজ্জ্বল দায়ক ।
 ইমং হাসিয়া শাহা বুলিল তখন
 মুরতি লিখক কন্নী চীনী কন্নীগণ ।
 দীর্ঘ এক টঙ্কী শীঘ্রে কর উপস্থার
 এক দিকে চীনী লোক কন্নী দিকে আর ।

মধ্য ভাগে টানাইল এক অন্তস্পট
 কার কর্মে কার দৃষ্টি নাহিক প্রকট ।
 কর্মীগণে বসিয়া করিল নিজ কর্ম
 কার স্থানে প্রচার না হৈল কার কর্ম ।
 সিকান্দর থাকান চাহিতে যদি আইল
 মধ্য হোন্তে অন্তস্পট তুলিয়া পেলিল ।
 দুই দিকে নিরক্ষিল একই মুরতি
 এক হস্তে গঠ প্রাণ না নড়িল রতি ।
 এক দিকে লিখিয়াছে যেমত আকার
 অস্ত্র ভিতে সেইমত দেখাএ প্রচার ।
 চাহিয়া রহিল সবে মনে বাসি ধন্থ
 বলিনাস আসি দেখি বুঝিল প্রবন্ধ ।^২
 অন্তস্পট পুনি পেলাইয়া মধ্য ভাগে ।
 রুমী দিকে মুতি আছে শূণ্য চীনী ভাগে ।
 এহিমত পুনি পুনি চাহিল বিচারি
 ক্ষেণে অন্তস্পট তুলি ক্ষেণেকে উপারি ।^৩
 বুঝিল চীন দিকে না লেখে মুরতি
 দর্পণ সমান পাষাণেত দিছে ছাতি ।
 মধ্য ভাগ থাকিয়া তুলিলে অন্তস্পট
 এক দিক ছায়া হেতু ও'দিক প্রকট ।
 সবে বোলে চিত্রকর নাহি রুমী সম
 চীনী কর্মিগণ হএ যেমত উত্তম ।
 আর এক সুপ্রসঙ্গ^৪ কর্ম শোভমান
 শাহা সিকান্দর আগে কহিল থাকান ।
 'মানী' নামে ছিল এক পূর্ণ পরগাঘর
 বহল হেকমত^৫ জ্ঞাতা কর্ম গুরুতর ।
 চীন দেশে চলিয়া আসিতে সে মহন্ত
 দেখাইতে লোক প্রতি ইমানের পথ ।

চীনী কমিগণ শূনি বিরচিল মায়া
 জলহীন স্থান যথা আছে স্বপ্ন ছায়া ।^৩
 এক পুষ্করিণী তথা রহিল নির্মল
 ফটিক পাষণ কাচে নিম্নিলেক জল ।
 পবন চলিতে যেন জল লহরএ
 এক দিক নীর গিয়া অত্র বাধএ ।^৪
 চারি পাশে তৃণ লহলহ^৫ স্ফুরিত
 কৃত্রিমের কর্ম হেন না পারে লক্ষিত ।
 সেই স্থানে আইল যদি 'মানী' পয়গাম্বর
 ছায়ার পুষ্কর্ণী হেরি হরিশ অন্তর ।
 তরু মূলে দিব্য ছায়া প্রাপ্ত ক্রান্ত হৈয়া
 জল ভরিবারে গেল হাতে পাত্র লৈয়া ।
 ভরিতে লাগিল ইচ্ছা অজু জল পান^৬
 ঠলকি যুক্তিকা পাত্র হৈল খান খান ।
 লাজ পাই নবীবর লঙ্কা যুক্ত মন
 ভাবিল রচিছে মায়া আশ্রয় কারণ ।
 যত কুকুর এক শরীর গলিত
 কিলকিল কীট সব সমল ডুলিত ।
 সেই জল অন্তরে রাখিল এক পাশে
 দেখিয়া ঘৃণাএ কেহ নিকটে না আইসে ।
 সিকান্দর শূনিয়া হৈল কৌতুহল
 যেন মতে করিল পাইল তেন ফল ।
 আর দিন থাকান ভাবিয়া নিজ মনে
 প্রতি দিন ভুঞ্জি আশ্রি শাহার সদনে ।
 এক দিন করিয়া শাহার মেহমানি
 ভুঞ্জাই হাদিয়া দিব নিজ স্থানে আনি ।
 এথ ভাবি উপকার কৈল নিজ স্থল
 হেম রসে স্বর্গ প্রায় করিল উজ্জল ।

নানা ভাতি স্তফল যথেক কালাকাল
 পুঞ্জ পুঞ্জ কৈল বাছি ভাল 'ধিক ভাল ।
 নানা বিধি উপহার চেষ্টিয়া পূর্বক
 ষড়রস পূর্ণ আনি কৈল একে এক ।
 আসিয়া শাহার আগে ধরনী চুম্বিয়া
 কহিতে লাগিল বহু মিনতি করিয়া ।
 শাহার চরণ যদি পরশে তিলেক
 উজ্জ্বল হৈব মোর বসতি যথেক ।
 শাহার মহত্ব তাহে তিল না টুটিব
 আশ্রয় মাগুতা শত গুণ বৃদ্ধি হৈব । *
 শুনিয়া বুলিল শাহা হৈয়া হরষিত
 নিমন্ত্রণে যাইব আছে শাস্ত্রের বিহিত ।
 প্রভাতে চলিল শাহা থাকানের পুরে
 দেখিল লেপিত ভূমি চন্দন আগরে ।
 হেম বস্ত্রে তানু চন্দ্রাতপ শামিযানা
 মণি মুক্তা আদি লগ্ন রত্ন হীর পানা ।
 নির্মল কোমল শয্যা সূচিত্র বিচিত্র
 হেম রত্ন পাট এক স্থাপিছে পবিত্র ।
 সে পাটে বসিল শাহা হরষিত মনে
 ক্রমে ক্রমে আসনে বসিল নৃপগণে ।
 পাত্র মিত্র প্রভৃতি মোহন্ত যথ জন
 যার যেন অনুকূপ দিলা যোগ্যাসন ।
 রাজ যোগ্য ভক্ষ্য দ্রব্য আনিলা সাক্ষাত
 যেমন আরতি সব আছএ তাহাত ।
 হেন বস্তু নাহিক বুলিব কারে আন
 কিবা ফল পদার্থ সকল বিজ্ঞমান ।
 সর্ব সৈন্ত সকলে ভুঞ্জাল উপহার
 কথেক কহিতে পারি বাখান তাহার ।

ভক্ষ্য শেষে তীক্ষ্ণ মস্ত্র স্নগন্ধ স্নগন্ধ
 যার বিস্ম পানেন হএ আমল তরুণ ।
 বৃত্তা গীত যন্তে পূর্ণ কৈল আঁখি চিত
 হেম রত্ন বস্ত্র প্রব্য আনিল পূণিত ।
 রূপকুল পাত্র আশ্রয় যথ মহাজন
 অনুকূপ ব্যবহারে কৈল শান্ত মন ।
 লিখিতে অশক্য বস্তু দিল বহুতর^{১১}
 থাকান ভব্যতা হেরি তুষ্ট সিকান্দর ।
 চল্লিশ মাতঙ্গ মন্ত পঞ্চশত হয়
 বহুল স্নগন্ধি ফুল নানা অস্ত্র চয় ।
 এক শত দাস দিল স্তম্ভর শরীর
 অস্ত্রে শস্ত্রে হয় হস্তী পৃষ্ঠে অতি স্থির ।
 এক শত দাসী বাছি দিল রূপবতী
 সেবাএ কুশল বুঝে যেমন আরতি ।
 এথ দিয়া থাকানের মন নহে শান্ত
 আর তিন বস্তু দিল সবার একান্ত ।
 একে চৌদ্দ পক্ষী দিল মহন্ত শিকারী
 যার দৃষ্টে মহা পক্ষী উড়িতে না পারি ।
 পবন জিনিয়া গতি সতত অস্থির
 ক্রোধ দিয়া বিধি তারে নিমিছে শরীর ।
 বড়হি অধীর পক্ষী পাগল চরিত
 স্বর্গ হোন্তে তিলে পক্ষী নামাএ ভূমিত ।
 আর এক তুরঙ্গ খোতনি তার নাম
 জল স্থলে গিরি বনে ষায়াজিৎ গাম ।
 জলে মীনজিৎ গতি স্থলে পক্ষীজিৎ
 অশ্ববার অঙ্গে বার্তা না পাএ কিঞ্চিৎ ।
 ইজিতে ধৈর্যজ গতি ইজিতে চঞ্চল
 রূপে গুণে গম্য চাক সর্বত্র কুশল ।

আর এক দাসী ছিল ভব্য গুণবতী
 রূপের নিছনি যাএ শচী রজ্জা রতি ।
 পশ্চাতে আছএ কণ্ঠ্য রূপের বাখান
 তেফারণে 'ধিক না কহিল এহি স্থান ।
 ভুবন মোহিনী বাল্য তিন গুণ ধরে
 যন্ত্র গীত সম নাহি সংসার ভিতরে ।
 দূরজে অপসরাজিৎ জানে নৃত্য কলা
 ভূমি না পরশে যেন চমকে চপলা ।
 তৃতীয় সর্বত্র ধীর বীরেন্দ্র সমরে
 পরাজয় পাত্র যেই আসএ গোচরে ।
 এহি তিন বস্তু দিলু' সংসার আতুল
 কার্যকালে পাবে শাহা এহার আমূল ।
 সর্ব হোন্তে তুষ্ট হই তিন বস্তু লৈল
 কিন্তু সংগ্রামের কথা প্রত্যয় না কৈল ।
 কোনে পাতিয়াএ তার বীর দর্প কথা
 বাল্য জাতি কমলিনী^{১২} রূপে গুণে যুতা ।
 এহি ভাবি দাসী মেলে গোপতে রাখিলা
 নানা কার্যে মন, তাকে ভরমি রহিলা ।
 দেবতুল্য পূজা লৈয়া মন কুতুহলে
 চলি আইলা সিকান্দর আপনার স্থলে ।
 মজলিস নবরাজ মহা গুণবস্ত
 গুণীর পালক দানে ধর্মে স্নমহন্ত ।
 তাহান আরতি কহে হীন আলাউলে
 অখণ্ড রহক কীতি ভুবন মণ্ডলে ।
 আইস গুরু সুরা দেও যেন পুষ্প-রস
 মন্দভাব খণ্ডি চিন্ত তত্তে হৌক বশ ।

ন. । সিকান্দরের-রুম যাত্রা ।

চন্দ্রাবলীছন্দ/রাগ : সূহি

চীন দেশ হনে অতি সুখ মনে

শাহা সিকান্দর ধীর ।

রুমেতে আসিতে দড়াইল চিতে

চলি গেল মহাবীর

গভীর বাজনে সৈন্তের গমনে

কাম্পি গিরি বসুমতী

যোজন পসর দীর্ঘ নাহি ওর

হয় হস্তী ঠাট অতি ।

তিন দিন পথে আইল সাথে সাথে

খাকান আদি বৃপসব

শাহার আদেশে চলিয়া সে দেশে

পাইয়া বহল গোরব ।

চলি শীঘ্রে বীর জিহনের তীর

আসিয়া লজ্জিল যবে

চারু দিব্য স্থল দেখি শুক জল

বিশ্রাম করিল সবে ।

অলপ বিশ্রাম করি সেই ঠাম

আছিল যুগয়া রঙ্গে

মায়ার কুহর দেশ মনোহর

তথা আইল সৈন্ত সঙ্গে ।

আরব আযম আদি রুম ভূম

সব দেশ প্রচারিল

সর্বত্র বিজয় করি মহাশয়

শাহা সিকান্দর আইল ।

আদি সমরখন্দ খীবা তাসখন্দ

বসাইল বহল দেশ ।

সব হিত মিত শূনি জ্ঞানদিত
 পাইয়া শূভ সন্দেশ ।^১
 মজলিস মণি নবরাজ গুণী
 যশপূর্ণ ভূমণ্ডলে
 তাহান আরতি মধুর ভারতী
 কহে হীন আলাউলে ।

প. । রূচ-[রূস] পীড়ন সম্বন্ধে গোহারী ।

। জমকছন্দ ।

জগভূম-জলে প্রমিতে' দিক আরতি
 প্রতি দেশে নানা রঙ্গ দেখে ভাতি ভাতি ।
 গোপ্ত মর্মের কথা শূনি সর্ব মুখে
 অপাইত প্রাপ্তি হএ, আদেখিত দেখে' ।
 তবে কি বিচারি যদি বুঝ কার্য ভাতি
 আপনার স্থলে মাত্র স্থখে নরপতি ।
 জন্মভূমি সম স্তুত নাহি আন ঠাই
 হেন সাধ পক্ষী হই নিজ দেশে যাই ।
 নিশাকালে মনেত ভাবিল শাহা ক্রমে
 সব কার্য তেজিয়া যাইতে নিজ ভূমে ।
 আর্জমের কৌতুক দেখিয়া বাটে বাটে
 'দিক শোভা উচিত পৈত্রিক ভূমি পাটে ।
 নিজ দেশবাসী যদি না দেখে বৈভব
 কিবা ফল আন জনে দেখিলে বৈভব ।
 প্রভাতে দোয়ালি রূপ অবতাজের পতি
 শাহা পাশে কহে আসি নিজ দেশগতি ।
 জুলকর্ণ চরণে করিল নিবেদন
 গোহারি গোহারি শাহা তোমার চরণ ।

শাহার চরণ সেবাএ যথ পাইলুঁ পদ
 একেবারে নষ্ট হৈল সে সব সম্পদ ।
 রূসের রূপ আসি রাতে দিয়া হানা
 দেশ মধ্যে মোর না রাখিল একজন ।
 কথ মৈল যেবা ছিল নিল বন্দী করি
 এথ অপমানে আন্ধি কেনে প্রাণ ধরি ।
 শাহার সেবাএ মুঞি আছৌঁ চিরকাল
 থাকিতুম আপনা দেশে না হইত জঞ্জাল ।
 শূকনার পশ্বে দুষ্টে দ্বার না পাইয়া
 দুই প্রহরের পশ্বে জলে জলে গিয়া° ।
 দুই দেশ নষ্ট কৈল 'বাদা' 'অবখাজ'
 ধরি নিল নওশবাএ নষ্ট করি কাজ ।
 বহু পদ দিল শাহা 'ধিক মায়ী ধরি
 কি কহিব হেন নওশবা নিল হরি ।
 যদি শাহা আপনে না লও এহি দাদ
 আন্ধি দুই প্রতি হৈল অথও প্রমাদ ।
 ভজিভাবে শাহার সেবাএ হৈলুঁ লীন
 আত্মা কর শাহা না হই উদাসীন ।
 সব লোক বাটোয়ার যেন ব্যাঘ্র সম
 কেবল মনুষ্য মূর্তি নাহি কোন গুণ ।
 শূনি শাহা ক্রোধে হৈল অগ্নি অবতার
 দোয়ালির দুঃখ শূনি নওশবা আর ।
 মৌন ধরি ভাবিয়া বুলিলা সিকান্দর
 কি লাগিয়া 'ধিক কথা কহ রূপবর ।
 তোম্মার কহন আর আত্মার করণ
 পশ্চাতে বুঝিবা দুঃখ ভাব কি কারণ ।
 না ভাবিও তোম্মা 'পরে হৈছে এহি গতি
 সে দুঃখ জানিও মোর প্রাণের সজ্জতি ।

না ভাবিল পাছে আছেঁ মুঞি সিকান্দর
 আপনাক বিনাশিল সে মৃত বর্ষর ।
 রুসি পরতাছি মুখ আদি বীরগণ
 এক না ব্রাথিব সত্য দড়াইলুঁ মন ।
 মনে ছিল আক্ষার আপনা দেশে যাইতে
 স্থানে স্থানে খোরাসান দেশ বৈসাইতে ।
 সব তেজি আগে যদি বৈরী না উদ্ধারোঁ
 সিকান্দর নাম তবে স্বথা মুঞি ধরোঁ ।^৫
 কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া চলহ মোর সাথে
 যুদ্ধ আশা ধরিনু বিজয় প্রভু হাতে ।
 আক্ষা হোস্তে পাট শূন্য থাক সেই ভাল
 অশ্বপৃষ্ঠে পাট করি চলিমু তৎকাল ।
 কিবা মরোঁ কিবা মারোঁ কৈলুঁ প্রাণপণ
 আর যেন ভবে কেহ না করে এমন ।
 দোয়ালিরে এখ কহি অন্তঃপুরে গেল
 সমস্ত রজনী দুঃখে নিদ্রা নাহি আইল ।
 প্রভাত সমএ শাহা হৈয়া ক্রুদ্ধমন
 চীনের খোতনি অশ্বে হই আরোহণ ।
 দিব্য অশ্ববার সঙ্গে লই আইল লক্ষ
 আর যথ নানা বর্ণ লেখিতে অসকা ।
 আর প্রতিদেশে ধাওয়া পাঠাইল সত্বর
 রুস দেশে আসি সবে ইচ্ছিল সময় ।
 জিহন নদী পার হইয়া তুরিত
 খারজম প্রান্তরেত হৈলা উপস্থিত ।
 সমুদ্র প্রমাণ সেনা চলে পাছে পাছে
 বন খণ্ড নির্গর শাহার সঙ্গে আছে ।
 খারজম বন সিদ্ধু তরি বুদ্ধি যোগে
 'সকলাব' রাজ্য নরু পাইলেক আগে ।

ক, । রুসের সঙ্গে সিকান্দরের সংগ্রাম ।

। পরায় ।

খপচাক বুলি তথা এক জাতি নর
সকল প্রাপ্তর পূর্ণ লক্ষ লক্ষ ঘর ।
তার মধ্যে রামাগণ পরম জুল্লারী
বেশে রঙ্গে অঙ্গে ভঙ্গে জিনি অপসরী
নব ঘন চিকুর বদন চন্দ্র জ্যোতি
ভুরু কামধনু অঁখি নীলোৎপল ভাতি ।
মনোহর কুচযুগ কণক গ্রীফল
উরু রামরস্তানিভ চরণ কমল ।
ভিলেক কটাক্ষে হরে যুবকের মন
তাথ 'ধিক বেকত বদন আর স্তন ।
যাহার দরশে হএ দেব হতমতি
মনুষ্যে ধরাইব মন কেমন শকতি ।
শাহার সামন্ত কুল দেখিয়া আকুল
সেই মুখ কুচ পক্ষ হৈল ভুজ তুল ।
কণ্ডাকুল ভাবে সব আকুল হৃদএ
শাহা জ্বাসে কেহ হস্ত দীর্ঘ না করএ ।
শুনি শাহা ভাল না ভাবিল এই কর্ম
বুক মুখ প্রকাশ জীয়ার নহে ধর্ম ।
সৈন্ত মন বুঝি শাহা চিন্তিত হৈয়া
খপচাক মুখ্য মুখ্য আনিল ডাকিয়া ।
বহুল প্রসাদ দিয়া তুষ্ট করি মন
গোপতে কহিলা আনি বৃদ্ধ কথ জন ।
তোমরা সবেরে দেখি ভব্য চারু রীত
এহি কর্ম কি লাগি কুৎসিত অনুচিত ।^১
জীয়া জাতি গোপতে রাখিবা নিজ তনু
দুঃখিতেহ না দেখাএ হস্তপদ বিনু ।^২

বাপ আগে মুখ ঢাকে স্বেচ্ছা নি মকল
 কি লাগি প্রকাশে সবে কাম-বুদ্ধি স্থল ।
 তুমি সবে নিষেধ বনিতা সবে
 কি লাগিয়া এমত অনীতি কর্ম করে ।
 প্রণামি কহিল সবে শুন রাজেশ্বর
 তোমার আদেশ সব ধরি শিরোপর ।
 কিন্তু বুক মুখ না পান্নি ব ঢাকিবার^৩
 পুষাক্রমে খপচাকের এহি ব্যবহার ।
 তোহোর চরিত্র যেন বদন ঢাকন
 আক্ষার চরিত্র তেন নয়ান মুদন ।^৪
 মনে আর নয়ানে না রাখিলে লাজ
 শত শত অন্তস্পষ্টান্তরে নষ্ট হএ কাজ ।
 সাধু সদজন আগে নিজ মন রাখি
 না হেরিব স্তন ভিতে কদাপি না দেখে ।
 ঢাকিলে বোরকাএ মুখ জুতি হএ হীন
 চিনিতে না পারে ভাল মন্দ সুখী দীন ।
 অঁাখি সঙ্গে বোরকা আছএ নিরন্তর
 ঢাকিলে অদেখা হএ চন্দ্র দিবাকর ।
 শাহা আজ্ঞা হৈলে আমি পান্নি জীউ দিতে
 আপনার পূর্ব নীতি নারি খণ্ডাইতে ।
 তাহা শুনি সিকান্দর নিঃশব্দ রহিল
 বলিনাস হাকিমকে ডাকিয়া আনিল ।
 শাহা বোলে এ সবে না ধরে হিতকথা
 দেখিয়া অনীতি কর্ম মনে লাগে ব্যথা ।
 কহ দেখি কিছু নি উপায় আছে তার
 বুক মুখ এ সবে গুপ্ত করিবার ।^৫
 ভূমি চুখি বলিনাসে কহিল তখন
 কেন চিন্তা কর অন্ন কর্মের কারণ ।

কিন্তু এথা কখনই করহ বিপ্রাম^১
 যেই মাগি দেও পলটাইব এহি কাম ।
 এথ শূনি জোলকর্ণ তথাতে রহিল।
 যে মাগিল বলিনাসে চেষ্টাএ আনিল।
 সেই প্রান্তরেত এক গৃহ উপকারী
 নির্মল স্ফামল শিলে দিব্য এক নারী ।
 অতি স্ফোতিমন্ত নারী সূচাক বদন
 ধবল পাষণে দিল উপরে গঠন ।
 যদি কোন নারী তার নিকটে আইসএ
 সেই বস্ত্রে নিজ মুখ সত্তরে ঢাকএ ।
 দেখিতে না পাএ কেহ আসিয়া নিকট
 আতি করি হেরএ উগারি মুখ পট ।
 দরশনে পলটাই রামাকুল মতি
 ভাবিয়া গোপত বস্ত্র দেখিতে আরতি ।
 বহুমূল্য বস্ত্রমাত্র সবে গোপ্ত রাখে
 সদা প্রকাশিত বস্ত্র অনাদরে দেখে ।
 সতত প্রকাশ সূর কেবা মুখ হেরে
 শীভকালে আতি যবে লুকাএ শিশিরে ।
 বিশেষ যে তিলিসমাতে পলটাইল মন
 সব নারী ঢাকিলেক নিজ মুখ স্তন ।
 আর এক কর্ম কৈল অতি অপক্লপ
 ওকাবের পাখে শর গঠিয়া অলোপ ।
 মূর্তি চারি পাশে গাড়ি' রাখিছে বহল
 সরো তীরে যেন গজাইছে তৃণ কুল ।
 খপচাক কুলে কল্পিলেক বহল ভকতি
 সবে মিলি সেবে আসি সে দিব্য মূর্ত্তি ।
 ছাগ-মেষ পশু আদি যথা তথা মাএ
 ওকাব সকলে আসি ধনি ধনি থাএ ।

কথ খাএ কথ ধাএ শর-নাশ ত্রাসে
 এহি ডরে পশুকুল নিকটে না আইসে ।
 অশ্ববার বীর তথা করিল গমন
 এক তিল সেই স্থল করি আরোহণ ।
 মহাবুদ্ধি বলিনাস তিলিসমাত জ্ঞানে
 খণ্ডাইল কুকর্ম যথ ছিল সেই স্থানে ।
 বলিনাস মহাজ্ঞানী সিদ্ধ বিজ্ঞা হোন্তে
 অত্মাপিহ সে মূর্তি আছে সেহি মতে ।
 ধন্য বুদ্ধিমন্ত যেই কণক উজ্জ্বল
 অন্ধকার স্থানে থাকি অনেক তরল ।^৮
 এসব শুনিয়া শাহা হরষিত মনে
 দেখিল মূর্তি গিয়া আপনা নয়ানে ।
 মহাতুষ্ট হই বলিনাসে প্রশংসিল
 বহল প্রসাদ দিয়া সন্তোষ করিল ।
 তথা হোন্তে সৈন্ত চালাইল রুচ [কস] দেশে
 মহারণ্য ধূলি হই উড়এ আকাশে^৯
 সপ্তদিন পশ্চ চলি গেল অগ্রগামী : •
 পাছে সৈন্ত লাগি মাত্র অল্প বিশ্রামি ।
 রুচ দেশ আসি যদি নিকট হৈল
 মহা এক প্রান্তর সজল তথা পাইল ।
 সেই স্থানে মহা নবগিরি উদ্ভব করি
 রহিল পরম সুখে যুদ্ধ আশা ধরি ।
 পরিপূর্ণ তৃণ বহু বরণার জল
 চারিদিকে প্রহরী রাখিয়া চারি দল ।
 লক্ষে লক্ষে নবগিরি স্বর্গ পরশএ
 দেখিতে বিপক্ষ মনে লাগে অতি ভএ ।
 পশু পরিভ্রমে আসি পাই দিব্যস্থল
 তৃপ্ত হৈল সর্ব লোক খাই মিষ্ট জল ।

প্রতি-অস্ত্র বীর সব সংগ্রামে পণ্ডিত
 বাস্ত ঘোর শঙ্কে হএ বিপক্ষ কম্পিত ।
 রুচ দেশ নৃপতি কিস্তাল তার নাম
 গুপ্ত জ্ঞাতা চরে জানাইল তার ঠাম ।
 রুমের নৃপতি সিকান্দর পুত্র ফয়লকুচ
 অগণিত সৈন্য লই প্রবেশিল রুচ ।
 অপার সমুদ্র সেনা রণে ব্যাঘ্র কাম্পে
 বাস্ত ঘোর শঙ্কে বাস্ত্রকী শত্রু কাম্পে ।
 দুইশত মন্তহস্তী লোহ বর্মময়
 লক্ষ লক্ষ পক্ষী রীত বাউগতি হয় ।^{১১}
 অমৃত অমৃত হস্তী প্রান্তর পূরণ
 বহল খচ্চর উট না যাএ লেখন ।
 দেখিতে নাহিক সংখ্যা যথ বাণা চয়
 যথেক নৃপতি সঙ্গে কে জানে নির্ণয় ।
 কিস্তাল নৃপতি যদি বারতা পাইল
 সগুরুচ হোন্তে আনি সৈন্য পূর্ণ কৈল ।
 পরতাছি আলান খজবান খড়গ আর
 সাজি আইল সৈন্য সব দেখিতে অপার ।
 নব লক্ষ অশ্ববার বর্ম অস্ত্র^{১২} ধারী
 যথেক পদাতি দল লেখিতে না পারি ।
 দশ পাঁচ করিয়া আসিয়া শীঘ্রতর
 রহিল শাহার আগে প্রহর অন্তর ।
 সৈন্য প্রতি কহিলেক কিস্তাল রুচেন্দর
 বিবাহের কথা হেরি বীরের কি ডর ।
 কোমল শরীর সব দিব্য পরিধান
 ভক্ষ্য নিদ্রা সুখ বিনু না জানএ আন ।
 নৃত্য গীত সুগন্ধি মদিরা ভোর মতি
 মুখিতে রুচির সঙ্গে কি তার শকতি ।

রক্ত ভক্ষি রুচি সব বড়ই প্রগাঢ়
 এক বীরে চিবাইব শত বীর হাড় ।
 ভাগ্যে আনি বিধি হেন কর্ম ঘটাইল
 এ হারে মারিলে আশ্রি সব ক্ষিতি পাইল ।
 এ বুলিয়া অশ্ব চড়ি পর্বতে উঠিল
 হস্ত উর্ধ্ব করি বীর ভাগে দেখাইল ।
 এহি দেখে স্খচিত্র বিচিত্র সৈন্তগণ
 স্নকোমল হৃদু তনু কি করিব রণ ।
 এহি বল লই আসে কচির গোচরে
 অগ্নিতে পতঙ্গ যেন মন স্নখে মরে ।
 এথা ধন রতন পাইব সিঙ্খুখানে
 অশ্বের^{১০} ঢাকনি নাই হেম বস্ত্র বিনে ।
 স্বপ্নেহ নহি দেখি এথেক বৈভব
 অনায়াসে মারিল হৃদু তনু সব ।
 সে সবে যাবত শূভক্ষণ বিচারিব
 রাত্রে হানা দিয়া আশ্রি সহরে মারিব ।
 নৃপতি বচন শূনি কচি বীরগণ
 দর্প করি কহিতে লাগিল সর্বজন ।
 এহি পুষ্প বনে না রাখিব এক ফুল
 তিলে উপাড়িব কদলিকা বন মূল ।
 আশ্রার সাক্ষাতে রুমী অস্ত্র কি ধরিব
 হৃত্যু হৈলে একে শত মারিয়া মরিব ।
 প্রাণপণে আশ্রি সবে পরিচিব রণ^{১৪}
 যেই মরে প্রীত অর্থে^{১৫} হৈব পরিজন ।
 সৈন্তের শূনিয়া দর্প কিস্তাল নৃপতি
 নিজ স্বলে আইলেক হরষিত মতি ।
 যার না আছিল বাছি দিল হর অস্ত্র
 সর্ব সন্তোষিল দান করি ধন বস্ত্র ।

শাহা সিকান্দর দিব্য সভা^{১৬} বিরুটিয়া
 প্রতি দেশ স্বপকুল আনিল ডাকিয়া ।
 শতে শতে স্বপকুল বসিলেক আসি
 তারক মণ্ডলে যেন প্রবেষ্টিত শশী ।
 শাহা বোলে প্রবেশ করিলু^{১৭} যেই দেশ
 বিধি মোরে জয় দিল রুচ মাত্র শেষ ।
 যত্নপি প্রগাঢ় রুচি অঙ্গ বর্ম হীন
 যে আছে মাতঙ্গ অশ্ব না হএ প্রবীন ।
 মহাবীর সঙ্গে না হইছে দরশন
 সবে মাত্র জানে ছুরি কপটের রণ ।
 যদিবা আক্ষার বহু সেনা 'ধিক বল
 তথাপিহ বুদ্ধি বশে কার্ণেত কুশল ।
 শূনিছি রুবাহ^{১৮} এক রক্ত জীর্ণ কাএ
 দুই যুবা হুণ্ডরে মারিয়া খাইতে চাএ ।
 বলে না আঁটিয়া দুই হুণ্ডরের সনে
 আপনার রক্ষা হেতু ভাবিলেক মনে ।
 নিকটের গ্রামে ছিল কুকুর বহুল
 রুবাহ হুণ্ডাল রক্ত তৃষাএ আকুল ।
 গ্রাম পাশে গিয়া রুবা কৈল উঞ্চ রব
 'গহ গহ' শব্দ শুনিল যে সব ।
 শব্দ রব শুনিয়া হুণ্ডাল ফিরি ধাইল
 বুদ্ধি বশে রুবাহের প্রাণ রক্ষা পাইল ।
 শত্রুএ শত্রুএ যদি বাঝি গেল রণ
 মধ্যে থাকি অবসর পাএ বুদ্ধজন ।
 এথ ভাবি তিন ভাগে দেও যুদ্ধহানা
 বুদ্ধি যোগে বৈরী মারি রাখহ আপনা ।
 ভূমি চুষ্টি পাত্রগণে দিল পদুত্তর
 আঞ্জি সব বীরপনা হইছে গোচর ।
 স্বচক্ষে দেখিছ শাহা আঞ্জি সব রণ

তাথ 'ধিক এথাতে করিব প্রাণপণ
 শাহা ভাগ্য বলে হৈব শত্রু পরাজয়
 ক্ষুদ্র বল রুচি সব না গুণি সংশয় ।
 সর্বনিশি প্রহরী থাকিয়া চারি ভিতে
 নৃপ আগে বীর ভাগ ছিল সচকিতে ।
 প্রভাত সমএ শাহা সভাতে বসিয়া
 সৈন্য সব নিয়োজিল বাছিয়া বাছিয়া ।
 দক্ষিণে দোয়ালি অবজ্ঞাখের পতি
 ইরানের বীরকুল স্থাপিল সজ্জতি ।
 থাকানের নৃপ ফগফুরিগণ সঙ্গে
 বাম পাশে নিয়োজিল সংগ্রাম তরঙ্গে ।
 নিজ সৈন্য মত্ত হস্তী বাছি দিল আগে
 মহা মহা নৃপকুল তার পৃষ্ঠ ভাগে ।
 মধ্যভাগে আপে খেত গজে আরোহণ
 পৃষ্ঠ ভাগে বাছি বাছি দিল নৃপগণ ।
 কিস্তাল নৃপতি নিয়োজিল বাছি বাছি
 দক্ষিণে খাজরান বাম দিকে পরতাছি
 আলানিকে পৃষ্ঠে দিল আইসুইকে আগে
 রুচিগণ সজ্জতি আপনা মধ্য ভাগে ।
 দুই সৈন্য মুখামুখি হইল প্রচণ্ড
 ধূলি উঠি আকাশ ভরিল এক খণ্ড
 বহুবিধি গভীর বাজনা মহা রোলে
 অধঃউধব' গিল্লি কাপেঁ মহী স্বক্ষ দোলে
 নানা বর্ণে বাণাচয় ঢাকিল তপন
 অগণিত ছেলকুল কিবা অগ্নি বাণ ।
 আর যথ অস্ত্রকুল কথ লৈব নাম
 মুখামুখি ডাকাডাকি বাখিল সংগ্রাম ।
 অস্ত্রকুল পদেত পদশ নহে ক্ষতি
 শূন্যে উড়িতে নাহি পক্ষীর শক্তি ।

হেন কালে রুচি এক মহাবীর কাএ
 আমন্তকপদ চর্ম বর্ম সর্ব গাএ ।^{১৮}
 গিরি সম অশ্ব অঙ্গ, বাউগতি মত^{১৯}
 অপূর্ব পবন 'পরে রহিছে পর্বত ।
 উলটি পলটি অশ্ব ধাবাইয়া বেগে
 ডাকি বোলে কে মরবে আইস মোর আগে ।
 নিজ ভাষে^{২০} আপনা বাখানে পুনি পুনি
 চর্ম বর্ম পরতাছি সর্ব অস্ত্রে গুণী
 পর্বতে উঠিয়া করে^{২১} মহা ব্যাঘ্র নাশ
 সমুদ্রের মহা নক্ষ ধরি করে^{২২} গ্রাস ।
 [রণ স্থলে যাই বীর করে মহানাদ^{২৩}
 কে যাইবা রণ স্থলে আইসহ এথাত ।
 খপচাক দক্ষিণে আসিয়া হৈল স্থির
 দুই লক্ষ অশ্ববার রণে মহাবীর ।
 তার মধ্যে মহা হস্তী পর্বত প্রমাণ
 দেখিতে লাগএ দন্ত তালবৃক্ষ সমান ।
 গণ্ডা গয়া লক্ষে লক্ষে করিছে যোজনা
 তেরচ নাহিক কেহ একহি সমান ।
 পদাতির লেখা নাহি সদাএ কল্লোল
 মহাসমুদ্রের মাঝে উঠএ হিল্লোল ।
 বামের আলানি পারতাছি নৃপগণ
 তার সঙ্গে অশ্ববার দিল বহজন ।
 বর্মচর্ম ধরি অশ্ব এ দশ হাজার
 কিরীট খঞ্জর আদি আর অসিধার ।
 হয় হস্তী মেঘ গণ্ডা চলে সারি সারি
 সিংহনাদে চলে বীর করি ছড়াছড়ি
 নানান যন্ত্রণা বাহে বাজএ মল্লিরা
 ঝাঁঝর বাজাএ লোকে ভুঙ্কর আজিরা ।

পরতাছি আগে চলে খহরা মহাবীর
 দেখিতে কুশিত লাগে রণেত অস্বর ।
 দুই ওষ্ঠ পড়ি আছে চিবুক জিনিয়া
 অঁকুটি নিকলি দস্ত তেরচ হইয়া ।
 সেই সে খহরা কোপে সৈন্ত আগে যাই
 মোর সঙ্গে কেবা রণ দিবা আও ঝাটাই ।
 রুমীবীর ছোট মৎস্ত জলে চলে ফাল
 কাঁকুটি আসিয়া তোরে খাএ তৎকাল ।
 হেন রুমী মোর আগে কি হৈব খাড়া
 দুই জানু কাষ্পিয়া পড়িব থরথরা ।
 পরতাছি পিছে সাজে দুই 'লও' বীর
 পর্বতের শিলা সব করে যেন চূর ।
 কিস্তাল নৃপতি তবে বাহিনী সাজাইয়া
 আপনে রাখিল সৈন্ত বাছিয়া বাছিয়া ।
 এক লক্ষ অশ্ববার এক লক্ষ হস্তী
 মেষ গণ্ডা কহিতে আছএ কার শক্তি ।
 তার মাঝে দেও এক বন্ধন করিয়া
 পায়ের দাড়ুকা দিয়া রাখিছে বান্ধিয়া ।
 কুশিত আকার দেও দেখিতে বিকট
 ঝুমিঝুমি চলে যেন কৈতল-নটক ।
 দুই দস্ত নিকলিয়া আছে ওষ্ঠ 'পরে
 অজামাংস খাইতে সে কিছু নাহি নাড়ে ।
 নানান শব্দে যেন বাজে জয় ঢোল
 কাড়া পরে নিত্য বাজএ করতাল ।
 নাকাড়া দুমদুমি বাজে পিনাক কবিলাস
 কিস্তাল রাঙ্গস নাচে খাইবারে আশ ।
 দোহরি মোহরি বাজে সানাই বরগুণ
 মল্লিরা স্তব্ধে বাজে শব্দ গহন ।

খপচাক এক বীর পাঠাইলা রণে
 রণস্থলে বাইবারে বাখানে আপনে ।
 মোর সনে যুদ্ধ দিতে আছে কোন্ বীর
 মুটকি প্রহারে তাক করিব চৌচির ।
 'উলা' শব্দ করে সেই না জানে বীরপাল
 গোরক্ষ রাখাল যেন চৌগান খেলা ।
 না বুঝে আপনা বল, বল আছে বোলে
 তার দর্প শূনি রুমী আইল ততকালে ।
 রণস্থলে দেখি শিবা করে ছটফট
 বিমুখ হইয়া ধাএ তিরির খেঁওট ।
 রুমীবীরে বোলে দর্প কি মুখে কহসি
 যুদ্ধে আসি ফিরি ধাইলা মুখ দরশি ।
 মুর্খজনে দর্প করে না বুঝিয়া বোল
 পণ্ডিতের সনে পৈলে হওএ বিভোল ।
 স্ত্রজনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উচিত
 কুজনের সনে বাক্য নহে অনুচিত ।]
 মুণ্ডি কচি যুদ্ধ মাত্র দেখিলে পাগল
 রুমীর সমান আক্ক্ষি না পুষি ছাগল ।
 কাঁচা রক্ত পিই আক্ক্ষি কাঁচা চর্ম পরিধান
 কোন্ অস্ত্রে কে যুঝিবা আইস বিজ্ঞমান ।
 বীর না চিনিয়া সব সম্বোধিলে হানা^{২২}
 একাকী যুঝি মাত্র বুঝি বীর পানা ।
 শিরেত পরশু হানি আনি নাভি স্থানে
 মিথ্যা না কহম যুদ্ধ আছে বিজ্ঞমানে ।
 তাহা শূনি মধ্য হোন্তে^{২৩} রুম এক বীর
 ক্রোধবশে হৈল অতি কল্পিত শরীর ।
 বেগে অশ্ব ধাবাইয়া আসি তত্তক্ষণ
 মিশামিশি দুই বীরে হৈল মহা রণ ।

কেহ মারে কেহ উঠে হানে পুনপুন
 দুই মহাসন্ত বীর সংগ্রামে নিপুণ ।
 দাএ পাই পরতাছি কৃপাণ হানিল
 রুমীর মস্তক কাটি ভূমিতে পড়িল ।
 আর এক রুমী আইল হই ক্রুদ্ধ মন
 আসিতে পরতাছি তারে কৈল দুইখান ।
 এহি মতে মারিল সত্তর মহা বীর
 মহা বীর পরতাছি অক্ষত শরীর ।
 তাহা দেখি হিল্লি নামে এক নৃপসুত
 বলবন্ত অস্ত্রে শিক্ষা বিক্রমে অদ্ভুত ।
 পরতাছি বিক্রম দেখি হই অতি ক্রোধ
 অশ্ব ধাবাইয়া আসি পাতিল বিরোধ ।
 কক্ষ হোস্তে হিল্লি^{২৪} খাড়া শীঘ্রে নিকালিয়া
 পরতাছির মুণ্ড ভূমে পেলিল কাটিয়া ।
 আর এক রুচি বীর প্রগাঢ় শরীর
 ব্যাঘ্র দর্পে আসিয়া সমুখে হৈল স্থির ।
 কক্ষ দোলে রুচি ঢাল দিব্য খড়্গ হাতে
 মুখামুখি দুই বীর লাগিল যুদ্ধিতে ।
 মহাসন্ত^{২৫} হিল্লি বীর সংগ্রামে পণ্ডিত
 ঢাল সঙ্গে রুচি কাটি পাড়িল ভূমিত ।
 মহা দর্পে আইল আর রুচি মহাবীর
 চক্ষের মটকে হিল্লি কাটি পেল শির ।
 এহি মতে হিল্লি দুই যাম যুদ্ধ কৈল
 সর্ব বীর কাটিল নিকটে যথ আইল ।
 শতে শতে বীর কাটি কৈল ছারখার
 ত্রাস পাই রুচি কেহ না নিঃসরে আর ।
 রণক্ষেত্রে অশ্ব ধাবাইয়া মহা বীর
 বেলি অবশেষে আইল আপন শিবির ।

ধূলি রক্তে পূর্ণ শির আদি কটি দেশ
পাখালিয়া অঙ্গ পুনি রচিল স্রবশ ।
তার বীর দর্প দেখি শাহা সিকান্দর
প্রসাদে তুষিয়া কৈল সম্মান বিস্তর ।
যার যে শিবিরে আসি দুই নরপতি
সচকিতে প্রহরী রাখিল পূর্ব নীতি ।

খ. দ্বিতীয় দিন

প্রভাত সমএ যদি উগিল তপন
দুই নৃপ যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাজি আইল পুন ।
ঘোর বাণ্ড শব্দে কাম্পএ ধরাধর
হয় গজ পদ ভরে ক্ষিতি থরথর ।
রুচি নৃপদিগের আলানি^{২৬} এক বীর
বেগবন্ত অশ্বে চড়ি প্রচণ্ড শরীর ।
লোহ বর্মে আপাদমস্তক আলোপিয়া
মস্তহস্তী প্রায় রণক্ষেত্রেত আসিয়া ।
মেঘের গর্জন প্রায় ডাকে বারে বারে
শীঘ্রে আইস কার ইচ্ছা হইছে মরিবারে ।
এথ দেখি শাহা পশ্বে থাকি এক রুমী
হাঁক মারি নিঃসরিল কাম্পাইয়া ভূমি ।
পাখীরীত^{২৭} অশ্বে চড়ি মস্তহস্তী সম
কহিল আলানি শুন প্রেত-মুখাধম ।
অন্ধকার নাশ পাবে দরশে তরণি
তোমা রক্তে স্রবঙ্গিম করিব ধরণী ।
এ বুলিয়া অশ্ব রেকাবেত দিয়া ভর
মারিলেক মহা গুর্জ শিরের উপর ।
অস্তি চূর্ণ হই মজ্জা ছিণি পড়ে দূর
পড়িল আলানি^{২৮} বীর দর্প হৈল চুর ।

আর এক রুচি আইল গর্ব করি অতি
 নিমেষেত তাহারে করিল অধোগতি ।
 আর বহু বীরগণ সংগ্রামে মারিল
 অবশেষে মন্তগর্ব আপনে^{১১} পড়িল ।
 মন্তহন্তী সম আর রুমী এক বীর
 গর্ব করি নিঃসরিল প্রচণ্ড শরীর ।
 রক্ত বর্ণ মুখ নীল কঠোর নয়ান
 দিব্য অশ্ববার অস্ত্র কবচ ভূষণ ।
 রণেত পশিতে রুমী যথ বীর আইল
 একে একে দশ বীর মারিয়া পাড়িল ।
 তরু হৈয়া রুচিকুল যুদ্ধে না নিঃসরে
 ছেল ভ্রমাইয়া রুমী বীর দর্প করে ।
 তাহা দেখি শাহার পাশের এক বীর
 অতি পুষ্ট^{১২} মহাকায়া নির্ভয় শরীর ।
 ওকাব নিন্দিত গতি 'হয়' আরোহিয়া
 লোহ বর্ম সার-পত্র-টোপ শিরে দিয়া ।
 সর্প জিহ্বা সম ছেল করে লকলক
 হীরাদার সম গোর্জ গজেন্দ্র ঘাতক ।
 মন্ত রাক্ষসের প্রায় নিঃসরিল বেগে
 হাঁক মারি বোলে আসি রুচি বীর আগে ।
 মুগ্ধি 'জীরাবন্দ' মাজান্দরনের বীর
 নর নহে মন্তহন্তী করি দুই চিড় ।
 আজু তোরে পাঠাইব যমের আলয়
 এ বুলি অকুট মুখ করি অতিশয় ।
 বেগে অশ্ব ধাবাইয়া আইসে মারিবার
 তার সম রুচি বীর নাহি দেখি আর ।
 অশ্ব বাগ ফিরাইয়া নিজ সৈন্য ভিতে
 পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া ধাইল উগ্র বায়ু বীতে ।

পাছে থাকি জীরাবন্দ বলে ধর ধর
 চোর প্রায় কেনে ধাও কাতর বর্বর ।
 হস্তী প্রায় আসি শিবা^{১১} গতি বহে ধাইয়া
 বীরের কলঙ্ক^{১২} থুইলে এথাএ আসিয়া ।
 জীরাবন্দ গালি শূনি ফিরিয়া না চাএ
 পুনি পুনি ছাট হানি সৈন্ধব ধাবাএ ।
 রুমি বীর পাছে পাছে অশ্ব ধাবাইল
 অর্ধ পশু না লজ্জিতে নিকটে আইল ।
 বেগে ছেল হানিল আসিয়া পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি
 বর্ম ভেদি বুকে নিঃসন্নিল চারি মুষ্টি ।
 বেগবন্ত অশ্বে চড়ি সৈন্তে প্রবেশিল
 যুদ্ধ জিনি রণক্ষেত্র তেজিয়া আসিল ।
 আত্মপর সবে আসি দেখিল নিকটে
 কুবজ হইছে পৃষ্ঠে প্রাণ নাহি ঘটে ।
 ত্রাসিত হইয়া রুচি পরতাছিগণ
 যুদ্ধক্ষেত্রে না আসিয়া র'হ সর্বজন ।
 তাহা দেখি কিস্তাল কুটুম্ব একজন
 গিরিখণ্ড সম অঙ্গ বিকৃত বদন^{১৩} ।
 গোপাল তাহার নাম বলবন্ত অতি
 বেগবন্ত অশ্বে চড়ি আইল শীঘ্রগতি
 মিশামিশি মহাযুদ্ধ হৈল দুই জন
 চতুর বলিষ্ঠ দোহ উড়নে মরণ ।^{১৪}
 পশ্চাতে পাইয়া দাও জীরাবন্দ বীর
 খড়্গ হানি কাটিলেক গোপালের শির ।
 রুচি বীরগণ যথ দর্প করি আইসে
 শিশির শূকায় যেন অরুণ দরশে ।
 এহি মতে পড়িল সত্তর মহাবীর
 জীরাবন্দ আগে কেহ রণে নহে স্থির ।

মহাত্মাস পাই-কেহ রণে না নিঃসরে
 তাহা দেখি কবিল কিস্তাল মহাবীরে^{৩৫} ।
 কবচ বেষ্টিত অঙ্গ সারপত্র টোপ
 পক্ষীন্দ্রীত উখারএ মহা অধিকূপ ।
 কক্ষে দোলে দিব্য খড়্গ অতি তীক্ষ্ণ ধার
 বায়ুগতি আইলা নানা অস্ত্র অঙ্গে আর ।
 জীরাবন্দ কিস্তাল বাবিল মহারণ
 পরস্পর দুই বীর উড়ন মারণ^{৩৬} ।
 কেহ আসি হানে কেহ হানিবারে যায়
 অস্ত্র অস্ত্র দুই বীরে তুরঙ্গ পাকাএ ।
 কেহ মারে কেহ সারে নিজ শিক্ষা গুণে
 দুই বীরে যুদ্ধ করে চাহে সর্বজনে ।
 দোহাএ বাবিল যুদ্ধ মধ্যাহ্ন সময়
 সন্ধ্যা ঘনাইল নাহি জয় পরাজয় ।
 সমস্ত দিবস যুঝি প্রাপ্ত কুমী বীর
 অবশেষে কিস্তালে কাটিল তার শির ।
 হরষিত রুচিপতি ফিরি গেল স্থানে
 শাহা সিকান্দর শূনি শোক পাইল মনে ।
 শাস্ত্র অনুরূপে তারে ধর্ম কর্ম কৈল
 সর্ব নিশি দুই সৈন্য সচকিত রৈল ।

গ. তৃতীয় দিন

প্রাতঃকালে দুই সৈন্য নিঃসরিল পুনি
 প্রতিদিকে উথলিল অস্ত্রের আগুনি ।
 কুমীরে মারিয়া যদি রণে পাইল জয়
 কুমী হোস্তে নিঃসরিল ফারাঞ্চ দুর্জয় ।
 ফারাঞ্চরে মারি যদি রণে কৈল পাত
 'ইস্' নামে রুচি এক আইল সাক্ষাত ।

রুখিয়া মারিল তাক নয়ান মুটকে
 আর বহ যুদ্ধে সংহারিল একে একে ।
 লাকন গিরিরাজ জরম নামে বীর
 রুচি দিগ হোন্তে আইল প্রগাঢ় শরীর ।
 বহ যুদ্ধে সে রুমীয়ে রণে সংহারিল
 মারিল বহল রুমী যেই নিঃসরিল ।
 রহিলেক রুমী সব হৈয়া স্তম্ভিত
 দোয়ালি নৃপতি শূনি কোণে প্রজ্বলিত ।
 যুদ্ধ আভরণ পরি দিব্য অশ্ব চড়ি
 বায়ুগতি নিঃসরিল হাতে অস্ত্র ধরি ।
 ছাট হানি মহাবেগে ধাবাইল হয়
 ছত্রশালা হোন্তে যেন শিশু নিঃসরএ ।
 দোয়ালির আড়ম্বর জরম দেখি রণে
 না ফিরি রহিল লাজে নিয়মিত রণে ।
 মিশামিশি দুই যুদ্ধ বাঝিল বিশেষ
 দোয়ালি হানিল খড়্গ তার মধ্যদেশ ।
 দুই খণ্ড হৈল পৈল অশ্ব দুই ভিত
 জরম নিধনে রুচিকুল প্রকম্পিত ।
 মস্তহস্তী প্রায় ছিল তার ছোট ভাই
 ভ্রাতৃ বৈরী উদ্ধারিতে রণে আইল ধাই ।
 আসিতে হানিল খড়্গ দোয়ালি ইঙ্গিতে
 নয়ান মুটকে গেল ভ্রাতৃর সহিতে ।
 মনে গর্ব ধরি যথ মহাবীর আইল
 দোয়ালির রণে সব যমালয় গেল ।
 আর কেহ না আসএ দোয়ালির পাশ
 ত্রস্ত হৈল রুচিকুল পাই মহাত্মাস ।
 রুচি এক বীর ছিল 'জওদর' নাম
 মহাকায় মহাবল চতুর সংগ্রাম ।

প্রতিষ্ঠা পাইল বহু রণে পাই জএ
 কচিকুল মধ্যে সেই মহাবীর হএ ।
 দোয়ালির সাক্ষাতে আইলা দর্প করি
 দুই বীর যুদ্ধ হৈল অস্ত্র খরাখরি ।
 বহু সৈন্য মারিয়া দোয়ালি মহাবীর
 অবশেষে হৈছে অল্প শীতল শরীর ।
 মহাবেগে কৃপাণ ধরিল জওদরে
 টোপ কাটি প্রবেশিল দোয়ালির শিরে ।
 দোয়ালি পাইল ব্যথা পড়ে রক্ত ধার
 তথাপিহ খড়্গ উদ্ধামিল কাটিবার ।
 দর্প দেখি জওদর ধাই গেল দূরে
 দোয়ালি ফিরিয়া আইল এই অবসরে ।
 অশ্ব হোন্তে নামিয়া বাঙ্কিল নিজ শির
 মনে দুঃখ পাইল সিকান্দর মহাবীর ।
 হাকিমক আজ্ঞা দিল মহৌষধ দিতে
 তিন দিনে দোয়ালির ঘাও ভাল হৈতে ।
 অস্ত্র চলি গেল স্তর প্রবেশিল নিশি
 সচকিতে রহিল শিবিরে সবে আসি ।

ঘ চতুর্থ দিন

প্রভাত হৈল যদি অকণ উদিত
 দুই দল সাজি আইল সংগ্রাম ভূমিত ।
 বহুল বশিল তীর গোলাগুলি ঘাত
 বহু সৈন্য ক্ষত হৈল বহু সৈন্য পাত ।
 রুমী দিক হোন্তে অস্ত্র ছুটে দশগুণ
 ঘোর যুদ্ধে কচি বল নিত্য হয় উন ।
 পুনি রণক্ষেত্রে আসি সেই জওদরে
 প্রতিযুদ্ধ হতে হাস্তারএ বায়ে বায়ে ।

তাহা শূনি নিঃসরিল পুনি হিলি বীর
 যুদ্ধ করি কাটিলেক জওদর শির ।
 রণক্ষেত্রে ভ্রমে হিলি হাঁকে বারে বার
 যে প্রতিযুদ্ধেত আইসে করিব সংহার । ৩৮
 মহাকায় এক বীর নামেত ততুস
 তাহান সমান কোন বীর নাহি রুচ ।
 বলে হস্তী পাছারএ সব অস্ত্রে ধীর
 বহু যুদ্ধ করিয়া প্রতিষ্ঠা পাইছে বীর ।
 হিলির বিক্রমে কেহ না নিঃসরে রণে
 ততুসরে কিস্তালে পাঠাইছে তেকারণে ।
 বোলে এ হিলি বীরে আসি বারে বার
 মহামহা বীর সব করিল সংহার ।
 সব সৈন্য সঙ্গে দেখি হিলির বিরোধ
 তুঙ্গি বিনে নাহি কেহ তার প্রতিরোধ ।
 এহা সম্ম কেহ নাহি কম্বীকুল মেলে
 বড়হি প্রতিষ্ঠা এহি বীর হাঁকারিলে ৩৯ ।
 এখ শূনি বীর বেগে ০ ধাইল ততুস
 ধন্য হই চাহে সব রুমী আর রুচ ।
 আশিয়া হানিল খড়গ হিলির উপরে
 উড়নে উঠিয়া হিলি ব্যর্থ কৈল তারে ।
 হিলিএ হানিল তারে যেই বজ্রাঘাত
 সর্ব লোক ভাবএ ততুস হৈল পাত ।
 শিক্ষা বলে ততুসেহ রাখিল আপনা
 অস্ত্র ঘরিশণে খসি পড়ে অগ্নি কণা ।
 হানন্ত উড়ন্ত দোহ মহাসত্ত বীর
 বহু যুদ্ধ করি হিলি শিখিল শরীর ।
 অবশেষে ততুস হানিল খড়গাঘাত
 মণ্ড কাট হিলির করিল ভূমিপাত ।

রক্ত বর্ণ করি অঙ্গ হিন্দির কুশিরে
 তাজ খসাইয়া দিল আপনার শিরে ।
 ডাকি বোলে মোর নাম জানহ ততুস
 দেশের রক্তম মোরে বোলে সব রুচ ।
 মোর সঙ্গে যুদ্ধ পরশিবে যেই জন
 যুদ্ধ বেশ ছাড়ি বোল পরক কাফন ।
 স্নান ক্ষেত্র হোন্তে মুঞি না যাওঁ ফিরিয়া
 বিনু শত সংখ্য মহা বীরেন্দ্র মারিয়া ।
 হিন্দির মরণে শাহা শোক পাই মনে
 ভাবিল তাহারে গিয়া মারিতে আপনে ।
 আগে পাছে হেরে শাহা দক্ষিণে কি বামে
 ত্রাস যুক্ত হই কেহ না যাএ সংগ্রামে ।
 হেনকালে রুমী দিগ হোন্তে এক বীর
 সার পত্র বর্মে ঢাকি সমস্ত শরীর ।
 কেবল প্রকাশ শ্বাস যুগল লোচন
 বেগ গতি দিব্য অশ্ব হই আরোহণ ।
 সিংহের আড়ম্ব দর্পে আইসে মহাবলী
 চমকএ খড়্গ যেন চমকে বিজলি ।
 তাহান আড়ম্ব শত্রু বীর্য হৈল ধীর
 চক্ষের নিমিষে আসি কাটিলেক শির ।
 ততুস পড়িল রুচি চিস্তিত হইয়া
 , তাথ 'ধিক আর বীর দিল পাঠাইয়া ।
 ব্যাঘ্রের আড়ম্ব রুচি আসিতে সাক্ষাত
 মুণ্ড কাটি রুচিরে করিল ভূমিপাত ।
 পুনি পুনি যথ বীর আইল নিকটে
 আসি না লজ্জিতে রুমী শীঘ্রে তারে কাটে ।
 অনায়াসে মারিল চল্লিশ মহা বীর
 আর কেহ নাহি আইসে বলে হৈয়া বীর^{১৪} ।

দেখিলেক যদি কেহ সংগ্রামে না আইসে
 অশ্ব ধাবাইয়া বেগে সৈন্ত মাঝে পশে ।
 শত সংখ্য বীর ম'ঝে যথ লাগ পাএ
 সহস্র সহস্র আর প্রাণ লই ধাএ ।
 রণ ভূমে আসে তিল শ্রম শাস্ত করে
 পুনি অশ্ব ধাবাইয়া শতে শতে মারে ।
 এহি মতে উলটি পলটি কথ বার
 সহস্রে সহস্রে রুচি করিল সংহার ।
 অবশেষে যেই দিকে অশ্ব পালটাএ
 'হয়' মুখ দর্শনে সকল বীর ধাএ ।
 সৈন্তের মাঝারে যেন প্রবেশিল কাল
 দেখি মহা চিন্তা পাইল নৃপতি কিস্তাল ।
 এথ যুদ্ধে অশ্ব তার ক্ষত না হৈল
 সক্ষা চ্রষ্ট অঙ্গকারে নিজ স্থানে গেল ।
 শাহা আশে কমী সৈন্ত হরিষ অপার
 কোন্ বীরে যুকিল নারিল চিনিবার ।
 কাহার দিকের এহি মহাসত্ত বীর
 একসর যুকি কৈল বাহিনী অস্তির ।
 ধন্য বীর বাপ-মা আর ধন্য গুরু-শিক্ষা
 অগণিত মারিল আপনা করি রক্ষা ।
 কি লাগি না আইলা বীর মোর বিত্তমানে
 অসংখ্য ধন-হয়-হস্তী দিও তানে ।
 জয় বাণ্য বাহি রুমী শিবিরে সমাইল
 চিন্তাএ কিস্তাল রুচি নিয়া না আইল ।

৬. পঞ্চম দিন

প্রভাত সময় যদি উদিল দিনেশ
 এক বীর আলানি আছিল অবশেষ ।

কিস্তালেহ তাহারে বহল আশ্বাসিয়া
 বীর দর্প দেখাও সংগ্রামে প্রবেশিয়া ।
 এক বীর আসিয়া শমন^{১২} অবতার
 সর্ব বীর মারিয়া করিল ছারখার ।
 গুপ্ত অঙ্গ সেই বীর চিনন না যাএ
 যুগল্লের গন্ধে যেন হস্তীকুল ধাএ ।
 রুমীকুল হাসি রুচি না পাতে বিরোধ
 তুমি বিনু কেহ নাই তার প্রতিরোধ ।
 শুনিয়া আলানি বীর রণে প্রবেশিল
 সত্তর মনের গুর্জ হস্তে করি লৈল ।
 সেই গুর্জঘাতে ধরাধর খুলি হএ
 গিরিখণ্ড সম তনু দেখি লাগে ভএ ।
 রণ ক্ষেত্রে আসিয়া হাঙ্গারে বারে বার
 যথ বীর আইসে শীঘ্রে করএ সংহার ।
 তাহা দেখি সেই বীর গুপ্ত কলেবরে
 ধীর গতি নিঃসরিল হাতে ধনুশর ।
 দেখিয়া আলানি বীর বুলিল ডাকিয়া
 এতক্ষণ ভ্রমি আশ্রি তোম্বারে চাহিয়া ।
 সর্ব বীর তোম্বারে দেখিয়া পাএ ভয়
 শীঘ্র আস কাটিয়া পাঠাব সমালয় ।
 শূনি রুমী বীর কিছু না দিল উত্তর
 আকর্ণ পুরিয়া হানিলেক দিব্যশর ।
 চর্ম বর্ম ভেদি শর পৃষ্ঠে নিঃসরিল
 ইন্দ্র বজ্রঘাতে যেন পর্বত পড়িল ।
 মারিয়া আলানি বীর কৈল শরষাট
 প্রলয়ের কালে যেন সংহারএ স্রষ্ট ।
 পঞ্চ সপ্ত জন ভেদি যাএ এক বাণ
 ত্রাসে ভঙ্গ দিল সৈন্য না হএ ঘনান ।

তাথ 'ধিক বীৰ্য লক্ষ্যে রুচি এক বীর
 গিরি সম মুণ্ড শির প্রচণ্ড শরীর ।
 অশ্ব অঙ্গ নিজ অঙ্গ বর্ম আচ্ছাদিয়া
 মহাবেগে নিঃসরিল নানা অস্ত্র লৈয়া ।
 মহা সাহসিক বীর মহা বলবান
 কিন্তু '৩ না জানএ 'ধিক যুদ্ধের সন্ধান ।
 রুমী বীর তার গতি দেখিয়া চিনিল
 শীঘ্রে আসি খড়্গ হানি মস্তক কাটিল ।
 বাছি বাছি কিস্তালে পাঠাএ যথ জন
 সন্ধ্যাবধি কৈল সব বীরের নিধন ।
 সর্বনিশি কিস্তাল আছিল শোকমন
 এক বীরে কৈল সব রুচিরে নিধন ।
 আর কোন বীর নাই যুদ্ধে দিতে হানা
 অবশেষে বিরচিল কপট মন্ত্রণা ।
 প্রাতঃকালে নানা বাণ্য বাহিয়া তুমুল
 এক দেও আগে করি পিছে রুচিকুল ।
 মহাদপে' নিঃসরিল রণক্ষেত্র মাঝ
 পরিল' ৪ চর্ম দেও বীর অঙ্গ সাজ ।
 গণ্ডা প্রায় শৃঙ্গ এক ভাল উর্ধ্ব' ৫ স্থান
 অগ্ন তার কঙ্কর কুচি বরশী প্রমাণ । ৬
 অশ্ব বর্ম অস্ত্রহীন আসে পদ গতি
 লোহার, শিকল পদে দীর্ঘ পুষ্ট অতি ।
 মৎস্তের আমিষ প্রায় গঠন শরীর
 কোন অস্ত্র না প্রবেশে আশ্রয় গুলী তীর ।
 বিকৃত দীর্ঘল দন্ত মুখ তায় কুণ্ড
 পর্বত শিখর প্রায় অতি স্থূল মুণ্ড ।
 ঝলঝল শিকল আইসএ লক্ষ্যে লক্ষ্যে
 কুপ সম ধ্বসে মহী ত্রাসে লোক কম্পে ।

মহাদপে' রুমীকুল নানা অস্ত্র মারে
 কোন অস্ত্র না প্রবেশে তাহার শরীরে ।
 কার মুণ্ড ছিণ্ডে কার ছিণ্ডে হস্ত পাএ
 ইজিতে মারএ হস্তী হানি শৃঙ্গ ঘাও ।
 আর মত্ত হস্তী আনি যদি রণে ভিণ্ডে^{৪৭}
 ভূষণ ধরিয়া তার স্ত্র প্রায় ছিণ্ডে ।
 বহু মহা যোদ্ধা পৈল বহু মত্ত করী
 ত্রাসিতে রহিল রুমী যুদ্ধে না নিঃসরি ।
 তাহা দেখি গোপত শরীর মহাবীর
 বীর্য গতি নিঃসরিল নির্ভয় শরীর ।
 সিকান্দর দেখিয়া চিন্তিত হৈল মনে
 মনুষ্য রাক্ষস সঙ্গে যুদ্ধিব কেমনে ।
 বারে বারে একেলা জিনিল সর্ব সেনা
 মোর মেলে তার সম নাহি এক জনা ।
 হেন বীর দেও হস্তে পাইব^৮ নিধনে
 রাখহ দয়াল প্রভু তোমার শরণে ।

- এথা যুদ্ধে গুপ্ত বীর করিয়া সন্ধান
 আকর্ণ পুরিয়া হানিলেক তীক্ষ্ণ^{৪৯} বাণ ।
 অঙ্গে লাগি টলকি পড়িল উফাড়িয়া
 আর বাণ হানিলেক আকর্ণ পুরিয়া ।
 বজ্রসম অঙ্গে অস্ত্র প্রবেশ না করে
 যথ অস্ত্র হানএ উফাড়ি পড়ে দূরে ।
 চিন্তাযুক্ত হই বীর ঘনাইতে ততকাল
 ফিরি ফিরি হানে ছেল লোহার ইটাল ।
 চূর্ণীকৃত হএ সব অঙ্গে লাগিয়া
 ভঙ্গ নাহি, যুদ্ধে পুনি ফিরিয়া ফিলিয়া
 দেও মধ্যে থুইয়া অশ্রু ভ্রমাই কুণ্ডলী
 অলঙ্কিতে আসি অস্ত্র হানে মহাবলী ।

অঙ্গে লাগি সব অস্ত্র ডাঙ্গি ডাঙ্গি গেল
 সমস্ত দিবস যুদ্ধে অশ্ব শ্রান্ত হৈল ।^{১০}
 এক লক্ষ দেও বীর আসিয়া তুরিত
 মুটুকি মারিয়া অশ্ব পাড়িল ভূমিত ।
 ছিণ্ডিতে বীরের মুণ্ড ধরিলেক যবে
 মুখ পট দূর করি নিরক্ষিল তবে ।
 ঘন হোস্তে যেন পূর্ণ চন্দ্র নিঃসরিল
 পরম সুন্দরী হেরি মায়া উপজিল ।
 বিধাতা না মারে যারে মারিবেক কোনে
 মুখ ঢাকি^{১১} আনিয়া রাখিল^{১২} কচিগণে ।
 ইঙ্গিতে বুলিল বীর রাখ এহি মতে
 মুণ্ডি নিয়া দিবেঁ তারে নৃপতি সাক্ষাতে ।
 যদি কেহ দুঃখ দেও পরশ শরীর
 ছিণ্ডিয়া ফেলিব জান রক্ষীগণ শির ।
 রজনী প্রবেশে সব নিজ স্থানে গেল
 শাহা সিকান্দর মনে চিন্তা উপজিল ।
 বলিনাসে ডাকি আনি আপনা সাক্ষাতে
 কহিল এ বীর নহে মনুষ্যের জাত ।
 কোন অস্ত্র না প্রবেশে তাহে বলবন্ত
 ভাবি বল কি বুদ্ধি হইব তার অস্ত ।
 এই বীর পরাজিলে যুদ্ধ অবশেষ
 বিচারিয়া বোলহ এহার উপদেশ ।
 সর্বদেশ বশ কৈল নানা মতে যুঝি
 এবে মোর লক্ষ্মী^{১৩} পলটিল হেন বুঝি ।
 ভূমি চুঁষি বলিনাস দিল পদুত্তর
 চিন্তা না করিও আছে দয়াল ঈশ্বর ।
 আগে তার অস্ত্র লয় শূনহ^{১৪} ভাল মতে
 উপদেশ কথা আশ্বি কহিব পশ্চাতে ।

শূনি শাহা এক রুচি সাক্ষাতে আনিল
 দেও অন্ত লয় তার স্থানে জিজ্ঞাসিল ।
 ভূমি চুন্নি কহিল শুনহ রাজেশ্বর
 অন্ধকার ভূমি পাশে এক গিরিবর ।
 এহি দেও মূর্তি সব জন্মএ তথাতে
 গুণারের প্রায় এক শৃঙ্গ সব মাথে ।
 সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী দেখি না করন্ত ভয়
 এক লোক পরাজিতে পারে সৈন্ত চয় ।
 অনুকূপ মেঘ দুধা পোষে ঘরে ঘরে
 তাহার পালকের লক্ষ্যে নিজ কর্ম করে ।
 ছস্র^{০০} মারিয়া চর্ম বেচন্ত আনিয়া
 পুস্তিন পরিতে লোকে লৈ যাএ কিনিয়া ।
 সেই স্থানে বিনে কথা নাহিক ছস্র
 বহুমূল্য দ্রব্য দেখি বেচে নিয়া দুর ।
 যেদিন মাদক বস্তু কিবা 'ধিক থাএ
 বন্ধ ডালে শৃঙ্গ আরোপি ঘোর নিদ্রা যাএ ।
 লটকি রহএ বন্ধ যেন অজগর
 রুচিগণে দেখি বহু হৈয়া একত্তর ।
 লোহার শিকল দড়ি বহল আনিয়া
 ধীরে ধীরে করপদে বান্ধএ টানিয়া ।
 অতি গাঢ় বান্ধে যেন জড়িয়া স্থানে স্থান
 বন্ধ হোস্তে নামাএ সকলে দিয়া টান ।
 যেই দেও বন্ধন ছিওএ অতি বলে
 মারিয়া পঞ্চাশ শত পেলৈ ভূমিতলে ।
 যেই বলে বন্ধন ছিণ্ডিতে না পারএ
 বহু রুচি টানি তারে দেশেত আনএ ।
 এহি জন্তু লৈয়া প্রতি দেশেত ফিরন্ত
 আপনার আহাৰ এহি মতে উপার্জন্ত ।

এহি এক স্মৃতিরিত সে সবেৰ মনে
 ভক্ষ্য দাতা যেই বলে করে প্রাণপণে ।
 এহি জন্ত বলে মাত্র রুচির সমর
 নহে কোন্ শক্তি হৈত শাহার গোচর ।
 শূনি শাহা যুক্তি ভাবে চিন্তাযুক্ত মনে
 বলিনাসে প্রণামি কহিল ততক্ষণে ।
 থাকিলে মানস বস্ত্র মহা শিলাস্তরে
 বুদ্ধি-খড়্গে তাহারে আনিতে পারে করে ।
 বিধির কৃপাএ শাহা ভাগ্য অতুলিত
 বিশেষ বিক্রম বলে জগত পূজিত ।
 এক উপদেশ কহে মনে ভাবি দড় ।
 তোক্ষা এক লক্ষ সৈন্য প্রাণ হোস্তে বড় ।
 কার্য সিদ্ধি হএ আপে করিলে গমন
 তোক্ষার রাশিতে নিশ্চএ লিখিছে এমন ।
 ভাগ্যবান তোক্ষার সাহসে নাই সম
 কৃপা করি বিধি দিছে অতুল বিক্রম ।
 আর কার হোস্তে নাই এহি কার্য সিদ্ধি
 শাহার সাহসে নিশ্চএ জয় দিব বিধি ।
 রজনী প্রভাতে কালি আছে শুভক্ষণ
 চীনের খোতনী অঙ্গে হই আরোহণ ।
 কোন অস্ত্র তার অঙ্গে না ফুটএ জ্ঞানি
 মহাফাঁস গলে দিয়া এথা আন টানি ।
 আর কার হোস্তে নাহি কার্য এথ দূর
 ভাগ্য বলে 'ধিক শাহা সংগ্রামে চতুর ।
 শাহা বোলে মোর মনে ছিল এহি উক্তি
 ধন্য ধন্য সাধু পাত্র দিলা ভাল যুক্তি ।
 যদি আশ্রি পান্নি তাকে বাক্ষিণী আনিব
 যদি নহে খোতনীর লাগ কে পাইব ।

লাজ হেতু না ফিরিল গুপ্ত-অঙ্গ বীর
মহাবীর প্রাণ রক্ষা সঙ্কট শরীর ।

চ. ষষ্ঠদিবস

প্রভাত সময় নিঃসরিল দুই দল
আগে করি দিল রুচি দেও মহা বল ।
শাহা সিকান্দর মনে ভাবি করতার
সিংহদর্পে খোতনীত চড়ি আপনার ।^{৫৬}
নানা অস্ত্র লৈলা যন্তনে^{৫৭} নিয়মিত
হস্তে মহাফাঁস যেন বস্ত্রের চরিত ।
বিজুলি ছটকে অশ্ব চৌদিকে পাকাএ
কুস্তকার চক্র যেন লখন না যাএ ।
অশ্ব পদ বেগে হৈল ধূলি অন্ধকার
যেই দিকে দেও ফিরে ফিরে অশ্ববার ।
শাহা ভাগ্যে ধূলি তার ঢাকিল নয়ান
গলে মহাফাঁস দিয়া মারিলেক টান ।
শ্বাসবন্ধ হই ভূমি পড়িল শরীর
অশ্ব ধাবাইল যেন প্রচণ্ড সমীর ।
মহাবায় সম তারে টানি লই যাএ
রুচিকুল ধাই আসে বোলে হাএ হাএ ।
পায়ের শিকল ধরি টানিয়া রাখিতে
বেগে অশ্ব ধাবাইয়া আইসে শতে শতে ।
কি তারে ধরিব ধূলি^{৫৮} না পাইল লাগ
মহা যুগ টানি নেয় যেন মত্ত বাঘ ।
মহাশব্দে জয় রোল করি সব কুম্বী
শীঘ্রে আসি আগুছিল^{৫৯} শাহা পৃষ্ঠ ভূমি ।
দেও লৈয়া আইল শাহা আপনার সৈন্য
বীরেন্দ্র মণ্ডলে দেখি বলে ধন্য ধন্য ।

ঘোর শব্দে জয় বাজ বাহে শাহা বলে
 চিত্তিত বিস্মিত হই চাহে কচি কুলে ।
 লোহময় শিকলে বাকিয়া হাতে পাএ
 গল ফাঁস খসাইয়া রাখিল তথাএ ।
 নৃত্য গীত বাজ যুব। শাহার আনন্দ
 ধন্য বাসে কচিকুল হেরি বীর্য বন্দ ।
 নিশাকালে হরিষে বসিয়া জোলকর্ণ
 গতবাক্য কহন্ত শুনন্ত নানা বর্ণ ।
 ওগু অঙ্গ বীরে স্মরিয়া বারে বার
 অনুশোচে যদি রাখি থাকে করতার ।
 উদ্ধারি আনিয়া তারে বহু মাগু দিব
 নহে পুনি চিরকাল স্মরিয়া থাকিব ।
 তবে শাহা আজ্ঞা কৈল হরষিত হৈয়া
 বাকিয়া দেওরে সভাতে আইস লৈয়া ।
 প্রণাম কবিল আসি ভূমে দিয়া শির
 গলা-বাথা ঘরিশণে কাতর শরীর ।
 আসিয়া বসিল কাছে না বোলে বচন
 পূর্ণধারা বহে মাত্র যুগল লেচন ।
 সিকান্দরে দেখিয়া মাষাতে হই মগ্ন
 মুক্ত করি স্তরা দিল মহোষধি লগ্ন ।
 স্মরাপানে অঙ্গ [অগ্নি ?] শাস্ত হইল তাহার
 পুনি পুনি আনি দিল দিব্য উপহার ।
 স্বপ্নেহ নাহি দেখে নাহি শুনে কর্ণে
 হেন উপহার ফল খাইল বর্ণে বর্ণে ।
 প্রতি উপহার খাই প্রণাম করএ
 ক্ষেণে ক্ষেণে যন্ত তালে উঠিয়া নাচএ ।
 তার রঙ্গে সভাখণ্ড হৈল আনন্দিত
 শেষে পাট হেটে স্ততি রহিল ভূমিত ।

তিল বাজে ছদ্মমূর্তি হই উঠি ধাইল
 কথা গেল কেহ তার উদ্দেশ না পাইল ।
 তাহার চরিত্র দেখি ধ্বংস হৈয়া মনে
 জিজ্ঞাসিল সভাসদে গেল কি কারণে ।
 'কেহ বোলে বনবাসী হইল মোকল
 মহামন্ত হই গেল আপনার স্থল ।
 কেহ বোলে শাহা স্থানে না কৈলা মেলানি
 লটি লঙড় হেতু গেল' * হেন অনুমানি ।
 যার যেই মনোগত^{১১} সকলে কহিল
 পদুত্তর না দিই শাহা মৌন রহিল ।
 ভাবিয়া চাহিল শাহা তত্ত্ব দিয়া মতি
 ভাল মন্দ না বুঝি কি হএ যুদ্ধগতি ।
 কথঞ্চণে আইল সেই দেও মূর্তি বীর
 কান্ধে করি দিব্য এক স্তম্ভের শরীর ।
 শাহার সাক্ষাতে আসি ভূমি চুসি দিল
 প্রণামিয়া বাউগতি নিজ স্থানে গেল ।
 বিস্মিত হইল দেখি সে অপূর্ব কর্ম
 দরশন মাত্র বুঝে বিস্তৃত কার্য মর্ম ।
 নৃপকুল পাত্রকুল মেলানি করিয়া
 কহিলেক যুদ্ধ বেশ ফেলিতে খসিয়া ।
 রণ আভরণ অঙ্গ হে স্তে খসাইল
 প্রণামি ইচ্ছিতে আসি নিকটে দাঙাইল ।
 বদন দেখিয়া শাহা পড়ি গেল ধ্বংস
 অস্ত্র হোস্তে নিঃসরিল যেন পূর্ণ চন্দ ।
 আপাদ লব্ধি কেশ কিবা ঘনমালা
 সব্বা সীমন্ত তাহে স্তম্ভীর চপলা ।
 ললাটে পটিকা চাক্র বালচন্দ্র জিনি
 কর্ণ হেরি লাজে স্বর্গে উঠিল গুধিনী ।

কামের কোদণ্ড ভুরু কোমল নয়ান
 মুনি মন বিমোহিত কটাক্ষ সন্ধান ।
 শুক চক্ষু নাসিকা অধর বিশ্বজিৎ
 দন্ত মুক্তা পাঁতি হাশ্বে চমকে তড়িৎ ।
 হৃদু মধু বাক্য অধা পূর্ণ কর্ণ মূল
 গৌর নীল কর্ণ কণ্ঠ নহে সমতুল ।
 কনক শ্রীফল কুচ অতি মনোরম
 স্তবলিত যেন যুগল নহে সম ।
 ইন্দ্র বজ্র ক্ষীণ কটি সূচাক নিতম্ব
 অপক্লপ সিংহ আরোহণ করী কুন্ত ।
 উক রামরত্না কর চরণ কমল
 কনক চম্পক অঙ্গুল সহজে নির্মল ।
 কর পদ নখে বর্ণে চন্দ্র পাঁতি পাঁতি
 অতুল লাবণ্য লীলা গজরাজ গতি ।
 অতুলিত রূপ হেরি জন্মিল পুলক
 ঈশ্বরতা তেজি হৈলা ভাবক সেবক ।
 ঈশ্বর ঈশ্বরী প্রেম ভাবে যেই দাসী
 তার রূপ গুণ কথা কহিল প্রকাশি ।
 তবে শাহা জিজ্ঞাসিল তুমি কোন্ জনা
 পরিচয় দেও আগে চিনাও আপনা ।
 ভূমে শির দিয়া বালা কহিল প্রকাশি
 থাকান শাহাএ দিল মুঞি সেই দাসী ।
 কহিল থাকানে এহি দাসী গুণালয়
 বীর দর্পে শাহা মনে না হৈল প্রত্যয় ।
 দাসীগণ মিলে মুঞি রহিলুঁ নির্জনে
 না হৈল স্মরণ তিল রাজেশ্বর মনে ।
 শাহার দরশ বিনে অতি মন দুঃখে
 দর্শাইলুঁ বীরদপ' শাহার সমুখে ।

মনে ভাব অতি ভাল যদি মরি যাম
 কিবা বীরকুল আগে যশ লাভ পাম ।
 প্রথম দিবসে নিজ গুণ দর্শাইলুঁ
 শাহা ভাগ্য হোস্তে মুঞি যুদ্ধে জয় পাইলুঁ ।
 দ্বয়জ দিবসে সংহারিলুঁ বহু বীর
 দাসী আগে এক রুচি না হৈল স্থির ।
 তৃতীয় দিবসে যুদ্ধ দেও মূর্তি সঙ্গে
 কোন অস্ত্র প্রবেশ না করে তার অঙ্গে ।
 তথাপিহ সমস্ত দিবস যুদ্ধ কৈলুঁ
 দৈব নিযোজন তার হস্তগত হৈলুঁ ।
 আউশেষ ছিল দেখি না মারিল মোরে
 যত্নে সপিঁ রাখিল কচির কারা ঘরে ।
 যদি শাহা ভাগ্য বলে দেও হৈল বদ্ধ
 মহাত্মস্তু হৈল কচি চিন্তাকুল ধ্বং ।
 আজু নিশি এক যাম বহি গেল যবে
 রুচি মেলে বহল সন্ধান হৈল তবে ।
 মহা ভঙ্গ দিল কেহ না চাহে ফিরিয়া
 যথ রক্ষীগণ আছে আশ্বারে বেড়িয়া ।
 এক মুণ্ড ছিণ্ডিয়া সৈন্তরে মেলি মারে
 প্রাণ লই রক্ষীগণ ধাএ চারি ধারে ।
 তবে মোরে কান্ধে করি শীঘ্রে লই আইল
 ঈশ্বর চরণে তবে আনিয়া রাখিল ।
 রসবতী বাক্যে হৈয়া হরষিত মন
 কোলে তুলি প্রিয়া বুলি চুম্বিল বদন ।
 গাঢ় আলিঙ্গিয়া বোলে পরিহর রোষ
 অজানিত অপরাধ ক্ষেম মোর দোষ ।
 এখনে জানিলুঁ তুমি রসময় সিদ্ধ
 প্রতি কর্মে হবে স্বধারস বিন্দু বিন্দু ।

রণক্ষেত্রে দেখিলুঁ বীরেন্দ্র শিরোমণি
 রূপের তুলনা নাহি ত্রিলোক মোহিনী ।
 হৃদু হাস্য বাক্য প্রবে অহুতের ধার
 প্রেমরসে হৈলুঁ মুগ্ধ সেবক তোমার ।
 যবে মাত্র নাহি শূনি যন্ত্র আলাপন
 প্রকাশিয়া কর অধিক বশ মন ।
 মহাপদ চৃষ্টি বাল্য মানিয়া বসিল
 কিনুর^{৬২} লইয়া হস্তে বাজাইতে লাগিল ।
 কাষ্ঠ শিলা দ্রবে শূদ্র তরু পল্লবএ
 স্তম্ভা প্রবে যত অঙ্গে জীব সঞ্চরএ ।
 নানা দেশী নানা ভাষী সুপবিত্র গীত :
 শূনিতে শূনিতে শাহা হৈল মোহিত ।^{৬৩}
 হস্তে ধরি পুনি শাহা বসাইল কোলে
 নানা ভাতি ত্রিস্রা কৈল আনন্দ হিল্লোলে ।
 যথইতি বাচ্য কেলি^{৬৪} সব নির্বহিল
 মনে ভাবি অভেদিত মুক্তা না ভেদিল ।
 প্রেমে মজি এক হৈল পরাগে^{৬৫} পরাগে
 রতি যুদ্ধ যুক্ত নহে শূদ্র সঙ্গ বিনে ।
 মজলিস নবরাজ সর্ব গুণালয়
 রসবিজ্ঞ গুণালয় সরস হৃদয় ।
 তাহান আরতি হীন আলাউল্লাহ ভাণ
 দেশ পূর্ণ যশ কীতি সর্বত্র কল্যাণ ।

ছ. । সপ্তম দিন ।

দীর্ঘছন্দ

নিশি হইল পরভাত শীঘ্রে উঠি নরনাথ
 প্রভু সেবা ভক্তি আচারিল
 যুদ্ধ বেশ পরি অঙ্গে বীরেন্দ্র মণ্ডল সঙ্গে
 মস্ত গজ আরোহি নিঃসরিল ।

আর দিক হোস্তে রুচি আশ্চর্য পরতাছি
 রণ ক্ষেত্রে আইল যুদ্ধ সাজে
 কর্ণাল দুমদুমি আশ্চর্য ঘোর শব্দে নানা বাশ্চর্য
 ভয়ঙ্কর দোহ দিকে বাজে ।
 যেন উগ্র মহা বাএ সমুদ্র কল্লোল প্রাএ
 স্বর্গে পরশিব মহা রোল
 গোলাগুলী বাণ তীর ঝট্টধারা সম খর
 বহু সৈন্য যমে দিল কোল ।
 অগ্নি অস্ত্রে কচি বীর অব্যর্থ তুর্কী তীর
 বিশেষ পড়এ শত গুণে
 পড়িল বহল দল নিত্য হএ কোলাহল
 কিস্তাল ভাবিয়া নিজ মনে ।
 সৈন্যরে বুলিল ডাকি কেনে মর দূরে থাকি
 অগ্নি অস্ত্রে মহাবিজ্ঞ রুমী
 আপনার বীর্য নর তীক্ষ্ণ খড়্গ হস্তে ধরি
 মিশামিশি যুদ্ধ দেও তুমি ।
 বিধি বশে যেই হএ কিবা যত্ন কিবা জএ
 তুমি সব মহাসত্ত বীর
 সকল একত্র হৈয়া মহা দর্পে মার গিয়া
 রুমী কুল কোমল শরীর ।
 এথ শূনি, রুচিগণ মহা ক্রুদ্ধ হৈয়া মন
 লক্ষে লক্ষে অশ্ব ধাবাইল
 সিকান্দর মহাধীর রণক্ষেত্রে রহি স্থির
 গোলাগুলী তীর বর্ষাইল ।
 মরিল বহল সৈন্য যথ ছিল অগ্রগণ্য
 পৃষ্ঠ গামী পাইল অতি ডর
 - তাহা দেখি রুচিপতি খড়্গ ধরি শীঘ্র গতি
 মহা দর্পে ইচ্ছিল সমর ।

দেখি সব রুচিগণ করি সবে প্রাণপণ
 রূপ সনে রণে প্রবেশিল
 রুমী তুর্কী মহা বেগে অঙ্গ ধাবাইয়া আগে
 নানা অস্ত্রে যুদ্ধ আরম্ভিল ।
 কাহার ছেলের ঘাএ বুক ভেদি পৃষ্ঠে ঘাএ
 কেহ খড়েগ কাটে কার শির
 পরশু মুশল চএ নানা অস্ত্র বরিষএ^২
 রণক্ষেত্র পূণিত কধির ।
 নানা অস্ত্রে মহারণ বাঝিলেক বীরগণ
 কার নাহি জয় পরাজয়
 তবে শাহা সিকান্দর গজ তেজি শীঘ্রতর
 আরোহী খোতনী দিবা হয় ।
 রক্ষিতা মনেত ঞ্চরি দুই হস্তে খডগ ধরি
 কাটিল বহুল কচিগণ
 শাহার সাহস জানি কচিকুল অনুমানি
 প্রবেশিল করি প্রাণপণ ।
 নবরাজ মজলিস যশ পূর্ণ দশদিশ
 আজ্ঞা পাই আঁলাউলে গাএ
 মহা^৩ সিকান্দরনামা শূনি শুনি^৪ অনুপামা
 শূনি গুণীগণ মনে ভাএ ।

ভ. । রুচ যুদ্ধে সিকান্দরের জয় ।

জমকছন্দ/রাগ : ভাটওয়াল

কুরুক্ষেত্র সমযুদ্ধ হৈল ঘোরতর
 কেহ কাকে না সহি হানস্ত নিরস্তর ।
 অপার সমুদ্র প্রায় সিকান্দর সেনা
 এক পড়ে 'ধিক দর্পে আইসে দশ সেনা ।

তথাপিহ রুচিকুল রণে না দে ভঙ্গ
 রুমী সঙ্গে আরস্তিল সংগ্রাম তরঙ্গ ।
 তাহা দেখি শাহা সিকান্দর ক্রোধ বড়
 নিযোজিল অগ্র^১ যুদ্ধে মত্তহস্তী গড় ।
 একবারে আসি যেন প্রাবণের ঘন
 তীর গুলী আর বাণ করে বরিষণ ।
 মহাকায় মহাবল ক্রোধে অগ্নিসম
 উগ্রগতি আইল যেন কালান্তক যম ।
 ভূষণ ধরিয়া অশ্ব তুলি পৈলে দূর
 সেই ঘাএ আর দশ বিশ হএ চূর ।
 কারে দন্তে বিদারএ কারে^২ পদঘাতে
 রহিতে না পারে অশ্ব হস্তীর সাক্ষাতে ।
 পৃষ্ঠে থাকি বীর সবে নানা অস্ত্র হানে
 দেখি রুচিপতি অতি শঙ্কা পাইল মনে ।
 আপনার হস্তী আনি হস্তী মুখে দিল
 হস্তী হস্তী মুখামুখি সংগ্রাম বাঝিল ।
 রুমের বহল গজ বলবন্ত অতি
 এক প্রতিষোধ হেতু আসে দশ হস্তী ।
 মহাত্রাসে ভঙ্গ দিল মহা হস্তীকুল
 আপনার সৈন্য সব করিয়া নিমূল ।
 হস্তীভঙ্গে রুচ সৈন্যে মহাভঙ্গ পৈল
 নিজ গজ পদাঘাতে বহু সৈন্য মৈল ।
 যত্ন করি রাখিতে না পারে রুচপতি
 পৃষ্ঠে দিয়া অশ্ব খাবাইয়া শীঘ্র গতি ।
 মহাবেগে রুমী সৈন্য খাইল পাছে পাছে
 কাটিল বহল সৈন্য যথ পাইল কাছে ।
 মহা বেগবন্ত অশ্ব রুচিপতি খাএ
 রুমীকুল যত্ন করি লাগ নাহি পাএ ।

সিকান্দর নৃপতি বুদ্ধিয়া কার্যরীত
 ছাট হানি খোতনীয়ে ধাবাইল তুলিত ।
 নয়ান মটকে তার নিকটে আসিয়া
 কিস্তালকে বন্দী কৈল গলে ফাঁস দিয়া ।
 শ্বাস বন্ধ হৈয়া উলটিল দুই অঁাখি
 দয়াল হইল শাহা কাতরতা দেখি ।
 কিস্তালকে বন্ধনে রাখিয়া সিকান্দর
 জয়বাঘ বাহি আইল শিবির অন্তর ।
 বহু রুচি পরতাছি সংগ্রামে পড়িল
 লক্ষে লক্ষে বীরগণ বাক্সিয়া আনিল ।
 রত্ন আদি ধন বস্ত্র নানা বস্তুজাত
 লেখাজোখা নাহি যথ আনিল সাক্ষাত ।
 শত্রুহীন হৈল জগে শাহা সিকান্দর
 ঈশ্বর সজিদা স্তুতি করিলা বিস্তর ।
 নৃপকুল পাত্রকুল হই এক ঠাই
 নৃত্যগীত সুরা ভক্ষ্যে আনন্দে ভাসাই ।
 বহুবিধি উৎসব করিয়া নানা ভাতি
 সভা ভাঙ্গি অন্তপুরে গেল অর্ধরাতি ।
 চীন দেশী কণ্ঠারত্ন আনি নিজ পাশে
 কেলি কলা সঙ্গমে পূরিল মন আশে ।
 কলাবিস্তা সুল্লরী প্রকাশি নানা রস
 প্রেমভাবে মগ্ন শাহা চিত্ত হৈল বশ ।
 শাহার নয়ন মাখে প্রবেশিল বালি
 চিস্তেন্ন অন্তরে যেন পরাণ পুতলি ।
 সর্ব নিশি বঞ্চিল সুরতি কেলি রসে
 স্নান-বেশ করি সভা রচিল প্রত্যাষে ।
 রূচপতি কিস্তালে আনিয়া নিজ পাশ
 প্রসাদে তুষিয়া কৈল বহল আশ্বাস ।

অভয় প্রসাদ পাই রুচ নৃপবর
 ভূমি চুষ্টি কর মানি হইল কিঙ্কর ।
 বুলিলেক ধনু শাহা জগ পূজ্যমান
 মুণ্ডিঃ হেন শত্রু পাই রাখিলা পরাণ ।
 কিবা স্তুতি শাহার করিব পাপ মুখে
 আপনার দোষে মোরে বেয়াপিল দুঃখে ।
 নওশবা দেশ ভাঙ্গি ষথেক আনিল
 বট না এড়াএ প্রায় বিচারিয়া দিল ।
 সব সখীগণে পূর্ব বেশ অলঙ্কার
 নওশবা সঙ্গে আইল শাহার গোচর ।
 ভূমি চুষ্টি দুঃখ কথা কৈল নিবেদন
 আশ্বাসিয়া দিল শাহা বসিতে আসন ।
 আশ্মি দুরে ছিল দেখি হৈল এ সকল
 যেন কর্ম কৈল দুটে পাইল তেন ফল ।
 কাঁতরতা দেখি তার রাখিল পরাণ
 তোমার সাক্ষাতে এবে কুকুর সমান ।
 সেহি মতে দোয়ালির যথ নষ্ট হৈল
 কিস্তাল নৃপতি হোন্তে সব লৈয়া দিল ।
 যেই মৈল তাকে না পাই মাত্র আর
 দোহক কহিল শাহা ক্ষেমা করিবার ।
 তবে মহোৎসব করি বিবিধ বিধানে
 নওশবাক বিভা দিলা দোয়ালির স্থানে ।
 রুচি দেশ মারি যথ ধন রত্ন পাইল
 অনুকূপে দোয়ালিরে পরিপূর্ণ দিল ।
 যার যেই নিজ দেশে গেল হরষিতে
 দিব্যস্থানে জ্বোলকর্ণ রৈল আনন্দিতে ।
 সব নৃপ শিরোমণি ষৌবন সম্রাট
 যেই মনে আতি করে সেই সিদ্ধি হএ ।

তাথ'ধিক স্নখ আর কি আছে সংসারে
 যেই মনে ইচ্ছা যদি পারে করিবারে ।
 মনসুখে রহিয়া পবিত্র দিব্যস্থানে
 গোঞায়ন্ত নৃত্য গীত হেরি সুরা পানে ।
 তবে দেও মূতিগণ ডাকিয়া আনিল
 সকল বন্ধন হোস্তে মুক্ত করি দিল ।
 ভূমি চুষ দিয়া যদি দাণ্ডাইল সাদরে
 বহু ধন রত্ন দিল তাহা সবাকারে ।
 মস্তক নাড়িয়া তারা কিছু না লইল
 শেষে এক ছাগ মুণ্ড সমুখে পেলিল ।
 সে সব আরতি বুঝি শাহা সিকান্দরে
 লক্ষ লক্ষ ছাগ মেষ দিল সে সবেরে ।
 তুট হই ভূমি চুষি গেল নিজ স্থলে
 নিশি দিশি বন্ধে শাহা রস কুতুহলে ।
 নবরাজ মজলিস গুণী মহামাত্য^৩
 ভুবন ভরিয়া যার কীরিতি মহত্ত্ব ।^৪
 হীন আলাউলে কহে পাই শুভ বিধি
 এহি মত শত্রু নাশ হোক বাঞ্ছা সিদ্ধি ।
 আইস গুরু সুরা দেও নিবলীর বল
 যার পানে দুঃখ ধন্থ খণ্ডএ সকল ।

ম. ॥ আব-ই-হামাত ॥

দীর্ঘছন্দ/রাগ : পটমঞ্জরী

আর দিন প্রাতঃকালে দিব্য সভা রচি ভালে

নৃত্যগীত আনন্দ সুরাপানে

বসিয়াছে সিকান্দর পূর্ণ যে শশধর

বেষ্টিত উজ্জল তারাগণে ।

নানান দেশের কথা যে বস্তু জন্মএ যথা
 মনোগত সকলে কহন্ত
 কেহ খোরাসান হাম বদ কৈসুর [?] চীন সাম
 সিদ্দ হিন্দ কেহ বাখানেস্ত ।
 আর এক বৃদ্ধতম ক্ষেপে পাই উপশম
 কহিলেক শাহার সাক্ষাত
 উত্তর কুতুব হদে অন্ধকার ভূমি মধ্যে
 ‘জীব জল’ আছএ তাহাত ।
 সেই জল যেই পিএ চন্দ্র সূর্য অবধি জিএ
 যত্ন নহে তাহান ঘনান
 একমাস চলি গেলে অন্ধকার ভূমি মেলে
 এথ শূনি আনন্দ স্তলতান ।
 ভ্রমি তুম্বি নানা দেশ পাইলা বহল ক্লেশ
 বিস্তর সঙ্কট পশ্চ ভরি
 এক মাস ‘ধিক হএ চলিতে উচিত হএ
 সদা-জীব আশা মনে ধরি ।
 দেখিবা অপূর্ব ঠাই স্তর জুতি যথা নাই
 উপায় রচিয়া তথা যাব
 সে ‘আবে হায়াত’ লাগি আর সব কার্য ত্যাগি
 ভবিতব্য থাকে যদি পাইব ।
 সংসার নুপতি যথ ছোট বড় সম কথ
 কেহ নাহি করে এহি কাম
 দেখিল পাইল যথ কিছু নহে এহা মত
 পশ্চাতে ঘোষিব লোকে নাম ।
 দৈব বশে সিদ্ধ সিদ্ধি যাইব যে করে বিধি
 যাত্রা ক্ষণ বিচার মজল
 নবরাজ মজলিস যশ পূর্ণ দশদিশ
 আঞ্জা পাই কহে আলাউল ।

য ॥ আব-ই-হান্নাতের জন্ত যাত্রা ॥

জমকছন্দ/পাঞ্চালি ছন্দ

সভাসদ স্থানে শাহা পুছিল বচন
 হাকিম অমাত্য আদি যথ ব্রপগণ ।
 ভূমি চুষ্টি কহে সবে শুন গুণনিধি
 যেই আশা কৈলা মনে সিদ্ধি করৌক বিধি ।
 যদি যাও শূনি 'জীব জলের' রহস্য
 বিধাতা প্রসন্ন হৌক মিলিব অবশ্য ।
 বৎসর অবধি পশু ভ্রমিলা সঙ্কট
 মাস এক পশু দেখি গৃহের নিকট ।
 এখ শূনি সর্ব লোক করিলা পয়ান
 সঙ্গের সামন্ত যথ নাহি পরিমাণ ।
 যথ শূক ভূমি দিয়া গমন করএ
 ষষ্টি দিয়া তৃণ জল মহীপূর্ণ হএ ।
 কথদিন হাঁটি এক মহাহৃদ পাইল
 দিব্যস্থল দেখি শাহা মনেত ভাবিল ।
 অগণিত সৈন্য সঙ্গে নাহি কোন কাম
 ব্যাধিবস্ত বৃদ্ধ এথা করুক বিশ্রাম ।
 যথ বৃদ্ধ সঙ্গে ছিল যথ ব্যাধি মন্ত
 এক না আইল সঙ্গে দেখি কষ্ট পশু ।
 যুবক বলিষ্ঠ সাহসিক বাছি লৈল
 এক অশ্ববার সঙ্গে দুই অশ্ব দিল ।
 ভক্ষ্য জল বহিয়া লইতে হুট পুট
 বাছিয়া খচ্চর উট গো খর বলিষ্ঠ ।
 যেই স্থানে শাহা যাই করিল বিশ্রাম
 বৈসাইল বহল দেশ এমারত গ্রাম ।
 বহুধন অগণিত বস্ত্র পশু নর
 সেই স্থানে রাখি শাহা চলিল সঙ্কর ।

এক মহা অমাত্য রাখিয়া সেই স্থলে
 তার আজ্ঞা অনুক্রমে চলিতে সকলে ।
 চলিল উত্তর মুখী হই অগ্রগণ্য
 স্থানে স্থানে বহুল দেখিল স্থল রম্য ।
 সেই দেশের মনুষ্য লৈয়া পশ্চ চিনে
 দুই তিন দিন বাট যাএ এক দিনে ।
 অগ্র গম্যে যদি সে চলিল এক মাস
 অরুণ কিরণ তবে হৈল অপকাশ ।
 হেন মতে অরুণ হৈল অবেকত
 বেলা দুই প্রহর দেখি সন্ধ্যা মত ।
 উত্তর কুতুব হৈল শিষের উপর
 দেখা দিয়া সেই মাত্র লুকাএ সত্তর ।
 জ্ঞানবন্ত হাকিম করিয়া অনুমান
 স্বর্গের কিনারা লক্ষ্যে করএ পয়াণ ।
 এহি মতে কথ দূর চলি গেলা যবে
 মহা অন্ধকার, স্বর্গ লুপ্ত হৈল তবে ।
 যেন মতে ভাদ্র তমনিশি অতি ভীমমএ
 শূদ্ধ অন্ধকার মহী দৃষ্টি না পড়এ ।
 চিন্তাকুল হই শাহা রহিল তথাএ
 কি বুদ্ধি চলিব বাট^২ না পাএ উপাএ ।
 জ্ঞানী বোলে দুঃখে কষ্টে পারি প্রবেশিতে
 ফিরিয়া আসিতে হেতু না পারি বুঝিতে ।
 মহাচিন্তা করি শাহা তথাতে রহিল ।
 ঈশ্বর চিন্তাএ সবে চিন্তাকুল হৈল ।
 যার যেই নিজ স্থানে সবে আইল ফিরি
 ভাবিতে লাগিল বন্ধে চিন্ত স্থির করি ।
 শাহা সঙ্গে ছিল এক দিব্য অশ্ববার
 শতাব্দক বন্ধ পিতা সঙ্গে ছিল তার ।

বাপেয়ে না দেখি পুত্রে রহিতে না পারে
 পুত্র বিনে পিতা চিন্ত খরাইতে নারে ।
 শাহার নিষেধে এক বৃদ্ধ না আইল
 সিঙ্কুকে করিয়া পুত্র পিতা সঙ্গে লৈল ।
 পশ্চের সম্বল প্রায় সিঙ্কুক করিয়া
 গোপতে আনিছে পুত্রে উটেত তুলিয়া ।
 সেই রাত্রি আসি নিজ তাম্বুর ভিতরে
 শাহার রহস্য সব কহিল পিতারে ।
 মহাচিন্তা উপজিল সিকান্দর মনে
 যদি তথা যাইতে পারি ফিরিব কেমনে ।
 বাপে বোলে শুন পুত্র উপাএ আছএ
 কহিব তোমার সনে না ভাব সংশএ ।
 বিচারিয়া প্রথমেত গভিণী অশ্বমাদী
 গমনের দিনে সেই প্রসবএ যদি ।
 শির ছেদি মহীতলে গাড়িয়া রাখোক
 অশ্বমাদী চক্ষু এহি রহস্য দেখোক ।
 ফিরিয়া আসিতে ঘণ্টা বাক্ত তার গলে
 সেই শব্দ আকলিয়া আসিব সকলে ।
 বাচ্চাভাবে ধাইব ঘোড়ী সত্বর গমনে
 অশ্ব বিনে তমপশ্ব আনে নাহি চিনে ।
 এহি বিনু ফিরিবারে নাহি অশ্রোপাএ
 এহি কর্ম করুক শাহ। যদি মনে ভাএ ।
 পিতৃ উপদেশ পুত্রে দড় মনে ধরি
 প্রাতঃকালে শাহার সভাতে অনুসারি ।
 সভাসদ সকল শাহার আগে বসি
 বুদ্ধি অনুরূপ ভাব কহন্ত প্রকাশি ।
 কার কথা শাঙ্ক মনে না হৈল প্রবেশ
 যুবকে কহিল শেষে শ্রীতি উপদেশ ।

শাহা কর্ণে হৃদে এই বাক্য প্রবেশিল°
 তুট হই যুবকরে নিকটে ডাকিল ।
 কহিল এহি কথা মোর প্রবেশিল মনে
 এহি উপদেশ কহ পাইলা কার স্থানে ।
 কদাচিত নহে এহি তোম্মার কল্পনা
 সত্য না কহিলে মনে পাইবে বেদনা ।
 প্রণামি কহিল আগে মাগিয়া প্রসাদ
 প্রাণরক্ষা কর যদি ক্ষেমি অপরাধ ।°
 তবে শাহার আগে কহি সত্য কথা
 প্রভু আগে দাসের নিয়ম সত্য যুতা ।°
 শাহা বোলে ক্ষেমা দিলুঁ কহ সত্যবাণী
 নিবেদিল যুবকে মেদনী চুষ্টি পুনি ।
 শতাব্দক বৃদ্ধ পিতা লই আইলুঁ সাথে
 মুঞি মাত্র এক পুত্র সঁপিমু কাহাতে ।
 অন্নে অন্নে না দেখি ধরাইতে নারি মন
 মৈলেহ কেহ নাহি করিতে দাফন ।
 তে কারণে আজ্ঞা লজ্জি সঙ্গে লই আইলুঁ
 এবে ভাব মন্দ নহে ভাল কর্ম কৈলুঁ ।
 কাল রাত্রি সর্বকথা কহিনু পিতারে
 এহি উপদেশ কথা জানাইল মোরে ।
 এথেক শুনিয়া শাহা হরষিত হৈয়া
 হাসি হাসি কহিলেক সভা সম্বোধিয়া ।
 যত্বপি যুবক বলবন্ত শাহা পাশ
 সঙ্কটের যুক্তি কালে হএ বৃদ্ধবশ ।
 বৃদ্ধ উপদেশে হএ কার্যেত কল্যাণ
 তে কারণে বহুদ্রষ্টা বৃদ্ধজন মান ।
 সভাসদ সবে এহি বুদ্ধি প্রশংসিল
 নানা বিধি দানে শাহা দোহাক তুলিল ।

এহি সব কথা বার্তা সকলে কহিতে
 সেই বনবাসী দেও আইল আচম্বিতে ।
 শ্রামল ছব্ব চর্ম পৃষ্ঠে এক ভার
 সর্বলোকে দেখিয়া লাগিল কিনিবার ।
 এক এক রত্ন মূল্যে এক চর্ম লৈল
 শীঘ্রগতি নিঃসরিয়া দেও পুনি ধাইল ।
 অন্ধকার মাঝে গিয়া শীঘ্র দিল লুক
 ধক হৈল শাহা দেখি তাহার কোতুক ।
 তবে নবগভী অশ্বমাদী বিচারিয়া
 ঘেমত কহিল বন্ধ তেমত করিয়া ।
 অন্ধকার মাঝে প্রবেশিল সিকান্দর
 যেন মেঘাড়ষে কুণ্ডল শশধর ।
 শাহা সঙ্গে ছিল নবী খোয়াজ খিজির ।
 অতি বলবন্ত সাহসিক মহাবীর
 নিজ আরোহ বাউগতি অশ্ব তানে দিয়া
 কহিল সবার আগে যাইতে চলিয়া ।^১
 আর এক রত্ন দিল জ্যোতি পুঞ্জ^২ কায়া
 অন্ধকার তাহাত প্রকাশে জল ছায়া ।
 কহিল দক্ষিণে বামে সমুখে চাহিবা
 দূরভূমি পর্যটয়া ফিরিয়া আসিবা ।
 তুমি বিনে অশ্ব নাই বিচারিতে যত্নে
 জল হেরি মিথ্যা না কহিও, দিব'রত্নে ।
 যদি পাও তুমি খাও হৈব ভাগ্যবল
 মোক দর্শাইলে পাইবা বহল মঙ্গল ।
 তাহা শুনি খিজির হৈয়া সর্ব আগে
 পর্যট দক্ষিণে বামে সমুখের ভাগে ।
 বায়ুগতি অশ্বে চড়ি অর্ধ দণ্ডে গিয়া
 প্রহরের পশ্চ হোন্তে আইসেস্ত ফিরিয়া ।

এহি মতে চল্লিশ দিবস যদি গেল
 রত্ন লক্ষ্যে খিজিরে বরণা দেখা পাইল ।
 তৃষ্ণাযুক্ত নির্মল 'জীবন জল' পিয়া
 নিজ অঙ্গ পাখালিল হরিষে নামিয়া ।
 অগ্নরে পিয়াই জল ধোয়াইয়া জলে
 পাইল। অথও আশু মহাভাগ্য বলে ।
 শাহারে জানাইতে পুনি অশ্বে আরোহণ
 নয়ান মটকে জল হৈল অদর্শন ।
 মনেত ভাবিল জল হইল অদেখা
 জল পাইতে নাহি সিকান্দর কর্ম লেখা ।
 জ্ঞানী সব কহিছন্ত আর এক মতে
 ইলিয়াস ছিল তথা খিজির সহিতে ।
 'জীব জল' পিয়া দোহ তুষ্ট হই মন
 খসাইল। সঙ্গের রুটি করিতে ভক্ষণ ।
 শুকনা তলিল^৮ মৎস্য ছিল তার সাথে
 হস্ত হোন্তে জলেত পড়িল খসাইতে ।
 জলে হস্ত দিয়া শীঘ্রে ধরিয়া তুলিলা
 সজীবন মৎস্য দেখি প্রত্যয় করিলা ।
 জল পিয়া দোহ পাইল দিব্য বার্তা
 এক সিদ্ধকর্তা হৈলা, এক মহীকর্তা ।
 আর ফিরি কাহাক না দিলা দর্শন
 নিবন্ধ কারণে পাইলা অথও জীবন ।
 কোটি কোটি রত্ন হেম আশা করি ধাএ
 যাহার নির্বন্ধে থাকে সেই মাত্র-পাএ ।
 অলঙ্কিত হই গেল। নিয়োজিত কামে
 খিজির সমুদ্রে ভ্রমে ইলিয়াস ভ্রমে ।
 চল্লিশ দিবস শাহা মহাকষ্ট পাইয়া
 ইচ্ছা হৈল প্রকাশ্যেত আসিতে উগ্র হৈয়া ।

না পাইয়া জীব-জল ক্ষেমা ধরি মনে
 চিন্তা হৈল অন্ধকার তরির কেমনে ।
 তখনে ফিরিত্তা এক সাক্ষাতে আসিয়া
 কহিলেক সিকান্দর করে কর দিয়া ।
 বিধাতা করেছে তোম্মা সংসারের প্রতি
 তথাপিহ নহি খণ্ডে অকর্ম আরতি ।
 এমত দুক্ষর স্থলে রাখিয়াছে নিধি
 মনুষ্যের শক্তি নহে এহি কর্ম সিদ্ধি ।
 সেই সে পাইল যার আছিল নিবন্ধ
 তেঁই আনিল তোম্মা ঘুচাও মনধন্ধ ।
 ক্ষুদ্র এক শিলা দিল। যতনে রাখিতে
 কহিল। প্রকাশে গেলে তোলাই চাহিতে ।
 শিলা পাই যত্নে শাহা বান্ধিয়া রাখিল।
 শিলাদাত। সেইক্ষণে আলোপ হইল।
 সেই অন্ধকার ভূমে সস্বর গমনে
 অশ্রমাদী উদ্দেশি চলিল সর্বজনে ।
 প্রবেশিল পশ্বে নিঃসরিল শীঘ্র গ্রামে
 তিল ভ্রম না হৈল দক্ষিণ কি বামে ।
 আর এক দৈববাণী শুনিল। তথাএ
 যেই ভক্ষ্য নিযোজিত সেইমাত্র পাএ ।
 এথ যত্ন করি তুম্বি বাঞ্ছিত না পাইলা
 অযত্নে খিজির পিয়া চিরজীবী হৈল।
 আর এক দৈববাণী তবে শুনিল। শ্রবণে
 বহল অমূল্য রত্ন আছে এহি স্থানে ।
 অনুশোচে যেই সে বহু দুঃখ পাএ
 'ধিক অনুশোচে যেই ছাড়িয়া চলএ ।
 ভাগ্য অনুরূপে প্রাপ্তি খাইব বিলাইব
 যেই রাখে পশ্চাতে বহল দুঃখ পাইব ।

আর এক অপূর্ব দেখিলা শাহা তথা
 শতে এক কহন না যাএ সেহি কথা ।
 শিঙ্গার শব্দ ইশ্রাফিল মহাজন
 না কহিল নিয়ামীএ সে সব কথন ।^৩
 পূর্বমতে গর্ভমাদীকুল পৃষ্ঠাপৃষ্টি
 চল্লিশ দিবসে সুর জুতি হএ দৃষ্টি ।
 ভক্ষ্য পৃষ্ঠে থাকিতে মহন্তে অনুচিত
 ভক্ষ্য অনুচিত কর নামিয়া ভূমিত ।^৪
 যেই বস্তু ভোগে আছে সাক্ষাতে ঘটে
 যদি বা দূরেত থাকএ আইসএ নিকটে ।
 আশ্র লোক সবে যেই বক্ষ লাগাইছে
 তার ফল ভক্ষএ যে সব আইসে পাছে ।
 এক সে রোপএ বক্ষ অশ্র আসি খাএ
 সাধুজন লক্ষ্য এহ সাধু সঙ্গে পাএ ।
 অনুচিত রাখএ কেবল নিজ লাগি
 বহল ভক্ষণ আছে তাক কর ত্যাগি ।
 আগের রোপণে তুমি স্মৃত ভাগী যেন
 রোপণ রোপহ পৃষ্ঠগামী লাগি তেন ।
 সংসারের চরিত্র বুঝ করিয়া জ্ঞান
 একের লাগিয়া আর হইছে কৃপণ ।
 মহামাত্য নবরাজ মজলিস সজ্জনে
 সদা সত্য ধর্ম উপকার দয়া দানে ।
 হীন আলাউলে কহে তাহান আরতি
 সিকান্দর নবী কথা মধুর ভারতী ।
 আইস গুরু তোষ মনোহর সুরা দানে
 বন্ধ যুবা খল শিষ্ট হএ যার পানে ।

র. । সিকান্দরের অদেশ যাত্রা ।

জমকছন্দ/রাগ : বসন্ত

[তবে পুনি শাহার যে গণিত হৈয়া? ।
 তম হোস্তে যদি সে উকলে আইল লৈয়া ।
 অশ্বাদী সকলে অপূর্ব কৈল কাম
 রেখা তেজি না গেল দক্ষিণ কি বাম ।
 যেন গেল তেন শুদ্ধ পথে ফিরি আইল
 সেই হোস্তে লোকে এহি উপদেশ পাইল ।
 ‘জীব জল’ না পাই না হৈল রুষ্ট মন
 মনে ভাবে না ছিল আশ্রার নিযোজন ।
 অন্ধকার ভূমি হোস্তে নিকটকে আইল।
 সেই লাগি আপনা ঈশ্বর স্তুতি কৈল।
 মন গর্বে সঙ্কটে অশকা কর্ম কৈলুঁ
 রূপালের রূপাএ দুর্গমে রক্ষা পাইলুঁ ।
 এমত সঙ্কটে বিধি দিলা অব্যাহতি
 অস্তিমুখে শোকর করিতে কি শক্তি ।
 তথা হোস্তে শিলাকুল আনিছে বহত
 এথা আসি দেখে সুরঙ্গিম ইয়াকুত ।
 দিন দুই তিন পরে শ্রম শাস্ত হৈয়া
 নিয়মিত বৃত্তি সকলের বিবতিয়া ।
 যেই ক্ষুদ্র শিলা ফিলিস্তাএ হস্তে দিল
 তাকে আনি তরাজুত তৌলাইতে লাগিল ।
 রতি হোস্তে তোলা পাও সের মণ
 তথাপিহ না হইল শিলার তুলন।]

। সমাপ্ত ।

পরিশিষ্ট-ক

॥ সিকান্দরনামা ॥

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

অ

অকুমারী—‘অ’ আগম । কুমারী, অবিবাহিতা । তুল : অবয়ব, অস্ত্রত ।
অক্ষামিল (আক্ষেপিল)—‘আক্ষেপিল’-এর বিকৃতি । আক্ষেপ, শোক,

অনুশোচনা-খেদ, প্রকাশ করিল ।

অটট—অতট (?) সমুদ্র ? অটুট ? পর্বত ?

অডোল ; অডুল—অসুন্দর ? অসমঞ্জস ?

অধিরূপ—‘রৌষদৃশ, ভয়ঙ্কররূপ’ অর্থে ব্যবহৃত ।

অনা করে—বিনা করে, বিনা খাজনায় ।

অনুমতি—অনুরাগ, প্রীতি, কৃপা, সন্মতি ।

অশ্বেষে—অশেষণ করে ।

অবতার—নবী অর্থে প্রযুক্ত ।

অঙ্গ—পর্বত ।

অস্ত্রত—স্তুতি । ‘অ’ আগম । তুল : অকুমারী, অবয়ব ।

অহের—শৃগয়া, শিকার ।

আ

আউ—আয়ু ।

আওয়াস—আবাস ।

আকিক—কটোরা, পানপাত্র ।

আকুলিত—আকুল, ব্যগ্র ।

আক্ষেপিয়া—(অক্ষেমিয়া), আক্ষেপ করিয়া ।

আখেট—অহের, শিকার, শৃগয়া ।

আঙলয়—আগাইয়া লয়, প্রত্যাগমনে বরণ করে ।

আঙছিল—সম্মুখে বাধা হইয়া দাঁড়াইল ।

আঙট—আঙটা, আঙটি, অঙ্গুরীয়, ring.

আটাই—তরঙ্গ ? আলোলিত, চঞ্চল ।

আঁটে—প্রতিরোধে সক্ষম হয়, শক্তিতে সমকক্ষ হয় ।

আড়ম্ব—জঁক, আড়ম্বর ।

আতুল—অতুল, ‘আ’ কার বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে লক্ষণীয় ।

আরোপ—রোপন, স্থাপন ।

আলগ—আল্গা, অসংলগ্ন, পৃথক, অসংপৃক্ত ।

উ

উখবাক্য—উষবাক, দুর্ব্যবহার, তিরস্কার, ভৎসনা । ‘ষ’ শ ; মৈথিলী ও
ব্রজবুলির প্রভাবে ‘খ’ হয় । ‘তুল’ : নিমিত্ত ।

উখারএ—খর, তীক্ষ্ণ, তীর গতিতে ছুটে ।

উগারি, উগারিয়া, —উদ্গারিয়া, গর্ত হইতে নিঃশেষে তুলিয়া, উন্মোচিত
করিয়া, সরাইয়া, উত্তোলন করিয়া ।

উগিল—উদিত হইল । মধ্যযুগের বাংলায় উদয় অর্থে ‘উগে’ ‘উলে’ বহুল
প্রযুক্ত হয়েছে । ‘উলে’ এখনও বুলিতে চালু আছে ।

উক্ক—উচ্চ । উক্ক > উচ্ > উচ্ছ ।

উঠন—উত্থান ।

উড়ানে (মারণে)—শত্রুর প্রক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতিরোধ করনে, লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া
দেওয়া ।

উৎকট—>উটখট—‘বিরক্তি প্রকাশ’ অর্থে ব্যবহৃত । অপর অর্থ : বিসদৃশ,
অদ্ভুত, কুৎসিত, বীভৎস, অসমঞ্জস, ভয়ঙ্কর ।

উথলিয়া—উচ্ছল হইয়া, আলোলিত বা ক্ষীত হইয়া, উচ্ছ্বসিত হইয়া ।

উত্তামিল, উদ্ধামিল—উদ্ধে উত্তোলন করিল ।

উপরএ—উর্ধ্বত হয় ।

উপস্কার, উপস্কারি—পরিষ্কার, পরিষ্কার করিয়া, জঙ্গল কাটিয়া বাস বা
ব্যবহার যোগ্য করা ।

উপহার—[উপ + (আ) হার]—ফলাদি ভক্ষণ, লঘু খাদ্য ।

উপান—বন্ধুদ্বিষ্ট, কটাক্ষ, আড়চোখে চাওয়া ।

উপাড়ি—>উফারি, উপাড়িয়া—উৎপাটন করিয়া, মূলে উৎপাটিত হইয়া ।

উত্তমিল—স্তুতি করিল, প্রশংসা করিল ।

এ

একসর—একাকী। তুল : দোসর-সাথী, দ্বিতীয়। সোসর—সমান,

তুল্য, সাহায্যকারী, সাথী ; সমসর-সমকক্ষ-সমান।

এড়ে—ছাড়ে, ত্যাগ করে, রাখে (spare)

এড়িল—রাখিল, ছাড়িল।

ও

ওকাব—হিংস্র জন্তু বিশেষ।

ওখার—খর, তীক্ষ্ণ, তীব্র। তুল : তুখোর।

ওর—সীমা, অবধি।

ক

কক্ষ—কটি।

কক্ষা—উপায়, কোঁশল, বন্ধন রজ্জু।

কক্ষ্যা—কাক ‘বাজ, বা ময়ূর’ অর্থে প্রযুক্ত। ‘খেচর’ অর্থেই সম্ভবত

‘কক্ষ্যা’ প্রযুক্ত।

কথা—কোথা, কোথায়, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে, সর্বত্র ব্যবহৃত।

কন্দিল—বাতি। তুল : Candle.

কাজুরা—টীলা, তুঙ্গ, শৃঙ্গ।

কাবাই—আলখাম্মা, অঙ্গরাখা, চাপকান।

কিসকে—কেন, কি জন্তু।

কুচি—কুঞ্জন, কোছা, বস্ত্রের কুঞ্চিত অংশ।

কুতব, কুতুব—সীমা, সরহদ, প্রান্ত।

কুতুহলে—কোঁতুহলে, আগ্রহে, জিজ্ঞাসায়,

কুসুম—কুসুম। কবি প্রযুক্ত। তুল : পৃথিবী।

কৃত্তিকা—নক্ষত্র বিশেষ।

কৃপাল—কৃপালু, দয়ালু।

কৈল—করিল, কইরল > কইল > কৈল।

কোনে—কে। ‘বুলি’তে এখনো চালু আছে।

খ

খপচাক—মধ্যএশিয়ার আরণ্যগোত্র বিশেষ ।

খর—গাধা ।

খানে—খাটে, পালকে । ‘মনুষ্যে পাইলে সোতে রক্তনের খানে’ ।

খুট—খুটি, হৃৎভিত্তি ।

খুরপাত—পদানত ।

খোতনি, খোতনী—চীনা অস্ত্র ।

গ

গমন আমন—গমন আগমন ।

গাছাই—গাছ কাটে যে, কাঠুরিয়া ।

গাটি, গাঠি—কুঞ্জন, [ভুরুষুগ গাটি দিয়া পাকাই নয়ন] ।

গাত—গর্ত, খাদ ।

গীম - গ্রীবা, গলা ।

গুটি—নিদর্শক অব্যয় । তুল : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ‘বাঁশি গুটি ।’

গুরমা—গুরু, ভারী, বৃহৎ ।

গৃহকার—গৃহস্থ । গৃহ ধর্ম করে যে ।

গোরবে—স্নেহে, প্রশ্রয়ে । [বিনু ভজি রহিয়াছ গোরবে কাহার] ।

ঘ

ঘালে—ঘায়েল করে ।

ঘোঁওট—ঘোমটা ।

চ

চক্রবর্তী (রূপ)—সন্ন্যাস, রাজচক্রবর্তী ।

চটক, ছটক—পাখী ।

চিকানি—চিকার করিয়া ।

চির [চিড়]—ঝাঁক করা, বিদীর্ণ করা । তুল : চেরাকাঁঠ ।

চিরাএ—চিরায়ু, চিরজীবী ।

চিরলা—কুরূপ পাতা, তাল পত্রাদি ।

চেষ্টিয়া পূর্বকে—চেষ্টাপূর্বক, চেষ্টি করিয়া ।

ছ

ছটা—দ্যুতি ।

ছব্বর—লোমশ পশু । মেঘ ? দুখা ?

ছরহু—দেহরক্ষী সৈনিক ।

ছাওয়াল—শাবক, বৎস, ছেলে ।

ছাট—চাবুকের আঘাত ।

ছার>ক্ষার—ছাই, তুচ্ছ, নগণ্য, স্থগ্য ব্যক্তি ।

ছিদিরা—জামা ?

ছেল—শেল, শল্য, বর্শা ।

জ

জর্কশ জয়দুরী—মূল্যবান জব্বির কাজ করা বস্ত্র ।

জাম—পাত্র, বাটি ।

জিহি—জিহ্বা ।

জুলুয়া—বিবাহকালীন বর-কনে সংপৃক্ত আচার, প্রথম সাক্ষাৎ ।

জোড়—তুলনা, জুড়ি, সমকক্ষ ।

ঝ

ঝগমগ—দীপ্তিমান, ঝলকিত হয় এমনি ।

ট

টোন—তুণ, শরাধার ।

ড

ডাকোয়াল—নকীব, আত্মনাকারী, ঘোষণাকারী, সতর্কপ্রহরী ।

ডিঙ্গাজু—নৌযুদ্ধ ।

ড

ডক্ত—ডক্ট, সিংহাসন, পাট, রাজাসন ।

ডক—ডুক, হতবাক, বিমূঢ় ।

ডরগি—দুর্ঘ

ডরল—মস্ত অর্থে প্রযুক্ত । [নানা ভাতি সৌরভ তরল সুখরীতে]

তলিল—ভাজা, সৈঁকা (মৎস্য)

তিরী—স্ত্রী

তুমান—জর্কশ নিমিত্ত অলঙ্কৃত বস্ত্র ।

তুলপাল—তোলাপাড়া, আলোলন ।

তেত্রি—তাহান, তান, তাহার ।

তেই—সেইজন্ত, সে কারণে ।

থ

থাকিয়া—থেকে, হইতে, অনুসর্গ বিশেষ । তুল : বাড়ি থেকে আসছি ।

থোপা—ওচ্ছ, শুবক, ত্প ।

দ

দর্শাওসি—দেখাও, দেখাইতেছ । তুলঃ জানসি, কহসি । মধ্যম-পুরুষে
প্রাচীন প্রয়োগ ।

দিল—হৃদয়, চিত্ত, অন্তঃকরণ ।

দুয়জ—দ্বিতীয় ।

দেউটি—দীপ ।

দেম—দিবম, দিব । উত্তমপুরুষে-ভবিষ্যৎজ্ঞাপক ক্রিয়া ।

দোন—দুই, উভয় ।

দোসর—সাথী ।

দোসরা—অপর, দ্বিতীয় ।

দোহ—দুই, উভয় ।

ধ

ধাও—ধাতু ।

ধাবাই, ধাবাইয়া, ধাবাইলুঁ—ধাওয়াইয়া, ধাবিত করাইয়া, দৌড়াইয়া
নিজস্বক্রিয়া ।

নক্ষত্রজাতা—জ্যোতিষ, জ্যোতিবিদ ।

নষ্টানিষ্ট—নষ্ট লোকের অনিষ্ট (কারী) ।

নহে স্থান—অস্থান, কুস্থান ।

না দি পাঠাই—দিয়া না পাঠাই । চট্টগ্রামী বাগ্‌ভঙ্গি ।

নাসুতা—ব্যবধান, নাসুত মোকাম ।

নিকল—(হিন্দি) নির্গত, নিঃসরণ, বাহির হওয়া ।

নিছনি—বালাই, সদকা, বালাই নিরসন হেতু উৎসর্গীকৃত ।

নিজগণ—আপন জন, স্বপক্ষীয় গণ ।

নিবেদৌক—নিবেদন করুক ।

নিয়ড়ে—নিকটে ।

নিরুঅংশ—বঞ্চিত, অংশবিহীন ।

নিষ্ঠা—‘নিশ্চিত’ অর্থে ব্যবহৃত ।

প

পরদল—পদাতিক সৈন্য ।

পরসন—প্রসন্ন ।

পলটা—ফিরিয়া চলা ।

পাকাই—(চক্ষু) বিস্ফারিত করিয়া । ধমকজ্ঞাপক চক্ষু বিস্ফারণ ।

পাগ—পাগড়ী, শীর্ষ, শ্রেষ্ঠ অর্থে ।

পাছড়া—অজাবরণ বিশেষ । বস্ত্র ।

পাট—রাজাসন, সিংহাসন, তক্ত ।

পাতন—পাতান অবস্থা, সজ্জিতরূপ, কাঠামো, স্থাপিত অবয়ব । তুল :

পত্তন ।

পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে, বিশ্বাস করে ।

পাথালে—পাথারি, প্রস্তে ।

পারীন্দ্র—সিংহ ।

পুছই—জিজ্ঞাসা করে ।

পুষাক্কেমে—পুরুষানুক্রমে ।

পৃথিবিত্ত—পৃথিবীত । তুল ; কুসুধিত, কবিপ্রযুক্ত ।

পেখি—দেখিয়া ।

পেলিল—ফেলিল । প্রাকৃতঃ পেল ।

ক

কন্নফ—বাহন (?)

কেটেএ—খোলে ।

ব

বট—মুদ্রাবিশেষ । ক্ষুদ্রতম মুদ্রা ।

বন্দ—বন্ধন, বন্ধ । ফারসী শব্দ ।

বন্দান—ব্যবস্থা, উপায়, বন্দোবস্ত । ফারসী শব্দ ।

বর্তক—দীপাধার, দীপ, বতিকা ।

বল—শক্তি, সৈন্য বাহিনী । স্বপক্ষীয় শক্তিস্বরূপ সৈন্যদল ।

বাউ—বায়ু ।

বাএ—বায়ু ।

বাখান—ব্যাখ্যান, বর্ণনা, প্রশংসা ।

বাচা—কথা, বাক্য, কাহিনী, উক্তি ।

বাচ্য—বক্তব্য ।

বাওরা—চতুর্দোল, তানজাম, চৌদোল ।

বাদ—বিতর্ক, বিবাদ ।

বার দেওয়া—বাহিরে আসিয়া দেখা দেওয়া, সভা বা মজলিস করিয়া
বিচারাদি করা, দরবার করা ।

বারনি—বারি, সুরা অর্থে । সম্ভবতঃ পদান্তমিলের খাতিরে বারিকে বারনি
করা হয়েছে ।

বার্তা—দূত, সংবাদবাহক, বার্তাবাহক । বাতিক অর্থে প্রযুক্ত ।

বাহড়ি—প্রত্যুৎপন্ন করিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া (অভ্যর্থনা) করা ।

বিকাইলা—বিক্রয় করিলা ।

বিক্রক—বিক্রেতা ।

বিগতি—গীড়ন, লাজ্জনা, যন্ত্রণা ।

বিঘতিয়া—বিঘৎ-প্রমাণ, বার অঙ্গুলি প্রমাণ ।

বিচে—মধ্যে, মধ্যস্থানে, কেন্দ্রে ।

বিজুগতি—বিদ্যুৎগতি ।

বিস্তি—বৃষ্টি, পেশা ।

বিখরিত—বিস্তারিত, এলায়িত । বিস্তার > বিথর ; > বিস্তার > বিসার,
বিথার ।

বিধাতা—‘বিধান’ অর্থে ব্যবহৃত ।

বিভা—বিবাহ ।

বোল—কথা, উপদেশ, অনুরোধ, নির্দেশ ।

ব্যাজ—বিলম্ব, গোণ, দেবী ।

ভ

ভয়ক—ভয়ক, রূপে ভয় দিয়াছে যে, পলায়মান পরাজিত শত্রু ।

ভ্রমাইয়া—ভুলাইয়া ।

ভাও—ভাব, অবস্থা, গতি । তুলঃ বাজারের ভাও ।

ভায়ারি, ভাওরি—যন্ত্ৰণাগ্রস্ত হইয়া এদিক-সেদিক ছুটাছুটি ।

ভুঞ্জ—ভোগ কর ।

ভেটিলেক—সাক্ষাৎ করিলেন, দেখা করিলেন ।

ম

মটকে—নিমিষে ।

মন-গম্য—মানস-গম্য, কল্পনায় গম্য ।

মন-হর—মনরূপ খোড়া ।

ময়গণ—দানবগণ, ময়দানবাদি ।

মশক—মশার মত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ নগণ্য ও হীন ।

মারী—মমতা, স্নেহ ।

মারী—পরাজিত করিয়া দখল করা । তুলঃ ব্যবসায়ের মার খাওয়া ।

মারোয়া—বিবাহ বা পার্বণাদিতে-উৎসব মঞ্চ । মজলঘট সমন্বিত মারোয়া

বেদী সদৃশ পবিত্র বলিয়া মনে করা হইত ।

মার্গ—পথ, ছিদ্র, রাস্তা, যা দিয়া গমন করা যায় ।

মিটান—শেষ করা, চুকাইয়া দেওয়া, নীমাংসা করিয়া দেওয়া ।

মূল—মূল্য, দাম ।

মেহ—মেঘ ।

মোকল—মুক্ত । Past Participle : অতীতজ্ঞাপক ক্রিয়াজাত বিশেষণ ।

তুলঃ দুহিল দুধ, ছুটিল বাণ ।

য

যাম—প্রহর ; রাত্রির প্রহর । এখানে 'দিবসের প্রহর' ।

যুগ পরিবর্ত—যুগ পরিবর্তন, যুগান্তর ।

যুতে যুতে—অযুতে অযুতে । অসংখ্য ।

র

রক্তিম বরণী—‘রাঙাপুরা’ অর্থে প্রযুক্ত ।

রক্ষিতা—রক্ষয়িতা, রক্ষক, আল্লাহ ।

রোদ—নীল নদ ।

রুবাহ—শৃগাল ।

রোহাইল—নিজস্বক্রিয়া । থামাইল, রহিতে বাধ্য করিল ।

ল

লওলাক—“লাও লাকা লামা খালাকতুল আফলাক”—এর সংক্ষিপ্তসার লৌলাক । আল্লাহ হযরত মুহম্মদ কে বলেছেন—যদি না হতে (অর্থাৎ যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম), তবে দুনিয়ায় কিছুই হত না (অর্থাৎ কিছুই সৃষ্টি করতাম না) । তোমার শিরের উপরই ‘ওহি’ রূপ অতুলনীয় মর্যাদার ছত্র প্রসারিত হল, তুমি হলে গোটা সৃষ্টির উপলক্ষ্য ।”
ভাবার্থ । তোহফা ।

লখন—লক্ষণ—লক্ষ্য করণ ।

লখি—লক্ষ্য করিয়া ।

লঙড়—লাঠি, গদা ।

লহলহি—লকলকি, লিকলিক, লেলিহান অবস্থা ।

লোভাইতে—দোলাইতে, চট্টগ্রামী বুলি—লোভান>লো’য়ান ।

শ

শায়ের—কবি ।

শায়েরে —কবিত্বে, কবিকর্মে ।

শুপকার, সুপকার—বাবুটি, রক্ষনকারী, রক্ষনশালার অধ্যক্ষ ।

শোতে, সোতে—শোয়, সুপ হয় ।

শোকর—আল্লাহর কাছে পরিতপ্ত মনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ।

প্রধা—প্রজ্ঞা, অভিলাষ, ইচ্ছা, আগ্রহ, আকর্ষণ ।

ষ

ষট্‌দিক—ষড়মুখীয় উৎস বা আধার ।

স

সঞ্জোগ—সংযোগ, সম্বন্ধ, সম্পর্ক ।

সন্দ—সন্দেহ ।

সমসর—সমান, সমকক্ষ, তুলঃ একসর, দোসর, সোসর ।

স্ত্রীয়া—স্ত্রীজাতি । সং স্ত্রীয়াস্ ।

সুখিত—সুখী । তুলঃ দুখিত ।

সুন্ধি—উপায় ।

সেয়ান—সজ্ঞান, চালাক, চতুর, বুদ্ধিমান সাবালেগ, ধূর্ত ।

সেহরা—< শিখরা শিরোহার, সিঁথিপাট, মাথায় পরিধেয়

অলঙ্কার বিশেষ ।

সৈন্ধব—সিন্ধুদেশীয় ঘোড়া ।

হ

হনে—হন্তে, হোন্তে, হইতে, চেয়ে ।

হসিত—হাস্যযুক্ত, হাস্যময় ।

হাদিয়া—প্রতীকি মূল্য ।

হাস্য হোটে—হাস্য জন্মিত ।

পরিশিষ্ট-খ.

। সিকান্দরনাম।

॥ পাঠান্তর ॥

সর্গ ১ হামদ—ঢাকা বিশ্বঃ ৫৩৫ সংখ্যক পুথি। 'ঙ'

১ বিজয়।

২ মহিমাতে।

„ ২ আল্লাহর সৃষ্টিবৈচিত্র্য ৫৩১ সং পুথি 'ঘ' চ।

১ পুষ্প—চ।

„ ৩ মুনাজাত—'ঙ'।

১ মোসন্নিক্তা—ঙ।

„ ৪ পয়গাম্বরের সিকৎ—ঙ।

১ সভা—ঙ। ২ গৃক—ঙ। ৩ পাক—ঙ [নিযামীর মূলে-
ডাল।]

„ ৫ মে'রাজ—ঙ।

১ নিযামীর মূলে : দিন। ২ নিযামী-কটি।

„ ৬ চারি আসহাব প্রশস্তি—ঙ।

„ ৭ কিতাবের আগায—ঙ।

১ পুতে ভাঙ্গা—ঙ ২ উপাসনে।

২ বাজাইতে চিত্তে করি স্ফুটকরাস্ট।

„ ৮ নিযামীর স্বপ্ন—ঙ।

১ কচ ন বাটীয়া—ঙ।

২ সবেরে—ঙ।

৩ ঘটে শুল্ল হৈল মর্ত্যদাতাবদক্লপ—ঙ।

৪ বেদয়সমুখ—ঙ।

৫ বোজবোণ্য—ঙ কাজবোণ্য ?

সর্গ ৯ ভাষ্যকথা—ঙ।

১ খনের ইজিল—ঙ। ২ জায়দা—ঙ।

„ ১০ খোয়াজ খিজিরের উপদেশ—ঙ

[খোয়াজকে ইলিয়াস নবী বলে ভুল করা হয়। ইনি জুলকারনাইন বাদশার সেনাপতি ও ইরাহীমের ভ্রাতৃপুত্র এবং নীল নদী পার হয়ে মুসার পলায়নের সময় তাঁর পথ প্রদর্শক ছিলেন, ইনি আবে কওসর বা অমৃতপান করে অমর হয়েছেন এবং কেসামত তক্ বাঁচবেন। তিনি যেখানেই পা রাখেন সেখানেই সবুজ প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। তাই তাঁর নাম খিজির]।

১ যেখানে—ঙ।

২ গোপক—ঙ।

১০ বিনে গালি স্বপ্নের রুস্ত গঠিতে না পারে—ঙ

„ ১১ রোসাজরাজ স্ততি—ঙ।

১ রতবিন—ঙ।

২ প্রযুক্ত—ঙ।

৩ জরকাসি পাটেনোত—ঙ।

৪ দুমদুমি—ঙ।

৫ জটা—ঙ ছটা?

৬ স্থচি—উ।

৭ ন পচেকোলাকমরা

„ ১২ রোসাজরাজের অভিষেক

„ ১৩ কবির আত্মকথা—ঘ, ঙ, চ, ছ।

১ গ্রাম মাঝে প্রধান—চ, গৃহীত পাঠ—ঘ, ছ।

২ হর্ষ—চ।

৩ মল—চ।

৪ সাইদ—ঙ, সদ—চ।

৫ —ঙ

- ৬ তালিম আলিম—ঘ, ঙ, ছ ।
- ৭ পাট—ঘ, ঙ, চ, ছ । নাট ?
- ৮ হৈল—ঙ ।
- ৯ কাব্য—ঙ, বাক্য—ঘ, চ, ছ ।
- ১০ রসগ্রহ—চ ।
- ১১ অবসাদ—চ, অসাদ—ঙ ।
- ১২ মোরেহ—ব, ছ ।
- ১৩ সালাসনে—ঘ, ছ, সালাপণে—ঙ, সালাশেষে—চ ।
- ১৪ অস্থানে—ঙ, আনস্থানে—ঘ, ছ ।
- ১৫ বহু পাই অবসাদ—ঙ, বহুল প্রসাদ—চ ।
- ১৬ পুত্র দারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ—ঙ ।
- ১৭ ভিক্ষা করি দেএ পুত্র দারা নিজ কর—ঙ, চ । গৃহীত পাঠ—ঘ, ছ ।
- ১৮ ছোদ—ঙ, শহীদ শাহা—ঘ, ছ । মসউদ—চ ।
- ১৯ কৃপা করি দিলা কাজী নবীর খিলাফত—ঙ ।
- ২০ কলঙ্কে কিম্বিজাগার পেলি উপজএ—ঙ ।
- ২১ সহজে কলপ গতি তোর অতি হইবেক—খ, ছ ।
সহজে কমলা পণ্ডিতেরে অরিবেক—খ, ঙ ।
- ২২ এই মতে দ্বাদশ বৎসর গঞ্গি গেল—খ ।
এ দশ বৎসর গঞ্গি—ঘ, ছ ।
দশম বৎসর—ঙ, এইমতে একাদশ অঙ্গ বহি গেল—চ, ড ।
- ২৩ ভাগ্যোদয়—খ, চ ।
- ২৪ শ্রীমন্ত মজলিস—ঙ, চ ।
- ২৫ মহামন্ত—ঘ, ছ । শ্রীমন্ত—চ ।
- ২৬ শূনিবার স্বাদ । আশা দিলেক প্রসাদ—ঙ ।
শূনিয়া সতত ।... ... কৈল সভাসদ—খ ।
২৭. তথাপিহ মোর কার্য মনে তল ভাএ—খ ।
... কাব্য... অনুভাএ—ঙ ।
- ২৮ ডাকাইয়া—খ, ঙ ।

- ২৯ ষটরস ভোজন নানান পাকআনে—ঘ, ঙ, ছ ।
 ৩০ বিবিধ রন্ধনে—খ, ঙ ।
 ৩১ রুদ্র—খ. ঙ.
 ৩২ কেহ কেহ মধুরসে গায়ন্ত যে গীত—খ. ঙ ।
 ৩৩ কীতি—ঙ ।
 ৩৪ করএ—ঙ ।
 ৩৫ অনন্তকালে নাম রহে সেই মহাধন্য—চ ।
 ৩৬ পূর্বকালে ... কথ কাম ।
 যে সকল পুণ্য কথা এই সে তার নাম—ঙ ।
 ৩৭ আতিভাবে—খ. ঙ ।
 ৩৮ কীতি—ঙ ।
 ৩৯ জাজাল—খ চ ।
 ৪০ —খ ।
 যেন মত স্মৃতি রহে করে সে উপায়—চ । অশ্রু পুথিতে
 নেই ।
 ৪১ সত সভাযুক্ত—খ, সভাশুভযুক্ত—ঘ, ছ । রসসভাযুক্ত—চ ।
 ৪২ বাটিছে—ঙ ।
 ৪৩ সানন্দ—খ । হরিষ—চ ।
 ৪৪ মানস তুহিয়া—ঘ, ছ ।
 ৪৫ ফারসী ছন্দ—ঙ ।
 ৪৬. কাব্য—খ, বাক্য—ঙ ।
 ৪৭ কেবল প্রবন্ধে মজলিস সভা লক্ষ্য—খ, ছ ।
 ৪৮ অন্নদাতা ভয়ত্রাতা দুই মতে বাপ—চ ।
 ৪৯ গুরুতর—ঙ. চ ।
 ৫০ ভাঙ্গিয়া বয়তছন্দ রচিতে পয়ার—চ ।

সর্গ ১৪ কাহিনীর সার :

- ১ শুরূ—ঙ ।
 ২ জওসের মূল—ঘ, চ ।
 ৩ পাইয়া—চ ।

- ৪ কাড়ি লৈল তাজ—খ।
- ৬ রুচির জরিতি আর হিজুল সমেল—খ।
রুছি রাজ্য যত আর হিন্দুর আমল—চ
- ৬ হইল সেকন্দর—খ।
- ৭ সাতাইশ বরিষে—চ। সাতাইস বৎসর—খ।
- ৮ জ্ঞান জ্ঞাতা—খ।
- ৯ সব দবি হই তাঁরে—চ।
- ১০ দীন সোচি লাগি সাক্ষি কথা বহতর—খ, ও।
- ১১ কন্মিল বিস্তর—চ।
- ১২ হোনে—খ।
- ১৩ চর্ম বোলগার—খ, ঘ, ও।
- ১৪ শিলা—ও।
- ১৫ স্মরে লোকে—চ।
- ১৬ অঙ্কুত—চ, অঙ্কত ?
- ১৭ স্বর্গের চৌল্লারি আদি নানা গাটজাম—চ।
- ১৮ কুতুবে আরাপি—ঘ।
কুওপে রুপিল—ও। উত্তরে কুবত আপিল—চ।
- ১৯ দক্ষিণের অন্ততঃ স্থাপিয়া একগুটি—ঘ।
অন্তরে...গোঠি—ও।
ঘটি—খ। গাঠি—চ।
- ২০ একশির উদ-অন্ত সাসিব সমস্ত...খ।
একশ্বর উদাধিহ সিবসিব অন্ত—চ।
- ২১ বাগোরা নির্ণয়—খ ও। বাগুরা—চ।
- ২২ যুক্তিকা সাগর কৈল সমস্ত নির্ণয়—ও, খ।
যুক্তিকা সদৃশ ডিঙ্গা ওর গতি হয়—চ।
- ২৩ পাঠকের—চ।
- ২৪ তেন কোন জন—চ।
- ২৫ কাব্যরসে কর বাক্য সতত অবধান—খ।
... ... গুণ বাক্য সতত কল্যাণ—ও।
গুরু বাক্য... ... চ।

- ২৬ শতবংশ বিদ্ব—ঙ ।
 ২৭ পুস্তক রচক আলাওল হীনমতি—চ ।
 পুথিসূত্র কহে যেন আলাওলে অতি—ঙ ।
 ২৮ বিসাদ অথও গেল—খ । বিনাশ অথও যদি আছে
 পৃথিবীত—চ ।
 ২৯ চিত্রগ্রন্থ—খ ।
 ৩০ —চ ।

সর্গ ১৫ সিকান্দরের জন্মবৃত্তান্ত ।

- ১ দারা ছিল—ঙ ।
 ২ ব্যাঘ্র পুচ্ছে আরোপিয়া চলে মেঘ—ঙ ।
 ব্যাঘ্রগণ পুচ আরপিষা চরে মেঘ—ঘ ।
 ব্যাঘ্রগণে পূজ্য আর বাহা ছাড়ে মেঘ—চ ।
 ৩ দ্রব্য—চ
 ৪ বনান্তরে প্রসবি শিশু হইল ছেদ—ঙ ।
 পহুত—খ । প্রাণান্তে প্রবেশি শিশু নাভি কৈল্য
 ছেদ—চ ।
 ৫ কনে বা পোশিব করি ... চ ।
 ৬ মেদনীত...খ ।
 ৭ অজস্র...খ ।
 ৮ মহামতি—খ ।
 ৯ নবম্যাস জিনি যদি গড়িল উদর—ঙ ।
 ,, ,, ,, ,, লবিল উদর. খ ।
 ,, ' ,, ,, ,, হইল উদর—চ ।
 ১০. পরম কৌতুকে ভ্রমে অতি স্থির মতি—খ ।
 পরম ভ্রমে যতি স্থির করি মতি—ঙ ।
 পরম সম্ভব অতি চ ।
 পরম সম্ভব যতি ঘ ।
 ১১ শূক চক্ষু কান—ক, খ ।
 স্নকের যৌদ্ধ কাল—ঙ ।
 সবের চক্ষু কাল—ঘ ।

- ১২ বুধেহ পাইল রবি মেঘ আরোহণ... চ ।
 ১৩ পাটভাবে তাহার অধিক হইল মন—চ ।
 পাটভাবে দিকতা তাহান কারণ—ক, খ ।
 ১৪ চল শূক দুই হইলা বৃহস কুন্তীর—চ ।
 স্ত্র দুই হই তবে বৃষ পরে স্থির—ঙ ।
 ১৫ সূর্য—ক, খ । শক্র—চ ।
 ১৬ স্ত্র—ক, শূক—চ ।
 ১৭ কীতি—ঘ । রাশিকর্তা স্ত্রগ্রহ—চ ।
 ১৮ বুলিল—ক । কহিল—চ ।
 ১৯ অগ্রতা বিনাস... চ । যাত্রতা . ঘ ।
 আশ্রুত বিনাশ—ঙ ।

সর্গ ১৬ সিকান্দরের বিজ্ঞাভ্যাস

- ১ মাসুরী—চ
 ২ মহারাজা—ক, খ ।
 ৩ বহল লাভ ধন সঞ্চরিত—ক ।
 সকলেরে বহ লব্য না করে সঞ্চিত—ঙ ।
 না করে বহল ব্যাজনা—চ ।
 ৪ উটকুট—চ, না ভাবে সঙ্কট—ক ।
 ৫ অসংজিত—চ । অতিস্বামী স্বাব্যমণি বুদ্ধির যে স্রু—ক ।
 ৬ শূনিয়া সধর্ম কর্ম—চ । শূনিয়া নেষামি শাহা—ক ।
 ৭ জ্ঞাতালোক এমত কহিল স্ত্রবুদ্ধি—ক, ঘ ।
 জ্ঞানীলোকে—চ ।
 ৮ হৈব—খ, ঙ । যার—চ ।
 ৯ নকুমাখিস—খ, ঙ ।
 ১০ তান—ঘ, তার—চ ।
 ১১ যত্নে বাপে—ঘ, তবে তাকে...ঙ । যবে আনি—চ ।
 ১২ নানা বিজ্ঞা পাঠ গুণ—খ, ঙ । নানা গুণ পটগুণ—ঘ ।
 ১৩ সর্বকাজে অনন্ত কৈলা সুবরাজ—ঙ ।
 নানা গুণে অনুগত কল্যা মহাবাজ—চ ।

সব গুণে বহু কৃতি কৈল' যুবরাজ—খ।

১৪ একছত্রে—চ, ঘ, ঙ।

১৫ বহু পরিশ্রমে শিখাইয়া নানা গুণ। নিজ পুত্র করে ধরি
কৈলা সমর্পণ—খ। ... নানা গুণ শিখাইয়া। করে ধরি
নিজ পত্র সমপিল গিয়া—চ।

১৬ যোগ্য...ঙ। যবে তুমি—চ।

১৭ মহাছত্র শিরে তুমি ভূমি পরশিব—ঙ।

১৮ গুরুতর—ঘ।

১৯ পুরিয়া—চ।

২০ সুরসসুরঙ্গ—চ।

২১ অঙ্গতা হএ ভঙ্গ—ঙ। আপ্ততা হৌক ভঙ্গ—চ।

২২ শাহা সিকল্লর—ঘ। বাক্য হৌক আঙ্গা কতক
সুজ্ঞান—ঙ।

২৩ রীত—খ।

২৪ অরুণবরুণ ধিক—ঙ। ওরুনেমরুনে ঠিক—ক, খ।

২৫ বল—ঙ।

২৬ বহু বুদ্ধি অধিকন্তু বিজ্ঞাসচকিত—ঙ।

„ অধিকতা —ঘ।

বলবুদ্ধি অধিকতা বিজ্ঞা সূচনিত—চ।

২৭ প্রচারিল—ঙ।

২৮. রূপিল—খ, ঙ,

২৯ লহা হেম তাজে জড়া রহে দুই শিরে—চ। লোভে হেম-
তরাজুর রহে দুই শিরে—খ। রাহ —ঙ।

৩০ ফলে—খ।

৩১ ভাল-মন্দ যুক্তিকথা করহে দোসর—ঙ। ভাল-মন্দ গোপ্ত-
কথা যুক্তির দোসর—চ।

ভাল-মন্দ কৃতিকথা তাহান গোচর—খ।

৩২ মন্ত...ক, ঘ, মর্ত্য—ঙ।

সর্গ ১৭ জঙ্গীরাজ্য সম্বন্ধে গোহারী

- ১ এক—খ।
- ২ লইয়া লেখা বিবরণ—ক, ঘ। শিল্পে আসি ততক্ষণ—চ।
- ৩ গোপ ছোট হীন...ঙ। গোপ ছল হীন...ঘ। গোপ ছোট হীন...ক। গোপ চন্ন হিন—চ।
- ৪ সে সকল নর আসী অঙ্গে অঙ্গে মিশামিশি—ঙ।
- ৫ সাধ—খ।

,, ১৮ জঙ্গীরাজ্যের বিরুদ্ধে সিকান্দরের যুদ্ধযাত্রা।

- ১ অশ্ববার অঙ্গে শোভে লোহার যে বর্ম—খ। অশ্ব ছত্রবার অঙ্গে অঙ্গে লোহ বর্ম—ঙ।
- ২ প্রান্তরে প্রান্তরে বসন্ত শীঘ্রে মিশ্রকরধারী—ঙ। পশুরের পশ্বে গিয়া মিশ্রকরধারি—চ।
- ৩ সাবাসি করিল সব হৈল অগ্রগণ্য—ঙ।
- ৪ জঙ্গীসৈন্য সবে তবে পাইলেক বার্তা—ঘ।
... ... তার ... —ক।
- ৫ অস্ত্রকুল—ক, ঘ।
- ৬ বন্ধে—খ, ঙ।

,, ১৯ প্রভাতঃ প্রথম যুদ্ধারম্ভ

- ১ পুরিপ্রাণ—খ। যেন কাচ প্রায়—চ।
- ২ রুমদেশ নিসমিতে পাঠাইল সত্ত—ঙ।
- ৩ নানাভাষে সন্তোষ করিত সাহামন—চ
- ৪ কর্তনিতা—ঙ। মহাবলবন্ত—খ।
- ৫ মহন্ত—খ।
- ৬ সর্বনাশ না কর—চ।
- ৭ রক্ষা—খ।
- ৮ মন্দে মন্দ নাশএ—খ।
- ৯ না শোভে তোমারে—খ। যুক্ত নহে ভাল—চ।
- ১০ চুষে রক্ত...ঙ।

- ১১ অক্ষামিল—চ, ঘ, ঙ ।
- ১২ নামে সকল ত্রাসিত—খ ।
- ১৩ ভীতবাসি মন—ক ।
- ১৪ ভক্ষক নাম শূনিয়া ডরায়—চ
- ১৫ এক—খ । ধর্ম্ম স্মরি কর এক উপাএ সৃজন—ঘ ।
- ১৬ আগে শীঘ্র গেল—খ । আগে যদি আইল লইয়া—চ
- ১৭ পাছারিয়া—চ
- ১৮ দৈবে সন্দি হৈলে বন্দি রুমিগণ হাতে—ক, খ ।
- ১৯ শব্দে মহাস্ব হএ কাল—ঘ । সদৃশ হৈল কাল—চ ।
- ২০ চোরাসির—চ ।
- ২১ সম—ঙ ।
- ২২ উচ্চগর—ক, ঘ ।
- ২৩ মহাবীর্য—ঙ । ভূষ—চ ।
- ২৪ তাম্বুচুড় পাএ—চ ।
- ২৫ লোহাহস্তে—চ ।
- ২৬ হস্তির—ঘ ।
- ২৭ দর গাটি দিয়া—ঘ । ভুরু গাটি দিয়া—চ ।
- ২৮ উডকীকজিমো হিরি অস্ত্র অবরণ—ঙ
উত্তকাকাছিমছিরি অস্ত্রবরণ—ঘ ।
- ২৯ সারসক্র হেন—ঙ । সালপত্রছেগদন্ত—ঘ ।
- ৩০ পাওপুনি রক্ষিবা তুমি—ঙ ।
- ৩১ সাহা বেকাবেতে—চ ।
- ৩২ জঙ্গির—চ ।
- ৩৩ দর্প করি অতি বেগে ধাইয়া আসএ—ঙ ।
- ৩৪ ঘনান—ঘ । আসি গজিয়া সঘন—চ ।
- ৩৫ বজ্রসম গদামারি উড়াই ফেলিল—চ । লৈল—ঙ ।
- ৩৬ বিক্রম—ঙ ।
- ৩৭ আগুয়ান—ঙ ।
- ৩৮ সিকান্দর মেহ তার কাটিল শরীর—গ ।

- ৩৯ যথ ছিল—ক, ও ।
 ৪০ প্রেতসমী বৈরী—ঘ ।
 ৪১ উল্লসিত সর্বজন—ও ।
 ৪২ প্রচণ্ড প্রতাপ—গ ।
 ৪৩ শাহা সিকান্দর সৈন্তে—গ ।
 ৪৪ বজ্র—চ ।
 ৪৫ দশ—গ ।
 ৪৬ ষষ্ঠ—ঘ ।
 ৪৭ অশ্বপৃষ্ঠে—ও ।
 ৪৮ তারে দেখি সিকান্দর আইসে শীঘ্রগতি—ও ।
 ৪৯ চড়াইয়া—ঘ, জিরাইল চড়াইল—গ ।
 ৫০ পোলাদের—গ । কর্দমচর্মর যে—ক ঘ ।
 ৫১ লাবেক—ক, ঘ । নাবোক—ও । চাবুক . গ । বুক—চ ।
 ৫২ নুপ ডাক ছাড়ি—গ । সিকান্দর সাক্ষাতে আসিয়া
 মহাবৈরী—চ ।
 ৫৩ . বাজ—ঘ ।
 ৫৪ উফারি পড়িল খাণ্ডা নুপতির টোপে—গ, ও । উপরি
 পরিল খাণ্ডা সার পাত্র টোপে—ক ।
 উপরিল খাণ্ডা সার পত্র টোপে—ঘ । উড়িয়া পড়িল
 খাণ্ডা সার পাত্র টোপে—চ ।
 ৫৫ তাহাকেহ সিকান্দর স্বর্গ প্রহারিল—গ ।
 ৫৬ দেখে—গ
 ৫৭ দেখিতে প্রভাতে মোর রজনী পলাএ—ও ।
 ৫৮ সত্যকবি—ক, ঘ । কহিয়া—চ ।
 ৫৯ গুণের—ও । রসের নাগর—চ ।
 ৬০ প্রকীতিত—ও ।

দগ' ২০ প্রভাত : যুদ্ধারম্ভ

- ১ বানা—ক ।
 ২ পালটাই পালঙ্গ—চ

- ৩ ভূমিশির দিয়া—গ। ওক প্রবেশিল রণের তরঙ্গ—চ।
- ৪ সবে আছে পাশ খর্গঘাত—গ। সবে পাছে পাছে
খর্গঘাত—চ
- ৫ দোলাইতে—গ, ঙ।
- ৬ পড়িল চরণ—চ।
- ৭ সাহার আমল করি সার—ঘ।
- ৮ হীন আলাউলে কহে ভাল কৈলে ভাল হএ মন্দে মন্দ না
যাএ খওন।

সর্গ ২১ সিকান্দরের জন্ম লাভ ও ধন প্রাপ্তি

- ১ অমূল্য স্থাপনা—ঙ। লক্ষ কোটি সোনা—চ।
- ২ কোটি দিব্য মূল্য বহু অঙ্গুরী—ঘ।
রাখিল আনিয়া সব পরিপূর্ণ করি—চ।
- ৩ দেখি অতি খণ্ড হেমরজতের স্তম্ভ—ঘ, ঙ। লক্ষ লক্ষ কোটি
ছিল রজতের স্তম্ভ—চ।
- ৪ গাড়ি—ঘ।
- ৫ যত্নজালে বাজাইব সর্ব—চ

” ২২ দারার সঙ্গে বিরোধের সূচনা

- ১ রুদ—গ।
- ২ জিনিয়া অমরাবতী—গ।
- ৩ হিলি নানা—গ।
- ৪ অমূল্য—ঙ। আগর—চ।
৫. না শুনিলু স্রবচন, আশীর্বাদ ভাগী—চ। আশীর্বাদ না
পাইলুং মধুর বচন—গ।
৬. হইল এহি রিত—গ।
- ৭ সপূর্ণ চরিত—গ।
- ৮ করিতে—ঙ।
- ৯ অবলক বিসিত—ঘ। অশক মিশ্রিত হৈলে—ঙ। অর্ধেক
মিশ্রিত কালিম উজল—গ।

- ১০ পাঠাইয়া নাহি দিল—চ।
- ১১ সূচ্যারু—চ।
- ১২ ফিরে বিপিন মাঝারে—ঙ। ভ্রমে বিপিন মাঝারে—চ।
- ১৩ পক্ষী—ঙ।
- ১৪ ভিতর—ঙ। উপর—চ।
- ১৫ গীমে পিটাপিট জন্ম করে কাটাকাট—চ, জ।
গীমে গীমে বৃকে বৃকে চঞ্চু কটাকট—ঘ।
- ১৬ প্রতিক্ষণে .. ঙ।
- ১৭ বহল আদর করি করাইলা ভোজন—জ। সহোদ সঙ্করে
সব করাই ভোজন—চ। সুপসত্য ঘটরসে করাইলা
ভোজন—ঘ।
সুপদর্পে যুড়ে সাজ করিয়া ভোজন—ঙ।
- ১৮ সে সবেরে সন্তোষিয়া অতি মহাচিত্তে—ঘ। সরাবে কবাবে
মন সন্তোষিয়া—চ।
- ১৯ ভিতে—ঘ.জ। স্নিত—চ।
- ২০ শৃঙ্খর—ঘ। সে না পাইলুং শিরে তাজ স্বর্গের উপর—ঙ।
- ২১ লঘু ভিক্ষুকেরে কর কি লাগিয়া দিমু—ঘ.ঙ। লগ্ন
ভক্ষকেরে—চ।
- ২২ আপনার মান জেন আপনে নাসিব—গ,
... .. ক্রুরপে জানাইমু—ঙ।
- ২৩ গৃহে আনিবারে—গ.ঙ।
- ২৪ আক্সা প্রতি জয় দিছে—ঘ।
- ২৫ সমস্ত একহিত—ঘ। শ্যামল এক চিত্তে—চ।
- ২৬ অনেকেরে করে অল্প ছত্রকার বত—চ।
- ২৭ আশা কর—ঘ, ঙ। আশা করি—চ।
- ২৮ করদার—ঙ।
- ২৯ বিধি পুরাউক তোমা মনে যেই সাধ—গ.চ।
- ৩০ নিজ—চ
- ৩১ আর করিব কোণে—গ।

- ৩২ জজ্জিমেষ শ্রোত রণে ন লড়এ গিরি—ঙ । যদি মহাশ্রোত
জল ঢালএ যে গিরি—গ ।
- ৩৩ শরীর সমর্থ বেদ কি করিতে পারি—ঙ ।
- ৩৪ ব্যগ্রতা—ঙ ।
- ৩৫ মিলিব আসিয়া—ঙ. গ.
- ৩৬ মারিয়া লইমু—গ । করিয়া অগ্রগণ্য—ঙ ।

সর্গ ২৩ দর্পণ আবিষ্কার

- ১ অনুদিন—ঙ ।
- ২ শুভ—ঘ । শ্রোত—ঙ ।
- ৩ জুতিবস্ত—গ । জুতিমন্ত স্বর্গেত—ঙ ।
- ৪ শুভ—ঘ । জুতি—গ ।
- ৫ কাঁচে কাঁচে চারি গুণ ফটিকে পাসান—গ ।
কাঁচে কাঁচে ফটিকে পাষণে চারিখানে—চ ।
- ৬ দস্তে—ঙ ।
- ৭ জ্ঞানিক বেকত—গ ।
- ৮ গোরাজ্ঞান—ঙ ।

২৪ দারার রায়বার

- ১ শুভের—ঙ । কারণ—গ ।
- ২ নামের কারণ—গ.ঘ ।
- ৩ বক্তা—চ ।
- ৪ বচন—ঘ ।
- ৫ তত্ত্বজ্ঞান—গ । অনুজ্ঞান কার্যেত—ঙ । একবার জিনি-
লেক সাহসে সর্বথা—ঘ ।
- ৬ কর দিয়া না পাঠাও গর্ব কিবা মন—গ ।
- ৭ জলিয়া—চ ।
- ৮ উচ্চ বাক্য—ঘ । উন বাক্য—গ । উন্নবাক্য—চ ।
- ৯ ক্রমত হেনরু নানা দ্রব্য পূজিত—গ । ক্রমেত হিমের খানে
বিধি নিম্নোজিত—ঘ । ক্রম তাহা মহ খানে—ঙ । বামতা
হিমের ক্ষীণ—চ ।

- ১০ না লাগে মত—ঙ। আর ন কহিয় মোকে—গ।
- ১১ খলের বচনে মাত্র—ঙ। তুষ্টমাত্র—ঘ।
- ১২ সীমাতে—গ।
- ১৩ নিঃস্বার্থে কমল কর—ঘ। নিঃস্বার্থে হইছে—চ।
হইব—গ।
- ১৪ পরবিস্ত চিন্তে কার লোভদ না হেরি—গ।
- ১৫ আমি লইমু—ঙ। প্রাণ সে মারিয়া লৈম সেই বনে
দেশ—গ।
- ১৬ কিছু হৈছে—চ। যে না হএ কর্ণগত—ঙ।
- ১৭ কথেক ভাজন—ঘ। না হৈব ভাজন—গ।
- ১৮ সাতগুণ—চ। দশগুণ—গ।
- ১৯ বাপেহ—ঙ।
- ২০ চলি যাও বচন হৈল অবশেষ—ঙ।
... ... কহিয় —গ।
- ২১ দৈব—ঙ। বায়ু—চ
- ২২ এ দুটো চরণ কেবল ‘গ’-এ রয়েছে। মূল পাঠ অটট।
- ২৩ চিন্তে আগে—ঘ। এড়িল—গ।
- ২৪ শশী—গ।
- ২৫ চাহে—ঙ।
- ২৬ আজ্ঞাদিল—ঙ।
- ২৭ মণ্ডল—গ।
- ২৮ অবিলম্বে ...তুরমান—গ। বিজ্যাগতি—চ।
- ২৯ চৌগান মারিয়া তুলি গেয়ান—গ।
- ৩০ কমি—ঙ।
- ৩১ নমরাজ মজলিস গুণের গুজান—গ।
শ্রীমন্ত মজলিস নবরাজ মহাশয়—ঘ।
- ৩২ কীতি রহএ—ঘ।

সর্গ ২৫ দারার যুদ্ধ যাত্রা

১ যুদ্ধ সজ্জা—গ।

- ২ বোগদাদ স্থান—চ। গোর আদি দেশ জ্ঞান—গ।
- ৩ খজির খিজির—গ।
- ৪ পছেত চলিতে—ঙ।
- ৫ লোহময়—ঙ। হেমময়—চ।
- ৬ বর্মে নানা অস্ত্র মিলি—গ। ক্রমে সাজ বহ মিলি—চ।
বর্মে শোভে বহ মণি—ঘ.ঙ।
- ৭ নাদে বাদি খুরসিবেত প্রচুর পর্বত করএ খুলি—গ।
- ৮ ত্রাস পাইল—গ।
- ৯ আইল সে রুমের স্থান—গ। মেলে রুমের ঘনান—ঙ।
- ১০ মোহন—ঙ। পুরণ—চ।
- ১১ কিরীতি জগত—ঙ। কীর্তি ভুবন পুরণ—গ, ঘ।
কীর্তিযশ দেশ পুর—চ।

সর্গ ২৬ দারার অভিযান

১. চিত্র—ঘ।
- ২ এমন যামন—ক, ঘ, ঙ।
- ৩ শোক—ঘ।
- ৪ আইল সব—গ।
- ৫ দূর পছে ঘর্মশ্রান্ত আইল সব সেনা—গ। শ্রান্তযুক্ত সর্ব
সত্ত সেনা—ঙ। .. ঘর্ম শ্রান্তযুক্ত—চ।
- ৬ সাহা আসি—ঙ। সাহা শিঘ্র—গ।
- ৭ অর্জা—চ। গোটক (ঘোটক) —ঙ।
- ৮ আলখি—গ।
- ৯ সাজিয়া—ঙ।
- ১০ ...রূপতি কৈল আস—ঙ। খর্গ না ধরিও মনে কল্যা প্রতি
আস [প্রত্যাশ]—চ।
- ১১ অপযশ অধর্ম ভাসিব মন মাঝ—চ। অকৃতি অধর্ম মনে
ভাবি চাহ লাজ—গ।
- ১২ তার পাটে তুন্ডিত না বৈস কারি লৈলা—গ।
- ১৩ তার সঙ্গে কলহ করিলে নাহি ফল—চ।

- ১৪ তাহাতে তোমার কিবা—গ। অপকীতি—ঘ। অশ
বিত্তি—ঙ। অপব্যক্ত কথা—চ।
- ১৫ কথা কৈলা—ঙ।
- ১৬ সে সঙ্কভাবে—গ।
- ১৭ যথ অহঙ্কার কৈল যাইব যম ঘর—গ।
- ১৮ নাহিক অকৃত—গ। লোক হরষিত—চ।
- ১৯ অপকীতি—ঘ।
- ২০ আছে আশ্রয়—গ।
- ২১ রুমের বাহির হৈল সাজিয়া সত্তর—গ।
- ২২ হস্তী—গ, ঙ।
- ২৩ লুকিত—ঙ।
- ২৪ তার পাছে এক এক সুরঙ্গিমর ধজ—চ। তার পাছে
তোপ—গ।
- ২৫ নানা বর্ণ নানা সব রক্তনে জড়িত—চ। বস্ত্রে রক্তে
রজতে—ঙ।
- ২৬ হেতু—ঙ।
- ২৭ পহরের অন্তরেতে বানা করি দৃষ্টি—চ। পশু কিবা না হস্তে
পরে দিষ্ট—গ।
- ২৮ পাতাল—ঙ। পবত ন দিয়া আছে—গ।
- ২৯ খেনে মিষ্ট ভুঞ্জে খেনে কেহ কোলাহল—ঙ। ...হলাহল
—ঘ।
- ৩০ ধীর—ঙ চ।

সর্গ ২৭ দারার মঞ্জনা সভা :

- ১ সৎ—ঘ।
- ২ বর্ণ করি—ঙ। বদ্ধ কবি—ঘ।
- ৩ সিদ্ধ হইয়া—ঘ।
- ৪ সবে কবে নাহিত—গ।
- ৫ সুভ জয়—চ, শূনি জএ—গ।
- ৬ বাক্য শুদ্ধি—চ।

- ৭ যমরূপ যমেরত পাইয়া সান্ন বার্তা—চ।
- ৮ মহামানি—ঙ। মহামনি—চ।
- ৯ করিব প্রকট—ঙ। করি মন্ত হেট—গ।
- ১০ কেয়াসের পাটে—চ।
- ১১ চলি যাও ঘর—গ।
- ১২ যুক্তি মনে ভাবি—ঙ। এহি ঘৃণা না ভাব—গ। এই ঘৃণা মনে তাজি—চ।
- ১৩ মন্ত—গ।
- ১৪ বলবন্ত সাহসের দশগুণ দর্পে—চ। শতগুণ দর্প—গ।
- ১৫ যেই বরবীর বাজে সহস্র করে রণ—ঘ। যেই হস্তে করে রণ—গ। হেন হস্তে যার রণ—ঙ।
- ১৬ বুধ—গ।
- ১৭ হেন সংগ্রাম আরতি—গ। এসব কহিবা—ঘ। এমতো করিবো—চ।
- ১৮ নিজ হিত লাজ—গ।
- ১৯ ক্ষুদ্র বল হইয়া এথেক দর্প করে—ঙ।
- ২০ বীর হই—ঙ। এ সকল বীর সঙ্গে—গ।
- ২১ ক্রীতি—ঙ।
- ২২ মাত্র—গ.ঘ.। যুক্ত—ঙ। কহে—চ। বুধ—গ।
- ২৩ ধনপ্রাণ তিলেকে মহত্ব নাশ পাএ—গ। তিলে ধনপ্রাণ হানি মহৎ নাশয়—চ। আদি মহন্ত না যাএ—ঙ।
- ২৪ পুত্র ভ্রাতৃক রএ—গ। পুত্র ভ্রাতুর—চ। পুত্র ভ্রাতুর (?)।
- ২৫ মনে ভাবি—ঙ। আন ভাতি করিলেক—চ.
- ২৬ কথ্য—ঙ।
- ২৭ নৃপতির—ঙ।

সর্গ ২৮ সিকান্দরের নিকট দারার পত্র

- ১ সকল অঙ্গের—চ।
- ২ ভাবি দেখ নিজ মন—গ।
- ৩ এই ভাবি কুমতি রচিল—ঘ।

- ৪ যদি ডজ রাগে—গ। যদি হএ তেজহ বেগে—ঘ।
- ৫ বীর্য—ঙ।
- ৬ গ্রাসিবে—ঙ।
- ৭ তুৰক—চ। উকবাণ—গ।
- ৮ মর্ম ভেদি না রহে জীবন—গ। মর্ম—ঙ। রম্মা ভেদি না
হর জীবন—ঘ।
- ৯ ধনু তোর বান্ধি গলে যদি ভেট পদতলে—ঙ।
- ১০ পলকের—ঙ।
- ১১ রহে উপক্রম—চ। উত্তর কাম—ঘ। উপস্থিতে কাম—ঙ।
- ১২ নিকপটে লহ শরণ—গ।
- ১৩ গর্ব করি—গ।
- ১৪ না করি—গ।
- ১৫ পাছে কৃত অনুকপ ফল—ঙ। তার অনুকৃত পাইছে
সর্ব—গ।
- ১৬ পত্র মোর পড়ি চাও—ঙ। নিজ গুণ যদি চাও—গ।
- ১৭ বীর ধীর—ঙ।
- ১৮ তেই জিজ্ঞাসা বারে বারে—ঘ।

সর্গ ২৯ দারার পত্রের উত্তরে সিকান্দর

- ১ সকল ব্যাপিত সে আলাম যথ ইতি—গ। সকল ব্যাপিত
ওনেক সর্বহোতে সর্বঘটে বেয়াপিত আন সর্ব হৈতে—চ।
- ২ তাহার কারণে প্রভু স্বজিলেক নব—ঙ। মহীমুখ—চ
- ৩ তাবহিত—গ। ভ্রমর—চ।
- ৪ বিজ্ঞমান—ঘ। স্মৃৎমানে...অতি—চ।
- ৫ সেই যে কয়েছে উচ্চ গর্ব কিবা মনে—গ।
- ৬ ...তার উন নহে বল—চ। নিছে তার যোজ্ঞ নহে
বল—গ।
- ৭ ক্ষেমা না করিলে তুমি পাছে পাবে দোষ—গ, চ।
- ৮ গর্ব না করিয়া—গ, ঘ।

- ৯ আহার্মান যথেক নগর—ঙ । .. এ সকল যথ গর্ব কর—গ ।
 .. আহার্মান সমস্ত গরব—চ ।
- ১০ মুম্বিন দিনে সকল আনিব—গ ।
- ১১ স্মরি মনে—ঘ ।
- ১২ কাফির বিনে আনি—ঘ । কাফির সব আনি—গ ।
- ১৩ মনে ভাব কেনে—গ । না ভাবিও মনে—চ ।
- ১৪ আছি এ কাননে—গ ।
- ১৫ দুই দিকে দুই ব্যাঘ্র মধ্যে দ্বগ এক—চ ।
- ১৬ এখানে ‘গ’-এ ছয় চরণ অতিরিক্ত পাঠ আছে । তা
 ‘দারা সিকান্দরের রণ’ নামের সর্গে বিধৃত হয়েছে ।
- ১৭ শিশু—চ । সিল—ঙ ।
- ১৮ মুখের আখের—ঘ । ব্যাঘ্রের আখোট নীতি—ঙ ।
 আহার—চ ।
- ১৯ আপনার স্থানে . মতে—গ । ...ভিতে—ঘ । আপনার
 ক্ষেতি—চ ।
- ২০ কুল—ঙ । দল—গ ।
- ২১ রসুদিশ—ন.ঙ । পুণ্য যশদিশ—চ ।

সর্গ ৩০ দারা সিকান্দরের রণ

- ১ স্বর্গ—গ ।
- ২ বঙ্গভাষে কহিলেক—গ । বাস্তায় কহিল গতি—চ ।
- ৩ দড়াইল অতি—ঘ ।
- ৪ বিচিত্র সূসাজ—খ ।
- ৫ একক্রমে রণ পশু সবে দেখাইল—গ ।
- ৬ কৃপালের দ্বার—খ ।
- ৭ ধূলি—ঘ, ঙ ।
- ৮ খাপুয়া জমধর—ক, গ । খাসুয়া জমধার—খ ।
- ৯ পড়ে খণ্ড খণ্ড—ঙ ।
- ১০ কার কুন্ত বিদারিয়া মহাত্মানে ধাএ—গ ।
- ১১ উভাঙ্গে—ক ।

- ১২ মএ মত্রে—গ।
- ১৩ বিলত—গ।
- ১৪ ‘গ’-এর ২৩ ক—খ পত্রের অতিরিক্ত পাঠ। এর প্রথম ছয় চরণ পাওয়া গেছে ‘দারার পত্রের উত্তরে সিকান্দর’ নামক সর্গে। সে সর্গের ১৬ সংখ্যক পাঠান্তর দ্রষ্টব্য।
- ১৫ যে আছিল বলিল বনের শূখাস্বত্রে—ঙ।
- ১৬ বীর—ঙ।
- ১৭ বহমান ভুজ আগে প্রবেশিল রণে—ঙ। বহমানি সৈন্ত আগে প্রকাশিল রণে—গ। বহমানি ভুজ আগে প্রকাশিল রণে—ঘ। বহমান ভুজ আপে প্রকাশিল রণে—খ, চ।
....আগে—খ।
- ১৮ রুমিবীর করিলেক অন্ত—ঙ।
- ১৯ রঙমএ কৈল—গ। .. নদী হস্তী হাটি শির—ঙ। রক্ত বহাইল—চ।
- ২০ ...নিজ ভাগ্য লক্ষ্য করি—খ। রণে প্রবেশিল যেন প্রচণ্ড কেশরী—গ।
- ২১ বাহারিয়া—গ। বায়রি—খ। ভাওরিয়া—চ।
- ২২ যুদ্ধ করি মারিয়া যুচাও সবকাল—ঙ।
- ২৩ আগে—ক, ঘ।
- ২৪ মহামহা—খ।
- ২৫ ইচ্ছিতে—ঙ। ইচ্ছিতে—চ।
- ২৬ রুমি সৈন্ত—চ, ঘ।
- ২৭ বহল পড়িল অগ্রগণ্য,— ঘ, চ।
- ২৮ রুমিগণ—চ।
- ২৯ অধিতে পড়এ যেন—খ।
- ৩০ প্রকাশে নয়ান—ঙ।
- ৩১ বিশ্বয়—খ।
- ৩২ সেকান্দর শাহা দেখি রুমবীরগণ—গ। .. সকল বীরগণ—ঙ।
- ৩৩ অন্তগত—গ। অন্তাগীত—ক। অন্তমিত—চ।

- ৩৪ কোলাহল—গ, ঙ।
 ৩৫ সমপঙ্খ—ঘ। সময়ে প্রত্যাহ দুই—খ। সমপর্ষ দুই
 বীর—ক। সত্য অতি—ঙ। সমন্তএ—গ।
 ৩৬ চশা—ঘ। প্রতি—চ।
 ৩৭ যুক্ত—চ। মন—খ।
 ৩৮ সতন্তরে দিবা—গ। সন্তোষে তুসিবা—ঙ।
 ৩৯ দধি—ক। ৩৯ ক—দেশের—চ।
 ৪০ জগপূর্ণ রহিলেক তাহান বাখান—গ। রহে রসের
 বাখান—খ।
 ৪১ ভাঙ্গি মনের সন্দ রহৌক আনন্দ—ঙ।

সর্গ ৩১ দারার নিধন।

- ১ যার গন্ধ বহএ না রএ চিরদিন—ঙ।
 ২ সেবা—ঘ।
 ৩ গন্ধবেরে—ক, খ, ঘ।
 ৪ লুকাইল সিকান্দরে শীতল শশধর—গ। সত্বরে লুকিল
 জান—ঙ।
 ৫ ভ্রমাইয়া—চ। স্তপদিয়া—ক, ঘ। স্তোক দিয়া ?
 ৬ নানা অস্ত্র বাণা ছত্র করে সৈন্ত সাজ—চ।
 ৭ দিব্য ধনু টোন হস্তে দিব্য দুই বাণ—খ, চ।
 ৮ আপনে মধ্যে রহিলেক সৈন্ত সষোদিয়া—গ।
 ৯ আকাশ অবধি দিকে—ঙ। অকালের বর্ণ যেন—গ।
 কাঁশ কর তাল্ শব্দ—চ।
 ১০ স্রর কম্পমান প্রকাশিত হস্ত পাও—গ। বীর কম্প প্রাএ
 প্রকম্পিত—ঘ। বজ্র কাষ্পে প্রবল—চ।
 ১১ ধূম্রয়ুটি—খ, ঙ। শরয়ুটি—চ।
 ১২ দুঃখিত—খ।
 ১৩ ইরান—গ।
 দুই হস্তে খর্গ ধরি সিকান্দর বীর }—গ।
 ১৪ সর্ব সৈন্ত কাটি পাড়ে অক্ষত শরীর }

- ১৫ পসর—ঘ। অসিধার—গ। পরস্পর—ঙ। সফর—খ,
জামফর—চ।
- ১৬ দীপ্তরূপ—চ।
- ১৭ নিজ হস্তে বহু সৈন্য ঘালে—গ। হস্তে বহু কাটে—খ।
সাহার বহুল সৈন্য দলে—চ।
- ১৮ ভাঙরি—চ। বাহড়ি?
- ১৯ চিক্কা ছাড়এ—ক, গ। চিকরি কাড়এ—খ। চিকারিয়া
ধাএ—চ।
- ২০ ঠেলি—খ, গ। দিয়া হস্তে তালি—ঙ।
- ২১ ভদ্রকালী—গ, ঘ, চ।
- ২২ দৃষ্টি প্রাণে নাশে—চ। দিষ্টি পশ্বে নাসে—গ।
- ২৩ অর্ধ সৈন্য মারহ বেড়িয়া—খ।
মধ্য ও।
- ২৪ একত্র হইলা—ঙ।
- ২৫ এর পরে 'চ'-এ বারোটি প্রার্থনামূলক চরণ রয়েছে,—যা
ক, খ, গ, ঘ, ঙ-তে নেই। প্রক্ষিপ্ত বলে বাদ দিলাম।
- ২৬ 'কাঞ্চুকি—ঙ। হতমতি—ক।
- ২৭ পড়েছে একসর—গ। রহিছে একসর—ঘ। শূতিছে
নরেশ্বর—ঙ। শূইছে রাজেশ্বর—চ।
- ২৮ ভূমিখাটে—খ, চ। ভূমিপাটে—ঙ।
- ২৯ মাগু—খ, গ।
- ৩০ অক্ষ্যামিয়া—চ।
- ৩১ ভুঞ্জ তুমি মোর—ঙ। দহিতে চাহএ—ক।
- ৩২ শীঘ্বে—চ। শোকে বিনাসএ তাজ—খ।
- ৩৩ লৈক্ষ্য—ক, ঘ। লোম—চ।
- ৩৪ মোর—খ, গ। আশা—ঘ।

সর্গ ৩২ শ্রীশান বৈরাগ্য

১ 'চ'-এর পাঠ বিকৃত।

সর্গ ৩৩ জীবন-ভঙ্গ

- ১ ভোর হএ আন—খ। জ্ঞান ভাবয়ে আপন—চ। মনভাব
আপন—গ।
- ২ রহক অন্ততা হই—গ।

সর্গ ৩৪ সিকান্দরের প্রতি জ্ঞানীবৃদ্ধের হিতকথা। [নীতিভঙ্গ]

- ১ অনেক—চ। অলেখ—খ।
- ২ পিরীত—গ।
- ৩ গীতল—ক, ঘ। শিথিল ?
- ৪ আগে—ক, খ, ঘ। মিলাইল—ঙ।
- ৫ সঙ্কট যত হয়—চ।
- ৬ সহস্র—ক, গ, ঘ। শাহা হস্তে যুঝে নূপ—চ। সহস্রে—চ।
- ৭ সকলে করিব—গ।
- ৮ থিক—ক।
- ৯ না মরএ—গ, ঙ, চ।
- ১০ ধর্ম—গ।
- ১১ নাবউক—খ, ঘ, ঙ।
- ১২ মনএ—খ, ঙ। গুণি মনে সর্ব সৈন্ত ধায়—চ।
- ১৩ দারার সমান—চ।
- ১৪ অনীতি—চ। অনেক—গ। অনিত—ক, খ। অমিত ?।
- ১৫ নাম পুস্তখ্যান নাহি কিছু দ্রব্য লাভ—গ। নামপূর্ণ বিশ্বধর্ম
নাহি কিছু লাভ—চ।
- ১৬ কাননিক—ঘ। কানলিক—গ। কালকবির—খ।
- ১৭ হলধর কমিক গুণীন সৃজন কবির—ক। সৃজন বীরে
হামলে হইছে গ্রহণ—গ। সৃজন বোবন্ন—ঙ।
- ১৮ ঝটি হএ—গ।
- ১৯ কদর্য নাশিয়া হউকভাবে মোন পুরা—চ।

সর্গ ৩৫ সিকান্দরের ইসলাম প্রচার।

- ১ সব—গ। শূদ্ধ—ঘ।

- ২ শূনি বিবরণ—গ, ঙ। শূনিয়া সঙ্ঘর—ক। শূনিয়া
বিভোর—খ।
- ৩ যার কেহ না রহিত—চ।
- ৪ রাজ্য পাইয়া—ঙ।
- ৫ স্থল বিন জিনগণ—চ। শূত্র জীক্ষু পীন ঘন—ঙ। শূত্র বিনু
পীনগণ—খ। স্তবর্ণ বিলাসীগণ—ক, ঘ। স্তবর্ণ
বিলেপি ঘন—রুঙ্গগীতে রামা গণ—গ।
- ৬ এর পর 'চ'-এ চার পংক্তি অতিরিক্ত পাঠ রয়েছে, যা ক, খ,
গ, ঘ, ঙ, পুথিতে নেই। এ নিশ্চিতই বটতলায়
সংযোজিত।

সর্গ ৩৬ মাম্মাবীর যুদ্ধ।

- ১ আজবোজ্জেতে—খ, ঙ। আরজদেশেতে—ঘ। আজবা-
দেশেত—গ।
- ২ টান—ঘ, চ।
- ৩ রাজেশ্বর—ক, ঘ।
- ৪ টোনাবিষ্ঠা—ক, ঘ। বৃদ্ধ—গ।
- ৫ সর্প—খ।
- ৬ বিরোদিয়া—খ, গ। নিক্কপিয়া—চ।
- ৭ জগভন্নি কীরিতি রহিব মনুরম—ঘ।

,, ৩৭ সিকান্দরের ইম্পান প্রবেশ।

- ১ তুলি—ক, খ, ঘ। তুলং—চ।
- ২ শূদ্ধ—চ।
- ৩ পরিজলগরবন্দ—খ। নরবন্ত—ক, ঘ।
- ৪ মাত্তবন্ত—ক, ঘ। মনধল—চ।
- ৫ পুরস্কার—ক, ঘ। দিব্যজল উপকারী—খ। দিব্যস্থলি
উপকারী—গ, দিব্যস্থল উপকারী—চ।

- ৬ রহিলা আশ্রম করি—ঘ ।
 ৭ হৃৎকণ্ঠে—ক ।
 ৮ কাতর—চ ।

সর্গ ৩৮ সিকান্দর রৌসনক বিবাহের উত্তোগ

- ১ বাঞ্চিল সত্তর—ক, ঘ ।
 ২ সজ্জা—ঘ । সত্য—ক ।
 ৩ আসনে—চ । বন্ধনে ক, ঘ । শব্দ কায়ানি বন্দনে—গ ।
 প্রসাদ করি জোগ আনিআ বসর্থনে—খ ।
 ৪ দেখিতে—চ ।
 ৫ ‘চরণ যুগল’ কেবল ‘গ’-এ আছে ।
 ৬ যাবত সবার যে সকল সান্তাইয়া—ক । ... শোকানল শান্ত
 পাইল—খ ।
 ৭ এই বজ্র যুদ্ধ গতি—ক, ঘ ।
 ৮ দয়া—ক, ঘ ।
 ৯ যোগ্য পরশিল—ক, ঘ । স্ত্রী পরমির তাজ—খ ।
 ১০ হৈব—গ । আর—চ ।
 ১১ মাণ্ড—ক, ঘ ।
 ১২ পাই—চ, ক, খ, ঘ ।
 ১৩ বারেবার—গ ।
 ১৪ নগরে চাতর—চ ।
 ১৫ মজবাত চুয়া—চ । চন্দন—গ ।
 ১৬ সিলিকার কুঙ্কম চটকে করে বজ—গ ।
 সিলিকারি কুঙ্কম ছিটএ কার রজ—ক ।
 সিলিকারে কুহকে ছিটকে বারে রজ—ঘ ।
 সিলিকারে কুহ করে ছোট করে রজ—খ ।
 ১৭ হরুশুল—চ । হলুশুল ?
 ১৮ সুরুচির—চ ।
 ১৯ উগরএ—খ । উভরায়—চ ।

সর্গ ৩৯ । সিকান্দর-রৌসনক বিবাহ ।

- ১ 'ক'-এ একটি ধূয়া আছে : হকিম্বারে আএ গাহ গাহ
আনন্দ দুঃখি, আনন্দ সাহানা নারে ।'
- ২ কপালে সুবর্ণ সেহরা পবিত্র মুকুতা ঝাঝা—ক, খ । পবিত্র
মুকুতা তাতে—গ ।
- ৩ বাণী—খ ।
- ৪ ঝালর ভাএ—খ । মুক্তাদাম বলকএ—গ ।
ঝলএ তাহে—ক, ঘ ।
- ৫ কর্জ শ্বেত মান—চ । কর্জ শ্বেতমান ?
- ৬ বয়সী সব বেড়ি—ক । রূপসী সব বেড়ি—ঘ ।
- ৭ চমকে সুবর্ণ পাত্র—চ ।
- ৮ শূক—ক । সুর—গ, ঘ । শূর—চ ।
- ৯ নানা গন্ধে—চ
- ১০ ধরি ধরি—গ, চ ।
- ১১ সর্বজন—চ
- ১২ ভারে ভার—গ । পুনি হয় ভার—ঘ । শূত্র হএ পুনি হৈল
তার—ক । শূত্র হৈলে পুনি পুনি ভরে—চ ।
- ১৩ জানে শ্রবণ লোচন—ক । ধত্র ধত্র শ্রবণ লোচন—চ ।
ধত্র মনে নয়ান শ্রবণ—গ ।
- ১৪ হুপতির—ক, ঘ ।
- ১৫ নবরাজ মজলিস সজ্জান—ঘ । নবরাজ মজলিস জান—চ ।

,, ৪০ । বিবাহানুষ্ঠান ।

- ১ দিব্যস্থলে হরিষ অন্তরে—চ ।
- ২ রাজ-কর্ম—ক, ঘ ।

,, ৪১ । ক'নের রূপ ।

- ১ বিনী বিরাজিত কুসম রচিত—চ ।

২ সঘন জিনি জলমল বেণী—গ । সঘন তমিনী ঝলমল জিনি ।
সঘন তমিনী ছলমল জিনি—চ ।

... ..ঝলমল জিনি—ক ।

৩ মহাশিব কলসুর গুরু তল—ঘ । মোহসি সফল সুর গুরু-
তল—ক । মোহসি সফল সুর গুরুতুল—গ । শিরেত
সিসুর সুর গুরুতর—চ ।

৪ আজ নিরঞ্জন—ক ।

৫ ভুবসুগ—ক, গ ।

৬ কোটি—ক, ঘ ।

৭ বিছট—চ ।

৮ বাজি—গ । বন্ধন—চ ।

সগ' ৪২ । ক'নে সমর্পণ ।

১ জ্যোতির্ময়—চ ।

২ হইল তোমার মোর—ক, ঘ ।

৩ নারীর—গ ।

৪ শুদ্ধ সেবা—গ ।

৫ যোগ্য—ঘ, চ ।

৬ গোয়াই—ক, ঘ । গোসাই—চ ।

৭ শূভ সূতি যেই সে নর স্বামী—গ ।

৮ অন্তস্পৃট—ক, গ, ঘ ।

৯ হীন মতি—চ । অন্নমতি—খ, গ ।

১০ ঘন—গ । রসঘর—ক, ঘ ।

১১ কি কহিব কখন—গ ।

১২ বাপের—গ, ঘ ।

১৩ এখ রাজি বঞ্চিলা—ক । সর্বরাজি ভুঞ্জিয়া—চ ।

১৪ নরক নায়ক দুহ সঙ্কর পার্বতী—গ । নতু এক দোহ

বেন—চ । ...কায় কিবা—ক ।

সর্গ ৪৩ । রৌসনক'র মুকছুনি যাত্রা ও সন্তান লাভ ।

- ১ কহে বাক্য আপেত—ক, ঘ । এক বাক্য—চ । এহি বাক্য—খ ।
- ২ যদি বা সে কহএ—গ । যদি করে কথ হএ—ক, ঘ । যদি তোমা কৃপা হয়—চ ।
- ৩ কেহ—খ, গ ।
- ৪ নানান বিশেষ—খ ।
- ৫ সুসঙ্গে—ক, ঘ । সুচন্দএ—খ ।
- ৬ আশে তালুক দ্রফর—খ । আশে যথেক আরম্ভর—ঘ । আর যতেক দগুর—চ ।
- ৭ ছয়ফুলমূলক—গ ।
- ৮ ধরিল—ক, ঘ ।
- ৯ মায়া—খ, চ ।
- ১০ পালাইলা শিখাইলা—ক, ঘ । পাঠ বিষ্ঠা শিখাই শিখাই বিষ্ঠাওণ—চ ।
- ১১ চরণহয়—খ, গ, ঘ-এ নেই । 'চ'-এ আছে ।

সর্গ ৪৪ । সিকান্দরের দ্বিখিজয় ।

ক । মক্কা জিমারত ।

- ১ সমস্ত—খ । সামন্ত—চ ।
- ২ বহল—গ ।
- ৩ আয় দড়ব—ঘ । আয় দড়বর—ক, গ । দানবর—খ । নেয়াবন্ত বর—চ ।
- ৪ ভক্তি করি—খ ।

খ । এরাক প্রভৃতি বিজয় ।

- ১ ইজাজ । ইজারের—ক, ঘ ।
- ২ কাফির মারিল—গ । মারিদ করিল—চ ।
- ৩ দূর করি মহামতি—গ । করি সেবা অতি—চ ।

- ৪ ইজাজে—গ। ইজারে—ক, খ, ঘ। [আবখাসে—নিযামী]
 ৫ খড়্গপতি—গ।
 ৬ ইজারের—ক, খ। ইজাজের—গ আজরের—চ।
 ৭ নিধি—চ।
 ৮ আদেশ—ক, ঘ।
 ৯ বুদ্ধি বাড়ুক—চ।

গ। বার্দা রাজ্যের শোভা।

- ১ ন্যহি দুঃখ পাপলেশ—গ।
 ২ দেখি কুপ—ঘ। পুষ্পের দীর্ঘ কুল—গ।
 ৩ বন্দ ছাট—ক, ঘ। বন্ধ—গ।
 ৪ তুষার—ক।
 ৫ অগ্নি ওলি স্ককের নিমিত্তে—ঘ। ...নিমিত্তে—ক। ...রহে
 নিত—গ। স্নেহের নিমিত্ত—চ।
 ৬ সবসম সাধুর চরিত—ক। সদাসত্য সাধু—গ। সদায়েত
 সাধু স্চরিত—চ।
 ৭ যথহর সারগর হএ—গ। ...অভুর হএ—ঘ।

ঘ। বার্দারানী নওশবা ও সিকান্দর।

- ১ ফট—চ। তুট—গ।
 ২ এহি পুরী—গ।
 ৩ শশীরে সেবিয়া—গ। শশীরে—চ। সজীব সেবিয়া—
 ক, ঘ।
 ৪ গহদ তবে—ক। গৃহে ভব সেবক—ঘ। গৃহস্থ—গ।
 গৃহস্তমা—চ। গৃহোস্তব?
 ৫ অসি প্রকাশিলে রণে কাশ্পে শত্রু বর্গ—গ।
 ৬ নিশি—চ। দিবসেত পোবন সি—ঘ। দিবসেত পূর্ণ
 শশী—ক, গ।
 ৭ ...লগ্ন—ক, ঘ।

- ৮ প্রভুরভাবে মগ্ন—ক, ঘ।
- ৯ চরিত—ক, খ। বিদিত—চ।
- ১০ রামা সবে বান্ধতা পাইয়া—গ।
- ১১ আগে—গ।
- ১২ পুরন্দর—গ।
- ১৩ বজ্রিয়া না আইল—গ।
- ১৪ দিনেক আসি—গ।
- ১৫ সিনপ্র মাইস ন করিঅ কিঞ্চিৎ ভ্রম—গ।
- ১৬ রচিল—ঘ।
- ১৭ প্রশুদ্ধ—চ। প্রসিদ্ধ—ক, গ, ঘ।
- ১৮ বন্দী—ক, ঘ।
- ১৯ ভার—ক।
- ২০ বোলে চাতুরী প্রকারে—গ।
- ২১ কেহ চাহ ভাণ্ডিবারে—গ।
- ২২ কথ আদি বৃপ—খ।
- ২৩ সঙ্কট স্থানে—চ।
- ২৪ আঁখি দেখিলুম কটুতর—ক।
- ২৫ জোর...চ। চোর...গন্ধর্ব বাঙ্কিএ—খ।
- ২৬ বিধি বশে বিরসেত ভাব হএ রস—গ।
- ২৭ পরিসঙ্ক্কা—চ, খ।
- ২৮ সত্তর—খ।
- ২৯ অঙ্গু—গ।
- ৩০ ছন্দে—ক, গ।

সগ' ৬ । সিকান্দর সভায় নওশবা।

- ১ শাহা আগে কপাণ কহএ নরপতি—ক, ঘ। কৃপালে—চ
- ২ সশক্তিতে—খ। সশঙ্কে—গ। সঙ্কুচিত—চ, ঘ।
- ৩ অড়ল আরজ যেন ভিত্তের পোতলি—ঘ, অডোল
অনজ যেন ভিতরে পুতলি—খ। আর লএ বার্তা যেন
ভিতরে—গ।

৪ মন—ঘ, চ।

৫ গেলা কত্ৰা আপনার ঘর—গ।

৬ পুত্ৰবন্ত মহা—খ।

সর্গ ৮ । সিকান্দরের সংকল্প।

১ বহতর—ক, ঘ।

২ বসিল নিখল রাতি—গ।

৩ দিন দস্তা—খ। দিল দস্তা—ক। দিন দুট—চ।

.. ছ । ভূগর্ভে তিলিসমাত ষোগে ধনরত্ন রক্ষণ।

১ ভয়—গ।

২ কাগজে—চ।

৩ প্রতিবাজে—ক। প্রতিজ্ঞাচে না হইল পুরণ—ঘ।

.. জ । সাধুর সহায়তায় সিকান্দরের পার্বত্য গড় অধিকার।

১ কৃতি—খ, গ।

২ অবিরত—ক, খ।

৩ সর্ব—চ। যত—গ।

৪ তাহা শুনিয়া সসত্তে শাহা যদি কাছে আইল—গ, খ।

৫ মনে বিমসিয়া—গ।

৬ বিদিত—খ।

৭ নিশ্চিত—খ।

৮ হৃদে—ঘ, চ।

৯ মোর মন বধ যুক্ত—ঘ। মোর...খ। মোর মন
বাচ্ছাযুক্ত—গ। ...বন্ধুযুক্ত—চ।

১০ তৃণবাস ভক্ষ্য কার না হৌক—খ। তৃণ ভৈক্ষ্য করে না নহৌ।

১১ কার কুপতল—গ। তৃণভক্ষ্য বাস করে নহ কপতল—ঘ।

তৃণভক্ষ্য ভাস্কর না হয় কপতল—ঘ।

১১ সত্য—খ।

- ১২ মহাগিরি—গ।
- ১৩ গোহারিল সকলে শাহার কাছে আসি—গ।
- ১৪ সর্বজন বৃক্ষ ফল নষ্ট করি—ক, ঘ।
- ১৫ মাষ্ট—ক, খ। মহাবাস্ত—গ। যুগ—চ।
- ১৬ মন—চ। মনচিন্তা খণ্ডিলেক—ক, ঘ।

সর্গ' বা । সিকান্দরের সন্নির যাত্রা ও 'কয়'পাট জাম দর্শন।

- ১ চলি হইলা—ক, ঘ। ...সর্ব ভূমে—গ। চালাইলা
সর্বরস্ত্রে—চ। সর্বরস্ত্রে—খ।
- ২ নির্মিত—ক, ঘ।
- ৩ নয়ন—চ।
- ৪ পস্তর উজ্জল—চ। পার্থর—ক। ৪ক [দর্পণে-নিয়ামী]
- ৫ ক্রোধে—খ, ঘ। দ্রোদ—চ।
- ৬ গিয়া সে রাজাধিরাজ—ক, গ।
- ৭ দুর্লভ—গ।
- ৮ কর্ম করে সিদ্ধ—খ, গ। কর্ম কর সিদ্ধি ভাবে—ঘ, চ।
- ৯ প্রতিনিতি—গ। পাটলেত—খ। পাটনেত—চ।
- ১০ হৃদেত—ঘ, অদেত—খ। ফুদেত—গ। দ্রাদেত—চ।

„ এও । সিকান্দরের ইস্তরখ যাত্রা।

„ ট । সিকান্দরের খোরাসান বিজয় ॥

- ১ ছত্র কার—ঘ।
- ২ মস্তক—ঘ। সমস্ত—চ।
- ৩ দীনে ন আইল যথ মারিয়া পেলিল—ঘ।
- ৪ খোরাসানি প্রতিগ্রামে করিয়া বিশ্রাম—ঘ।
- ৫ সরহদ—চ।

সর্গ ঠ । হিন্দুস্তান বিজয় ।

- ১ পস্তুর—চ । পাস্তুর—ঘ ।
- ২ ঢুলনে ঢুলে—ঘ ।
- ৩ কার্যভঙ্গ—গ । স্বামীভঙ্গ—চ ।
- ৪ বস্ত্র যদি হরসিতে লএ—গ ।
- ৫ ভাল—ঘ । আজ—গ ।
- ৬ সঙ্গে সমযুক্ত—গ ।
- ৭ সপ্ন এক কয়দ ফাপ গিয়া—ঘ ।
- ৮ বিরচিয়া আর স্থানে লিখিয়া নৃপতি—গ । বিচারিয়া—চ ।
- ৯ সভাত জানাইল পাত্রে বার্তা সে কুশল—গ ।
- ১০ আয়ু বিদি—ঘ । অগ্রবিধি—চ ।

.. ড । কর্ণোজ দখল ।

- ১ জ্রাদি নাম, ফুর নদী নাম—গ । ফুরু বলি নাম
- ২ ঈশ্বর—চ । উষর ?

.. ঢ । চীন অভিযান ।

- ১ সমর্থ বীরেন্দ্র-ভাষ্যারহকারী—খ । তস্তরোহকারী—গ ।
সমস্ত... ...ভস্যারহ হাকারি—ঘ ।
- ২ পাহাড় পর্বত—খ । লোহার প্রবত—গ । লোহার
পর্বত—ঘ ।
- ৩ যথ—গ । কত—চ ।
- ৪ খর্গ—চ ।
- ৫ চিঙিল সতত শাহা সাধুর চরিত—গ ।

.. ণ । খৃকানের নিকট সিকান্দরের পত্র ।

- ১ ক্লেশ—গ ।
- ২ বুদ্ধামাত্য—ঘ । বুদ্ধমণ্ডে—খ । বুদ্ধ ভূমি—চ ।

- ৩ তপ্ত সিদ্ধ জ্ঞাতা—গ.ঘ। তস্য সিদ্ধি জ্ঞাতা—চ।
- ৪ তথাপিহ শ্রীমেহ রণেত নাহি ভাল—ঘ। রণ হোন্তে প্রেম
অতি ভাল—গ। প্রেম হেরে রণে নহে—খ। প্রেমের
হারনে নহে ভাল—চ।

সর্গ ত । খাকান রাজ্যের পত্নতর ।

- ১ দীন—খ। হীন—ঘ। লীন—গ। কিছুদিন—চ।
- ২ নিশি—চ।
- ৩ গুরুতর—গ।
- ৪ রাজ্য পাট ছাড়ি—গ চ।
- ৫ ভিন—গ।
- ৬ প্রত্যুষে রায়বার—খ। কালুকা প্রভাতে আমি যাইব শাহা
পাস—ঘ।

„ থ । রায়বার বেশে খাকানরাজ ।

„ দ । সিকান্দর ও খাকানরাজ ।

- ১ দিক বতি—ঘ। বহল আরতি—গ। হেন, মনারতি—চ।
- ২ রাজ—ঘ। দেশের রাজ্য—গ।
- ৩ অনাপ বাধীরে কি ন খেমিবা রোস—গ।
- ৪ শাহার ক্রোধানল তবে দেখিয়া খাকান—খ।
- ৫ স্রজানি—খ।
- ৬ পুনি পুনি—খ.ঘ।
৭. স্রস—ঘ।

„ থ । শিল্প কথা ।

- ১ 'চ'-এ প্রথমে অপ্রাসঙ্গিক অতিরিক্ত দুটো চরণ আছে :
খাকান অন্তত ইত্যাদি ।
- ২ অনুবন্দ—গ।

- ৩ উগারি—গ.ঘ।
- ৪ সুবঙ্গ—ঘ।
- ৫ হিন্মত—খ.ঘ।
- ৬ জলহীন স্থল দিব্য আছে জলছায়া—চ।
- ৭ ... নিরক্ষিয়া মাত্রে বুঝএ—গ। অন্তর বাজয়—চ।
- ৮ লই লই—ঘ। লহরএ—খ।
- ৯ জল ইচ্ছে জল পান—গ। ইচ্ছি অজু জল পান—ঘ।
ইছিল জল পান—খ। তারে তেই লাগিছিল অজুজল
পান—চ।
- ১০ অধিক বাড়ির—গ। ধিক হইবে—চ।
- ১১ লেখিতে অক্ষর বস্ত্র বস্ত্র বহতর—ঘ।
- ১২ কোমলিনী—খ।

সর্গ ন । সিকান্দরের রুম যাত্রা ।

- ১ সোভ অলেশ—খ। সভাসদ বেশ—গ। পাঠাই সুভ
সলেশ—ঘ। সুশোভন দেশ—চ।

„ প । রুচ [রুস]-গীড়ন সম্বন্ধে গোছারী ।

- ১ অপত্য পত্য হএ নয়ানে যে দেখে—গ। অপাইত প্রাপ্তি
হএ অব দেখি দেখে—ঘ। অপাইত প্রাপ্তি হস্তি হয়—খ।
২. নান' রাজ্য নানা রূপ দেখে—গ। আজমে বর্তক—চ।
- ৩ জলপশ্বে রুচরূপ নানা দিল গিয়া—গ।
- ৪ সিকান্দর নহেঁ কুকুর নাম ধরি—গ.ঘ।
- ৫ রাজ্যের কানন—গ। রাজ্যের ন পাইল—ঘ। রাজরণ ন
পাইল—খ। সুখলাভ রাজ্য নর—চ।

„ ফ । রুসের সঙ্গে সিকান্দরের সংগ্রাম ।

- ১ এহি মত কর্ম দেখি লাগএ কুচিত—গ।

- ২ দেখিতে পুরুষ সবে কামে হএ মন—গ ।
- ৩ আজি তোম্মা বাক্যে নারি তেজিতে তাহার—গ ।
- ৪ এহি বদন দেখন—গ ।
- ৫ রাখিবার—চ ।
- ৬ কথদিন তরে কি রহিলা এহি ঠাম—গ ।
- ৭ খরনখ—গ । সরন স্ত্রাসে—ঘ । স্ত্রবসস্ত্র—খ ।
- ৮ খিন থাকে অনেক তল—গ । মনে কত বল—গ ।
- ৯ মহাবলে-ধূলি উঠি চাহিল আকাশ—গ ।
- ১০ বাউগমে—গ । উগ্গগামী—চ ।
- ১১ পাথরিত—খ । পকরিত—ঘ । পাথরিত—চ ।
- ১২ ব্রহ্মঅস্ত্র—চ ।
- ১৩ স্ত্রথের—খ, ঘ ।
- ১৪ পরিছিল রণ—ঘ । পরিছি—খ । পরশিব রণ—চ ।
- ১৫ পীতাস্ত—ঘ । পীতার্থ—খ । ক্রেতাদন্দ—গ ।
- ১৬ সত্য সৈন্ত—ঘ, চ ।
- ১৭ বরাহ—ঘ ।
- ১৮ ঢাকিয়া মস্তকপদ চর্ম সর্ব গাএ—গ ।
- ১৯ ...অঙ্গ তার অঙ্গ বাউগতি—গ ।
- ২০ মুখে—গ ।
- ২১ 'খ'-এর অতিরিক্ত পাঠ [] বন্ধনীর মধ্যে ধৃত হল ।
পুথির পত্র সংখ্যা ৬৮ ।
- ২২ এ থেকে চার চরণ ক, জ (২৬)-এ নেই ।
- ২৩ মোহন্তের—ক, জ ।
- ২৪ ছিণ্ডি—ক, জ ।
- ২৫ মহাসর্প ছিণ্ডি—ক, জ । মহাশক্তি—চ ।
- ২৬ ইনানী—চ ।
- ২৭ বাথানিয়া—জ । বোথানি—ক । পাথরিত—চ ।
- ২৮ ইনাকি—ক, গ । এলাকি—জ । ইউনানী—চ ।
- ২৯ অতি গর্বে আপনে—গ । মস্তগর্ব রণেতে—চ
- ৩০ জীর্ণ—ক, জ । ফুট—চ, গ ।

- ৩১ বাউগতি—ক, জ ।
 ৩২ কুনাম কৈলে—গ ।
 ৩৩ গিরিসম মুণ্ড তার—ক, জ, চ ।
 ৩৪ উদ্যান মণ্ডন—ক, জ ।
 ৩৫ নৃপবরে—চ ।
 ৩৬ উদান মাণ্ডন—ক । উঠন মারণ—খ, উদ্যান মণ্ডন—জ ।
 ৩৭ শিশু—জ, চ ।
 ৩৮ এরপরে 'চ'-এ তিনটে চরণ রয়েছে : তবে খ্যাতি ইত্যাদি ।
 ৩৯ সংহারিলে—চ ।
 ৪০ মহাবীর—ক. ঘ ।
 ৪১ স্থির—ক. ঘ ।
 ৪২ সমর—ঘ । সমান—চ ।
 ৪৩ কিছু—ক. ঘ ।
 ৪৪ পরিণত—ঘ । পরিলও—খ । পুরাতন—চ ।
 ৪৫ অধোস্থান—চ ।
 ৪৬ অগ্রতারা কঙ্কর রচি ফলবান—ক. অগ্রতারা কঙ্কন বরসি
 পুরমান—গ. অগ্রতারা কঙ্কর রুচির ফরমান—ঘ । অগ্রতা
 কণ্টক অঙ্গ বরশী প্রমাণ—চ ।
 ৪৭ ভিতে—ক. ঘ ।
 ৪৮ হইল—ঘ । হইব—চ ।
 ৪৯ তীক্ষ্ণ ভীক্ষ—গ ।
 ৫০ যুদ্ধ সমাপ্ত ন ভেল—গ ।
 ৫১ চাহি—গ ।
 ৫২ সপিল—গ ।
 ৫৩ ভাগ্য—চ ।
 ৫৪ মহত্ত্ব বুঝহ—ঘ । অন্ত লৈয়া শুন—গ ।
 ৫৫ চামর—গ । চমুর—চ ।
 ৫৬ আসিয়া খোতনী অশবার—খ ঘ । আছির খোতনী আছে
 আর—চ ।

- ৫৭ নানা অস্ত্র লৈল যত অস্ত্র—ঘ ।
 ৫৮ বুলি—খ । ধনি—গ ।
 ৫৯ রুপিল—ক.খ । সিংহে করিয়া গুছিল—গ । ...বসিল—ঘ ।
 সব আসি আর্গছিল—চ ।
 ৬০ লাগি গোবি হেতু গেল হেন মনে মানি—খ । লয়ি
 গর্ব—ক । লটিঙবিধ—গ । লটি গবে—ঘ । লাগ গুণী
 হেতু—চ ।
 ৬১ অনুগত—ক. ঘ ।
 ৬২ কিসুর—ক । কিসর—ঘ । কিনুরী—চ ।
 ৬৩ গৎ—ক ।
 ৬৪ মোহশ্চিত—খ ।
 ৬৫ ভার্যাকেলি—চ ।
 ৬৬ ...

সর্গ ব । সপ্তম যুদ্ধ ।

১. দিবসে পরশে—চ ।
 ২. পরশু...যেন হুদে প্রবেশএ—খ । নিত্য অস্ত্র বরিষয়—ঘ ।
 ৩ মহন্ত—খ ।
 ৪ গুণীগণ—চ ।

„ ভ । রুশ যুদ্ধে সিকান্দরের জয় ।

- ১ অগ্র—ঘ । অগ্নি—খ, অস্ত্র—চ ।
 ২ মারে—চ ।
 ৩ মহাঔণবন্ত—ঘ । ঔণ মহাবন্ত—চ ।
 ৪ ...

ম । আব-ই-হান্নাত ।

„ য । আব-ই-হান্নাতের জয় যাত্রা

- ১ রূপ—খ. গ ।

- ২ ভাবি—চ।
- ৩ .. রুদ্রে এই কার্য প্রকাশিল—চ।
- ৪ ক্ষেমিয়া প্রমাদ—খ।
- ৫ দাসেরনি অসত্য ষোগ্যতা—ঘ. অসত্য কি ষোগ্যতা—চ।
- ৬ কহিতে সাহার আগে জানাইতে বুঝিলা—ঘ, ছ।
- ৭ পূর্ণ—চ।
- ৮ তল্লিল—খ। তনিল—ঘ। তাপিত—চ।
- ৯ বচন—খ।

সগ' র । সিকান্দরের স্বদেশ যাত্রা ।

১ []-এর পাঠ কেবল 'খ' ও 'ঘ'-এ আছে ।

— — —

নিযামী ও আলাউলের
সিকান্দরনামার
তুলনামূলক আলোচনা

ফয়েজ আহমদ চৌধুরী

পরিশিষ্ট গ.

[ইউসুফ নিষামী গঞ্জভীর মূল গ্রন্থের সঙ্গে কবি আলাউল অনুদিত
'সিকান্দরনামা'র তুলনামূলক আলোচনা]

নিষামীর স্বহস্তে লিখিত সিকান্দরনামার পাণ্ডুলিপি কখন কাহার হাতে পড়িয়াছিল তাহা জানিয়া লওয়া দুষ্কর। মূল পাণ্ডুলিপির বেশ কয়েকটা অনুলিপি করা হইয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। চিরাচরিত প্রধান-সারে লিপিকাররা এখানেও গণ্ডগোল বাধাইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কারণ ছাপান পার্সী সিকান্দরনামায় অনেকগুলি পাঠান্তর পাওয়া যায়। পার্সী সিকান্দরনামা কে বা কাহার প্রথম প্রকাশ করিয়াছিল তাহাও জানিতে পারি নাই। তবে আমার কাছে যে পার্সী সিকান্দরনামা আছে উহা কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তক-ব্যবসায়ী হাজী মোহাম্মদ সাইদের আদেশক্রমে মুদ্রাকর মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত সিকান্দরনামা। ইহা কানপুরস্থিত ইন্ডিয়ানী ছাপাখানায় সন ১৩২০ হিজরীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এই পুস্তকটিই আমার প্রধান সম্বল।

পক্ষান্তরে আলাউল-অনুদিত মূল বাঙলা পাণ্ডুলিপিটা কাহারও হস্ত-গত হইয়াছে কিনা জানি না। তবে উহার অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। আবার এখানেও ভুলি ভুলি পাঠান্তর দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি মিলাইয়া দেখিয়া ডক্টর আহমদ শরীফ বাঙলা একাডেমীর জন্ম যে পাঠ ও পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী করিয়াছেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আমাকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। সুতরাং আমার আলোচনাটা শরীফ-পাঠ-পাণ্ডুলিপি-ভিত্তিক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। আমার প্রধান অবলম্বন হইল নিষামীর উক্ত মুদ্রিত পার্সী সিকান্দরনামা এবং শরীফ সাহেবের গৃহীত পাঠ ও পাণ্ডুলিপি। নিষামী ও আলাউলের মূল হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাইলে বোধ হয় এই তুলনামূলক আলোচনার মোড় ঘুরিয়া যাইত। অল্প রকম হইত।

১. হামদ

নিযামীর এখানে ‘হামদ’ শব্দটি লেখা নাই। বিসমিল্লার পরই বয়ত আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম বয়তটি :

‘খুদায়া জহাঁ পাদশাহ্’ তুরাস্ত
যে মা খিদমত-আয়দ, ‘খুদাঈ’ তুরাস্ত’—

—হে খোদা। জগতের রাজহু তোমারই। আমরা তোমার সেবা করিতে পারি, প্রভুহু তোমারই (হাতে)।

আর সর্বশেষ বয়তটি এইরূপ :

‘সপন্নদম্ বতু মায়হ-এ খেশ রা
তুদানী হিসাবে কম ব্ বেশ রা’—

—আমার যথাসর্বস্ব তোমাতে অর্পণ করিলাম। এতে উনা-পুরার হিসাব তুমিই জান (প্রভু)।

হামদ শব্দটি লেখা না থাকিলেও ইহা যে হামদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই হামদে নিযামীর মোট একশতটি বয়ত আছে। সবটিতে খোদার মাহাত্ম্য ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য বর্ণিত হইয়াছে। স্ততি বাক্যও কম নয়।

আলাউলের হামদে মোট ষোলটি শ্লোক আছে। প্রথমটি এইরূপ :—

আগ্ধেত নৈরূপ ছিল প্রভু নৈরাকার
চেতন-স্বরূপ যদি ইচ্ছিল প্রচার।

তাঁহার সর্বশেষ শ্লোকটি হইল :

আপনার দুঃখ সমপিলুঁ তোম্মা স্থান
অন্ন বিস্তর ক্ষেমা তুমি মাত্র জান।

মূলের সহিত তুলনা করিয়া দেখা গেল আলাউল নিযামীর ছয়টি বয়তের অনুবাদ করিয়াছেন, যথা :

মূল : ‘দর’ী নীম শব কয তু জ্জম পনাহ্
বমহ্ তাব ফসলম বর আফল্লম রাহ্’—
অনুবাদ : অর্ধ রাত্রি তোক্ষা স্থানে মাগি এ কুশল
মহিমা হস্তে পশু করহ উবল ।

মূল : ‘নেগহ্ দারম আয রখ্ নহ্-এ রহ্ যন’ী
মকুন শাদ বর মন দেলে দুশমন’ী—
অনুবাদ : বাটোয়ার হস্তে রক্ষা কর জগদীশ
আক্ষা প্রতি শত্রু মন ন করহ রিয ।

মূল : ‘বহ্ শুরম রসাঁ আব্ ব্ল অ্যাগহ্ বগজ
নখ্ সতম সবুরী দেহ আনগাহ্ রজ’—
অনুবাদ : প্রথমে স্তদৃ দেও পাছে ধন স্তুখ
আগে ক্ষেমাবীর্য পশ্চাতে মিঠামুখ ।

মূল : ‘বলাএ কেহ্ বাশম দর অ্যা না সব্র
যে মন দূর দার আয় হে বেদাদ দূর’—
অনুবাদ : ন পারি ধরিতে ক্ষেমা যে আপদে আক্ষি
আক্ষা হোস্তে দূরে রাখ কৃপাময় স্বামী ।

মূল : ‘বহ্ হর গুশহ্ ক-উফতম্ সনা থানমত
বহ্ হর জা কেহ্ বাশম খুদা দানমত’—
অনুবাদ : যথাতথা যাও’ গুণ গাঁও নিরন্তর
যথা থাকেঁ সদাএ ভাবে’। সেই ঈশ্বর ।

মূল : ‘সপন্নদম্ বতু মায়হ্-এ খেশ রা
তু দানী হিসাবে কম ব্ বেল রা’—
অনুবাদ : আপনার দুঃখ সমপিলু’ তোক্ষা স্থান
অন্নবিস্তর ক্ষেমা তুক্ষি মাত্র জান ।

প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিটি (Hemistich) এইভাবে—“মহিমা-
জোছনাতে পশু করহ উবল” মূলের সাথে প্রায় মিলিয়া যাইত । দ্বিতীয়

শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে মূলের ‘শাদ’ (খুশী joyful)-এর অনুবাদ ‘রিষ’ করা হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ‘শুকর’ (ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা) এর অনুবাদ ‘সদচ’ করা হইয়াছে এবং ‘সবুরী’ (সবুর—ধৈর্য)-এর অনুবাদ ‘ক্ষেমাবীর্ষ’ লেখা হইয়াছে, পরে ‘রজ’ (দুঃখ কষ্ট)-কে ‘মিঠামুখ’ বলা হইয়াছে। চতুর্থ শ্লোকে না সবুর (বেসবুর অধৈর্য)-এর অনুবাদ করা হইয়াছে ‘ন পারি ধরিতে ক্ষেমা’। পঞ্চম শ্লোকটি মূলের সাথে বেশ খাপ খাইয়াছে। ষষ্ঠ তথা শেষ শ্লোকটির প্রথম পংক্তিতে মায়হ্’ (পুজি)-এর অনুবাদ ‘দুঃখ’ দেওয়া হইয়াছে, আর দ্বিতীয় পংক্তি (অন্নবিস্তর ক্ষেমা তুলি মাত্র জান) তু দানী হিসাবে কম ব্বেশ রা’ মূলের সাথে তেমন মিল খায় না—এবং আমাব কাছে উহা অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। আমার মতে আলাউলে ঐ রকম লেখন নাই।

২. আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বৈচিত্র্য

ইহা নিষামীর মূল পাসী গ্রন্থে নাই। সুতরাং ইহার তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ দেওয়া যায় না। তবে এই অংশটা বেশ সুন্দর হইয়াছে। এখানে আলাউলের কবিত্ব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। হামদের ভাবার্থের কিছুটা ছোঁয়াচ ইহাতে আছে।

৩. মুনাযাত

এখানে নিষামীর মূল পাসী সিকান্দরনামায় মোট চুয়াল্লিশটি বয়ত আছে। আলাউলের আছে মোট একত্রিশটি শ্লোক। আলাউল নিষামীর প্রথম ছয় বয়তের অনুবাদ পাঁচ শ্লোকে করিয়াছেন। তারপর এমন সুকৌশলে অনুবাদ করিয়াছেন যে নিষামীর প্রায় সব “ভাব” ই প্রকাশ পাইয়াছে।

“নানা বর্ণ চিত্র যথ আছে পৃথিবিত।

বুদ্ধিমস্তে হেরে তারে চিন্তে করি ভীত।”

এই শ্লোকটি আলাউলের নিজস্ব সংযোজন বলিয়া মনে হয়। “স্বর্গ মর্ত্য যথ... অনুমান।” এই শ্লোকের পরে নিষামীর পাঁচটি বয়ত ‘শু

যে ফিকরত ... মুসলিহত খাহ মন' পর্যন্ত বাদ পরিয়াছে। “এহি বিনু ... জনমি স্কর্মে” এই শোকের শেষাংশ “জনমি স্কর্মে” কথাটি মূল পাসীর ‘সর নবিশ্’ (ভাগ্যালিপি)-এর সাথে মিলে না। ‘ভক্তি মাগম স্তবিত।’ এই দুইটি শ্লোক মূলের সাথে মিলাইলে ‘কোথায় আম কোথায় পাটকেল’ এই প্রবাদ বাক্যটাই মনে পড়ে, যেমন পাসীতে বলা হয় ‘মন চেহ্ মীগুম তনব্‌রহ্—এমন চেহ্‌মী সরায়দ’। মূল পাসীতে ‘উন্নেদম্‌ বতু হন্ত যে আন্দাযহ্‌ বেশ’ আর অনুবাদে আছে “অনুমান হোন্তে ঠিক মনে কর আশা”। আমার মনে হয় পংক্তিটি এই মত ছিল— “অনুমান হন্তে ঠিক মনে করি আশা” এখানে “অনুমান” শব্দটি লিপিকারেই ভুল। কেন না মূলে ‘আন্দাযহ্‌’ শব্দ আছে যাহার অর্থ সীমা, পরিমাপ পরিমাণও হইয়া থাকে। এখানে নিয়ামী এই শব্দটি পরিমাণ বা পরিমাপ, সীমা (মিকদার) অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। আর “মনে কর” না হইয়া “মনে করি”-ই হইবে। ইহার পর কয়েকটা শ্লোক আলাউলের নিজস্ব সম্পদ। মূলের সাথে তাহার কোন মিল নাই। তবে কোন কোন কথা মূলের আনাচে কানাচে আসিয়াছে মাত্র। নিয়ামীর শেষ বয়তটি নিম্নরূপ :

নিয়ামী দর'ী বারগাহে রফী'
নীআরদ বজুয মস্তফা রা শফী'—

অনুবাদ : নিয়ামীএ এই উক স্থানের ভিতর
মহা অন্ধকারে অগ্নি বিনে পয়গম্বর।

এখানে শেষ পংক্তিটি অর্থহীন ও মূলের সাথে ইহার কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। হায়রে লিপিকার !

নিয়ামী মুনাবাত আরম্ভ করিয়াছেন এই বয়ত দিয়া :

বুযরগা বুযরগী দহা বে-কসম
তুঈ রাব'রী দহ্‌ ব্‌ যারী রসম—

—হে মহান (প্রভু), হে মহত্ত্বদাতা, আমি নিঃসহায়, তুমিই সহায়দাতা, এবং আমাকে সাহায্যকারী। এবং শেষ করিয়াছেন এই বয়তে—

‘নিযামী দর’ী বারগাহে রফী’
নীআরদ বজুয মস্তফা রা শফী’—

—নিযামী (খোদার) এই উচ্চ দরবারে হযরত মুহম্মদ মুস্তফাকে ছাড়া
অন্য কোন সুপারিশকারী আনিবে না।

আলাউল মুনাজ্জাত আরম্ভ করিয়াছেন এই বলিয়া :

মহাপ্রভু, সর্বগুরু, মোহন্ত দায়ক
মুঈঃ হীনজন প্রতি হউক রক্ষক।

আর শেষ করিয়াছেন এই শ্লোক দিয়া :

নিযামীএ এই উচ্চ স্থানের ভিতর
মহা অন্ধকারে অন্ত্র বিনে পয়গম্বর।

যাহার শেষ পংক্তিটি একেবারেই অর্থহীন। সম্ভবত ইহা লিপিকারেরই
দোষ। এখানে প্রথম পঞ্জির শেষ শব্দ “ভিতর” টাও তেমন সুবিধাজনক
নয়।

৪. পয়গাম্বরের সিকৎ

নিযামীর মূল পার্সী গ্রন্থে আছে মোট পঁচিশটি বয়ত আর আলাউলের
অনুবাদে আছে বাইশ শ্লোক।

নিযামী আরম্ভ করিয়াছেন এই বলিয়া :

‘ফেরেস্তাদহ্—এ খাস পরব্য়দেগার
রেসানন্দহ্—এ হুজ্জতে এস্তবার—’

—বিশ্বপালনকর্তার বিশিষ্ট প্রেরিত (পুরুষ) ; অকাট্য দলিল প্রমাণের
বাহক। ‘রেসানন্দহ্’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—যে ব্যক্তি কোনকিছু
কাহারও নিকট পেঁছাইয়া দেয়—যাহা অনুবাদ “বাহক” দিয়া করি-
লাম। এবং শেষ করিয়াছেন এই বয়ত দিয়া :

‘শব আয চত্ৰে মি’রাজে উ সায়হ্—এ
ব্ ধী নর্দবী আসম’ী পায়হ্—এ—’

—রাত তাঁহার মে'রাজ-ছত্রের ছায়া বিশেষ, আর সেই সিঁড়ির (অর্থাৎ মে'রাজের) দ্বারা (তিনি) অতি উচ্চপদধারী (হইয়াছেন) অর্থাৎ অতীব সম্মানিত হইয়া আছেন। আরবীর মে'রাজকে পারসীতে নর্দবান বলা হয়—যাহাকে বাঙলাতে আমরা সিঁড়ি বা মই বলি।

আলাউল আরস্ত করিয়াছেন এই বলিয়া :

অবতার সব হোশে পূর্ণ অবতার

সত্য ধর্ম প্রচারে পাঠাইল করতার।

আর তিনি শেষ করিয়াছেন এই শ্লোক দিয়া :

তেওঁ পদ ধরিয়া কহিব অল্প আশ্বি

পুস্তক রচনা শাহ গজাবী নিষামী।

এখানেও আলাউল নিষামীর ভাবধারাটা নিজ ভাষায় প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে কৃতকার্যও হইয়াছেন। তবে মাঝে মাঝে তিনি যে কি সব করিয়া গিয়াছেন তাহার কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল :

মূলে আছে :

‘যম’াদারে ‘আলাম সিয়হ তা সপেদ

শফা’আত কুনে রোযে বীম ব্ উমেদ—’

—জগতের কালগোরা অর্থাৎ পাপী নিষাপ, ভালমন্দ সকলের যামিন-দার (দায়িত্ব বহনকারী) তিনি। (আর) তিনিই ভয়-ভরসার দিনে অর্থাৎ হাশরের ময়দানে মহাবিচারের দিনে (আল্লাহর নিকট) সুপারিশ-কর্তা। ‘সিয়হ ত সপেদ’ অর্থ সমগ্র, সম্পূর্ণ, সবও হয়)

আলাউলের অনুবাদে আছে :

জগতের স্বেত শ্রামল যথ গৃহক

আশা ত্রাস ধারীকুল সহায় রক্ষক।

এতে মূলের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। তদুপরি শ্লোকটাও আমার নিকট একটু দুর্বোধ্য মনে হয়।

মূলে আছে :

‘যে যারতগহ আসলী দারানে পাক
ব’লী নি’মতে ফরঈ খাবানে থাক—’

—পবিত্র মূল অর্থাৎ ফেরেশতাদের যিয়ারতের স্থল (যিয়ারতগাহ—যে জায়গা যিয়ারত করা হয় পুণ্যের আশায়। তীর্থস্থান। পুণ্য দর্শনস্থান)। তিনি জগৎবাসীর ওলিনেমাত হন, অর্থাৎ জগৎবাসীরা তাঁহার নুন-নিমকে পরিপুষ্ট।

আলাউলের অনুবাদে আমরা এই শ্লোকটি পাই :

নবী আদি আউলিয়া আখিয়া রসুলি
আদরের ভক্ষকের নেযামত ওলি।

মানি, ‘আসলী দারানে পাক’ (পবিত্র মূল ধারীগণ)-এর অর্থ নবী, আউলিয়া, আখিয়া ও রসুল ধরিয়া লওয়া যায়, তবে শেষ পংক্তিটির অর্থ কি? আ’সাব সবেব .. ইঙ্গিত পর্যন্ত এই তিনটি শ্লোক আলাউলের নিজস্ব সম্পদ, যাহার মূলের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

মূলে আছে :—

‘খেরাঙ্গে আব্রশ হাকিমে ক্রম ব’য়
খেরাঙ্গশ ফেরস্তাদ কসবা ও কয়—’

—ক্রম ও রাই-এর শাসনকর্তা এবং কিসরাও কাই তাঁহার নিকট কর পাঠাইত।

অনুবাদে আছে :

সংসারের নূপ ছিল আদি ক্রম রএ
ভাস্কর দায়ক কি স্থির আকলএ।
‘‘হস্তেত দানের কুঞ্জি লইয়া সতত
বহুল কাফির শুন করিলা মুকত।’’

—এই শ্লোকটি আলাউলের নিজের বলিয়া মনে হয়। আবার

‘‘বিষম সুষম কৈলা শূদ্ধ পথে ডাকি
বৃক্ষ শিলা আদি তান কেরামত সাক্ষী।’’

—এই শ্লোকের—‘শিলা আদি তান কেলামত সাক্কী’ এই অংশ মূলের সাথে একটু মিলিয়া যায়। বাকী অংশগুলি আলাউলের নিজস্ব ভাব বলিয়া মনে হয়।

মূলে আছে :

‘তহীদস্ত সুলতান পশমীনহ পূশ
গলদ মী খর ব্ পাদশাহী ফরুশ—’

—খালি হাত সোলতান, মোটা বস্ত্র পরিধানকারী, গোলামি অর্থাৎ দীনতা হীনতা ও সেবাবর্ধন গ্রহণকারী এবং রাজত্ব অর্থাৎ অহংকার গরিমা গর্ব পরিহারকারী (ছিলেন তিনি)।

অনুবাদে আছে :

ধন নাই নিধনী নৃপকুল নৃপ হৈয়া
সেবা ভক্তি কিনিলেক রাজত্ব তেজিয়া।

তরজমাটা মানানসই হইয়াছে বৈকি ! “বিকিয়া” বা “বেচিয়া” হইলে ‘পাদশাহী ফরুশ’ এর তরজমা খুব ভাল হইত। ইহার পর “শবে মে’রাজ ..হইতে...গজাবী নিষামী” পর্যন্ত তিনটি শ্লোক কবি আলাউলেরই নিজস্ব সম্পদ।

এইখানে :

‘চেরাগে কেহ্ তাউ নীফরুখ্ ত নূর
যে চশ্মে জহাঁ রওশনী বুব্দ দুন্ন—
সিয়াহী দহ খালে ‘অব্ বা সিয়ঁ
সপেদী বরে চশ্মে শাম্মাসিয়ঁ—
লব আয বাদ ‘ঈসা পুর আয নূশতর
তন আয আবে হন্ন, বাঁ সিয়হ্ পুশে তন্ন—
ফলক বর যমঁ চার তাক আফ্ গনশ্
যমঁ বর ফলক পঞ্জ নওবত যনশ্—
সতুঁ শূদ খেরদ মল্ল আয পুশতে উ
মহ্ আদশ্ ত কশ্ গশ্ ত যে আদশ্ তেউ—

‘যে মি’রাজে উ দর শবে তুরকতায
ম’ আব্রিজ গের’। ফলক বা তরায—
শবে আয চত্রে মিরাজে উ শায়হ-এ
ব্ যাঁ নরদ বাঁ আসম’। পায়হ এ—’

—এই সাতটি বয়তের অনুবাদ দিলে বেশ ভাল হইত।

৫ মে’রাজ

এখানে নিষামীর মূল পার্সী গ্রন্থে আছে মোট সাতাত্তরটি বয়ত।
তন্মধ্যে শেখের বারোটি বয়তে চারি আসহাবের প্রশংসা আছে। আর
আলাউলের অনুবাদে পাই মাত্র বাইশটি শ্লোক। চারি আসহাবের
প্রশংসাটি আলাউল অনুবাদ করিয়াছেন তেরোটি শ্লোকে। সুতরাং
নিষামীর $৬৫ + ১২ = ৭৭$ বয়ত, আর আলাউলের $২২ + ১৩ = ৩৫$
শ্লোক হয়। নিষামী এই বয়ত দিয়া আরম্ভ করিয়াছেন :

‘শবে ক-আসমান মজলিস আফরুয কর্দ
শব আয রওশানী দ’বী-এ রোয কর্দ—’

—যে রাত্রে আসমান আলোক সজ্জায় মাহ্‌ফিল সাজাইল (রসূলুল্লাহ
মে’রাজ গমনের জগ্‌) সে রাত স্বীয় জ্যোতি ও উজ্জলতার দকন স্বয়ং
দিন বলিয়া দাবী করিল।

আর তিনি শেষ করিয়াছেন এই বয়তে :

মূল : নিষামী কেহ্‌ গজহ শূদ শহর বন্দ
 মবাদ আয সলামে তু না বহরহ মন্দ—

—(হে রসূল), নিষামী গজাতে অন্তরীণ অবস্থায় আছে বলিয়া যেন (সে)
আপনার আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত না হয়।

আলাউল এইভাবে আরম্ভ করিয়াছেন :

দিন সঙ্গে বাদ করে মুঞি সে নির্মল
একরাত্রি স্বর্গে সভা রহিল উবল।

আর শেষ করিয়াছেন এই শ্লোক দিয়া :

এই ভাল—প্রাণ করি নিছনি তাহান

আর কহি তান চারি মিত্রের বাখান ।

এখানে দেখা যায়, আলাউল মিশামীর সাতাস্ত্রটি বয়তের ভাবার্থ লইয়া তাঁর বাইশটি শ্লোকে উহা নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং বর্ণনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে আনেকটা সফল-কাম হইয়াছেন । এখানে ছয়টি বয়তের অনুবাদ পাওয়া যায়, বাকীগুলি আলাউলের অবদান । অনুবাদগুলি কিন্তু তেমন সুবিবাজনক হয় নাই । মূলের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আলাউল যে কয়টি বয়তের অনুবাদ করিয়াছেন তাহার দুই-একটা নমুনা দেওয়া গেল :

মূল : শতাবেন্দু তর ব্ হম্ ‘উলবী খরাম
আযু বায পস মাদ্ হ্ হফ্ তাদ গাম—

—ঊর্ষাদিকে ধাবমান ক্ষিপ্ৰ গতিসম্পন্ন চিন্তা বা কল্পনা হইতেও বোরাকের গতি দ্রুততর, (তাই) উহা (বোরাক হইতে) সত্তর পদক্ষেপ পরিমিত স্থান পিছনে (অর্থাৎ বহু দূরে) পড়িয়া রহিল ।

অনুবাদ : নক্ষত্র-জ্ঞাতার বুদ্ধি জিনি শীঘ্রতর । এই শ্লোকের প্রথম পংক্তি ‘যুগ নহে অঙ্গপূর্ণ কস্তুরী স্তম্ভর’ নিষামীর অশ্রু একটা (‘মিসরা’) পংক্তিরই অনুবাদ বিশেষ—যাহা এইকপ বটে :

নহ আছু ব্লে নাফহ্ আয মুশকে পুর’
—[(বোরাকটি) হরিণ নয় অথচ (উহার) নাভি কস্তুরীতে পরিপূর্ণ]

কদম বর কিয়াসে নযর মীকুশাদ
মগর খোদ কদম বর নযর মী নেহাদ—

—যতদূর দৃষ্টি যায় বোরাক একই পদক্ষেপে ততদূর পথ অতিক্রম করে যে (সে) স্বীয় পদক্ষেপের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে ।

অনুবাদ : দৃষ্টি পাছে করি নিজ চরণ বাড়়াএ
অলক্ষিত গতি চলে মনগম্য পাএ ।

মূল : হম উ রাহ্ দাঁ হম ফরস্ বাহব্বার
যহী শাহ্ মরকব যহী শাহ্ সব্বার—

—তিনিও রাস্তা চিনেন, ঘোড়া ও স্থির-গামী (Easy-paced) ধন্ত (সে) সেরা অশ্ব, ধন্ত (সে) সেরা অশ্বারোহী ('শাহস্বার' যে অশ্বচালনায় খুবই পটু (Expert rider)

অনুবাদ : আপে পশু জ্ঞান কথ বর্গ গতি ধার
ধন্ত শাহা অশ্ব ধন্ত শাহা অশ্ববার ।

এখানে প্রথম পংক্তির অর্থ বুঝা গেল না ।

মূল : কমর বর কমর কুহ বর কুহ রান্দ
গেরীব্ হ গেরীব্ হ জনীবত জহান্দ—

—পাদদেশের (Ridge) পর পাদদেশে, (আর) পাহাড়ের পর পাহাড়ে (বোরাক) দৌড়াইলেন । টিলার পর টিলায় অশ্ব খাবাইলেন ।

অনুবাদ : কটি 'পরে কটি গিরি গিরির উপর
শুভ্র পৃষ্ঠে আরোহণ হইলা সত্বর ।

মূল : কলামীকেহ্ বে আহ্ ল। আমদ শনীদ
লেকা-এ কেহ্ আঁ দীদনী বুব্দ দীদ—

—বিনাশস্ত্রে (অর্থাৎ মুখ ও জিস্রা ছাড়া) যে বাক্য আসিল (তিনি তাহা) শুনিলেন । সাক্ষাৎ বাহা দর্শনীয় ছিল (তাহা তিনি) দেখিলেন ।

অনুবাদ : বিনি কর্ণে শুনিলেক বচন নিঃশব্দ
বিনি গুরু এথা এমতি হএ শব্দ ।

এখানে প্রথম পংক্তির এই অর্থ হয় নাকি ? রসূল বিনা কর্ণে (খোদা হইতে আগত) সেই শব্দ-ছাড়া বচন শুনিলেন ! রসূল কর্ণহীন ও বচন শব্দহীন, এইত ?

মূল : দেল্‌শ নূরে ফযলে ইলাহী গেরফ্‌ত
য়তীমে নগর তা চেহ্‌ শাহী গেরফত—

—তঁাহার মন বা হৃদয় উপাশ্চর (আল্লার) রূপা-জ্যোতি পাইল (বা, গ্রহণ করিল)। (ভাবিয়া) দেখ, একটি অনাথ বালক (কত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইল) কত বড় রাজত্ব লইল।

অনুবাদ : ঈশ্বরের রূপা দানে মন পূর্ণ হৈল,
দেখহ এতীম একচ্ছত্র রাজ্য পাইল।

৬ চারি আসহাব প্রশস্তি

চারি আসহাবের প্রশস্তিতে আছে :

মূল : ‘যহী পেশ্‌বা-এ ফেরেস্তাদ গাঁ
পেশীরন্দহ-এ ‘উযরে উফ্‌তাদ গাঁ—’

অনুবাদ : ধন্য নবী সর্ব পয়গাম্বর অগ্রগামী
পাপকুল মুক্তি দিতে কৃপাময় স্বামী।

প্রথম পংক্তি বেশ ভাল হইয়াছে। দ্বিতীয়টি আর একটু মূলানুগামী হইলে ততোধিক চমৎকার হইত।

৭ কিতাবের আগায (উপক্রম)

মূলে আছে (ক) ‘দর সববে নযমে কিতাব গুয়দ’ (খ) ‘হিকায়েতে তমসীলী’

—এই দুইটি শিরোনামা একত্র করিয়া “কিতাবের আগায” শিরোনাম দিয়া লিপিক্তার এই অধ্যায়টি সংকলন করিয়াছেন। মূলে (ক) শিরোনামার ছত্রিশটি বয়ত আছে। (খ) শিরোনামাতে আছে ঊনত্রিশটি বয়ত। শরীফ সাহেবের সংকলনে পাওয়া যায় ২৯ + ২৫ = ৫৪টি শ্লোক।

(ক) শিরোনামার “কিতাব লিখিবার কারণ” এ নিযামী যে সব কথা বলিয়াছেন আলাউল তাঁহার নিজস্ব রচনা ভঙ্গীতে উহা বাঙলা ভাষার ধাতে খাটে, এই মত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে শরীফ-সংকলনে এমন কতগুলি পংক্তি পাওয়া যায় যাহার মূলের সাথে ত কোন সঙ্গতিই নাই—তদুপরি অর্থ বুঝাও দায়। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি মূলের সাথে প্রায় মিলিয়া গিয়াছে :

‘গহ্ আয লওহে না খানদহ্, ‘ইবরত পেযীর
গহ্ আয সুহফে পেশ্ নীয়’ দরসে গীর—’

—ক্ষেণে অপঠন্ত পাঠ শিখন্ত সুবুদ্ধি
ক্ষেণে অগ্রগামী হন্তে সব লন্ত সুদ্ধি।

‘দরআমদ বমন খাবে আয জোশে মগয
দর’। খাবে দীদম য়কে বাগে নগয—’
‘কম’। রজ’ী, রতব চীদমী,
ব’য দাদমী হর কেবা দীদমী—,

—নিদ্রা মধ্যে দেখিলা যে স্বপন চরিত
এক উপবন ফলে ফুলে সুশোভিত।
সে উজ্জানের মধুর সুগন্ধি ফল নিম্না
যাহাকে দেখন্ত তাকে দেখ্ত বিতরিন্না।

‘আগর বর ফকযী চু মহ্ সদ চেরাগ
যে খোরশীদ বাশদ বরু নামে দাগ—’

চন্দ্রতুলা জাল যদি শতেক প্রদীপ।
লঘুবৎ হএ পুনি সূর্যের সমীপ।

(খ) শিরোনামা “উপমার গল্প”-তে আলাউল বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তবে এখানে কয়েকটি পংক্তির মিল মূলের সাথে নাই—এবং একপ্রকার দুর্বোধ্যও বটে। সুল্লর অনুবাদের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল :

‘শনীদম কেহ্, রান্দে জিগর তাফতহ্,
দরুস্তী কুহনদাদ নও রাফ্,তহ্,—’

—শুনিয়াছি একজন ছিল অল্প বুদ্ধি
এক হেম তক্ষা পাইলা করি বহু সিদ্ধি।
‘ব্, লেकिन চু ‘আয়ব আশকারা শব্দ
দেলে দোস্তে খোদ বেমদারা শব্দ—’

তবে যদি সেই দোষ দেশে ব্যক্ত হএ
ইষ্ট লোক মনে তার তুচ্ছ যে সংশয়।

‘আগর দয়্,দ বব্দহ বর আরাদ নফীর
বুরদ দস্তে উ শহনহ্-এ দয়্,দে গীর—’

যদি সে চোরের রবে সভা কর্ণ ফাটে
তথাপিহ কোতোয়ালে তার হস্ত কাটে।

‘কেহ্, বেস্মার নামদ বর আন্দকে’
বিস্তরে অল্পরে টানে, অল্পে না বিস্ত।

‘রকে বর সদ আরাদ নহ্, সদ বর রকে’
একেশত না টানএ, শতে এক টানে।

বাকী বয়তগুলির ভাবার্থই অনুবাদ করা হইয়াছে, স্তত্রাং নমুনা দেওয়া সম্ভবপর নয়।

এমন বহু পংক্তি আছে যার অর্থই বোঝা যায় না। -

৮০ । নিষামীর স্বপ্ন ।

মূলে কিন্তু ‘হিকায়ত আয়যান্ বহসবে হাল ব্ সববে নয়মে কিতাব’
[পূর্ববর্তী উপমানের মত আত্মাবস্থা (বর্ণনা) ও কিতাব লেখার কার্যকারণ
সম্পর্কে] এই শিরোনামা দেওয়া আছে ।

নিষামীর মূল পাসী গ্রন্থে আছে মোট তেহাস্তরটি বয়ত আর
আলাউলের অনুবাদ পাওয়া যায় মাত্র তেপারটি শ্লোক । আলাউল
স্মৃচনাতেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে তিনি ইহার অনুবাদ সংক্ষেপে
করিয়াছেন ; যথা :

সকল কহিতে আন্নি পুস্তক বাড়এ
জ্ঞানবশ্তে অগ্নে পুনি বিস্তর বুঝএ ।

নিষামী আরম্ভ করিয়াছেন এই বলিয়া :

নিষামী বসা সাহিব আব্বাষ্-এ
‘কুহন গশতী ব্ হমচুন’^১ তাযহ্-এ’

আলাউল অনুবাদ করিয়াছেন এই ভাবে :

নিষামী তাহার শব্দে পুরিল জগত
স্বন্ধকাল তথাপিহ যুবকের মত ।

নিষামী শেষ করিয়াছেন এই বলিয়া :

‘ময় কু চু আবে যুলাল আমদহ্-
বহর চার ময়হব হলল আমদহ্,—

—(সাকী) ঐ সুরা (আন বা দাও) যাহা মিঠা পানির মত চারি
ময়হাবে (মালেকী, হাম্বলী, হানফী ও শাফেয়ী) প্রত্যেকের মতাসারে
হালাল (অর্থাৎ বৈধ বলিয়া গণ্য) ।

আলাউল অনুবাদ করিয়াছেন এই মতে :

আইস গুরু দেও মোরে সুরা অতি ভাল
নবীর মোজহাবে যেই হইছে হালাল ।

অনুবাদটি প্রথম বয়তের অনুবাদের মত তেমন মূল-ভিত্তিক না হইলেও মোটামুটি মূলের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

আলাউল আরস্তু করিয়াছেন এই শ্লোক দিয়া :

আপনার গতি কথা জগতের রীত
কহিছন্ত নিষামীএ মহন্ত চরিত।

আর তিনি শেষ করিয়াছেন এই শ্লোকে :

আইস গুরু দেও সুরা অতি ভাল
নবীর মোজহাবে যেই হইছে হালাল।

এবারে অনুবাদের কয়েকটা নমুনা দিতেছি :

মূল : চু শের'ী বসর পজহ, বকুশাঈ চঙ্গ
 চু রুবহ'হ, মিয়ালাএ খোদ রা বরঙ্গ—

—বীরকেশরীদের (সিংহের) মত লড়িতে থাকা খোল, শৃগালের মত
নিজেকে রঙে কলুষিত করিও না।

অনুবাদ : বুদ্ধিতে সমর্থ হও যেন যুগপতি
 আপনা শায়েরে নহ রুবাহের রীতি।

—[শেষ পঞ্জির 'নহ' মুদ্রণ কালে বাদ পড়েছে। 'বিছাই' হবে
'বিছাতে'। রুবাহ্ অর্থ শৃগাল]

মূল : 'বেসাতী চেহ, বায়দ বর আরাস্তন
 কষু না গযীরস্ত বর খাস্তন—

নিরস্তির বিধানমতে যে শয্যা ত্যাগ করিতে আমরা বাধ্য—যে
বিছানা হইতে উঠিতেই হইবে (অর্থাৎ যে শয্যা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে)
সে শয্যাকে কেন সাজাইতে হইবে ?

অনুবাদ : অতি চারু রূপে নারি বিছাতে বিছান
যাহা হোস্তে জান আছে উঠন নিদান ।

মূল : ‘চূ দূর উফতদ আয্ মেব্ হুখোর মেব্ হুদার
চেহ্ খুরমহ ব্ নখলে বন রা চেহ্ খান—’

—ফলবান বৃক্ষ যদি ফলভুকদের নাগালের বাহিরে হয় (বা থাকে) তবে,
খেজুর বাগানে খঁর বৃক্ষ থাকা আর কাঁটা রাজি থাকা একই কথা (অর্থাৎ
দুইটিই সমান) ।

অনুবাদ : যে বৃক্ষের মিষ্ট ফল মনুষ্যে না থাকে
সহজে লেপন জান কণ্টকের প্রাণ ।

এখানে দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ কি ? ইহাও মূলের ভাবের ধারে
কাছেও যায় নাই ।

মূল : ‘গরুরে জবানী চ্ আয্ সর নিশস্ত
যে গুস্তাখ কারী ফরুশুবী দস্ত—’

অনুবাদ : ঘোঁষনের গর্ব যদি বহি গেল ভাই
মন্দ ভাব কদাপি না দিও কোন ঠাই ।

অনুবাদটি ভালই হইয়াছে । তবে ‘গুস্তাখ কারীর’ অর্থ ‘মন্দভাব’ নয়,
ঔদ্ধত্যই বটে ।

মূল : ‘লব আয্ খুফ্ তহ্-এ চন্দে খামশ মকুন
ফরু খুফতেগাঁ রা ফরামুশ মকুন—’

বৃতদের স্মরণ হইতে ঠোটকে নীরব করিও না । স্তম্ভদের ভুলিয়া
যাইও না ।

মূল : 'ইতাবে 'আরুসাঁ দর আমদ বগুশ
সুরাহী তহী গশ্ তব্ সাকী খামশ—'

নব যৌবনাদের ভৎসনা-তিরস্কার কানে আসিল, সুরাহী (মস্ত
ভাণ্ডার) খালি হইল ও সাকী নিশ্চুপ।

অনুবাদ : যুবতীর উপহাস সম্রা পুরুষ
ঘটে শূন্য হৈলে স্বত্বাদাতাবৎ রোষ।

মূল : 'মুরা সাকী আয ব্ 'দঃঐ ঈয্ দীন্ত ...
ব্ গরনহ বা য্ য্ দে কেহ্ তা বুদহ্-আম
ব ময় দামনে লব নিয়ালুদহ্-আম—
গয় আয ময় শুদম হরগিয্ আয়ালুদহ্ কাম
জলালে খুদা বর নিয়ামী হারাম—
বিয়া সাকী আয সর বনেহ্ খাব রা
ময় নাবে দেহ 'আ শিকে নাব রা—
ময় কু চু আবে য়ুলাল আ মদন্ত
বহর চার মযহব হলাল আমদন্ত—'

অনুবাদ : নিয়ামীএ পাইছে সুরা ঈশ্বরের দান
(নাশিয়া অগ্রথা ভাব হৈতে দিব্য জ্ঞান)।
ঈশ্বর শপথ করি কহন্ত নিয়ামী
কভু যদি এহি সুরা চাহি থাকি আঙ্গি।
যদি মুঞি সুরা ভক্ষিয়াছম কদাচিত
ঈশ্বর হালাল হৌক হারাম দূষিত।
আইস শুরু দেও মোরে সুরা অতি ভাল
নবীর মোজাহাবে যেই হইছে হালাল।

এখানে আর দুইটা বস্তুতের নমুনা না দিয়া পরিলাম না—যাহা
খুবই স্পন্দ ও নিখুঁত হইয়াছে :

- মূল : ‘দরুদম রেসানী রেসানম দরুদ
বিয়াঈ’ বিয়ায়ম যে গবন্দ ফরুদ—’
- অনুবাদ : দরুদ ভেজিলে তুম্মি আন্নিও ভেজিব
তুম্মি আইলে, স্বর্গ হস্তে আন্নিও আসিব ।
- মূল : ‘মুরা যেন্দহ্ পন্দার চু খেশতন
মন আয়ম বহ্ জঁ। গর তু আই বহ্ তন—’
- অনুবাদ : তোম্মা সম সজীবে নিশ্চিত আছি আন্নি
আন্নি প্রাণে আসিব, সজীবে আইলে তুম্মি ।

দ্বিতীয় পংক্তিতে “সজীবে”-র স্থলে “শরীরে” হইলে ততোধিক ভাল হইত। কে জানে, ইহা লিপিকারদেরও ভুল হইতে পারে।

মোটের উপর আলাউল এখানে কতকটা মূল বয়তেরও বেশীর ভাগ উহার ভাবধারা সম্বলিত অনুবাদ দিতে গিয়া দক্ষতারই পরিচয় দিয়াছেন। তবে কতকটা শ্লোকের আর কতিপয় পংক্তির মূলের সাথে কোন সম্পর্ক নাই এবং তাহাদের অর্থ বুঝাও মুশ্কিল। রচনাভঙ্গীর দিক দিয়া বিচার করিলে আলাউলের কয়েকটা শ্লোক রসযুক্ত ও সুললিত হইয়াছে। ইহাদের প্রকাশভঙ্গীও খুব চমৎকার।

কয়েকটা শ্লোক ও পংক্তি যে অর্থহীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহার জন্ত স্বয়ং লিপিকারগণই দায়ী। হয়ত কোন কোন লিপিকার আপন খেয়াল খুশী মত পাঠ শুদ্ধ করিয়াছে। আর কেহ কেহ পার্শ্বী না জানার দরুন পাওলিপি তথা হস্তলিপির পাঠোদ্ধারে গওগোল বাধাইয়াছে।

৯. । তত্ত্বকথা।

শিরোনামাটা “তত্ত্বকথা” না “আত্মকথা” হইবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মূলে কিন্তু ‘দর শরফে ঈ’ নামহ্ বর নামহাএ দীগর

গৃহদ (অগ্ন্যগ্ন কাহিনীর চেয়ে এ কাহিনীর শ্রেষ্ঠ বর্ণনা) এই শিরোনামাই দেওয়া আছে। আসলে কিন্তু ইহা কবির আত্ম-গর্ব বা আত্মদর্প, আত্মগরিমা। কেননা ইহাতে নিয়ামীর আত্ম-প্রশংসা, কবিত্বের বাহাদুরী ও স্বকীয়তারই বর্ণনা পাওয়া যায়। ফিরদাউসী ও অগ্ন্যগ্ন পূর্ববর্তী কবিগণ সিকাল্পর সম্বন্ধে যে তথ্য লিপিবদ্ধ করেন নাই তিনি সে সব কথাই বলিবেন এবং মিথ্যার বেসাতি না করিয়া সত্য ঘটনাবলীরই অবতারণা করিবেন। কারণ, তাঁহার মতে “বিনি সত্য উত্তরিতে নারে কদাচন” (পদ্মাবতী)। ইহার পরের শিরোনাম ‘হিকায়েতে তমসীলী’ (উপমান-গল্প)। এই কাহিনীর শ্রেষ্ঠ বর্ণনায় আছে চুরানব্বইটি বয়ত আর উপমান-গল্পে তেত্রিশটি বয়ত। মোট একশ’ সাতাইশটি বয়ত।

আলাউলের অনুবাদে পাওয়া যায় ৩০+১৫, মোট পঁয়তাল্লিশটি শ্লোক।

মূলের প্রথম বয়ত : ‘দেলা তা বুয়র্গী নিয়ারী বদন্ত
বজায়ে বুয়র্গ নযায়েদ নশন্ত—’

মূলের শেষ বয়ত : ‘চ বর সিক্কহ-এ শাহে যর মীযনী
চুন’। যন কেহ্ গর বশেকন্দ নশেকনী—’

মূলের প্রথম বয়ত : ‘জহুদে মসে রায রান্দুদ করদ
দুকাঁ-গারতীদন বর’। সুদ করদ—’

মূলের শেষ বয়ত : ‘মগর যাঁ খরাবী নব্বাঈ’ যনম
খরাবাতিয় রা সেলাফী যনম—

আলাউলের প্রথম শ্লোক :

যাবতে না হৈছে মন মহন্ত চরিত
মহন্ত স্থানেত বৈসন অনুচিত।

আলাউলের শেষ শ্লোক :

আইস গুরু মোরে দাও সুরা সুরদমা
যাহে অগ্নি বাশি মন স্নেহে নাহি সীমা।

এখানেও মূলের সহিত তেমন কোন মিল নাই। তবে দুই-চারিটা অনুবাদ বেশ চমৎকার হইয়াছে—আর কয়েকটা যা তা।

নমুনা স্বরূপ এখানে কয়েকটা পেশ করিলাম :

মূল : ‘দেলা তা বুযরগী নিয়ারী বদন্ত
বজাএ বুযরগাঁ নযায়েদ শস্ত—’

অনুবাদ : যাবত না হৈছ মন মহন্ত চরিত
মহন্ত স্থানেত বৈসন অনুচিত।

মূল : ‘বুযরগিয়ত বায়দ দর’ দস্তেরস
বযাদে বুযর্গাঁ বর আব্র নফস—’

অনুবাদ : যদি তোর আছএ মহন্ত পাইতে মন
স্মরিয়া মহন্ত জন বুলিও বচন।

মূল : ‘সুখন তা নপুরসন্দ লবে বস্তহ্ দার
গহর নশেকনী তীশহ্ আহন্তহ্ দার—’

অনুবাদ : যদি কেহ না পুছএ না কহিও কথা
নিঃস্বার্থে বচন না ফেলিও যথাতথা।

এই অনুবাদগুলি চমৎকার হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয় শ্লোকের শেষ পংক্তি “নিঃস্বার্থে বচন না ফেলিও যথাতথা” মূলভিত্তিক হয় নাই—ব্যর্থবোধকও বটে। নিঃস্বার্থে মানে অযথা ?

মূল : ‘বহ্ বে দীদহ্ নতব’ নমুদন চেরাগ
কেহ জুয দীদহ্ রা দেল নখাহদ ববাগ—’
—চক্ষু নাই যার তাকে চেরাগ দেখান যায় না।
চক্ষু আছে যার তার মন বাগানে যাইতে চায়।

অনুবাদ : অন্ধ আগে প্রদীপ জালিলে কিবা হএ
মন বিনু চক্ষে কিবা প্রদীপ দেখএ।

এখানে দ্বিতীয় পংক্তিটি মূলানুসারীত নয়ই, তদুপরি ইহার অর্থ এবং ভাবও একটু এলোমেলো বলিয়া মনে হয়।

মূল : 'আগার নখলে খুরমা নবাবদ বুলন্দ
যে তারাজে হরু বিফলে যাবদ গযন্দ—

—খেজুর গাছ উচু না হইলে প্রত্যেক বালকের লুটতরাজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনুবাদ : মিষ্টফল স্বক যদি উঞ্চল না হইত
প্রতি বালকের হস্তে লাঞ্ছনা পাইত।
বেশ ভাল হইয়াছে।

মূল : 'চু দরয়া শূদম দুশমনে 'আয়বে শয়
নহ, চু আইনহ-এ দোস্তে 'আয়বে জুয়—'

—আমি সাগর-শত্রুর মত (পরের) দোষ নিবারক (অর্থাৎ অপরের দোষকট ধুইয়া মুছিয়া পরিকার করিয়া দিই)। আয়নাবৎ মিত্র নই—
যে ছিদ্রাশ্বেষণকারী (অর্থাৎ আমি দর্পণ রূপী বন্ধু নই যে কাহারও দোষ
অশ্বেষণ করিব)।

অনুবাদ : সিদ্ধু প্রায় শত্রু জনে দোষ ধুই নাশ
দর্পণের প্রায় করি দোষ না প্রকাশ।

—মন্দ হয় নাই। মূলের সঙ্গে প্রায় মিলিয়া গিয়াছে।

মূল : 'কেহ দাদস্ত বর হীচ রজীন গুলে
যে মন আলী আব্বা তর বুলবুলে—'

—কেমন সুন্দর ফুলের, আমার চেয়ে উঁচু (ভাল) গায়ক কে দেখিয়াছে? অর্থাৎ আমি বুলবুলির চেয়েও উচ্চ (শ্রেষ্ঠ) গায়ক ও প্রেমিক।

অনুবাদ : উজ্জানেত স্রুগন্ধ স্রুগন্ধ যথ ফুলে
কে দেখিছে মুগ্ধি হেন স্রুস্বর বুলবুলে ।

—ভালই হইয়াছে । [মূলপাঠে ‘বোল বোলে’ স্থলে বুলবুলে হবে]

মূল : যমীরম নহ যন বলকেহ্ আতশ যনন্ত
কেহ্ মরয়ম সিফত বকর ব্ আবন্তন-স্ত—

—আমার মন ও হৃদয় (প্রতিভা) নারী নয় বরঞ্চ অগ্নিদায়ক
পাথর (ছক্‌মাক্) flint অর্থাৎ সতেজ । (উহা) মরইয়মের মত চিরকুমারী
অথচ গর্ভবতী । অর্থাৎ তিনি জাত কবি ।

অনুবাদ : অগ্ন নারী নহে অগ্নিধারী মোর মাতৃ
মরিয়ম প্রায় অকুমারী পুত্রবতী ।

—কেমনতর অনুবাদ ? ‘যমীর’ শব্দের অর্থ কখনও “মাতৃ” হয় না ।
ইহার আভিধানিক অর্থ মন, হৃদয় । নিষামী এখানে প্রতিভা ও কবিত্ব
শক্তির অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন । ‘যন’ শব্দটির ব্যবহারে তিনি
Pun করিয়াছেন এবং তৎক্ষণাৎই “মরইয়ম” এর অবতারণা । বিনা সঙ্গমে
পুত্রধন লাভে তিনি স্বীয় কৌমার্য বা কুমারীত্ব হারান নাই—তিনি চির-
কুমারী রহিয়া গিয়াছেন ।

মূল : ‘নহ্ আনযীর শূদ নামে হর মেব্-হ্
নহ্ মিস্লে যুবয়দ আস্তঃ হর বেব্-হ্—

অনুবাদ : ধরএ আজির নাম অগ্ন ফলকুল
সকল বিধবা নহে জোবেদা সমতুল ।

—যোবায়াদা (‘যুবয়দঃ’) খলীফা হারুন-অল্-রশীদের স্ত্রী । বেশ
ভাল অনুবাদই হইয়াছে ।

মূল : ‘দূ হিন্দ বর আয়দ যে হিন্দুস্তা
য়কে দয্‌দে বাশ্‌দ য়কে পাসবা—

—হিন্দুস্থান হইতে দুইজন হিন্দু আসে—একজন হয় চোর আরেক জন হয় প্রহরী। ইহা একপ্রকার রূপক মাত্র।

অনুবাদ : হিন্দুস্তান দেশে দুই হিন্দু নিকলিব
একজন চোর এক রক্ষক হইব।

অনুবাদটি কি স্মৃদায়ক ও মূলের অর্থ ব্যাঙ্গক হইয়াছে ?

মূল : ‘দিগর আষ পয় দোস্ত’। যিল্লঃ করদ
কেহ্ হল্‌বা বহ তনহা নবায়ন্ত খুর্দ—’

—দ্বিতীয়তঃ (বা পক্ষান্তরে) কবি ফিরদাউসী স্বীয় বন্ধুবান্ধবদের
জন্ত কিছু (উচ্ছিষ্ট) রাখিয়া গিয়াছেন। কেননা ‘হালওয়া’ একা একা
খাওয়া সমীচীন নয়।

অনুবাদ : মিত্রকুল লাগি থুইল কিঞ্চিত কিঞ্চিত
মিষ্ট দ্রব্য একসর ভক্ষণ অনুচিত।

—অনুবাদ মোটের উপর ভাল হইয়াছে।

এছাড়া অনুবাদ বলিয়া কথিত শ্লোকগুলি একেবারে এলোমেলো—
ভাবের দিক দিয়াও, অর্থ এবং মূলের সহিত সামঞ্জস্যের দিক দিয়াও।
তদুপরি, মূলের অন্তত :

‘আষ’ আশনা রুয়ে তর দাস্ত’।...হইতে আরম্ভ করিয়া ‘হদীসে
কুহন বা বদূ তাষহ্’ করদ’ পর্যন্ত মোট তেরোটি বয়তের সঠিক ও পূর্ণ
অনুবাদ থাকিলে ভাল হইত, কেননা, এইস্থানে ঐ কথাগুলির ঐতিহাসিক
মূল্য আছে খুব বেশী।

১০. । খোয়াজা খিজির কতৃক নিয়ামীকে উপদেশ দান ।

নিয়ামী—৭৮ বয়ত, আলাউল—৩৬ শ্লোক ।

এখানে নিয়ামী যাহা বলিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্তসার এই :

গত রাত্রে খাজা খিজির স্বপ্নে আসিয়া আমাকে বলিলেন,—ওহে আমার উপদেশ প্রার্থী আমার ভক্ত নিয়ামী, শুনলাম তুমি নাকি রাজাদের সম্বন্ধে কাব্য রচনা করিতে চাও । বেশ ভাল কথা । তোমার কাব্যে শুধু সত্য ঘটনাবলীই সন্নিবেশিত করিও । অসত্যের ধারে কাছেও যাইও না । তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ববর্তীগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহা বাদ দিও । কারণ একটা মুক্তাকে দুইবার বিধা উচিত নয় । অবশ্য যে কথাগুলি না নিয়া পারা যায় না, সেকথাগুলি নিও । তুমি কষ্ট কবি নও বরং জাত-কবি । কাজেই তোমার পক্ষে ‘অছুত’ ঘটনাবলী কাব্যে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর । তুমি সিকান্দর সম্বন্ধে কাব্য রচনা কর । দেখিবে, সাক্ষাৎ সিকান্দর (নিয়ামীর পৃষ্ঠপোষক শাহ নুসরতুদ্দিন স্বয়ং) তোমার কাব্যের খরিদ্দার হইবেন । এতে তোমার যশ, খ্যাতি ও মর্যাদা বাড়িবে এবং এই মূল্যবান কবিতার পুরস্কার স্বরূপ ধনরাজিও मिलিবে । কথা ছিল ভাল, অকপট । মনে স্থান পাইল । পছন্দ হইল । চাহিয়া দেখিলাম মানস-দর্পণে সিকান্দরের প্রতিচ্ছবিই ভাসিয়া উঠিল । মনকে বলিলাম, সিকান্দর সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা কর । কেননা, তিনি একাধারে যোদ্ধা ছিলেন, মহা প্রতাপশালী সম্রাটও ছিলেন । অসি মুকুট দুইটারই ধনী । তাঁহাকে কেহ কেহ (ক) সিংহাসনের মালিক দ্বিবিজয়ী বীর বলিয়া থাকে । আর তাঁহার সভাসদের কেহ কেহ (খ) হাকীম বা বড় দার্শনিক বলিয়া আখ্যা দেন । কেহ কেহ আবার (গ) তাঁহাকে নবী (যুলকরনাইন) মানে । আমি (নিয়ামী) সিকান্দর সম্বন্ধে এই তিনটি মতবাদই মানি । এই তিন মতবাদ গ্রহণ করিয়া আমি কাব্য রচনা করিব । প্রথমে তাঁর রাজত্ব ও দ্বিবিজয়ের কথা বলিব । তৎপর তাঁর দর্শন সম্পর্কে কাব্য রচনা করিব । সর্বশেষে তাঁর নুবুরতকে বিষয়বস্ত্ত করিয়া কাব্য রচনা করিব । ‘কেহ খান্দ হুদা নীয পরগম্বরশ’ কেননা স্বয়ং খোদাও তাঁহাকে পরগাম্বর (যুলকরনাইন) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ।

এখানে আবার নিষামী মাঝে মাঝে তাঁহার (‘মমদুহ’) পৃষ্ঠপোষক নসরত শাহর প্রশংসাও তুলনামূলক ভাবে করিয়াছেন এবং ইশারা ইঙ্গিতে তাঁহাকে সাক্ষাৎ সিকান্দর বলিয়াও আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আলাউলের অনুবাদ পাঠ করিলেও এসব কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। এখানে নিষামীর আটাত্তরটি বয়ত ও আলাউলের ছত্রিশটি নোক পাওয়া যায়।

নিষামীর প্রথম বয়তটি এইরূপ :

‘মুরা খিযরে ত’লীম গর বুব্দ দোশ
বহ্ রায়ী কেহ আমদ পেযীর আয় গোশ—’

—গতরাত্রে খিযর আমাকে এমন একটি রহস্য (গুপ্তভেদ) তালিম দিলেন যাহাকে কান অভ্যর্থনা জানাইল অর্থাৎ যাহা মনঃপুত ও স্মৃতিমধুর হইল।

সর্বশেষ বয়তের প্রথম (‘মিসরা’) পংক্তিটি এরূপ :

‘সফালীনহ্ জামীকে ময় জানে উস্ত’—(হে সাকী, ঐ) মাটির পেয়ালা
(-য় সুরা ঢাল) সুরা যাহার প্রাণ।

আলাউলের এই অনুবাদগুলি বেশ ভাল হইয়াছে :

‘মগ্ আচেহ দানা-এ পেশীনহ্ গুফ্ত
কেহ্ যক দুয় নশাদ দূসুরাখ স্ফত—’
—অস্ত কার বচন না কহিও কথাএ
এক মুজা দুই রজ্জ করণ না যাএ।

‘দুই ছিদ্রে এক মুজা বিধন ন যাএ’ হইলে ভাল হইত।

‘চু নয়কএ বকরে আয়াদিস্ত হস্ত
কহর বেবহ্ রা মিয়ালাএ দস্ত—’

অকুমারীর মনে যেমন শক্তি ধার
প্রতি বিধবার অঙ্গে না পরশে মার।

‘তু গওহর কন আয কানে ইসকান্দরী
সেকান্দর খোদ আয়দ বজওহর খরী—’

তুঙ্গি হৈল সিকান্দরী খালের খোদক
সিকান্দর আপে হৈব সে রত্ন পোষক ।

‘চু দেলদারী খিয়রম আমদ বগোশ
দেমাগে মুরা তাযহ্ তর করদ হোশ—’

খোয়াজের বাক্য যদি কর্ণগোচর হৈল
অধিকে অধিক বুদ্ধি উঝলতা হৈল ।

‘মর্যী সরসরী সুরে আঁা শহর যার’ হইতে ‘কেহ খান্ধ খুদা নীষ পয়-
গম্বরশ’ পর্যন্ত আটটি বয়তের অনুবাদ—‘ছোট রূপ নহে সেই রাজ
রাজেশ্বর’ হইতে ‘এক এক প্রতি হৈল বহু পরিশ্রম ।’ ‘পর্যন্ত শ্লোকগুলি
বেশ সুন্দর হইয়াছে। মূলের সহিত মিল আছে। ‘চুন’ গুয়দ ই
নামহ্-এ নগষে রা’ হইতে ‘চু দুশমন যনদ তীর নাব্ ক বুব্দ’ পর্যন্ত তিনটি
বয়তের অনুবাদ—‘এমত মহন্ত গ্রন্থ রচিলু কমল’ হইতে কর্ণ শেলের
চরিত ।’ পর্যন্ত বেশ মূলানুসারী হইয়াছে। আবার—‘নিশাত আন্দর
আয়দ বখানন্দ গাঁ’ হইতে ‘বদন্তে আব্রদ হর উশ্বেদীকেহ্ হন্ত’ পর্যন্ত
পাঁচটি বয়তের অনুবাদ—‘পাঠক সবে মনে হউক আনন্দ’ হইতে ‘কেবল
শোকর ।’ পর্যন্ত মোটামুটি ভাল হইয়াছে। ইহা ছাড়া কোথাও
কোথাও মূলের খণ্ড খণ্ড (মিস্রা) পংক্তি নিয়া এক একটা শ্লোক করা
হইয়াছে। আবার কোন কোন জায়গায় মূলের ভাবের ও Spirit-এর
সহিত মিল রাখিয়া শ্লোক রচনা করা হইয়াছে।

১১. রোসাং রাজস্তুতি

১২. রোসাং রাজের অভিষেক

১৩. কবির আত্মকথা

এখান হইতে মূলের (ক) ‘দর মদহে পাদশা নুসরত-উদ্দীন গুয়দ’
ও (খ) খিতাব ‘বহ্ বাদশাহ বতরীকে ইলতিফাত’ অংশটুকু বাদ

দিয়া—(ক) রোসাঙ্গ-রাজ স্ততি, (খ) রোসাঙ্গ রাজের অভিষেক (গ) কবির (আলাউল) আত্মকথা—এসব বিষয় জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। নিষামী ও সিকান্দরের নাম করিতে গিয়া আপন (‘মহদূহ’) পৃষ্ঠপোষক নসরতুদ্দীন বাদশাহের প্রশংসা করিয়াছেন। তদ্রূপ আলাউল রোসাঙ্গ রাজের গুণগান গাহিয়া স্বীয় নিমক হালালীর (কৃতজ্ঞতার) পরিচয় দিয়াছেন।

১৪. । কাহিনীর সার।

এখানে নিষামীর মোট উননব্বইটি বয়ত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পঁচিশটি বয়ত ভূমিকা স্বরূপ সমিবেশিত হইয়াছে। ভূমিকাতে নিষামীর এই কাহিনী রচনার ধরন ও স্বরূপের বৃত্তান্ত দেওয়া আছে এবং তাহার সূত্রগুলিরও উল্লেখ আছে। আলাউল এ ভূমিকার অনুবাদ করেন নাই (বা আমরা তাঁহার অনুবাদ পাই নাই)। এখানে আলাউলের মোট পঁয়ত্রিশটি শ্লোক পাওয়া যায়। এখানে “মজলিস নবরাজ” স্ততি-বাক্যের দুইটি শ্লোক যোগ করিলে উহার সংখ্যা সাঁইত্রিশে গিয়া দাঁড়ায়। নিষামীর অত্র শিরোনামার অন্তর্গত ‘স্ববে-মখযনে আবাব-দম’ হইতে ‘যন্ম কওসে ইকবাল ইস্কান্দরী’ পর্যন্ত পাঁচটি বয়তের উনাপুরা-ভাবে তিন শ্লোকে অনুবাদ করিয়া আলাউল এই শিরোনামাতেই জুড়িয়া দিয়াছেন (বা লিপিকাররাই এ অষ্টটন ঘটাইয়াছে)।

কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার বর্ণনায় দুইজনেরই প্রায় মিল আছে। আলাউলের সামান্য ক্রটি বিচ্যুতি তেমন ক্ষতিকর নয়। মূলভিত্তিক অনুবাদগুলির প্রায় সবকয়টি ভাল হইয়াছে। অনুবাদের কয়েকটা নমুনা দিতেছি।

মূল : বহর তখতগাহে কেহ বনেহাদ পয়
নেগহ দাশ-ত আদ’নে শাহানে কয়—

অনুবাদ : যেই যেই রাজ্য মারি নিজ বশ কৈলা
যে দেশের সেই নীতি অখণ্ড রাখিলা।

মূল : নখস্তী* কস উ শূদ কেহ য়েব্-র নেহাদ
বরুব্-ম আল্লু* সিককহ্-এ যর নেহাদ—
বফরমানে উ যর গরে চীরহ্ দস্ত
তিল্লাহাএ যর বর সরে নকরঃ বস্ত—

অনুবাদ : প্রথমে মারিল “সিকা” ক্রমদেশান্তরে
সুবর্ণ রঞ্জিত কৈলা রজত উপরে ।

এই শ্লোকটি মূলের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিরই অনুগামী এবং প্রথম ও তৃতীয় পংক্তি বেমালুম গারেব । এ ধরনের কারসাজি আলাউলের অনুবাদে বিরল নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয় ।

মূল : খিরদ নামহ্ হারা যে লফযে দরী
বয়ওন* যব* কন্নদ কিসব্-ত গরী—

অনুবাদ : বুদ্ধির কিতাব যথ ফারসীতে আছিল
ইউনানীর ভাষে তারে সুশোভিত কৈল ।

অনুবাদটি চমৎকার হইয়াছে—একেবারে শাস্তিক ।

মূল : বুরীদ আয জহাঁ শোরশ্ যজে রা
যে দারা সতদ তাজ ব্ আওরজে রা

অনুবাদ : নিজ বলে প্রথমে মারিল জঙ্গীরাজ,
মহাবৃপ দারা হস্তে লৈলা তখ্-ত তাজ ।
—খুব ভাল হইয়াছে ।

মূল : যে সওদা-এ হিন্দ্ যে সফরা-এ ক্রস
ফরুশস্ত ‘আলম চু বয়তুল-‘আরুস—

—হিন্দুস্থানের কালিমা ও রুশের হল্-দে রং ধরাধাম হইতে ধুইয়া মুছিয়া ধরিজীকে বিবাহ-বাসরের মত উজ্জল ও ঝকমকে ধবধবে করিয়া তুলিল ।

অনুবাদ : রুসি পরতাসি হিন্দু আর করি বল
ধুইয়া করিল জগ অধিক উজ্জল ।

প্রথম পংক্তির অর্থ বুঝা গেল না ।

মূল : চু 'উমরশ ফরসে রানদ বর বিস্তে সাল
বশাহনশহী বর দুহলে যদ্ দবাল—'
দিগর রহ্ কেহ বর বিস্তে আফযোদ হফত
বহ্ পয়গাম্বরী রখতে বর বিস্তে ব্ রফত—

অনুবাদ : রুম্মদেশ নৃপতি হইয়া অন্ধ বিশে
পয়গাম্বরী পাইলেক বৎসর সাতাইশে ।

মূলের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বটে । তবে “অন্ধ বিশে”
“সিকান্দরের কুড়ি বৎসর বয়সে” একথা বুঝায় কিনা জানি না ।

মূল : ‘আখাঁ রোযে কুশদ বহ্ পয়গাম্বরী
নবিশ্তন্দ তারীখে ইস্কন্দরী—’

অনুবাদ : যেই দিনে ঈশ্বরে দিলেক পয়গাম্বরী
সেই হস্তে লিখএ তারিখ সিকান্দরী ।

বেশ স্পষ্ট হইয়াছে অনুবাদটি ।

,সুখন রা বআন্দযহ্-এ দার পাস
কেহ্ বাব্র তব্ব্। কর্দনশ দর কিয়াস—

অনুবাদ : তেন কহ যেন নহে অধিক সংশএ
বুখজনে মনে ভাবি প্রত্যয় করএ ।

বেশ ভাল হইয়াছে ।

মূল : ‘সেকান্দর শহে হফতে কিশব্র নমাল
নমাল কসে চু সেকান্দর নমাল—

অনুবাদ : শাহা সিকান্দর গেল সপ্ত-দ্বীপ পতি
কেহ না রহিব সকলের এই গতি ।

অনুবাদটি বেশ ভাল হইয়াছে । তবে “সপ্ত-দ্বীপ” স্থলে সপ্ত-রাজ্য বা সপ্ত-দেশ হইলে ততোধিক ভাল হইত । কেননা, ফার্সীতে ‘কিশব্র’ (আরবীতে ‘ইকলিম’) এর অর্থ দেশ বা রাজ্য, দ্বীপ নয় ।

নিযামীর পঞ্চ-কাব্য (খন্স) রচনার তরতীব অর্থাৎ কোন্টার পর কোন্টা লিখিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বয়তগুলির অনুবাদ সঠিক ভাবেই করা হইয়াছে, যথা :

নিযামীর আদিগ্রন্থ মখজনুল আসরার
ঈশ্বরের চিত্র গুপ্ত কথার ভাণ্ডার ।
খুসরুর শিরিঁ-কথা দুয়জ কিতাব
লাএলী মজনু তিন এশক পরস্তাব ।
চতুর্থেত হস্ত পরকর অনুপাম
পঞ্চমে রচিল এই সিকান্দর নাম ।

মূলে আছে : সুবে-মখযন আব-রদম আব-বল পেচ
কেহ সুস্তী নকরদম দরা কারে হীচ—
ব-শ্ চরবে ব-শীরী তুরা আজিখ-তম
ব-শীরী ব-খসরু দর আব-খতম—
ব-ধা জাসরা পরদহ বেজ-যদম
দুরে ‘ইশকে লয়লা ব-মজনু যদম—
চ আয ‘ইশকে মজনু বহ পরদাখ-তম
সুবে-হফতে পরকর ফরসে তাখতম—
কনু বরবিসাতে সুখন গস্তরী
ঘনম কওসে ইকাবালে ইসকন্দরী—

নিযামীর পাঁচ বস্তুতের অনুবাদ তিন মোর্কে করা হইয়াছে । ইহা আলাউলের কৃতিত্ব ।

১৫. । সিকান্দরের জন্ম বৃত্তান্ত ।

এখানে নিযামীর মূল পাসী সিকান্দর নামায় মোট ঊনসত্তরটি বয়ত আছে । আর আলাউলের অনুবাদে পাওয়া যায় মোট বিয়াল্লিশটি ব্লোক, যদিও আলাউলের ব্লোক সংখ্যা মূলের বয়ত-সংখ্যা হইতে সাতাইশটি কম তথাচ অনুবাদে কাহিনীর কোন অংশ বাদ পড়ে নাই । তবে সিকান্দরের বংশ পরিচয়ে দুইজনের কথায় এক “মতবাদের” গরমিল বা পার্থক্য দেখা যায় । আলাউলের বর্ণনায় সিকান্দরের বংশ পরিচয় নিম্নরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে :

১. সিকান্দর রুমদেশের এক সতী সাক্ষী রমণীর ছেলে । গর্ভাবস্থায় সে স্বামী ও শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং এক বিরানা জঙ্গলে (বা মাঠে) সন্তান প্রসব করিয়াই হতুমুখে পতিত হয় । ফয়লকুচ এই মাতৃহারী শিশুটিকে সেখান হইতে কুড়াইয়া আনিয়া দত্তক পুত্র-রূপে গ্রহণ ও লালন পালন করিলেন । পরে সুবরাজ বানাইলেন ।
২. সিকান্দর দারারই বংশজাত এবং ফয়লকুচের পালক পুত্র ।
৩. সিকান্দর ফয়লকুচের ঔরসজাত সন্তান ।

নিযামী ও আলাউলের উক্ত দ্বিতীয় মতবাদটির বর্ণনায় পার্থক্য আছে । আলাউল বলেন :

কেহ বলে দারার বংশেত উৎপত্তি
আনিয়া পালিল ফয়লকুচ নরপতি ।

এক্ষেত্রে নিযামী বলিয়াছেন : (প্রথম মতবাদ লেখার পর)

দিগর গুনহ দহকাঁ আযর পুরস্ত
বদারা কুনদ নসলে উ পায় বস্ত—

—অগ্নিউপাসক মোড়ল দারার বংশ-পরিচয় অগ্রভাবে দিয়াছে । মোড়লে দারার বংশ-পরিচয় কি ভাবে দিল তাহা নিযামী পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই । তারপর তিনি বলিতেছেন :

‘যে তারীখহা চু গেরফতম কিন্নাস
হম্ আয নামহ্-এ মরদে ঈষদ শবাস—
দরঅঁ হর দু গুফতার চুস্তী নবুদ
গষাফে সুখন রা দরুস্তী নবুদ—
দরুস্তে অঁ। শূদ আয গুফতহ-এ হর দিয়ান
কেহ্ আয ফীলকওস আমদ অঁ। শহরয়ার—’

—আমি ইতিহাস পর্যালোচনা করিলাম এবং ফিরদাউসীর শাহ-
নামাও দেখিলাম। (তারপর) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে—প্রথম
ও দ্বিতীয় মতবাদের কোন সারবত্তা নাই। গুজবের কোন সত্যতা (বা
সত্যতা, মূল্য) নাই। প্রতি দেশের কিংবদন্তী মতে ইহাই সঠিক (বলিয়া
মনে হইল) যে সিকান্দর ফয়লকুচেরই ঔরসজাত সন্তান। তিনি আরও
বলেন :

‘দিগর গুফতহা চু’ ‘আয়্যারে নদাশ্ ত
সুখন গু বরঁ। ই’তিবারে নদাশ্ ত—’

—অগ্ৰ স্বত্বাঙ্গুলি মাপকাঠিতে আসে না বিধায় কবি নিষামী উহাতে
বিশ্বাস স্থাপন (বা গুরুত্ব আরোপ) করিল না।

নিষামী তৃতীয় মতবাদটির বর্ণনা এইভাবে দিয়াছেন :

চুনঁ। গুয়দ অঁ পীরে দেরীনহ্-এ সাল
যে তারীখে শাহঁ। পেশীন-এ হাল—
কেহ্ বযমে খাসে মলক ফীলকওস
বুতে বৃদ পাকীযহ্-এ নও ‘আরুস...
বমেহরশ শবে শাহ্ দর বর গেরফত
যে খুরমাএ শহ্ নখলে বন বর গেরফত—

—পুরাষুগের বাদশাদের ইতিবৃত্তে সেই স্বক্ৰটি (ঐতিহাসিক)
এইমত বলে যে—ফয়লকুচ বাদশার (অন্তঃপুরে) বিশিষ্ট আসনে সৌন্দর্যের

প্রতিমা একটি পুত পবিত্র নবযৌবনা (নববধূ?) ছিল। একরাত্রে বাদশা
অতি আদরে তাহার সহিত সহবাস করিল এবং ইহাতে সে অন্তঃসত্ত্বা
হইল। (নিযামীর বর্ণনা কি সুন্দর ও সাবলীল!) অথচ আলাউলে :

কেহ বলে দারার বংশেত উৎপত্তি
আনিয়া পালিল ফয়লকুচ নরপতি ।

এইকথা বলার অব্যবহিত পরেই বলিতেছেন যে,

শুনিয়া কহিল দুই মত অস্তুত
মহশ্বে কহিল নিষ্ঠা ফয়লকুচের স্মৃত ।

ইহা একেবারে ঝাপসা এবং সেই সঙ্গে misleading-ও বটে।
আলাউলের “পঞ্চ অঙ্কে পড়িবারে দিল ছত্রশালা।”—এইকথাটা নিযামী
বলেন নাই। নিযামী বলেন, ‘গহ্বারহ বর মরকব আবারদ পায়’ দোলনা
হইতে পা খাড়ার উপর রাখিল এবং ময়দানের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

১৬. । সিকান্দরের বিজ্ঞাভ্যাস।

(ও সিংহাসনারোহণ)

এখানে সিকান্দরের বিজ্ঞাশিক্ষায় স্বত্তান্ত নিযামী এইভাবে দিয়াছেন :

নেশান্দশ বেদানশ দর আমুখতন

লকু মাজস আঁকু খিরদমল বুব্দ

আরসুব্ দানাশ ফরসল বুব্দ—

ব-আমুযে গারী বহুউ রজ বুদ

দর আমুখতশ আঁচে নতবা শুমরদ—

আলাউলও তাই বলিয়াছেন, যথা :

ইউনানী হাকিম এক নকুম্মাখিস নাম
যার পুত্র আরস্ত তালিস গুণধাম ।
যত্নে তানে আনিয়া সঁপিল সিকান্দর
নানাগুণ পাট-বিজ্ঞা শিখাইল বিস্তর ।

মূলে—‘লকুম্মাজেস’ পাঠান্তরে ‘নকুম্মাজেস’

ইহার পরে নিযামী ও আলাউলের প্রকাশভঙ্গিতে তেমন কোন মিল না থাকিলেও বিশেষ কিছু যায় আসে না । তবে আলাউলের পরিবর্তন ও পরিবর্তনটা লক্ষণীয় । ক্ষেত্র বিশেষে তিনি পরের কথা আগে এবং আগের কথা পরেও বলিয়াছেন । তাই কথাগুলো একটু আগে পাছে হইয়া গিয়াছে ।

[সিকান্দরের লিংহাসনারোহণ ।

নিযামী বলেন : ‘মলক ফীলকওস আয জহাঁ রখতে বুরদ
বশাহ্‌নশহে নও জহাঁ রা সপরদ—

আলাউল বলেন : নূপ ফয়লকুচ যদি স্বর্থে চলি গেল ।
রুম্মেতে নূপতি হৈল শাহা সিকান্দর
অগ্নায়-কুলিশ কৈলা দেশের অন্তর ।

এখানেও নিযামী ও আলাউলের রচনার সারস্বর্ত্য প্রায় একই দেখা যায় । তবে দুই ভাষার স্বভাব সুলভ রীতি অনুসারে দুইজনের রচনা ভঙ্গীতে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । ইহা দৃশ্যীয় নয় ।

এবারে আলাউলের অনুবাদের কতিপয় নমুনা দিতেছি :

মূল : চুন'ী য়ী কহাঁ যীস্তন্ন সালিস'ন ।
তুরা সুদ ব্‌ কস বা নবাহদ মিস'ন—

—এমন ভাবে জীবনযাত্রা (বা যাপন) কর যাতে যুগযুগান্তর ধরিলে
তোমার লাভ (হিত) হয় এবং (অশ্র) কাহারো ক্ষতি (বা অনিষ্টসাধন)
না হয় ।

অনুবাদ : সৃজন সকলে কর্ম করে অনুমানি
আপনার লাভ হএ, নহে পর হানি ।

‘হর আঁচেহ্ আয পেরদর মায়হ্ আন্দুখেতে
গুয়ারশ কুন’ দরব্য় আমুখেতে—

অনুবাদ : পিতাস্থানে যতেক সঙ্কট বিছা পাএ
শাহা সিকান্দর স্থানে সকল জানাএ ।
—চমৎকার হইয়াছে ।

মূল : তুরা দওলত উরা হনর যাব্-র-স্ত
হনরমন্দ বা দওলতী দর খোর-স্ত—

অনুবাদ : যেন তুমি ভাগ্যধর সেহ বিছাধর
ভাগ্য বুদ্ধি স্মিপ্রিত কার্য চারুতর ।
বেশ ভাল হইয়াছে ।

মূল : কেহ্ শাহী চ বর মন কুনদ স্গলে রাস্ত
ব্-যীরে উ বুদ বরমন ইষদে গু-আস্ত—

অনুবাদ : মুঞি রূপ হৈলে পাত্র আরস্ত সৃজান
ঈশ্বর ইহার সাক্ষী যদি হএ আন ।
—খুব ভাল হইয়াছে ।

মূল : ‘সর আজাম কেহ্ ইকবাল যান্নী নমুদ
বর’ ‘আহদে শাহ্ উস্তব্-রী নমুদ—’

অনুবাদ : শাহা সিকান্দর যদি রূপতি হইলা
গুরু বচন হস্তে তিল না নড়িলা ।
—ভাল হইয়াছে ।

[সিংহাসনে]

মূল : হমশ হোশে দেল বুব্দ ব্ হম যোরে দস্ত
বদী হরদু বর তখতে বায়দ নিশস্ত—'

অনুবাদ : বল বুদ্ধি অধিক, বিজ্ঞাএ সচকিত
সেই মহাজন পাটে বসিতে উচিত ।

—ভালই হইয়াছে ।

মূল : আরস্তু কেহ্ দস্তুরে দরগাহে ব্দ
বহর নেক ব্ বদ মরমে শাহে ব্দ—
সেকন্দর বতদবীরে দানা ব্ যীর
বকম রোযে গারে শূদ আফাক গীর—

অনুবাদ : আরস্ত আছিল তান মুখ্য পাত্রবর
ভাল মন্দ যুক্তি কথা কৃতির দোসর ।
সিকান্দর বুদ্ধিমন্তু পাত্রের যুক্তি
অল্প দিবসে হইল সর্ব মহীপতি ।

বিংশতি বৎসর যদি হৈল পূরণ
বহু ভাতি বিচারিল বিজয় লক্ষণ ।

—একথাটি মূলে কোথাও পাওয়া গেল না ।

১৭. । যক্ষীরাজ্য সম্বন্ধে গোহারী ।

এখানে—যক্ষীদের উৎপাত অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্ত
মিসরবাসীরা সিকান্দরের নিকট আসিয়া ফরিয়াদ জানায় এবং সঙ্গে সঙ্গে
তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিরও বর্ণনা দেয় । মিসরবাসীদের মুখে
যক্ষীদের আকৃতি ও প্রকৃতির যে বর্ণনা নিয়ামী কতক প্রদত্ত হইয়াছে
সেইরূপ হুবহু বর্ণনা আলাউল দেন নাই । তিনি কিছু কথাও
বাড়াইয়াছেন, যথা :

“অর্থ রাজ্য করিল নিপাত” (ত্রিপদীর ৮ম চরণ)

১. খবল দশম পঁতি	...	... বুদ্ধ চিন ।
২. সে সকল বনবাসী	...	... হইল নিধন ।
৩. গোপাল বিহীনে গোষ্ঠ		... ব্যাঘ্রহ ডরাএ ।
৪. আয়বন্ত দয়াধর	...	... সমতুল ।
৫. আছে ক্রম পাটেশ্বর	...	... তার মূল ।
৬. হাবশীকুল হীন জাতি	...	... নাহি বধ ।
৭. মন্ডিলে শহীদ হএ	...	... আছে পদ ।

অবশ্য আলাউলের বর্ণনাটাও সত্যভিত্তিক এবং সঙ্গে সঙ্গে সুপাঠ্য ও মুখরোচকও বটে ।

মিসরবাসীদের ফরিয়াদ শুনিয়া সিকান্দর এই সম্পর্কে আরম্ভের পরামর্শ চাহিলে তিনি যজ্ঞীদের দমন করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন । সিকান্দর উষীরের উপদেশ মত যজ্ঞীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন এবং খুব সুবিধাজনক একস্থানে ঘাট নির্মাণ করিলেন । এই শিরোনামায় আলাউল এসব কথার অবতারণা করেন নাই । তিনি এসব বৃত্তান্ত পরবর্তী শিরোনামায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । (হয়ত ইহা লিপিকারদেরই ত্রুটি)

১৮. । যজ্ঞীদের বিরুদ্ধে সিকান্দরের যুদ্ধযাত্রা ।

নিষামী যাহা পূর্ববর্তী শিরোনামায় বলিয়াছেন আলাউল তাহা এখানেই লিখিয়াছেন । দুই-একটা ছাড়া সব অনুবাদই মূলভিত্তিক এবং খুব ভাল হইয়াছে ।

১৯।২০ । প্রভাত : যুদ্ধারম্ভ ।

এখানে নিষামীর বর্ণনা হইতে আলাউলের বর্ণনাটি একটু সংক্ষিপ্ত । অল্প আলাউলের অনুবাদে কাহিনীর অঙ্গহানি হয় নাই এবং ধরা-বাহিকতাও বজায় আছে । তবে দুইজনের বর্ণনায় বিশেষ পার্থক্য

যুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, সাজসজ্জার নামকরণে একটু পার্থক্য দেখা যায়। ইহা আমার মতে তেমন দৃশ্যীয় নয়। কারণ, ভাষাভেদের রীতি ও রচনাভঙ্গী একটু আলাদা ধরনের বৈকি এবং এক্ষপ হওয়া স্বাভাবিকও বটে। উভয়ের বর্ণনায় দুই-একটা কথা আগে পাছেও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাতে কোন ক্ষতি হয় না। কোন কোন স্থানে নিয়ামীর বর্ণনা তেমন পরিষ্কার নয়—একটু চিন্তাসাপেক্ষ। অপরপক্ষে আলাউলের বর্ণনাও মাঝে মাঝে ঘোলাটে হইয়া আছে, তবে তেমন অবোধ্য নয়। নিয়ামী, পলঙ্ক পরাভূত হইয়া হৃত্য বরণ করিবার আগ পর্যন্ত, দুই বাহিনীর মুখোমুখি সাক্ষাৎ সমরের কথা বলেন নাই। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ (Dual fighting)-র কথাই বলিয়াছেন। আলাউল ইহার আগেও দুই-একবার কন্নী ও যক্ষী বাহিনীর সাক্ষাৎ মুখোমুখি যুদ্ধের কাহিনী শুনাইয়াছেন।

আরম্ভ কর্তৃক সিকান্দরকে যক্ষীর কাঁচা মাংস ভক্ষণের ভান করিয়া যক্ষীর মনে ত্রাস সঞ্চার করার পরামর্শ দেওয়ার বর্ণনাটা নিয়ামীর মত আলাউল বিস্তারিতভাবে দেন নাই। যক্ষী বন্দীদের সামনে একটা যক্ষীর কাঁচা মাংস খাওয়ার ভান করার পর বাকী বন্দীদের সঙ্গে সিকান্দরের আচরণ নিয়ামী এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : মূল : ‘চু মারা বেসেহ্‌রা রহা করদ শ’ী’ অর্থাৎ ধৃত বাকী যক্ষীদিগকে সাপের মত সাহারা প্রান্তরে ছাড়িয়া দিল। বস্ এইটুকু। পক্ষান্তরে আলাউল বলিয়াছেন :

(সিকান্দরে) নিজ ভাবে ইঙ্গিতে কহিলা রক্ষকেরে

শিথিলে রাখহ যেন পলাইতে পারে।

সময় পাইয়া জক্ষী ধাইল সঙ্ঘর।

আলাউলের এই বর্ণনায় সিকান্দরের অধিকতর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা, সাহারাতে লইয়া তাহাদের রেহাই দিলে যক্ষী ও যক্ষী-রাজের মনে তেমন ত্রাসের সঞ্চার হইত না। কারণ, তাহারা মনে করিতে পারিত যে যক্ষী-মাংস খাওয়াটা সিকান্দরের ভান ও ফলি স্নাত্ত, আসলে সে নরখাদক নয়।

বোরাচা ও পরে পলঙ্করের লক্ষ বক্ষ ও তাহাদের সমর-সঙ্ক এবং সিকান্দরের জবার ইত্যাদির বর্ণনায় দুই জনের মধ্যে কিছুটা

গরমিল দেখা যায়। তবে ইহা ধর্তব্য নয়। আলাউলের মতে সিকান্দর যক্ষী ভাষা জানিতেন :

“জক্ষী-ভাষে কহে সুপকার ঠাই
এন্নত সুস্বাদ মাংস কভু নাহি খাই।”

কিন্তু নিযামীকে পড়িয়া ইহার পাস্তা পাওয়া গেল না। আলাউলের মতে পলঙ্কর ছিল যক্ষী-রাজ। নিযামী কিন্তু তাহাকে সিপাহসালার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যক্ষীদের পরাভূত করিয়া সিকান্দর তাহাদের যে ধনসম্পদ পাইলেন, সেকথা নিযামীর মতে আলাউল এখানে না বলিয়া পরবর্তী শিরোনামায় বলিয়াছেন।

২১. । সিকান্দরের জয়লাভ ও ধনপ্রাপ্তি।

এখানে আলাউল সিকান্দর কতক যক্ষী-রাজ্য লুটতরাজের বর্ণনা দেওয়া পর এই বলিয়া ক্ষান্ত দিয়াছেন :

সব জক্ষীদেশ আর ফরাঙ্কি বর্বরী
মিশ্র আদি সর্বদেশ নিজ বশ করি।
বিজয় করিয়া নিয়মিত করি কর
রুমদেশ চলি আইল যেথা নিজ ঘর।

এবং বাকী কথাগুলি পরবর্তী শিরোনামায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

২২. । দারার সঙ্গে বিরোধের সূচনা।

এখানে নিযামীর মোট একশত তেত্রিশটি বয়ত পাওয়া যায়। আলাউল ইহা মোট একশত তিন শ্লোকে সংক্ষিপ্তভাবে সমাপ্ত করিয়াছেন। তবে ইহাতে কাহিনীর অঙ্গহানি হয় নাই। প্রায় সব কথাই আসিয়া গিয়াছে। সব বয়তের শাস্তিক অনুবাদ করা হয় নাই। মোটের উপর

অনুবাদ মূলের ভাব ভিত্তিক হইয়াছে। মন্দ হয় নাই। মূল হইতে যাহা বাদ দেওয়া চলে তাহা বাদ দিয়া মাঝে মাঝে কিন্তু কিছু নিজ হইতেও বাড়াইয়া দিয়াছেন, যেমন :—“আর রূপ সবেরে পাঠাইছে অনুরূপ’ হইতে সর্ব দিন সমানে না যাএ এহি কাল।” পর্যন্ত মোট পাঁচটি শ্লোক। আর “মনে ভাবে এখ ধন দিলু” রূপ লাগি হইতে’ নিশ্চয় দারার সঙ্গে রচিব সমর।” পর্যন্ত মোট পাঁচটি শ্লোক। অবশ্য এ দশটি শ্লোক বাড়িয়া যাওয়াতে তেমন কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ ইহা ভাব-সম্প্রসারণই বটে। তবে ইহার পূর্বে সিকান্দরের উপহার দেখিয়া দারার মনে কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা আলাউল এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

বহু মূল্য বহু দ্রব্য পুঞ্জ পুঞ্জ দেখি
রূপতি দারার মন আগে হৈল স্থখী ।
অবশেষে মনে ভাবে হই বিষাদিত
এখ ধন পাঠাইয়াছে মোহোর বিদিত ।

যাহা নিয়ামী এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

‘সেকুহীদহ্ দারা যে নশ্লে চুন’
হসদ রা বরু তেযতর শূদ ‘ইন’—
পেযীরফতে গঞ্জীনহ্-এ বে-কিয়া স
পেযীরফতহ্ রা নাম আয ব্য় সেপাস—’

—এই উপঢোকনে দারা এত (ই) ভীত সন্ত্রস্ত হইল (যে) ঈর্ষা তাহাকে পরাভূত করিল। (ঈর্ষার লাগাম দারার উপর গুরুতরভাবে তেজস্বী হইল—অর্থাৎ তাহার ঈর্ষারূপ ঘোড়া বরাহারা হইল)। দারা ঐ অপরিসীম ধনভাণ্ডার গ্রহণ করিল (কিন্তু) উহার বিনিময়ে বা প্রতিদানে (সিকান্দরকে) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল না। (বরং এই আচরণ করিল যে)

‘নহ্ বর জাএ খোদ পাসখে সায করদ

দরে কঁী পুশীদহ্ রা বায করদ—

—একটা অবাস্তব উত্তর দিয়া পাঠাইল। (এতে করিয়া) দারা (সিকান্দরের প্রতি তাহার অন্তরের) লুক্কায়িত ঈর্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া

দিল (অর্থাৎ উত্তরে দারার হিংস্রটে ভাবটা সিকান্দরের মিকট পাইল প্রকাশ)। নিষামী বলেন : সিকান্দর কতৃক প্রেরিত উপহার গুল (ভাণ্ডার) দেখিবামাত্র দারা ভীত সমস্ত ‘সেকুহীদ’ হইল এবং অতিশয় স্তব্ধ হইল। আর আলাউল বলেন :

ঐ উপহার সম্ভার দেখিয়া

“রূপতি দারার মন আগে হৈল সুখী।”

অনুবাদ মোটামুটি ভাল হইলেও কয়েক জায়গায় যা তা হইয়াছে—যথা সিকান্দরের সভাসদগণ তাহাকে ইরান আক্রমণ করিবার জন্য এইভাবে উদ্ভানি দিল :

‘সিয়াহী গেরেফ্‌তী সপেদী বগীর

চুন’ী আবলকী বায়দত না গযীর—’

কাল লইলা (অর্থাৎ বন্দীদের জয় করিলা), সাদা লও (অর্থাৎ ইরানও হস্তগত কর), এইভাবে কালগোরা মিশ্রণ (ছাড়) তোমার গতাস্তর নাই। (‘আবলক’) খুসর অর্থাৎ কালো গোরা সংমিশ্রিত রং যাহাকে চটগ্রামী ভাষায় মাইস্যা রং বলা হয়।

আর আলাউল সিকান্দরের মুখে কি বলেন, দেখুন :

শামল নাশিলু’ এবো নাশিব খবল

আবলক্‌ মিশ্রিত সব করিব উজ্জল।

নিষামী লেখেন : ‘যবু’ করদনে দুশমন আসাঁ। গেরেফত

হিসাবে খিরাজে খুরাসাঁ। গেরেফত—’

—শত্রুকে পরাভূত করা (টা) সিকান্দর সহজ (ভাবে) গ্রহণ করিল (অর্থাৎ সহজ মনে করিল)। খুরাসানের করের হিসাব লইল (কারণ) অর্থাৎ খুরাসান বিজয়ের বাসনা মনে মনে পোষণ করিল।

আলাউল কি বলেন, শুনুন :

যেন জঙ্গী মারিলু’ মারিব খোরাসান

কার শক্তি দাওাইব মোর বিজ্ঞমান।

নিযামীর জিহ্বেন : ‘গম্বীদ যিবা খারেগী ছুঁ দেহম
বখোদ বর চুন’ী খারী ছুঁ নেহম—’

—সুদখোরদের জিহ্বীয়া কেমনে দিব ? এমন অসম্মানি নিজের উপর
কেমনে রাখিব ? (অর্থাৎ এ অপমান মাথা পাতিয়া লইব না ।)

আলাউল বলেন :

লভ্য ভক্ষকেরে কর কি লাগিয়া দিব
আপনা কাহিল হেন কিসকে জানিব ।

দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ কি ?

২৩. । দর্শন আবিষ্কার ।

এখানে নিযামীর মোট তিরিশটি বয়ত পাওয়া যায় । আর আলাউলের
আছে মাত্র সতেরটি শ্লোক ।

সিকান্দর কতৃক আয়না আবিষ্কারের বর্ণনা তাহার দুই জনে প্রায়
এক মতই দিয়াছেন ।

২৪. । দারার রান্নবার ।

‘খিরাজ খাস্তন দারা আয সেকলর ব্ জব্বা দাদন উ’

এখানে নিযামীর একশত পঁচটা বয়ত পাওয়া যায় যাহার অনু-
বাদ আলাউল মোট সাতাত্তরটি শ্লোকে করিয়াছেন । অনুবাদ সংক্ষিপ্ত
ও ভাবভিত্তিক হইলেও মূলের প্রায় সব কথাই আসিয়া গিয়াছে ।
কোন কোন স্থানে আলাউলের বর্ণনাটা ‘অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও
পরিষ্কার হইয়াছে । ভূমিকাদিতে কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন
হইবেই । দুইজনের বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক ।

আলাউলের বর্ণনাতে বুঝা যায় : সিকান্দরের নিকট দারার প্রেরিত
চৌগান, গোলা (Hokey Ball) ও তিল ‘কঞ্জদ’ এর তাৎপর্যপূর্ণ
সংকেত—এইগুলি দেখিবা মাত্র স্বয়ং সিকান্দর বৃত্তিতে পারিয়া তদীয়
সভাসদগণকে তাহা বুঝাইয়া বলিল । আর নিযামীর বর্ণনায় প্রতীয়মান
হয় যে দারার রান্নবারই সভাস্থলে এই হেঁয়ালি ভাঙ্গিয়া বলিয়াছিল ।

মূলে : ‘যমানহ্ দিগর গুনহ আঈন নেহাদ’ হইতে ‘তাবহ্গশ্’
পৰ্যন্ত এই দুই বয়তের অনুবাদ আলাউল, “এক ভাতি নাই রএ
জগতের রীত’ হইতে “নিকালিব আন্নি” পৰ্যন্ত মোট ছয়টি শ্লোকে
করিয়াছেন। ইহা নিষামীর রচনার চেয়ে অধিকতর পরিষ্কার ও
Pinching হইয়াছে। সব কয়টি মূল ভিত্তিক অনুবাদ যে ভাল
হইয়াছে তেমন নয়, তবে কয়েকটি ভাল অনুবাদের নমুনা দেওয়া
গেল :

মূল : ‘হমহ্ সালহ্ গওহর নখীযদ যে সজ
গহী স্তলহে সাযদ জহী গাহে জঙ্গ—’

অনুবাদ : প্রতি অঙ্গ শিলা হস্তে নহে রত্ন লাভ
ক্ষেণেক মিত্রতা হএ ক্ষেণে শত্রুভাব।

মূল : ‘ফেরেস্তাদহ্ কী দাস্ত’ গোশ করদ
সুখনহা-এ খোদ রা ফরমূশ করদ—’

অনুবাদ : রায়বারে যদি এই বচন শুনিল।
আপনার বচন সমস্ত পাসরিল।

মূল : ‘ফলক কঁী চেহ যুলমে আশকারা কুনদ
কেহ্ ইস্কন্দর আহেঙ্গে দারা কুনদ—’

অনুবাদ : দেখ আকাশের গতি, সংসারের রীত
সিকান্দর যুদ্ধে ইচ্ছে দারার সহিত।

মূলের কাছাকাছি অনুবাদ :

‘যে মন আট্টেই নায়দ অঁরা মখাহ্
চুনঁ বাশ বা মন কেহ্ বাদশাহে শাহ্—

—যাহা আমাকে দিয়া হইবে না, তাহা আমার কাছে চাহিও না।
আমার সঙ্গে এমন ভাবে থাক যেমন রাজা রাজার সাথে থাকে)।

অনুবাদ : যেই বস্তু না পাবে, মাগিতে না জুয়াএ
পিরীতি রাখহ যেন রাজাএ রাজাএ ।

‘বখন্দীদ ব্ গুফত আল্লর অ’৷ যহর খন্দ
কেহ্ আফসুস বর কারে চরখে বুলন্দ—’

—হাসিল এবং সেই বিষাক্ত হাসিতে বলিল যে আফসেস (ধিক) উচ্চ
আকাশের কাজে ।

অনুবাদ : পাছে কাষ্ঠ হাসি কহে, শূন পাত্রগণ
ক্ষুদ্র শিশু কহে মোরে হেন দুর্বচন ।

এই অনুবাদে মাত্র মূলের Spirit-ই রক্ষিত হইয়াছে ।

২৫. । দারার যুদ্ধযাত্রা ।

নিযামী দারার যুদ্ধায়োজন ও যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা পূর্ববর্তী শিরোনামায়
দিয়াছেন । আলাউল উহা আলাদা শিরোনামায় দিয়াছেন । মূলে
এতদসংক্রান্ত মোট এগারোটি বয়ত পাওয়া যায় । এইবিষয়ে অনুবাদে
দেখা যায় মোট বাইশটি ত্রিপদী শ্লোক । অনুবাদ ভাবভিত্তিক খুব
ফলাও করিয়া করা হইয়াছে । অনুবাদ খুবই সুপাঠ্য ও ক্ষেত্রোচিত
হইয়াছে ।

২৬. । দারার অভিযান (ও সিকান্দরের সমরায়োজন) ।

এখানে নিযামীর মোট চুরাশিটি বয়ত ও আলাউলের মোট ছাপান্নটি
শ্লোক পাওয়া যায় । অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হইলেও আসল কথা বাদ পড়ে
নাই । আলাউলের স্বভাব সুলভ অনুবাদ হইয়াছে ।

মিশ্রি আফরঙ্ক রুমী রুসি বর্বরী
জঙ্গী আদি সৈন্তচয় আইল অস্ত্র ধরি ।

মূলে আছে : ‘যে মিসর ব্ যে আফরঙ্ক ব্ রুম ব্ রুস’ (মিসর,
ফিরিজি, রুম ও রুস) আলাউল কিন্তু “বর্বরী জঙ্গী আদি” সৈন্ত আনিয়া ও

সিকান্দরের সেনাবাহিনীতে ভতি করাইয়াছেন। “মহাবীর মুখ্য তিন লক্ষ অশ্বার (আসওয়ার!)” বলিয়া আলাউল সিকান্দরের অশ্বারোহী মুখ্য মহাবীরদের সংখ্যা কমান্নাইয়া। একেবারে অর্ধেক করিয়া দিয়াছেন। মূলে আছে:—‘শশ সদ হযার’ ছয়শত হাজার। এই হিসাবে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০০,০০০ (ছয় লক্ষ) এর কোঠার। ইহারা সবাই এক এক জন (মুফরদ সব্বান) অধিতীর অশ্বারোহী, মুখ মহাবীর।

২৭. দারার মন্ত্রণাসভা।

এখানে নিষামীর একশত চৌষটি বয়ত ও আলাউলের সাতাত্তরটি শ্লোক পাওয়া যায়। অনুবাদ সংক্ষিপ্ত ও ভাবমূলক। কোন কোন জায়গায় মূলের Spirit-এর উপর নির্ভর করত: ক্ষেত্র-ভিত্তিক শ্লোক রচনা করা হইয়াছে। তবে ইহাতে তেমন অঙ্গহানি হয় নাই বটে, কিন্তু মূলের সেই হুঙ্কার-ঝঙ্কার ও ওজস্বিতা নাই। মূলের সজীবতার স্থলে অনুবাদে কিছুটা নির্জীবতাই পরিলক্ষিত হয়। দারার দান্ত ও আত্মগরিমা পূর্ণ বাক্যগুলির তেজস্বিতা অনুবাদে তেমন প্রতিফলিত হয় নাই। “সময় বুঝিয়া কহে বুদ্ধজন কথা’ হইতে’ কহিলু’ ক্ষেম শ্লোষ।” পর্যন্ত ষোলটি শ্লোক ভাবমূলক ও ক্ষেত্র ভিত্তিক। এখানে মাত্র আটটি শ্লোকই—“এক এক বয়ত হস্তে এক এক পয়ার” হিসাবে পূরাপূরি মূলভিত্তিক হইয়াছে। বাকীগুলি ভাব, Spirit ও ক্ষেত্রমূলকই বটে। অবশ্য এইগুলিকে বাঙলা ভাষার ধাত অনুসারে রচিত আলাউলের Naturalized version বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

২৮। সিকান্দরের নিকট দারার পত্র।

নিষামীর সাতাত্তরটি বয়ত। আলাউলের চল্লিশটি ত্রিপদী। ইহা আলাউলেরই নিজস্ব রচনা বলিলে তেমন ভুল হইবে না। অবশ্য ছিটাকোঁটা ভাবে মূলের ছোঁয়াচ আছে বৈ-কি? দুই-চারিটি মূলভিত্তিক খুব ভাল অনুবাদও পাওয়া যায়, যেমন :

১৮ চলিতে হংসের গতি হৈলা বিশ্বরণ।

২। সর্ব বৃপতির শির হস্তপদ জান।

৩। নিজ মুখে নিজ হাতে না হান।

- ৪। যৌবনের গর্বে তোর তোর গল।
 • ৫। ইস্ফিন্দার ক'ইতন তার পাছে।

২৯. । দারার পত্রের উত্তরে সিকান্দর ।

এখানে নিষামীর ছিয়ানক্বইট বয়ত ও আলাউলের সাতান্নটি শ্লোক পাওয়া যায়। ইহা মূলের ছায়া অবলম্বনে নিজস্ব রচনা। ভাবের ছোঁয়াচ আছে বটে, কিন্তু মোটেই মূলভিত্তিক নয়। অবশ্য রচনার বিষয়বস্তু অবাস্তব নয়। এবং তিনি ক্ষেত্রোচিত বাক্য যোজনা করিতে দক্ষতার পরিচয়ই দিয়াছেন। 'মাঝে মাঝে দুই-চারিটা হুবহু মূলভিত্তিক অনুবাদও পাওয়া যায়, যেমন :

‘খুদা দাদত ঐ চেরহ্ কেহ্ হস্ত’

—সেই সে করিছে তোম্মা উঞ্চ সর্বমতে ।

‘নহ্ আয মাদর আব্দুদহ্—এ তাজ ব্ তখ্ ত ।

না আনিছ তাজ পাট মাতৃগর্ভ হোতে ।

‘দূশের গুরসনহ্ আস্ত ব্ রক রানে গোর
 কবাবে আঁ। কসে রাস্ত কু রাস্তে যোর—’

দুই দিক মধ্য ভাগে আছে যুগ এক
 যেই বলবস্ত হএ সেই হরিবেক ।

অনুবাদটি একটু ভাবভিত্তিক বটে, কিন্তু ভাল হইয়াছে। মূলে আছে ‘গোর’ (বগুগাধা onager) অনুবাদে আছে “যুগ”। মূলে আছে কবাব কিন্তু অনুবাদে উহার উল্লেখ নাই। মূলের দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ এই—কবাব তাহারই (প্রাপ্য) বাহার আছে শজ্জি—

কেহ্ যা সর দেহম যা সতানম্ কুলাহ্

কিবা শির দেওঁ কিবা কাড়ি লওঁ তাজ ।

‘বশাখে চেহ, ব্যয়দ দল আব্বীখতম
কেহ নভব, আযু মেব, হ রীখতম—’

সে ডাল ধরিয়া না নাড়িও কদাচিত
যাহা হস্তে এক ফল নারিবা ঝাড়িত ।

‘জহাঁদার চু’ নামহ বা করদে গোশ
দেমাগশ, যে গরমী দর আমদ বজোশ—’

সিকান্দর পত্র যদি কর্ণগত হইল
জোধানলে দাঁরা-শির-মজ্জা উমাইল ।

৩০. । দারা সিকান্দরের রণ ।

মূলে একশত পঁচিশটি বয়ত ও অনুবাদে একশত আটশটি শ্লোক
পাওয়া যায় । মূলের পটভূমিতে ইহা আলাউলের নিজস্ব রচনা ।
মূলের অনুবাদ ইহা নহে, একথা বলিলে ভুল হইবে না । তবে, মূলের
প্রচ্ছদপটে ক্ষেত্রোপযোগী করিয়া আলাউলের স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে ইহা
রচিত হইয়াছে । ইহাকে তাঁহার কৃতিত্বও বলা চলে । ইহা যে
সর্বাদীপ স্পন্দন হইয়াছে অবশ্য তেমন কথাও নয় । মূলের একথাগুলি
বাদ দেওয়াতে কিছুটা কাহিনীর অঙ্গহানি হইয়াছে :

নেবরদ আযমায়^১ ঈরান সেপাহ
গেরেফতল বর লশকরে রুমে রাহ—
যেবু^২ গশ^৩ তে রুমী যে পরকারে শা
আজলে খাস্ত করদন গেরেফতারে শা—

—ইরানী লঙ্কর রুমী সৈন্তের গতিরোধ করিল এবং তাহাদের দিকে
খাবিত হইল । ইরানীরা রুমীদের যুদ্ধে কাতর হইয়া পড়িল বা নাজেহাল
হইল এবং বৃত্ত্য তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে চাহিল ।

দারার বিশ্বাসঘাতক অনুচরদের চিত্রণেও তিনি একটু নতুন দেখাইয়া-
ছেন এবং বলিয়াছেন :

দৈবযোগে দোহান অপরাধী হৈল
যুদ্ধকাল ভাবি দার। কিছু না বলিল।

সিকান্দরের নিকট গিয়া তাহার। বলিল :

আমি দোহো। প্রতি তার মনে অতিক্রোধ
রাখিছে আশ্চার্যে দেখি তোমার বিরোধ।

—যাহা নিষাম বলেন নাই।

মূলের দুই-একটা চরণ ও বয়তের ছব্ব অনুবাদও পাওয়া যায়। হযত নিষামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্তই এইরূপ করা হইয়াছে।

৩১. । দারার নিধন।

এখানে নিষামীর দুইশত বাইশটি বয়ত ও আলাউলের একশত একুশটি শ্লোক আছে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যাহা করিয়াছেন এখানেও প্রায় তাহাই করা হইয়াছে। মূলের ভাবার্থ লইয়া ইহা তাঁহার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীতে লেখা হইয়াছে। ইহাকে ভাবার্থে তথ্য-ভিত্তিক রচনা বলিলে ভাল হয়। বর্ণনাতে অবাস্তর কিছুই নাই। এই রচনাটি সংক্ষিপ্ত বটে কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যাখ্যান ও সম্প্রসারণ মূলকও হইয়াছে। কোন কোন জায়গায় মূলের কয়েকটি কথা বাদ যাওয়াতে কাহিনীর কিছুটা অঙ্গহানিও হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে ভাব সম্প্রসারণে যে শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা বেশ মানানসই হইয়াছে, শেষ ভাগে—“যদি মোরে আদেশিলা” হইতে “আছএ আশ্চার্য” পর্যন্ত দশটি শ্লোক মূলভিত্তিক ও বেশ ভাল অনুবাদ হইয়াছে।

মূল ও অনুবাদের তুলনামূলক বিচার করিলে মূলভিত্তিক অনুবাদের সংখ্যা নগণ্য। আবার, অনুবাদে এক বয়তে এক শ্লোক, দুই-তিন বয়ত মিলাইয়া এক শ্লোক, আবার দুই বয়তের দুই চরণ লইয়া এক শ্লোক রচিত হইয়াছে। দুই-চারিটা দৃষ্টান্ত দিতেছি :

“বদী ইশ্‌ব্‌: দারুল শহরা শেকীব
য়কে বর দেলীরী যকে বর ফেরীব—’

এহি মতে কেহ সত্য কেহ ভ্রমাইয়া
সবে মিলি দারারে রাখিল সাওয়াইয়া ।

‘বর আমদ যে কলবে দূ লশকর খরুশ
রসীদ আসম’ রা কিয়ামত বগোশ—’

উঠে দুই দিক হস্তে বীরের হুকার
আকাশের কর্ণে হৈল প্রলয় সফার ।

‘বর উফতাদ তপে লরযহ বর দস্ত ব্‌ পায়’
প্রলয় কম্পনে প্রকম্পিত হস্ত পাও ।

‘দরখ্‌তে কিয়ানী দর আমদ বখাক’
কয়ানী বংশের রক্ষ ভূমিতে লুটাইল ।

‘বনয্‌দে সেকন্দর গেরেফতন্দ জায়’
সিকান্দর শহা পাশে রহিল আসিয় ।

‘বিয়া তা ববীনী ব্‌ বাব্ব কুনী
যে খ্‌নশ সিমো বারগী তর কুনী—’
রিপু রক্তে আসি কর অশ্রুপদ লাল ।

যে কিছু কহিল আশি নহে কিবা হএ
আসিয়া দেখহ তবে হউক প্রত্যএ ।

‘সুলয়মানে উফতাদ
দর পায়ে মোর’
সোলেমান পড়িয়াছে
পিপীলিকা ঘাএ ।

তনে মরযবা দীদ দর
খাক ব্‌ খ্‌ন’
দেখে দারা খুলি রক্তে
হইছে মিশ্রিত

‘কুলাহে কিয়ানী শূদহ
সন্ন নগ’
পড়িছে কয়ানী তাজ
হইয়া উলট ।

... ‘বফরমুদ তা আঁ দু সর হুদ রা’	‘সর খস্তু রা বর সরে রান নেহাদ’	‘সেকন্দর ফরুদ আমদ আয পুশতে বৃদ’
নিজ গণে সিকান্দর বলিল ইজিতে	কোলে তুলি লইল নুপতি দান্না শির	অশ হস্তে নামি সিকান্দর বীর
‘বদারীদ বর জায়ে খেশ উস্তব্-র-’	‘ব্-লেকঁী চেহ্ সুদস্ত কাসঁ কার বৃদ’	
দোহ অপরাধী খল যন্তনে রাখিতে।	শোচনে কি ফল, গেল হস্ত হস্তে কাজ	

‘সেকন্দর বনালীদ কায়ে তাজদার

সেকন্দর মনম চাকর শহরয়ার—’

আফেপিয়া কহিল কান্দিয়া বহতর—মুপ্রি সিকান্দর জান শাহার কিকর।

৩২. । শ্মশান বৈরাগ্য।

এই বিলাপগীতিটি আলাউলের নিজস্ব রচনা।

৩৩. । জীবন-তত্ত্ব।

পূর্ববর্তী শিরোনামার অন্তর্গত নিষামীর তেতাল্লিশটি বয়তের সারমর্ম লইয়া মোট বারোটি শ্লোকে এই “জীনন তত্ত্ব”-টি রচিত হইয়াছে। আদতে কথা এক হইলেও দুই জনের প্রকাশভঙ্গীতে ঢের তফাৎ আছে।

৩৪. । সিকান্দর ও জ্ঞানী বুদ্ধের আলাপ।

(নীতি-তত্ত্ব)

এখানে নিষামীর মোট দুইশত বয়ত ও আলাউলে মাত্র একশত ছয়টি শ্লোক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আবার পাঁচটিতে “নবরাজ মজলিস”-এর প্রশংসা।

মূলের ভাব অবলম্বনে ইহা রচিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাকে আলাউলের সার্থক রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। অবশ্য কয়েক জায়গায় মূলের বিপরীত ভাবও পাওয়া যায় যেমন মূলে আছে :

‘দিগর বায়ে গুফত। বহ্মন গুলে বায
 কেহ বাবুর বহ্মন চেরা শূদ দরায়—
 চেরা কুশতে বহ্মন ফরামরুয রা
 বখুন গরকে করদ আঁ। আলবুর্খরা—
 চেরা মু বদানশ নদাদন্দ পন্দ
 কই। খানান দুর দারদ গেরন্দ—
 চুনী দাদ পাখে জই। দীদহ মরদ
 কেহ বহ্মন বহ আঁ। আযদহ বঁ। চেহ করদ—
 সর আজাম কাশফতহ শূদ বাহে উ
 দুমে আযদহ। শূহ ব.তন গাহে উ—’
 ‘কেহ দীনন্দ কু পায়ে দর খুন ফশরদ
 কই। খনে সর আজাম কয়ফর নবুরদ—’

এই বয়তগুলিতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বুদ্ধিমানদের পরামর্শ না শুনিয়া বাহমন রুস্তম-পুত্র ফরামুর্ষকে বিনাদোষে খুন করিয়াছিল। উগ্রতার বশীভূত হইয়া নিরপরাধ ফরামুর্ষকে খুন করার পরিণামে বাহমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আর, এ বিষয়ে আলাউল বলেন :

কেনে ফরামুর্জে মারিল বাহমন ?
 রুস্তমে শাসিয়া দিল সর্ব বসুমতী
 মারিল তাহার পুত্র কাহার যুক্তি ।
 কহিলেক, ফরামুর্জ অপরাধী হইল
 বাহমন শাহা সঙ্গে যুদ্ধ আরঙিল ।
 তেকারগে মারিল, না ধরি কার বোল
 ছন্ন বুদ্ধি হই শীঘ্রে কালে দিল কোল ।

বাহমন যদি একটা অপরাধীকে মারিয়া থাকে তবে সে কি অভিচারী হইবে? অপরাধীকে সাজা দেওয়াত ছন্নবুদ্ধিতা বা উগ্রতা নয়। সিকান্দর তাঁঁজ্ঞানী যুদ্ধকে জিজ্ঞাসাচ্ছিলে বলিল :

‘ফক্ক পুয়দ আয গরদশে রোযেগার
 জইজ্জী রা অঁ।চেহ আযদ বকার—’

বৃদ্ধ বলিয়া দেউক : সমস্ত যুঝিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি কাজ করিলে
উহা দিবিজয়ী বীরের উপকারে আসে (বা কাজে লাগে)। প্রসঙ্গটি
আলাউল এইভাবে উত্থাপন করিয়াছেন

“বৃপতি হইলে যুক্ত কেমন আকার।” জিজ্ঞাস্য কি ?

‘আগর দওলতশ নামদে রহনুমাএ
নশুদে সরে খসমে রা ঘেরে পাএ—’

অতি ভাগ্যবলে সিকান্দর মহাবীর—অশ্বপদতলে কৈল রিপুদল শির।
ভাব-ভিত্তিক খুব ভাল অনুবাদ।

‘সর তখতে জমশীদ জায়ে তু বাদ
সরীরে সরা থাকে পায়ে তু বাদ—’

বুলিলা জামশেদ পাটে তোজা হোক যোগ্য—বৃপকুলশির আসি হোক
পদতল। শ্লোকটা এইরূপ হইলে মূলভিত্তিক অনুবাদ হইত :

জমশিদে পাট তোজা হোক যোগ্য স্থল
বৃপকুল শির তোর হউক পদতল। [পদধূল]

‘নহ বখশুদ হরগিয খুদাবন্দ হশ্
বর’। বন্দহ কু শূদ খুদাবন্দে কশ্—

“না রাখে ঈশ্বর বধী যেজন পণ্ডিত—

চু পররোষ বাশী মশু রস্ত থেষ—
কমন বস্তহ বর খসমে রাহে গরেষ—’

জয় পাইলে ভয়কের পৃষ্ঠ না লউক—
ধাইবার পন্থ তার বন্ধ না করোক।”

৩৫. । সিকান্দরের ইসলাম প্রচার।

নিখামীর পরতাল্লিশটি বয়ত ও আলাউলের ছাব্বিশটি ত্রিপদী
পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্তসারে অনুবাদ তথা রচনাটা খুব ভালই হইয়াছে।

৩৬. । মান্নাবীর বাহু ।

নিয়ামীর বাহাস্তরটি বয়ত ও আলাউলের পঁয়ষট্টিট লোক পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত হইলেও অনুবাদটি ভাল হইয়াছে, কাহিনীর অঙ্গহানি হয় নাই। রচনাটা মূলের ভাবানুসারী বটে কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের হইতে তিনি কিছু কথা বাড়াইয়াছেন, যেমন : “দিব্য রঙ্গে অঙ্গ ভঙ্গে নয়ানে তরঙ্গ” হইতে “তস্ত্রে মস্ত্রে রূপে হরে চতুরের প্রাণে।” পর্যন্ত মোট দশটি লোক, যাহাতে সাম বংশীয়া কণ্ঠা “আযরহমায়ুন”-এর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কোনপ্রকার ক্ষতি হয় নাই বরং ইহা আলাউলের কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। কাহিনীর তেমন অঙ্গহানি না হইলেও মূলের একথাটা বাদ না দিলে সোনায়ে সোহাগা হইত : ‘আযর হমায়ুন’-কে সিকান্দরের নিকট লইয়া আসিয়া বলীনাস বলিল ‘যদি মোরে দান কর প্রাণ’ধিক লাভ।’ এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল :

‘ব্গর খিদমতে শাহ রা দর খোরস্ত
মুরাহম খুদবন্দ ব্হম খাহরস্ত—’

—শাহা যদি মেয়েটিকে আপন অন্তঃপুরে রাখিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন তবে রাখিতে পারেন। তখন সে আমার কন্যাও হইবে, ভগ্নীও হইবে।

“মহাবুদ্ধিমন্ত শাহা বুঝিল কারণ—সত্য সর্প হইলে কেনে অগ্নির গঠন।” আলাউলের একথা নিয়ামী বলেন নাই। দুই-একটা মূলভিত্তিক অনুবাদ :

‘যে ক’রে বন্দি বর কুশদ চাহে রা
ফরাদ আব্রদ যে আসমা মাহে রা—’

মহী হস্তে টানিয়া তুলিতে পারে কুপ—স্বর্গক্ষে পারে ভূমে নামাইতে স্বরূপ।

‘যহল রা বশুয়দ সিয়াহী যে ক্লএ,
শুব্দবর হিসারী বয়ক তারে মূএ—’

শনির মুখের কালি ধুইতে পারে লেশে—গড় বান্ধি যুক করে একগাছি
কেশে ।

৩৭. । সিকান্দরের ইসফহান প্রবেশ ।

[দ্রষ্টব্য :—মূলের সিকান্দরের ইসফহান উপস্থিতি ও রৌশনকের
জ্ঞা প্রস্তাব দান” এই শিরোনামার বিষয়বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ৩৭—৪২
পর্যন্ত কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ।]

এখানে রচনায় মূলের ভাবের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করা হইয়াছে
বটে কিন্তু “শীতকালে সিকান্দর তথা হস্তে শীঘ্রতর (ঠিক পাঠ সেফাহানে)
সিফাহানে করিল প্রবেশ ।” ইহার কি ভাব ? “শীতকালে” একথা
কোথায় পাইলেন ? আর, “তথা হস্তে” বলায়—কোথা হইতে ?—
এই প্রশ্ন থাকিয়া যায় । “তৈইসে রাখিল প্রাণ । না করিয়া বিষ পান ।
আজি কৃপা হইল বিদিত ।”—ইহা আলাউলেরই অবদান । অবশ্য
ক্ষেত্রোচিত হইয়াছে ।

৩৮. । সিকান্দর-রৌশনক বিবাহের উত্তোগ

এই খণ্ডে দুই জনের বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য দেখা যায় । তবুও
আলাউলের রচনাটা মূলের ভাবভিত্তিক হইয়াছে । আলাউলের
অতিরঞ্জনও মাঝে মাঝে উপভোগ্য হইয়াছে । কিন্তু “দেশ হস্তে এক অন্ধ
কর খণ্ডাইল ।” মূলে পাওয়া না গেলেও বিশ্বাসযোগ্য । কয়েকটা ভাল
অনুবাদের নমুনা :

‘শবস্তানে দারা যে মাতম বহ শুলু
বজায়ে বনফ্ শহ্ ডলে সুরথে কলু—

শোক হস্তে ধুইলেক দারার বসতি—নীলোপল খণ্ডি হইল রজোৎ-
পল জ্যোতি ।

‘আগর সব দর আরদ বদী’ শূগলে শাহ
সরে রওশনক রা রেসানন্দ বম্বাহ—’

যদি শাহা এই কার্য মনে কৈল স্থির—স্বর্গে পরশিব তবে রৌশনক শির ।

‘আগর বন্দহ্ গীরদ সর আফগন্দহ্-ঈম
ব্গর জুফতে সাঘদ হম’। বন্দহ্-ঈম—’

যবে দাসী করএ করিব পরিচর্যা—সেই মতে সেবকিনী যদি করে ভার্যা ।

‘বকাবীনে খসরু রিয়া দাদহ্-ঈম
কেহ্ আয তুখমহ্-এ খসরুবাঁ ঘাদহ্-ঈম—’

শাহার সজোগে আশ্রি অতিশয় রতা—নৃপতি দুহিতামাত্র নৃপতি বনিতা ।

‘রুখে শহ্ বর আফরুখত আয খুররমী
কেহ্ সরদে জবাবে খোশ আস্ত আদমী—’

শুনিতে শাহার মন হৈল উজ্জ্বল—আনন্দ হইল চিত্ত লাভি কমল ।

মনুরথ শুভবার্তা অতি মনোরম—প্রবণ পরশে যেন সুধা স্বষ্টি সম ।

‘এহি মতে অষ্টম দিবস বহি গেল’ কথাটি মূলে নাই ।

৩৯. । সিকান্দর-রৌশনক বিবাহ ।

ইহা আলাউলের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান । ক্ষেত্রভিত্তিক এই সংযোজনটী
খুবই মানানসই হইয়াছে ।

৪০. । বিবাহ-অনুষ্ঠান ।

মূলের সহিত ইহার তেমন মিল নাই । মূলের বর্ণনা এইরূপ :

‘বরোযে কেহ তালি “বরামন্দ বৃদ
নযরহা সাযাবারে পন্নবন্দ বৃদ—
জহাঁজ্জ্ বর রুসমে আবাবারে খোশ

পরীষাদ রা করল হমতায়ের খেদ—
বরুসমে কিয়া নীচ পরম' গেরেকত
ব'ফা দর দেল ব' মেহর দর জ' গেরেকত—
দর অ' বয়' আত আয বহরে তমকীনে উ
বম্বুলকে 'আজম বস্ত কাবীনে উ—'

—অর্থাৎ যখন সবাই এই বিবাহে একমত, একদিন ফলস্তরাশি ও শুভলগ্নে সিকান্দর স্বীয় পূর্বপুরুষদের রীতি নীতি ও আচার অনুষ্ঠান মাফিক রৌশনককে আপন জীবন সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করিল (অর্থাৎ স্বীয় প্রধানুসারে রৌশনকের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইল)। আবার কায়ানী বংশের প্রধানুসারেও অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল (অর্থাৎ বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিল)। মনে বিশ্বস্ততা ও প্রাণে ভালবাসা রাখিল (অর্থাৎ স্থান দিল)। রৌশনকের সম্মানার্থ সমগ্র ইরানই তাহার দেন-মহর (বা যৌতুক) ধার্য করিল।

৪১. । ক'নের রূপ।

ইহা আলাউলের নিজস্ব সম্পদ। মূলের সহিত ভাবের মিল রাখিয়া খুব ফলাও করিয়া রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা যেন মূলের ব্যাখ্যা।

৪২. । ক'নে সমর্পণ ও বিদ্রোহ।

মূলের ভাব অবলম্বনে রচনাটা খুবই ভাল হইয়াছে। বর্ণনাটাও বিস্তারিত হইয়াছে। কয়েকটা কথাও বাড়ানো হইয়াছে তবে উহা অবান্তর হয় নাই।

৪৩. । রৌশনক'র মকদ্দমিয়া যাত্রা ও সন্তান লাভ।

[দ্রষ্টব্য—এখানে মূলের দুইটা গিরোনামাকে এক করা হইয়াছে।
১. ইরানে সিকান্দরের রাজ্যাভিষেক ও ২. আরম্ভের সঙ্গে রৌশনককে ইউনানে প্রেরণ।]

এখানে প্রথমে রাজ্যাভিষেক পর্বের ভূমিকাটি (বাক্-স্তুতি) নাম মূলের ভাব-অবলম্বনে সংক্ষেপে অনুবাদ করা হইয়াছে। তারপর ইস্তরখ [ইস্তখর] হইয়া সিংহাসনারোহণ ও রাজরাজড়াদের রায়বার প্রেরণের কথাটি মূল হইতে লইয়া বাকী কথাগুলি নিজের হইতেই বাড়াইয়া দিয়াছেন। অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ইরানী জনসাধারণ ও অগ্ণাত রায়বারদের লইয়া সভা করিয়া সিকান্দর যে ভাষণ দিয়াছিল এবং পরে ইরানী জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে যে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলিল তাহা সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হইয়াছে। (নিয়ামীর চুরাশিট বয়ত)। রাজ্যাভিষেক ও রায়বার আসার কথাগুলিও অনুবাদ নয় বরং তাহার নিজস্ব রচনা। আবার বলেন : “কথ কালে রৌশনক হৈলা গর্ভবতী— নিজ পাটে রুমে পাঠাইতে হৈল মতি।” ইহা মূলের বিপরীত। রৌশনক গর্ভবতী হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে রুমে পাঠানো হয় নাই, বরং সিকান্দরের দিখিজয়ের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্মই বেচারিকে বমে পাঠাইতে হইল। “কণা সমোধিয়া শাহা কহিল। বিশেষ” হইতে “শাহা সিকান্দর।” পর্যন্ত দশটি শ্লোক আলাউলের নিজস্ব সম্পদ, মূলের সাথে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। তারপর মূলের নয়টি বয়তের অনুবাদ—“আরস্ত সহিতে কণা” হইতে “কার্যোত নিপুণ।” পর্যন্ত মোট চারিটি শ্লোকে করা হইয়াছে। সিকান্দর দিখিজয়ে বাহির হইবার সংকল্প করিলে আরস্ত তাহাকে যে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়াছিল তাহাও অনুবাদে নাই। এ সম্পর্কে নিয়ামীর ষাটটি বয়ত পাওয়া যায়। এই অংশটা আলাউলের নিজস্ব রচনা বলিলে অনুচিত হইবে না।

৪৪. । সিকান্দরের দিখিজয়।

ক. । মক্কা যিয়ারত।

এখানে ভূমিকার বায়াগট বয়ত বাদ দেওয়া হইয়াছে। তারপর মূলের ভাব অবলম্বনে যিয়ারত পর্বটি রচনা করা হইয়াছে। “যথেক কাফির ছিল দীনেতে আনিল।’ মূলে কোথাও পাওয়া গেল না। সিকান্দরের “ইয়ামন” যাওয়ার কথাটি বাদ পড়িয়াছে।

খ । এরাক প্রভৃতি বিজয় ।

আরামনীদের বিরুদ্ধে আযর বাদগানীদের ফরিয়াদের মধ্যে মূলে একথাটি নাই : (ইরাক বিজয়ের কথা বাদ পড়ে নাই ।)

“আল্লি আশ্তে যে সব হইছি মুসলমান—
সবানেরে হিংসায় না করে বস্তুজ্ঞান ।
যদি শাহা এ সবেরে ন করহ নষ্ট—
মুসলমানি দীন তবে করিবেক দ্রষ্ট ।”

এই পর্বের বাকী কথাগুলি অতি সংক্ষেপে নিজ ভাষায় রচনা করিয়াছেন ।
সিকান্দরের ‘তফলিস’ বসাইবার কথা বাদ পড়িয়াছে ।

গ. । বর্দা’ রাজ্যের শোভা ।

ইহা আলাউলের নিজস্ব রচনা । অবশ্য “হেমন্তে বসন্ত সম ...
মলয়া সমীর ।” ইহাতে মূলের ভাব ও ছোঁয়াচ আছে । আর
“অন্তায় বজিত দেশ ... আনন্দে গোঞাএ ।” -তে মূলের একটি ঝলক
পাওয়া যায় ।

ঘ । বর্দা রানী নওশবা ও সিকান্দর ।

পাণ্ডুলিপিতে মূলের দুইটি শিরোনাম ১. সিকান্দরের বর্দারাজ্যে
গমন ও ২. দূত বেশে নোশাবার নিকট যাওয়া, একত্র করা হইয়াছে ।
“বর্দা-রানী” ইহা প্রধানত মূলের ভাব লইয়াই রচিত হইয়াছে ।
“দিব্য অস্ত্র দিব্য বাস ত্রিশ হাজার” মূলে সংখ্যার উল্লেখ নাই ।
“যোগ্যবর না পাইয়া নাহি করে পতি ।” ইহা আলাউলের Interpretation
মূলে ফেরেশ্তা আছে কিন্তু তিনি বলেন : “নরচক্ষে সে সবেরে
দেখিতে কি পারে ।” এতদসত্ত্বেও কয়েকটি অনুবাদ মূলভিত্তিক হইয়াছে,
যথা : ‘ব’গর বীনদ উফ্তাদ যে বালা বহ্ যের’ ‘স্বর্গ হস্তে পড়এ দেবতা
যদি হেরে ।’ অবশ্য ফেরেশ্তা অর্থ যদি দেবতা হয় । ‘বহজামে সম্বতী
ব’য়ত নেব’য’ “অসময়ে লোক পালে করি দান ধর্ম ।” লোক অর্থে

(রসত) প্রজা এই যদি হয়। ‘কব আশুবে শহবত জুদামালহ্’—কেহ না জানএ পতি রতি রসবার্তা।’ ‘জুদামালহ্’ (আলাদা, বা সরিয়া বহিয়াছে) এর অর্থ যদি “না জানএ” বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ‘তফাখুর বনসলে কিয়ানে আব্বরদ’—“কয়ানী বংশেত জন্ম গর্ব ধরে অতি”। ‘রফীকে বজুয বাদহ্ ব্ বাজ বুদ্’—যন্ত্র গীত বিনে ইষ্ট নাহি অগ্র জনে? ‘রফিক’-এর অর্থ যদি সাথীর পরিবর্তে “ইষ্ট” বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। ‘দিগর থানহ্ দারদ যে সঙ্গে রুখাম’ ... ‘কেহ্ মুরগে ফরাদ আব্বরদ বহ্ আব্ব’ পর্যন্ত তিনটি বয়তের অনুবাদ—‘আল এক দিব্য গৃহ আছে অন্তঃপুরী’ হইতে “স্বায় ধর্ম নীত।” পর্যন্ত সাড়ে তিনটি শ্লোক।

চ নও শানহ্ দানস্ত কাওরজে শাহ ...

যম’। তাযমান বেশতর শূদ নিয়ায।

পর্যন্ত এগারোটি বয়তের অনুবাদ—“নওশবা শুনিয়া শাহার আগমন” হইতে “কণ্ঠাআদি সেই স্বল দেখিতে নয়ানে।”—পর্যন্ত মোট পঁচটি শ্লোক। আলাউলের কাজটা মোটের উপর কৃতিত্বপূর্ণ হইয়াছে।

[নৌশাবার কাছে সিকান্দরের দূত বেশে গমন]

মূলের মোট দুইশত দশটি বয়তের অনুবাদ মোট একশত উনিশটি শ্লোকে করা হইয়াছে। অনুবাদ খুব সংক্ষিপ্ত ও ভাবমূলক হইয়াছে। স্থানে স্থানে ক্ষেত্রবিশেষে তিনি কিছু কথা বাড়াইয়াছেন। রচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলের প্রায় সব ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে এবং কাহিনীর তেমন অজ্ঞানি হয় নাই। রচনা ভাবভিত্তিক হইলেও কতিপয় মূলভিত্তিক অনুবাদও পাওয়া যায়। দুই-চারিটার নমুনা দেওয়া গেল :—

‘কেহ্ সদ আফরী বরতু শাহে দেলীর

কেহ্ পরগামে খোদ খোদ গুযারী চু’ শের—

‘কণ্ঠা বোলে ধন্থ সাহসিক যোগ্য রায়—নিজ মুখে নিজবার্তা কহ সিংহ প্রাএ।’

‘মুন্না খালী ব্ খোদ বদাম আমদী
নম্বর পুখতহত্তর কুন কেহ্ খাম আমদী—

আম্মারে ডাকিয়া আপে দড় ফালে পৈলা—দড় চিতে চাহ অনুচিত কর্ম
কৈলা।” [যদি খাম = কাঁচা’র অর্থ “অনুচিত” ধরা হয়]। ‘কমর
ছ’ নবস্তী বদরাগাহে মন’ “কি লাগি সাক্ষাতে তুমি না আইস সভাএ” ?

সেকন্দর চেহ্ গুঁই চুন’। বেকস আস্ত
কেহ্ হস্তালে পয়গামে খোদ খোদ বস আস্ত
বদরাগাহে উ বেশ আয অ’গা-স্ত মরদ
কেহ্ উরা কদম রঞ্জহ বারস্ত করদ—

‘বার্তা কহিবারে কি মনুষ্য নাহি তার—আপনে কহিবে তিনি নিজ বার্তা
সার।’ স্কথকবন্দ কথ আছে তার রাজ্যে—কি কারণে পদে দুঃখ দিব
এহি কার্যে।’

। সিকান্দর সভায় নওশবা ।

এখানে আলাউল কি করিয়াছেন, উহা তাঁহার নিজের ভাষায়
শুনুন :

মহন্ত নিযামী শাহা পুরুষ প্রধান
কহিছেস্ত ‘ধিক এহি সভার বাখান ।
সেসব বাঙলা ভাষে দুরুর কহন
পল্লিপ্রমে কহিলেহ্ সঙ্কট বুঝন ।
কেতাবেস্ত এহি কথা অধিক কর্কশ
পণ্ডিতে কগড়া বিচারিলে পাঞ দোষ ।
একেক বরত লৈয়া কগড়া বহল ।
কেহ্ হএ কেহ্ নহে বোলে বিজ্ঞকুল ।
বহ পল্লিপ্রমে আন্নি এথেক কহিলু’
কি মাত্র কথার সূত্র তিল না এড়িলু’ ।

একেত নিযামীর প্রত্যেকটি বয়ত বাঙলা ভাষায় পশ্চে অনুবাদ করা দুরূহ ব্যাপার, তদুপরি এক এক বয়তের অর্থ লইয়াও অনেকখানে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে বৈকি।

চ । সিকান্দরের সংকল্প ।

মূলের উনিশটি বয়তের সারমর্ম মোট পনেরটি ত্রিপদীতে করা হইয়াছে। এবং “কি মাত্র কথার সূত্র তিল না এড়িলু”।—কথা সার্থক হইয়াছে।

ছ. । ভূগর্ভে তিলসমাত যোগে ধনরত্ন রক্ষণ ।

মূলের ভাব অবলম্বনে সংক্ষিপ্তভাবে রচিত হইয়াছে। তবে মূলে “বাবল আবার নামে ... রাখিল গাড়িয়া।” এই শ্লোক দুইটির পাত্তা পাওয়া গেল না। “দেশে আসি ... বিচারি না পাএ।” পর্যন্ত কথা-গুলিরও হৃদিস পাওয়া গেল না। হয়ত ভিন্ন সংস্করণে তিনি উহা পাইয়া থাকিবেন। বিচিত্র কি?

জ. । সাধুর সহায়তায়-সিকান্দরের পার্বত্য গড় অধিকার ।

মূলের ভাবের সাথে মিল রাখিয়া আলাউল ইহা রচনা করিয়াছেন। দরবেশের দোয়ায় সে দুর্ভেদ্য পার্বত্য গড় কিছুটা ধবসিয়া পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া গড়পতি (‘দযবান’ গড় রক্ষক) সিকান্দরের নিকট আসিয়া আত্মসমর্পণ করত গড়ের চাবি সিকান্দরের সামনে রাখিয়া দিল এবং বলিল তুমি গড়ের সর্বসর্বা। গড়পতির আত্মসমর্পণ ও চাবি বুঝাইয়া দিবার কথা উল্লেখ না থাকাতে কাহিনীর একটু অঙ্গহানি হইয়াছে বৈকি।

ঝ. । সিকান্দরের সরির যাত্রা ও কয়-পাট-জাম দর্শন ।

আলাউলের রচনা খুব ভাল হইয়াছে। মূলের সব ভাবই যেন প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে মূলভিত্তিক অনুবাদ রূপে ধরিয়া লওয়া

যায়। তবে “বিশেষ বিবাহ কৈল দায়ার দুহিতা—একে দুপকুলশীল
আরও কুটুম্বিতা।” “তখনে চলিল। শাহা সঙ্গে বলিনাস—বাহিয়া
সেবক লৈল জন চারি পাঁচ।”—একথাগুলি মূলে পাওয়া গেল না।
হয়ত অল্প সংস্করণে থাকিবে।

এও. । ইস্তরখ [ইস্তখর] বিজয়।

মূলের আটত্রিশটি বসন্তের অনুবাদ মোট চৌদ্দটি ত্রিপদীতে করা
হইয়াছে। মূলের ভাবপ্রকাশ পাইয়াছে।

ট. । সিকান্দরের খুরাসান বিজয়।

নিষামীর সন্তরটি বসন্ত ও আলাউলের ছত্রিশটি শ্লোক। রচনা
সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কয়েকটা কথাও
পাওয়া যায়, যাহা মূলে পাওয়া গেল না। (হয়ত অল্প সংস্করণে
আছে) যথা :

“মুসলমান সঙ্গে তবে আরঙিল রণ।”

—আর কেহ লোভে কেহ ত্রাসে ইমান আনিল
ঘীনে না আইল যথ নিধন করিল।

“তথাহন্তে নিশাপুরে আইল সিকান্দর—শুদ্ধভাবে দেখে মাত্র এক-
ভাগ নর।”

“দুই ভাগ নর আছে দারাভাব লৈয়া—কপট না ছাড়ে নানা ভাতি
দুঃখ পাইয়া।”

আলাউলের মতে নিশাপুরবাসীরা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ
সিকান্দর ও দুই ভাগ যত দারার পক্ষপাতী হইল। নিষামী বলেন :

দু বহরহু জই। রবা দর*। শহরে রাফত
হব*। খাছে খোদ রা মকে বহরে রাফত—

দিগর বহরহ হু তব্লে দারা বদল—

দমে দু সতীশ আশকারা বদল—

অর্থাৎ সিকান্দর দেখিল নিশাপুরীরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছে এবং অপরদল (হুত) দারারই ঢাক ঢোল বাজাইতেছে ।

এখানে কয়েকটি মূলের হুবহু অনুবাদও পাওয়া যায়, যথাঃ

‘চু দুশমন খবর রাফত কামদ পলক

বস্তুরাখে দর শূদ চু কুবাহে লজ—’

—শত্রুও শুনিল যদি মহা ব্যাঘ্র আইল

খোটে শৃগালের প্রায় গাতে প্রবেশিল ।

‘বহ্ আব্রগী দর খুরাসান গেরীখত’—খোরাসান দিকে ধাইল ছারখার হইয়া ।

‘বহ্ পহল্ যবানশ হেরা নাম করদ’—পাহ্লবীর ভাষে থুইল ‘হেরা’ তাম্র নাম ।

‘যে দারা মলক রায়তে দাশাতল

ফলক যেরে অঁা রায়তে আকাশতল—

—এক বানা দারার আছিল উচ্চতল

তার তলে গগন ভাবিত সব নর ।

‘ঠ. । হিন্দুস্থান বিজয় ।

নিযামীর একশত উনসত্তরটি বরত ও আলাউলের পঁচাত্তরটি স্রোক রচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলের প্রায় সব কথা আসিয়া গিয়াছে । কাহিনীর অঙ্গহানি হয় নাই, ধারাবাহিকতাও বজায় আছে । “বহ অকুমারী বালা বহল কিবর” কথাটি মূলের মতো পাওয়া গেল না ।

‘ড. । কবৌজ বিজয় ।

নিযামীর আঠারোটি বরত ও আলাউলের আঠারোটি ত্রিপদী । ভাবভিত্তিক রচনা বটে, তবে খুব বেশী কিছু বাদ পড়ে নাই । এদেশের

আবহাওরা হাতী ঘোড়া পখাদির পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া সিকান্দর তাড়াতাড়ি চীনের দিকে রওয়ানা হইল, একথা আলাউল কিন্তু বলেন নাই।

৬ । চীন অভিযান।

নিষামীর নব্বইটি বয়ত আর আলাউলের আটত্রিশটি শ্লোক পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত ভাষান্তরে মূলের প্রায় সব ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। মূলের ভাব ভিত্তিক ঐ রচনাটি খুব চমৎকার হইয়াছে। মূলের সংক্ষিপ্তসার হইলেও কিন্তু কাহিনীর অঙ্গহানি হয় নাই।

৭ । থাকানের নিকট সিকান্দরের পত্র।

নিষামীর অষ্টাশিট বয়ত আর আলাউলের আটত্রিশটি শ্লোক পাওয়া গেল। সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলের ভাব-অনুসরণে রচনাটা মন্দ হয় নাই। সিকান্দরের পত্র পাইয়া থাকান এক “বুদ্ধতম”-কে ডাকিয়া আনিয়া তাহার সাথ্রে পরামর্শ করিল। “বুদ্ধতম” বুদ্ধ না বাধাইবার যুক্তি দিল এবং তাহারই পরামর্শে থাকান পত্রের উত্তর লেখাইল। মূলে কিন্তু ঐ “বুদ্ধতম” -এর উল্লেখ নাই। আলাউলের হাতে যে সংস্করণটি ছিল তাহাতে হয়ত একথা থাকিতে পারে।

‘চু নামহ্ বখানী নসাবী দেরেজ
নুমাঈ বহন স্তরতে সুল্হ ব্ জঁজ—’

—পত্র পড়ি না করিও তিলেক বিলম্ব
শীঘ্রে লেখ কিবা সন্ধি কিবা যুদ্ধারম্ভ।

মূলভিত্তিক এই অনুবাদটি খুবই সুল্লর হইয়াছে।

হেযবরানম্ আঙ্করে চীন দীদহ্-আল
কম্ আঙ্করে ফরবহ্ চুন। দীদহ্-আল—

—মোর ব্যায়কুল চীন-যুগ দরখনে
বোলে হেন পুষ্ট যুগ নাহি অন্ত স্থানে ।

‘আগর তরসী আষ তেগে বুররানে মন
মপেচাঁ সর আষ খতে ফরমানে মন—

—মোর খড়গ ত্রাস যদি মনে ধর খীর
মোর আস্তা হস্তে তবে না ফিরাও শির ।

অনুবাদটি একটু ভাবভিত্তিক হইলেও বেশ ভাল হইয়াছে ।

‘নহ্ বর জুড়ে যে ইরান যমী আমদীম’—ইরান থাকিয়া যুদ্ধহেতু নাহি আসি ।

ভ. । থাকান রাজের পত্রোত্তর ।

নিযামীর নিরানব্বইটি বয়ত ও আলাউলের আটত্রিশটি শ্লোক পাওয়া যায় । রচনা মূলানুসারী হইয়াছে বটে কিন্তু সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া মূলের পঁয়ত্রিশটি বয়ত বাদ দেওয়াতে কাহিনীর যথেষ্ট অঙ্গহানি হইয়াছে । মহাপাত্রের সঙ্গে থাকানের আলোচনা—আর সিকান্দরের সাথে তাঁহার যুদ্ধ-না-করার পরামর্শদান ইত্যাদি বিষয় বোধ হয় আলাউল-অনুদিত সংস্করণে ছিল না, তাই বাদ পড়িয়াছে । পক্ষান্তরে আলাউলের এই শ্লোকটির মূল পাওয়া গেল না :

কালি মোর রায়বার যাইব শাহা পাশ
যেকিছু মনের মর্ম কহিব সরস ।

যদি সত্যই থাকান একরূপ বলিয়া থাকেন, তবে ছলনাটা মন্দ হয় নাই ।

‘বর’। ‘আযমে শূদ কাব্-রদ সন্নববাহ্
বরুসমে রতুল শুব্-দ নযদে শাহ—
ববীনদ জহাঁদারী-এ শাহ রা
হমা সর ফরামানে দরগাহে রা—’

নিম্নোক্ত এই দুইটি বস্তুদের অনুবাদ এভাবে করা হইয়াছে :

... .. ভাবিলেক নিজ মনে
রায়বার রূপ ধরি বাইতে আপনে ।
দেখিতে শাহার দর্প সামন্ত সাজন
কথ কথ রূপ সঙ্গে আছএ কেমন ।

এছাড়া মূলের আটটি বস্তু ও পঁচটি পংক্তির মূলভিত্তিক অনুবাদও
পাওয়া যায় যথা :

‘কেহ্ রাদ আফরী বর তু আয করদে গার’
ঈশ্বর দরুদ বহ তৌন্নার উপর—
‘যে দররা বদররা তু করদী নশস্ত
বর ঈন্নানে ব্ তুঁরা তুরা হস্তে দস্ত—

জলস্থল ভ্রমিয়া সকল কৈল বশ—ইরান তুরাণ আদি যথেক কর্কশ ।
(এটা অবশ্য হুবহু অনুবাদ না হইলেও প্রায় কাছাকাছি হইয়াছে ।)

‘গেরেফতী জহাঁ জুমলঃ ব্যালা ব্ যের
হনুষত শূদ দেল যে পয়কার সমর—’

জিনিলা সকল রাজ্য উধ্ব’ কিবা হেট—অষ্টাপিহ যুদ্ধ হস্তে না ভরএ পেট ।
‘ইন’ বায কশ্ কায্ দহা বর রহ্ আস্ত’—“অশ পালটাও পশ্বে মহা
অজগর ।”

‘তুরা হস্তে বা মন বসে সফুতহ্ গোশ,
“আম্মি হেন তৌন্নার সেবক আছে কথ ।”
‘মন ব্ তু যে খাকীম ব্ খাক আয ঘমী
হম’ বহ্ কেহ্ খাকী বুব্দ আদমী—’

আম্মি তুম্মি আদি নর হস্তিকা নির্মাণ—সেই শস্ত্র বেই নর হস্তিকা সমান ।

‘চু কতরঃ বদররা দর আন্দাখতন্দ
দিগর কতরঃ যু বায নশনাখতন্দ—’

বিশুদ্ধজল পড়ে যদি সিন্ধুর মাঝার—জলে জলে মিশি যায় নারে চিনিবার ।

‘কবী দেল মশু গর চেহ্ দস্তত কবী-স্ত
কেহ্ হকমে খুদা বরতর আয খসরুবী-স্ত—’

উকশির হই মনে না করিও দড়—রাজগর্ব হস্তে ঈশ্বরের অবস্থা বড়।
‘তুরা ঈযদা যে বহরে ‘আদল আফরীদ’—শ্রায় লাগি তোমায়ে সজিছে
জগদীশ।

‘নেকু রায় চু’ রায়েরা বদ কনুদ
খরাবী দর আবাদী—এ খোদ কুনদ—’

জ্ঞানবস্ত করে যদি অস্ত্রানের কাম—আপনার বসতি নাশে নিঃসরে দুর্নাম।
‘বগরমায়ে গরম ব্ সরমায়ে সরদ’—উষ্ণকালে উষ্ণতা শীতকালে শীত।

‘সেকন্দর বইনসাফে নাম আরব আস্ত
ব্ গর নয় যে মা হরয়ক ইসন্দর-আস্ত—’

শ্রায় হস্তে সিকান্দর নামের ভরম—নহে, প্রতিদেশ রূপ সিকান্দর সম।
[অবশ্য যদি “নামের ভরম” ‘নাম আব্র’ (বিখ্যাত)-এর অর্থে হয়]

মপনদার কষ মন নিয়ায়দ নেবরদ
বরআম বয়ক্ জনবশ আয কুহে গরদ—

যুদ্ধে উন হেন মোরে না ভাবিও চিতে—তিলেক ঢুলনে পারে। পর্বত
নাড়িতে।

খ. । রায়বার বেষে থাকান রাজ।

(ক) নিবাসীর পঁচিশটি বয়ত ও আলাউলের আঠারোটি ত্রিপদী
পাওয়া গেল। মূলের ভাব অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। রচনাও খুব
ভাল। সংক্ষিপ্ত হইলেও সার্বমর্ম প্রকাশ পাইয়াছে। সিকান্দর খড়্গ
পাশে রাখিল, একথা মূলে নাই।

৮ । সিকান্দর ও খাকানরাজ (নিহত) ।

নিবামীর একশত পঞ্চাশটি বয়ত ও আলাউলের ছেবটিট স্রোক পাওয়া গেল। মূলের ভাব অবলম্বনে ইহা আলাউলের নিজস্ব রচনা। রচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলের প্রধান প্রধান অংশগুলি হইতে তেমন কিছু বাদ যায় নাই। রায়বারবেশী খাকান বিদার গ্রহণ কালে সিকান্দরের নিকট “ভূমি চূষি অঙ্গ কর মাগিল খাকান—মুক্ত করি শাহা সুপ্রসাদ দিলা দান।”—একথাটি এখানে মূলে পাওয়া গেল না। তবে পরবর্তী কালে যখন খাকান সসৈন্তে সিকান্দরের নিকট আত্মসমর্পণ করিল, তখনই শাহ খুশী হইয়া তাহাকে (রেহা করদশ অঁা দখলে রকসালহ নীয’) ‘নিয়মিত অঙ্গকর তখনে ফেমিল।’ মূলে এরূপ আছে।

৯ । শিল্প কথা ।

নিবামীর দুইশত আটত্রিশটি বয়ত ও আলাউলের তিহান্তরটি স্রোক পাওয়া গেল। মূলের পটভূমিতে অতি সংক্ষিপ্ত রচনা। এত সংক্ষিপ্ত হওয়াতে মূলের অনেক কথা বাদ পড়িয়াছে যাহাতে কাহিনীর যথেষ্ট অঙ্গহানি হইয়াছে। “বলিনাস আসি দেখি বুঝিল প্রবন্ধ।” একথাটি মূলে পাওয়া গেল না।

১০ । সিকান্দরের রূস যাত্রা ।

মূলে ইহা পূর্ববর্তী অষ্ট শিরোনামায় অন্তর্গত। আলাউলের চৌদ্দটি ত্রিপদী। মূলের ভাবের সাথে মিল রাখিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। রচনাটা ভাবেন্ন দিক দিয়া মন্দ হয় নাই।

১১ । রূস-পীড়ন সম্বন্ধে গোহারী ।

মূলে অষ্টাশিটি বয়ত ও আলাউলের সাঁইত্রিশটি স্রোক পাওয়া গেল। মূলের ভাব অবলম্বনে রচিত। ভাবের দিক দিয়া রচনাটি তেমন মন্দ

হয় নাই। সংক্ষিপ্তসারে কাহিনীটা বর্ণিত হইলেও উহার তেমন অঙ্গহানি হয় নাই।

ক. । রূসের সঙ্গে সিকান্দরের সংগ্রাম।

মূলের ভাবার্থ লইয়া ও মাঝে মাঝে কিছুটা নিজস্ব সম্প্রসারণে এই বিরাট পর্বটা রচিত হইয়াছে। কাহিনী ঠিকই আছে। ভাষার দিক দিয়া নিয়ামীর এ অংশটি একটু জটিল বৈকি। কিন্তু বাঙলা ভাষায় আলাউল ইহাকে যে ভাবে রূপান্তরিত বা ভাষান্তরিত করিয়াছেন, ইহা সত্যিই তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। উভয়ই নিজ নিজ ভাষায় ও বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত।

ভ. । রুস যুদ্ধে সিকান্দরের জয়।

মূলের ভাব লইয়া এই পর্বটা একটু বিস্তারিতভাবে রচনা করা হইয়াছে। কিস্তালের ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি কথা নিয়ামী আলাউলের মত তত লম্বা করিয়া লেখেন নাই।

ম. । আব-ই-হামাত।

মূলের ছায়া অবলম্বনে এই আবহামাত পর্বটা রচিত হইয়াছে। রচনাটা ভালই হইয়াছে।

য. । আব-ই-হামাতের জঙ্গ যাত্রা।

নিয়ামীর তিনশত ষোলটি বয়ত ও আলাউলের একশত ষোলটি লোক পাওয়া যায়। মূলের ভাবটা লইয়া সংক্ষিপ্তসারে রচিত হইয়াছে। রচনা ভাল হইয়াছে। মূলের সারমর্ম আসিয়া গিয়াছে। দুই-তিনটা ভাল অনুবাদও পাওয়া যায়, যথা :

— দরু'রফতে শায়দ বহরে সাঁ কেহু হস্ত
বহ বাব আমদন রহু কেহু আরদ বদন্ত—'

—জ্ঞানী বোলে দুঃখে কষ্টে পারি প্রবেশিতে
ফিরিয়া আসিতে হেতু না পারি বুঝিতে ।

‘বন্’ই দিগর গুফতহ্-আল্ ঈ’ সুখন—“জ্ঞানীসব কহিছেন্ত আর
একমতে ।” ‘কেহ্ ইলিয়াস বা খিযর হমরাহে বুব্দ’ = “ইলিয়াস ছিল
তথা খিজির সহিতে ।”

‘সতদ্ সঙ্গে য়্ শহর য়ারে জই’
সপারলহ-এ সঙ্গে য়্ শূদ নেই—’
—শিলা পাই য়ে শাহা বাকিয়া রাখিলা
শিলা দাতা সেইক্ষণ আলোপ হইলা ।
র. । সিকান্দরের স্বদেশ যাত্রা ।

‘তবে পুনি শাহার’ হইতে ‘করিতে কি শক্তি ।’—পর্যন্ত পূর্ববর্তী
এক শিরোনামারই বিষয়বস্তু । “দিন দুই তিন ... শিলার তুলন ।”
—মূলে ইহার হদিস পাওয়া গেল না। “তথা হস্তে ... সুরঙ্গিম
ইয়াকুত ।”—শ্লোকটি মূলে পাওয়া যায় । সিকান্দরের স্বদেশযাত্রার
আসল কাহিনীটি এই পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেল না ।

। আলাউলের অনুবাদে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ।

অনুবাদ বড় কঠিন কাজ । দুইটি ভাষার পুরা দখল না থাকিলে
অনুবাদে কৃতকার্য হওয়া বড়ই মুশ্কিল । তদুপরি যদি যে ভাষা হইতে
অনুবাদ করা হয় সেই ভাষা যে ভাষাতে অনুবাদ করা হয় সেই ভাষার
চেয়ে বেশি সমৃদ্ধিশালী হয়, তবে কাজটা আরও দুরূহ হইয়া পড়ে ।
একভাষার বাকরীতি আবার অন্যভাষার বাকরীতির সাথে সবখানে
মিলিয়া ও যায় না । এসব কারণে অনুবাদকারীরা অনেক সময় বিভ্রান্ত
হইয়া পড়ে ।

নিযামীর সিকান্দরনামা অনুবাদ করিতে গিয়া আলাউল বলেন :

মহন্ত নিযামী শাহা পুরুষ প্রধান
কহিছেন্ত যিক এহি সভার বাখান ।

সেসব বাঙলা ভাষে দুক্ল কহন
 পরিশ্রমে কহিলেক সঙ্কট বুঝন ।
 বহু পরিশ্রমে আশি এথেক কহিলু*
 কি মাত্র কথার স্তত্র তিল না এড়িলু*

কাজেই, তিনি সম্পূর্ণ সিকদার নামাটি “এক এক বয়ত হস্তে এক এক পয়ার” হিসাবে অনুবাদ করিতে পারেন নাই। করিতে পারাও সম্ভব নয়। কারণ, বাঙলা ভাষার চেয়ে পার্সী ভাষা ঢের বেশি সমৃদ্ধিশালী, সুতরাং তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাও অভূতপূর্ব। তাঁহার “বহু পরিশ্রম”-এর ফল পর্যালোচনা করিলে, নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

- ১ মূল বয়তের অনুবাদ পূর্ণ শ্লোকে বা ত্রিপদীতে ।
- ২ মূলের সহিত সম্পর্ক হীন নিজস্ব শ্লোক, অবশ্য Spirit বজায় রাখিয়া ।
- ৩ মূল বয়ত একেবারে এড়াইয়া যাওয়া ।
- ৪ একাধিক বয়তের ভাবধারা লইয়া একটা শ্লোক ।
- ৫ দুই বয়তের দুই অংশ লইয়া একটা শ্লোক ।
- ৬ এক বয়তের অনুবাদ এক পংক্তিতে ।
- ৭ মূলের ভাব সম্প্রসারণে শ্লোক রচনা ।
- ৮ মূলের মতানুসারে ক্ষেত্রোচিত শ্লোক রচনা ।

— — —

পরিশিষ্ট—ঘ

। কবি আলাউলের জীবন-তথ্য ।

কবি আলাউলের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে যা বলা ও বিশ্বাস করা যাবে তা এই : ফরিদপুরের জালালপুরস্থ মুলুকপতি মজলিস কুতবের পদস্থ কর্মচারী (অমাত্য) ছিলেন কবির পিতা । কবি পিতার সঙ্গে জালালপুরেই বাস করতেন । বর্ণনাদৃষ্টে মনে হয়, জালালপুর কবির জন্মভূমি বা কবির পিতার পিতৃভূম বা স্থায়ী নিবাসস্থল ছিল না । ব্যক্তিগত বা সরকারী কাজে পিতা জলপথে কোথাও যাচ্ছিলেন এবং পুত্র আলাউল ছিলেন পিতার সহযাত্রী । হার্মাদ হস্তে পিতা প্রাণ হারালেন, আর পুত্র রোসাদ্দে আগ্রিত হলেন । অব্যাহত সৈনিক ও সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবেই তিনি রোসাদ্দস্থ মুসলিম অমাত্য, সচিব ও ধনী-মানী সমাজে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । তারপর কাব্যো-সঙ্গীতে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ মন্ত্রীরা প্রতিপোষণ দিয়ে দিয়ে পর পর কাব্যগুলো অনুবাদ করিয়ে নেন । ১৬৬০ সনে শাহজাহান-পুত্র সজ্জার বিদ্রোহে জড়িত সন্দেহে সরকার তাঁকে সত্তরদিন কারারুদ্ধ রাখে । আলাউল সিকান্দরনামায় শারীরিক জীর্ণতার ও আর্থিক দারিদ্র্যের (ভিক্ষাবৃত্তির) কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন । কাজেই অমাত্যের বৃত্তিভোগীর পক্ষে রোসাদ্দ ত্যাগ করা ছিল অসম্ভব । ১৬৭৩ সনে কবি যখন সিকান্দরনামা রচনা সমাপ্ত করেন, তার সাত বছর আগে উত্তর চট্টগ্রাম [সঙ্গু নদীর তীর অবধি] মুঘল অধিকারে (১৬৬৬ সনে) আসে । কাজেই বৃত্তিভোগীর পক্ষে ভিন্ন রাজ্য উত্তর-চট্টগ্রামে এসে বাস করা অসম্ভব । জোবরা গাঁয়ের আলাউলের দীঘি ও কবর কোন স্থানীয় আলাউলের স্মারক মাত্র । আরাকান রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামে কবি আলাউল ছিলেন (এবং এখনো) জনপ্রিয় লোকজ্ঞাত কবি । কবির খ্যাতিই নাম সাদৃশ্য গত বিস্তারিত উৎস ।^১

১. বিজ্ঞত আলোচনা মৎ-সম্পাদিত 'তোহফা'র ত্বমিকার ত্রুটি ।

আলাউল রচিত গ্রন্থাবলী, গ্রন্থোক্ত রচনাকাল, আদেষ্ট। প্রভৃতি ছকে দেখানো হল :

ক্রমিক সংখ্যা	মূল লেখক	রচনার নাম	আদেষ্টা অমাত্য	রচনা কাল	রোসাজ রাজ
১.	মালিক মুহম্মদ জায়সী	পদ্মাবতী	মাগন ঠাকুর	১৬৫১ খ্রীঃ	সাদউ মজদার ১৬৪৫-৫২ খ্রীঃ
২.	[সম্ভবতঃ অজ্ঞাত রূপকথা]	রতন কলিকা- আনন্দ বর্মা [সতীময়নার পরিশিষ্ট রূপে রচিত]	শ্রী মন্ত সোলায়মান	১৬৫৯ খ্রীঃ	শিরিসাদ সুধমা শ্রী চন্দ্র সুধমা ১৬৫২-৮৩ খ্রীঃ
৩.	উৎস আলোফ লায়লা	সমুফুলমলুক-বদি- উজ্জামাল	প্রথমোংশ-মাগন ঠাকুর শেষাংশ-সৈয়দ মুসা	১৬৫৮ খ্রীঃ ১৬৬৯ খ্রীঃ	ঐ
৪.	মিযামী গজাবী	সপ্তপয়কর	সৈয়দ মুহম্মদ খান	১৬৬৩ খ্রীঃ	ঐ
৫.	ইউসুফ গদা	তোহফা	শ্রী মন্ত সোলায়মান	১৬৬৪ খ্রীঃ	ঐ
৬.	নিযামী গজাবী	সিকান্দরনামা	নবরাজ মজলিস	১৬৭৩ খ্রীঃ	ঐ
৭.	মৌলিক রচনা	রাগতালনামা	—	—	—
৮.	ঐ	পদাবলী	—	—	—

ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত ও বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত

। মধ্যযুগের সাহিত্য ।

১. লায়লী মজনু—দৌলত উজির বাহরাম খান
২. মধুমালতী—মুহম্মদ কবির
৩. নীতিশাস্ত্র বার্তা—মুজাম্মিল
৪. রাগতালনামা—আলাউল
৫. চল্লাবতী—মাগন ঠাকুর
৬. শা'বারিদ খানের গ্রন্থাবলী—শা'বারিদ খান
৭. নসিয়ত নামা—আফজল আলী
৮. সমরফুল মুলুক বদিউজ্জামাল—দোনা গাজী
৯. সৈয়দ সুলতানঃ তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ
১০. বাঙলার সূফী সাহিত্য—বিভিন্ন কবির রচনাংশ .
১১. মধ্যযুগের কাব্য সংকলন— ঐ
১২. বাউল তত্ত্ব— ঐ
১৩. মধ্যযুগের রাগতালনামা— ঐ
১৪. হিন্দু কবির পদ-সাহিত্য— ঐ
১৫. সওয়াল সাহিত্য— . ঐ